[illegible] কুমার সাহা

প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, এম-এস-সি, পি-আর-এস

'প্রকৃতি' কার্য্যালয়
কলিকাতা
১৯৩৭

প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা

কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজের প্রাণিবিজ্ঞানশাখার লেক্‌চারার
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, এম-এস-সি, পি-আর-এস
প্রণীত

'প্রকৃতি' কার্য্যালয়
৫০নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৯৩৭

৫০নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট্
'প্রকৃতি' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

মূল্য—১৲ টাকা মাত্র
১৯৩৭

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে মুদ্রিত

শাস্ত্র বলিয়া মনে করি। কিন্তু বিদ্যা কথাটি বাদ দিলে আরও ভাল হয়, কারণ ইংরেজী Anatomyর মধ্যে যেমন শাস্ত্র বা scienceটি লুক্কায়িত আছে তেমনি আমাদের বাংলা পরিভাষা 'শরীর ব্যবচ্ছেদ' দ্বারাই বিদ্যাটিকেও বুঝান হউক না কেন? কাহারও কাহারও পরিভাষায় এরূপ দেখিতে পাইতেছি।

ইয়োরোপের কয়েকটি বিভিন্ন ভাষায় Anatomy কিরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। জার্ম্মান ভাষায় আর একটি অনূদিত প্রতিশব্দ আছে, Zergliederungskunst, কিন্তু প্রাণিবিজ্ঞানের সর্ব্বত্রই 'Anatomie'র প্রচলন বেশী। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে Anatomy শব্দের যে সব ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা কত বিভিন্ন। এরূপ ক্ষেত্রে Anatomy 'য়্যানাটমি' রাখিলে কি মাতৃভাষার প্রতি অবিচার করা হইবে?

Morphology শব্দের যে অবতারণা করা হইয়াছিল তাহা অবান্তর বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু 'য়্যানাটমি' শব্দের সম্যক্ জ্ঞান উপলব্ধির জন্য ইহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। যাঁহারা Anatomyর পরিভাষা করিয়াছিলেন তাঁহারা Morphologyর কথা একবার ভাবিয়াছিলেন কিনা জানি না। Morphologyর সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকাতে বাধ্য হইয়া আপাততঃ ইহার পরিভাষার আলোচনা স্থগিত রাখিলাম।

Anatomy—**য়্যানাটমি** * [প্রতিশব্দ :—**অঙ্গব্যবচ্ছেদ, দেহব্যবচ্ছেদ, শরীরব্যবচ্ছেদ।**

অর্থ :—প্রাণী ও উদ্ভিদ্ কাটিয়া কুটিয়া শিক্ষা করিতে হয়, বিশেষতঃ দেহাভ্যন্তরের সব গঠনযন্ত্রাদির সমষ্টিজ্ঞান লাভ করিতে হয় যে বিদ্যা বা শাস্ত্র সাহায্যে।

এখানে য়্যানাটমি ও তাহার প্রতিশব্দগুলির যে ব্যাখা দেওয়া হইল তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত জার্ম্মান ও ইংরেজী ব্যাখ্যা হইতে কিছু বিভিন্ন হইলেও অর্থবোধের কষ্ট হইবে না।

৪। **Anus**—[L. *anus*, anus.] Posterior opening of the alimentary canal. p. 19.

১৮৫১ গুদং, পায়ু, মৈত্রঃ, অপানং, Williams, M., *Dict. Eng., Sans.*, p 19.
১৩১০ পায়ু, প্রঃ রায় ও নঃ গুহ, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ৯২
১৩২২ পায়ু, অপান,—স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ২৮
১৯১৬ গুহ্য, পায়ু, গুহ্যদেশ, গুহ্যদ্বার, মলদ্বার, Guha, C., *Modern Ang-Beng. Dict.*, p. 87.
১৩৩২ গুহ্যদেশ, ডাঃ রায়, প্রকৃতি, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৪
১৩৩৫ গুহ্যদ্বার, ডাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৫

জার্ম্মান—After.
ফ্রেঞ্চ—Anus.
ইতালীয়—Ano.
ল্যাটিন—*Anus.*

---

* কেহ কেহ Anatomyর বানান 'এনাটমি' লেখেন, আমি বানান বিষয়ে অভিজ্ঞ নই। আজকাল আবার 'এ্যানাটমি' বা 'অ্যানাটমি' বানান লিখিবার রীতিও দেখা যায়।

Anus বলিতে পৌষ্টিক-নালীর পিছনের বহিঃছিদ্র বুঝায়, আর mouth অর্থাৎ মুখ বলিতে সামনের ছিদ্র। প্রাণিবিজ্ঞান আলোচনায় anusএর 'গুহ্যদেশ', 'গুহ্যদ্বার' পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু শুধু 'গুহ্য' বলিতে যখন আমরা সেই মলদ্বার বুঝি তখন 'দেশ', 'দ্বার' সংযুক্ত করিবার সার্থকতা দেখি না। কি হওয়া উচিত বলিবার পূর্ব্বে বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় ইহার কি রূপ দেওয়া হইয়াছে দেখা যাউক। প্রথমেই দেখা যাইতেছে যে ল্যাটিন *anus* বেমালুম ইংরাজীতে গৃহীত হইয়াছে। ফ্রেঞ্চ ভাষায়ও তদনুরূপ। ইতালীয়তে a n o মূলে ঠিকই আছে। কিন্তু জার্ম্মান ভাষায় ইহা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছে, ইহাকে A.f t e r বলে এবং একমাত্র ইহাই প্রাণিবিজ্ঞানে প্রচলিত।

Williams সাহেবের 'পায়ু' শব্দটির দুই অক্ষরের মধ্যে anusএর সব অর্থই যখন পর্য্যবসিত তখন ইহাকে বাংলা ভাষায় গ্রহণ করিলে দোষ কি? 'গুহ্য' কথাটি প্রতিশব্দের কোঠায় রাখিলাম।

Anus—**পায়ু** [প্রতিশব্দ :—**গুহ্য**]

অর্থ :—পৌষ্টিক-নালীর পিছনের ছিদ্র, অর্থাৎ যে পথ দিয়া বিষ্ঠা বা মল নির্গত হয়।

৫। **Blood**—[A.S. *blôd*, blood.] The fluid circulating in the vascular system of animals, distributing food material and oxygen and collecting waste products. p. 36.

১৮১৯ রক্ত,—দিগ্‌দর্শন, জানুয়ারী সংখ্যা, পৃঃ ৪৫৭
১৮৫১ অসৃক, লোহিতং, রক্তং, রুধিরং, শোনিতং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 54
১৮৭৫ শোণিত, বঃ চট্টোঃ, বিজ্ঞানরহস্য, পৃঃ ১২৬
১৩০৬ রক্ত, রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ২০৬ ; (বা শব্দকথা) পৃঃ ১৯২, ১৩২৪
১৯১৬ রক্ত, শোণিত, রুধির, অসৃক্, ক্ষতজ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, p. 211.
১৩২২ রক্ত,—স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮
১৩৩৬ অসৃক, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬০
১৩৪০ রক্ত, শোণিত, রুধির, রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৪৮৪

জার্ম্মান—B l u t.
ফ্রেঞ্চ—S a n g.
ইতালীয়—S a n g u e.
ল্যাটিন—*S a n g u i s.*

অনেকের ধারণা হইতে পারে যে bloodএর পরিভাষা লইয়া আলোচনা অনাবশ্যক। উপরি উক্ত পরিভাষামালা হইতে দেখা যাইতেছে যে যাঁহারা প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক বাংলা পরিভাষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের তালিকায় blood শব্দটি স্থান পায় নাই। যে-কোন অভিধানই খুলি না কেন bloodএর অর্থ প্রথমেই 'রক্ত' পাই। ইহার কারণ যতদূর অনুমান করিতে পারি তাহাতে মনে হয় যে blood লাল বলিয়া 'রক্ত' চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাণিবিজ্ঞানে অন্য কথা পাই। উপরে বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা তুলিয়া

দিয়াছি। বস্তুতঃ Vertebrateএর সব প্রাণীরই রক্ত দেখিতে লাল এবং সে ক্ষেত্রে 'রক্ত' শব্দটি শাস্ত্রানুমোদিত। কিন্তু বিপদ এই যে Invertebrateএ এক কেঁচো পর্য্যায়ভুক্ত প্রাণী ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ প্রাণীতেই 'রক্ত' বর্ণহীন (বা অন্য রংয়ের) তরল পদার্থ; সুতরাং সে ক্ষেত্রে 'রক্ত' শব্দটি ব্যবহৃত হইলেও সুপ্রযোজ্য কিনা বিচার্য্য। আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে এই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত 'রক্ত' শব্দটি আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য শব্দ প্রচলনের আর্জ্জি পেশ করি। তবে কোন্ শব্দ সুপ্রযোজ্য বলিয়া মনে হইতে পারে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক মনে করি।

উপরে যতগুলি bloodএর সমার্থবোধক বাংলা পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রায় সবগুলির মধ্যে লাল রংয়ের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু 'অসৃক' পদটির প্রকৃতি একটু অন্যপ্রকার। H. H. Wilson সাহেব তাঁহার অভিধানে [*Dict. Sans. Eng.*, p. 100, (1874)] লিখিয়াছেন "অসৃক্কর—The juice or essence of the body, lymph, serum, &c., E. অসৃজ্ blood, and কর what makes." ইহাতে মনে হয় যে Henderson-যুগলের অভিধানোক্ত অর্থের সহিত Wilson সাহেবের অর্থের কতকটা তাৎপর্য্যগত মিল আছে। 'শব্দকল্পদ্রুমে' "অসৃক্করঃ (পুং) শরীরস্থরসধাতুঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥" (পৃঃ ৩০৩, ১৯৩১ সংবৎ) লিখিত হইয়াছে। আবার কিন্তু "অসৃক [জ] (ক্লী) রক্তং, ইত্যমরঃ॥ কুঙ্কুমং ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ॥" (ঐ, পৃঃ ৩০৩) এইরূপও দেখা যাইতেছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত 'অসৃক' শব্দটির ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় blood বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে 'রক্ত' 'শোণিত', 'রুধির' কথাগুলি সাহিত্য, জনরঞ্জন বিজ্ঞান ইত্যাদির জন্য মজুত থাক, আর প্রাণিবিজ্ঞানে 'অসৃক' শব্দটি গ্রহণ করা হউক, কারণ সব দিক দিয়াই ত এই শব্দটি সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত। কিন্তু 'রক্ত' শব্দটি আমাদের সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, বলিতে গেলে কি আমাদের রক্তে এমনি শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে যে তাহাকে সমূলে উৎপাটন করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং উহাকে প্রাণিবিজ্ঞানের জন্য একটি বিশিষ্ট অর্থ-যুক্ত করিয়া গ্রহণ করিলে সব দিকই বজায় থাকিবে।

বিদেশী ভাষার শব্দগুলি উপরে দিয়াছি। ল্যাটিন ব্যুৎপত্তিগত শব্দটি ইংরেজী-জার্ম্মানে ঢুকিতে পারে নাই—'ব্লাড্', 'ব্লুট'ই উহাদের ভাষায় রহিয়া গিয়াছে।

Blood—**রক্ত, অসৃক** [প্রতিশব্দ :—**শোণিত, রুধির**]

অর্থ :—যে তরল পদার্থ শরীরমধ্যস্থিত বিশিষ্ট প্রণালী দিয়া পুষ্টি, অক্সিজেন ইত্যাদি সংবহন করে এবং পরিত্যজ্য (waste) দ্রব্য সংগ্রহ করে।

৬। **Blood circulation**—(বা Circulation of blood)

১৮৫১ রক্ত চলনং, রক্ত বহনং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 96.
১৮৯৩ রুধিরাভিসরণং, রক্ত বহনং Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 53.
১৩০৬ রুধিরাভিসরণ, রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ২৯৬ বা শব্দকথা, পৃঃ ২১৪ (১৩২৪)

১২৬৫যথ শোণিত সঞ্চালন যন্ত্র (organs of circulation) 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত মানবতত্ত্ব, পৃঃ ৫৬

১৩১০ রক্ত চলন (circulation of blood), যোঃ রায়, সঃ সাঃ পঃ, পৃঃ ৪০

১৩১৯ রক্তপ্রবাহের গতি, কেঃ গুপ্ত, অর্চনা, ১০ (২ সংখ্যা) পৃঃ ৪৬

১৩২১ রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া,—স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (১২ সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৬

১৯১৬ রক্ত-সঞ্চালন (হঃ চঃ) (circulation), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, p. 367.

১৯২৪ রক্তসংবহন, কঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, ২য় ভাগ পৃঃ ৮৫

১৩২২ রক্ত-সঞ্চালন, (circulation), ত্রিঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৩ (১খঃ) পৃঃ ২৮৯

১৩২৫ রক্তপ্রবাহ, কঃ মৈত্র, প্রকৃতি, ৫(৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪২৪

১৩৩৫ রক্তপ্রবাহপথ, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৪৭

১৩৩৭ রক্ত চলাচল, বঃ বন্দ্যোঃ, অর্চ্চনা, ২৭ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮

১৩৩৭ রক্ত, সঞ্চালন, প্রঃ সেন, মাঃ বসুমতী, ৯ (২ খঃ) পৃঃ ৪৮৩

জার্ম্মান—B l u t u m l a u f;
K r e i s l a u f.

Bloodএর পারিভাষিক সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে করিয়াছি। Circulation শব্দটি গোল বাধাইয়াছে। আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের পারিভাষিকটি Apteর অভিধান হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। 'প্রবাহ', 'সংবহন', 'সঞ্চালন' আরও তিনটি শব্দের আমদানী হইয়াছে। আমরা মুখ্যতঃ circulation অর্থে 'প্রবাহ' রাখা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। Williams সাহেবের 'বহন' অপেক্ষা 'চলন' শব্দটি ভালই মনে হইতেছে। কিন্তু সঞ্চালন আরও ভাল, কারণ ইহা আমাদের ভাষায় খুবই চল। 'চলাচল'ও একটু হাল্‌কাভাবে চলিতে পারে। প্রাণিবিজ্ঞানে অনেক স্থলে circulation অর্থে blood circulationই বুঝিতে হয়। গুহ মহাশয় তাঁহার অভিধানে circulationএর বাংলা পারিভাষিক শব্দের যে অর্থ দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন "জন্তু বা উদ্ভিদের দেহে কোন প্রকার পুষ্টিকর তরল পদার্থ সঞ্চালন।" উপরি উক্ত 'রক্তপ্রবাহ পথ', course of blood circulation অর্থে ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল।

Blood circulation (বা Circulation of blood, বা Circulation)—

রক্তপ্রবাহ, রক্তসঞ্চালন [প্রতিশব্দ :—রক্ত-চলাচল, শোণিতপ্রবাহ, শোণিতসঞ্চালন, অসৃকপ্রবাহ, রুধিরপ্রবাহ]

অর্থ :—বিশিষ্ট প্রণালীর মধ্য দিয়া যে তরল রসধাতু (অর্থাৎ রক্ত) প্রবাহিত বা সঞ্চালিত হয়।

৭। **Blood vessel**—any vessel or space in which blood circulates; strictly used only in regard to special vessel with well defined walls. p. 36.

১৮৫১ অসৃবহা, নাড়িঃ, রক্ত প্রবাহকনাড়িঃ, শিরাঃ, রক্তবাহী, Williams M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 55.

১৮৯৩ রক্তবাহিনী, নাড়ী, শিরা, অসৃগ্বহা, ধমনী, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 34.
১৯১৫ শোণিত নালী, বিঃ চক্র, বিজ্ঞান, ৪ (৪ সংখ্যা) পৃঃ ১৮০
১৩০৬ রক্তবাহিনী, রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ২০৬ ; (বা 'শব্দকথা', পৃঃ ১৯২, ১৩২৪)
১৩১০ রক্তবহা নাড়ী, দ্বিঃ ঠাকুর, বঙ্গদর্শন, ৩ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩৬
১৩১০ রক্তনাড়ী, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ৪০
১৩১৭ অসৃগ্বহা, হেঃ দাশগুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ১২১
১৭০৮ রক্তবহা শিরা,—স্বাস্থ্য, পৃঃ ১৫২
১৩২৩ শোণিতবাহী ধমনী, প্যাঃ দেববর্ম্মা, ভারতবর্ষ, ৩ (২খঃ) পৃঃ ৯০০
১৯১৬ রক্তবহানাড়ী (হঃ চঃ), রক্ত-বাহিনী, অসৃগ্বহা (অঃ) ধমনী, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, p. 211.
১৩২৪ রক্তাধার,—স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮৩
১৩৩২ শিরা, নিঃ মিত্র, ভারতবর্ষ, .৩ (১খঃ) পৃঃ ২৭৮
১৩৩২ রক্তনালী, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০১ ; ১৩৩০, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৫
১৩৩৬ শিরা, গিঃ মুখোঃ প্রকৃতি, ৬ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৩৩
১৩৪০ রক্তবহানালী, প্রঃ সেন, শিশু-ভারতী, ৪, পৃঃ ২৪৩

জার্ম্মান—Blutgefässe.

ফ্রেঞ্চ—Vaisseau sanguin.

bloodএর অর্থে কোন গোল নাই, কিন্তু vesselএর পারিভাষিক শব্দ লইয়া বহু মতদ্বৈধ দেখা যাইতেছে শব্দভেদে ও অর্থভেদে। হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের এবং আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পারিভাষিক শব্দ দুইটি উপরি উক্ত পর পর দুই সংস্কৃত অভিধান হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। 'নাড়ী' শব্দ লইয়া কবিরাজ মহলে খুব মতবিরোধ হইয়া গিয়াছে, এবং এই শব্দটি vessel বা blood vessel সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। আমরা পরে এই শব্দটির আলোচনা দিব। 'নালী' পদটি canal অর্থে পূর্ব্বে ব্যবহার করা হইয়াছে, সুতরাং vessel অর্থে না চলাই ভাল। কেহ কেহ blood vesselকে শিরা বলিয়াছেন কেন সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। vein অর্থে 'শিরা', আর artery 'ধমনী', ইহাই ত বাংলায় আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে যে bloodএর অর্থ দিয়াছি তাহার সহিত 'বাহিনী' বা 'বাহিকা' সংযোগে বাংলা পরিভাষা করিলে কেমন হয় ?

Blood vessel—রক্তবাহিকা, রক্তবাহিনী [প্রতিশব্দ :—
অসৃগ্বাহিকা, অসৃগ্বাহিনী, শোণিতবাহিকা, শোণিতবাহিনী]
অর্থঃ—যে কোন সুনির্ম্মিত বাহিকা বা প্রণালী দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়।

৮। **Body—**

১৮১৮ শরীর,—দিগ্দর্শন, জুন সংখ্যা, পৃঃ ১১৫
১৮৫১ শরীরং, দেহঃ, কায়ঃ, গাত্রং, মূর্ত্তিঃ *f*, অঙ্গং, বপুঃ *n*. কলেবরং, বর্ষ্ম *n*. বিগ্রহঃ, সংহননং, তনুঃ *f*, করণং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 57.
১৫০৩ দেহ,—স্বাস্থ্য, পৃঃ ১৮৪
১৯৩৮ [illegible] 'সংহনন', 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার [illegible] পৃঃ ৩২

১৩১৭ গাত্র, দেহ, শরীর, রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ২০৬; (বা শব্দকথা, পৃঃ ১৯২, ১৩২৪)

জার্ম্মান—Leib.
ফ্রেঞ্চ—Corps.
ইতালীয়—Corpo.
ল্যাটিন—*Corpus.*

Bodyর বাংলা পারিভাষিক শব্দ 'শরীর' প্রথম দেখা যায় 'দিগ্‌দর্শন'এ। যাঁহারা প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ব্যতীত আর কাহারও তালিকায় body স্থান পায় নাই। তবে একথা স্বীকার্য্য যে প্রায় সকলেই body অর্থে 'শরীর', 'দেহ' প্রবন্ধপ্রসঙ্গে বহু ব্যবহার করিয়াছেন। Williams সাহেবের অভিধান হইতে যতগুলি সমার্থবোধক শব্দ পাওয়া যায় তাহা তুলিয়া দিলাম। অন্যান্য অভিধান হইতে উল্লেখ সেইজন্য প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত 'মানবতত্ত্বে' পাতা দুই-তিন ধরিয়া body শব্দের দীর্ঘ আলোচনা দেখিলাম। 'সংহনন' পদটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া তিনি যে ওকালতী করিয়াছেন তাহার কতকাংশ এখানে তুলিয়া দিতেছি। "যাহা ভোগায়তন, যাহা শক্তির আধার—আশ্রয়, তাহাকে 'শরীর' বলে'। মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, 'যাহা চেষ্টার-হিতপ্রাপ্তি-ও-অহিত-পরিহারযোগ্যব্যাপারের আশ্রয়, যাহা ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, এবং যাহা ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন সুখ-দুঃখের আশ্রয়, তাহা শরীর'। (পাদটীকা :—**"চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্।"** ন্যায়দর্শন।) মহর্ষি গোতম এতদ্দ্বারা জৈব শরীরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু চেতনাধিষ্ঠিতক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতবিকারসমূহাত্মকপদার্থকে 'শরীর' বলিয়াছেন। সুশ্রুতসংহিতাতেও শরীরের এইরূপ লক্ষণই উক্ত হইয়াছে। (পাদটীকা :—**"তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভূতং পঞ্চমহাভূতবিকারসমুদায়াত্মকং।"**—চরকসংহিতা—শারীরস্থান।) 'শৃ' ধাতুর উত্তর 'ঈরণ্' প্রত্যয় করিয়া 'শরীর' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'যাহা শীর্ণ হয়, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যাহা পরিণামী তাহা শরীর,' শরীর শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। 'সংহনন' শরীরের পর্য্যায়ান্তর (Synonym)। যাহা সংহত হয়, পরার্থ—পরপ্রয়োজন-সিদ্ধিনিমিত্ত সংসৃষ্ট হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু পদার্থের মিলনে উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'সংহনন' বলে, ইংরাজীতে 'বডী' (Body) এই শব্দ দ্বারা যৎপদার্থকে লক্ষ করা হয়, 'সংহনন' শব্দটী তদর্থের বোধক।" ইহার পর "শারীরবিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক 'ফষ্টার'" প্রমুখ বহু বৈদেশিক বিজ্ঞানবিদ্‌দের উক্ত "বডী" সম্বন্ধে মতামত আলোচনা করিয়াছেন। 'সংহনন' কথাটি Williams সাহেবের অভিধানে আছে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কথা হইতেছে উহা আমাদের প্রাণিবিজ্ঞানে চলিবে কি না? 'শরীর' যখন তাঁহারই কথামত শাস্ত্রোক্ত (উদ্ধৃতাংশ দ্রষ্টব্য) এবং 'সংহনন' তাহারই "পর্য্যায়ান্তর" মাত্র, তখন 'শরীর' কথাটি প্রাণিবিজ্ঞানে গ্রহণ করাই ত যুক্তিসঙ্গত। আর তার উপর "পর্য্যায়ান্তর" অর্থাৎ সমার্থবোধক

শব্দ যদি গ্রহণ করিতে হয় ত 'দেহ' গ্রহণ করিতে দোষ কি ? বস্তুতঃ 'শরীর', 'দেহ', এই দুইটি শব্দই প্রাণিবিজ্ঞান আলোচনায় বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে, 'সংহনন' ত কখনও দেখি নাই। পণ্ডিত ও কবিরাজ মহলে ইহার কিরূপ বিচার হইবে জানি না। প্রাণি-বিজ্ঞানের জন্য আমরা কিন্তু 'সংহনন' কথাটিকে সংহার করা ব্যতীত আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।

ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রোক্ত যে সব শব্দ ইংরেজী body শব্দ দিয়া অনূদিত করিরাছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

গাত্র	প্রকৃতি, ১৩৩৪		পৃঃ ৪১১
তনু, তনূ	ঐ	ঐ	পৃঃ ৪৯০
প্রাণপথ	ঐ	১৩৩৫	পৃঃ ৪৪১
দেহ	ঐ	ঐ	পৃঃ ১৬৮
বপু	ঐ	১৩৩৬	পৃঃ ৫০
বর্ষ্ম, শরীর	ঐ	ঐ	পৃঃ ৫১
ক্ষেত্র	ঐ	১৩৩৭	পৃঃ ২২১

এখন প্রতিশব্দ আরও কয়েকটি লওয়া যাইতে পারে কিনা বিবেচ্য। ছোট ছোট যে-সব শব্দ আমাদের চল আছে, ভাষায়, ব্যবহারে, বিজ্ঞানে তাহাই প্রতিশব্দের কোঠায় গ্রহণ করিলে প্রাণিবিজ্ঞানের কাজ চলিয়া যাইবে আশা করা যায়। অভিধান আর ডাক্তারবাবু ত আমাদের জন্য কম শব্দ সংগ্রহ করিয়া দেন নাই!

ইয়োরোপের প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে দেখা যায় যে একমাত্র জার্ম্মানরা তাহাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে।

Body—**দেহ, শরীর** [প্রতিশব্দ :—কায়]

অর্থ :—জীবের সকল যন্ত্রাদির সমষ্টি।

২। **Body-wall—**

১৩১০ দেহপ্রাকার, যোঃ রায়, সাঃ পঃ পঃ, পৃঃ ৪৩
১৩১৫ দেহপ্রাকার, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫(৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৮

জার্ম্মান—Körperwand.

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পারিভাষিকটি সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত; আমিও ঐ শব্দ পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছিলাম। কিন্তু আরও দুই-একটি সমার্থবোধক শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়। Williams সাহেবের অভিধানে wall অর্থে পাইতেছি :

"Wall, (A surrounding or inclosing wall) প্রাকারঃ; প্রাচীরং, পরিসরঃ, সালঃ—(Wall of bones, rubbish, &c.) এডুকং, ঐড়ুকং" (*loc. cit.* p. 834.)

'প্রাচীর' শব্দটি গ্রহণযোগ্য হইলেও প্রাণিবিজ্ঞানে চলিবে কি না সন্দেহ।

Body-wall—**দেহপ্রাকার,** [প্রতিশব্দ :—শরীরপ্রাকার]

Body-wallএর ঠিক কোন ইংরেজী অর্থ পাইলাম না। প্রাণিবিজ্ঞানে লেখা আছে

যে কতকগুলি গঠনাদি যেমন epidermis, dermis, connective tissue, muscles etc., লইয়া body-wall নির্ম্মিত।

১০। **Brain**—[M. E. *brayne*, brain.] Centre of nervous system; mass of nervous matter in Vertebrates at anterior end of spinal cord, lying in cranium; in Invertebrates, supraoescrophageal or supra-pharyngeal ganglia. p. 38

১৮১৮ মস্তকের মজ্জা (Brains),—দিগ্‌দর্শন, জুন সংখ্যা, পৃঃ ১১৫
১৮৫১ মস্তিস্কং, গোর্দ্দং, মস্তকস্নেহঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 61
১৮৯৩ মস্তিষ্কং, মস্তিকং, গোর্দ্দং, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 38
১৩০৬ মস্তলুঙ্গ, রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ২১; (বা শব্দকথা, পৃঃ ১৯০, ১৩২৪)
১৯৫৮সম্বৎ মস্তিষ্ক, 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত মানবতত্ত্ব, পৃঃ ৫০, ১৫৪-১৫৫
১৩১০ মস্তিষ্ক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ৪০
১৩১৭ মস্তলুঙ্গ, হেঃ দাসগুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ১৩১
১৩২২ মস্তিষ্ক বা মস্তলুঙ্গ,—স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৭
১৯১৬ মস্তিষ্ক, মগজ, ঘিলু (*Colloq.*) মস্তলুঙ্গ (সুশ্রুঃ), মস্তক-স্নেহ (অঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.* p. 238.
১৩৩১ মস্তিষ্ক, দুঃ মুখার্জ্জী, প্রকৃতি, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৭১
১৩৩১ মস্তিষ্ক, গঃ সেন, আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা, পৃঃ ৩৭
১৩৩৩ মস্তিষ্ক গ্রন্থি, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮
১৩৩৫ মস্তিষ্ক, (Brain, cerebrum), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫৩২
১৩৩৭ মস্তিষ্ক, রুঃ দত্তরায়, ভারতবর্ষ, ১৮ (১খঃ) পৃঃ ৩৯৬
১৩৩৯ মস্তিষ্ক, বীঃ বসু, ভারতবর্ষ, ২০ (১খঃ) পৃঃ ৩৯৬
১৩৪০ মস্তিষ্ক, প্রঃ সেন, শিশু-ভারতী, (৪), পৃঃ ২৪৪
১৩৪০ মস্তিষ্ক, নীঃ ধর, শিশু-ভারতী, (৫), পৃঃ ৩২৪
১৩৪০ মস্তিষ্ক, রাঃ বসু, চলন্তিকা, (২য় সং) পৃঃ ৪৫৫, ৬৪৪

জার্ম্মান—G e h i r n.
ফ্রেঞ্চ—C e r v e a u.
ইতালীয়—C e r v e l l o.
ল্যাটিন—*C e r e b r u m.*

Brainএর প্রথম বংলা পরিভাষা দিগ্‌দর্শনে দেখিতে পাই—'মস্তকের মজ্জা'। ইংরেজী যে বাক্যে এই পরিভাষিকটি ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা তুলিয়া দিলাম। "Though it is the most intelligent of all animals, its brains are said to be of all others, the smallest."

'শব্দকল্পদ্রুমঃ' অভিধানে (পৃঃ ৩৩১৬, ১৯৩৩ সংবৎ) 'মস্তিষ্ক' এবং 'মস্তলুঙ্গ' শব্দের যেরূপ অর্থ দেখিতে পাইতেছি তাহা উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি।

"মস্তিষ্কং (ক্লী) মস্তকভবঘৃতাকারস্নেহঃ। মগজ ইতি পারস্য ভাষা। তৎপর্য্যায়ঃ। গোর্দ্দং ২। ইত্যমরঃ॥ গোদং ৩। মস্তকস্নেহঃ ৪। মস্তলুঙ্গকঃ ৫। ইতি হেমচন্দ্র॥"

"মস্তলুঙ্গঃ (পুং) মস্তিষ্কং। ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ॥"

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত কেন যে 'মস্তিষ্ক' ছাড়িয়া 'মস্তলুঙ্গ' কথাটি পছন্দ করিলেন, জানি না। "গুরুভার শব্দটি" সেই "ভীমের গদার মত", ইহাকে লইয়া আমাদের প্রাণিবিজ্ঞানে ঘুরাইতে পারিব কি না সন্দেহ। তাহার পর এক ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্যতীত সকলেই 'মস্তিষ্ক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ডাঃ ঘোষ কেন যে 'মস্তিষ্কের' সহিত 'গ্রন্থি' যোগ করিয়া দিলেন তাহার কারণ আমাদের অগোচর। যাহা হউক 'মস্তিষ্ক' বলিতে যদি আমরা এতদিন মস্তিষ্কই (অর্থাৎ brain) বুঝিয়া আসিয়া থাকি এবং ইহার অর্থে যদি কোন প্রকার জটিলতার গন্ধ না থাকে, তবে brainএর অন্য পরিভাষা করার চেষ্টায় মস্তিষ্ক চালনা বৃথা। মুখ্যতঃ ইহার মোটামুটি অর্থ যে সুস্পষ্ট তাহা 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত মানবতত্ত্বে দেখিতে পাইতেছি। লেখা আছে "কাশেরুক-মজ্জার যে অংশ করোটিমধ্যস্থিত তাহা মস্তিষ্ক (Brain), এবং যে অংশ কশেরুকা-বা-পৃষ্ঠাস্থিগর্ভধৃত তাহা কাশেরুকমজ্জশব্দে উক্ত হয়।" (*loc cit.* পৃঃ ১৫৪-১৫৫)। Brain অর্থে অনেকে 'মগজ' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং রাজশেখরবাবুর 'চলন্তিকা' অভিধানে এইরূপ অর্থই দেখিতে পাইতেছি (*loc. cit.* পৃঃ ৪৫৫)। প্রাণিবিজ্ঞানে একটু হাল্‌কাভাবে প্রতিশব্দের কোঠায় ইহাকে লইতে দোষ কি? বিজাতীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে দিয়াছি। জার্ম্মান G e h i r n (গেহির্ণ) তাহাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে।

Brain—**মস্তিষ্ক** [প্রতিশব্দ :—**মগজ**]

অর্থ :—নাড়ীতন্ত্রের* কেন্দ্র

১১। **Buccal cavity**—

buccal [L. *bucca*, cheek.] *Per.* the cheek or mouth. p. 39.

১৩১০ **মুখবিবর** (mouth cavity), যোঃ রায়ঃ, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ৪০
১৩৩২ **তুণ্ডগহ্বর**, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১৫
১৩৩৩ **মুখগহ্বর**, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯; ১৩৩৫, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৩
১৩৩৫ **মুখগহ্বর**, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৯

জার্ম্মাণ—M ü n d h o h l e.
ফ্রেঞ্চ—C a v i t é b u c c a l.
ইতালীয়—C a v i t a b o c c a l e.

Buccalএর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'গণ্ড' বুঝাইলেও প্রাণিবিজ্ঞানে 'মুখ' সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। Mouthএর অর্থ 'তুণ্ড' স্বীকার করি, কিন্তু উহা লইয়া লাভ কি? ইহার প্রচলন ত দেখি না। ইহার উপর ডাঃ ঘোষ দুইবার ১৩৩৩ ও ১৩৩৫ সালে 'মুখ' পরিভাষা দিয়াছেন। আমারও 'মুখ' শব্দটি বহাল করিতে অভিলাষী। Cavityর আরও কয়েকটি পরিভাষা Williams সাহেবের অভিধান (*loc. cit*, p. 84) হইতে সংগ্রহ

---

* অর্থাৎ nervous systemএর—এই বাংলা পরিভাষার আলোচনা পরে দিব।

করিয়া যোগ করিয়া দিলাম। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় সম্ভবতঃ 'মুখকুহরং' * buccal cavityর পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাণিবিজ্ঞানে চলিবে কিনা সন্দেহ।

Buccal cavity মোটামুটি ফ্রেঞ্চ ইতালীয়তে একই আছে। জার্মান ভাষায় কিন্তু তাহাদের তাৎপর্য্যগত অর্থে ব্যবহৃত। আমরাও ত তাহাই করিলাম।

Buccai cavity—**মুখগহ্বর, মুখবিবর** [প্রতিশব্দ :—**মুখকোষ্ঠ**]

অর্থ—মুখের ভিতরের স্থান বুঝায়।

১২। **Chaeta**—[Gk. *chaite*, hair.] A seta or bristle of certain Worms. p. 47.

জার্ম্মান—Borste;
Chaeta.

প্রাণিবিজ্ঞানে ইংরেজীতে chæta-র সমার্থবোধক আর একটি শব্দ নিত্য ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। উহার নাম seta। পরিভাষার সহায়তাকল্পে উহারও আলোচনা আবশ্যক। Henderson-যুগলের অভিধান হইতে seta-র অর্থ এইস্থানে সন্নিবেশিত হইল।

১২ক। **Seta**—[L. *seta*, bristle.] Any bristle-like structure; chæta of Chætopods. p. 291.

১৩১৭ **অনুকণ্টক**, এঃ ঘোষ, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ১০৮ (Botany)
১৯১৯ **অনুকণ্টক** (সাঃ পঃ) শূকরোম (ব্রৈ) (*Bot.*), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1947.
১৩৩৩ শুক, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩(১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮০
১৩৩৫ রোম, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫(৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৮

ইংরেজী প্রাণিবিজ্ঞান পুস্তকে worms-পর্য্যায়গত প্রাণীর বিবরণে bristle শব্দটির ব্যবহারও একেবারে নামঞ্জুর করা হয় নাই। Bourne-এর পুস্তক হইতে গুটিকতক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—"But on passing a worm through the fingers

* 'প্রত্যক্ষশারীরম', ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮৫ (১৯২৪)

it feels rough to the touch. This roughness is due to the presence of a number of bristles or chætæ,………" * Bristle শব্দের স্বতন্ত্র উল্লেখ Henderson-যুগলের অভিধানে নাই। এই কথাটির পরিভাষা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাও এইস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

১২খ। **Bristle**—"One of stiff hairs on hog's back and sides; short stiff hair of other animals………" †

১৮৫১ শূকঃ, দৃঢ়লোম, শুকরোম, রোম, সূচিঃ—(Of a hog) শূকরলোম, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 66.
১৩১০ শূক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ৪২
১৯১৬ শূকরের পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশের দৃঢ়লোম, কুঁচি, সর্চা (কিরাতঃ) অপরাপর জন্তুর খর্ব্ব ও সুদৃঢ় লোম; (উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে) অনুকণ্টক (সাঃ পঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 251.
১৩১৮ কেশ, নিঃ দত্ত, সাহিত্য, ৩১ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৫০২
১৩২৯ বিরসূল, রঃ রায়, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৩
১৩৩৫ কুচি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩০
১৩৩৮ কাঁটা, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৮ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬২

জার্ম্মান— B o r s t e.
ইতালীয়—S e t o l a.
ল্যাটিন— *S e t a.*

দেখা যাইতেছে যে chæta-র বাংলা পরিভাষা কেহ করেন নাই, তবে seta এবং bristle শব্দের কতকগুলি পরিভাষা করা হইয়াছে। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে seta-র অর্থ করা হইয়াছে 'অনুকণ্টক' (এঃ ঘোষ ১৩৩১); প্রাণিবিজ্ঞানে উহা স্থান পাইতে পারে কি না দেখিবার জন্য উদ্ধৃত করিয়াছি। ডাঃ ঘোষের (১৩৩৩) কৃত seta-র পারিভাষিক শব্দ 'শুক' অশুদ্ধ বানান। Seta অর্থে আমি যে 'রোম' কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহার কোনও সঙ্গতি আছে কি না বিবেচ্য। 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে 'রোম' শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ পাওয়া যাইতেছে,—

"রোম [ন্] (ক্লী) শরীরজাতাঙ্কুরঃ। রোঁয়া ইতি ভাষা। তৎপর্য্যায়ঃ। লোম ২ অঙ্গজং ৩ ত্বগ্‌জং ৫ ঘর্ম্মজং ৪ তনূরুহং ৬। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ॥" ‡

Monier Williams-এর অভিধানে seta শব্দের উল্লেখ নাই, তবে setaceous শব্দের যে সংস্কৃত পরিভাষা পাওয়া যাইতেছে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

---

* Bourne, G. C., '*An Introduction to the Study of the Comparative Anatomy of Animals*', II, p.19 (1922).

† Fowler, H. W., and Fowler, F. C., '*The Concise Oxford Dictionary of Current English*', p. 103 (1926).

‡ শব্দকল্পদ্রুমঃ, ৪র্থ কাণ্ডঃ, পৃঃ ৩১২৪ (১৮৩৩ সম্বৎ)

"**Setaceous,** *a.* শূকযুক্তঃ, বহুশূকঃ *see* Bristly."

Bristle অর্থে 'শূক' এই কথাটি এক জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় ব্যতীত আর সকলেই ব্যবহার করিয়াছেন। এইস্থানে 'শব্দকল্পদ্রুম' হইতে শূক শব্দের অর্থ উদ্ধৃত হইল,—

"শূকঃ (পুং ক্লী) শ্লক্ষ্ণতীক্ষ্ণাগ্রং। শুঁয়া ইতি ভাষা। তৎপর্য্যায়ঃ কিংশারু ২ ইত্যমরঃ॥" †

ইহার উপর H. H. Wilson-এর অভিধানে 'শূক' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ পাইতেছি,—"bristle, a spicule" ‡

এখন chæta যদি seta-র সমার্থবোধক শব্দ হইতে পারে এবং seta আবার যদি bristle-এর প্রতিশব্দ হইতে পারে তবে 'শূক' এই পারিভাষিকটি তিনটি ইংরেজী কথারই প্রতিশব্দ স্বরূপ গৃহীত হইতে কোন বাধা দেখিতে পাইতেছি না। ইংরেজী bristle-এর মধ্যে দৃঢ়তার একটু ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয় এবং সেই হিসাবে 'শূক'ই হয়ত ইহার মর্ম্মার্থ। Bristle অর্থে রোম না হওয়াই সম্ভব, কারণ রোমের মধ্যে কোমলতার বা নরমের একটু আভাস আছে। Chæta-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ hair বা চুল, আর seta-র অর্থ bristle বা শূক, অথচ chæta এবং seta তুল্যার্থবোধক শব্দ হিসাবেই ইংরেজী প্রাণিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত। এখন দেখা যাক্ যে bristle শব্দের পরিবর্ত্তে chaeta বা seta-কে ইংরেজী প্রাণিবিজ্ঞানে কুলমর্য্যাদা দেওয়া হইল কেন। বোধ হয় কোন পর্য্যায়গত প্রাণীদিগকে কতকটা বৈশিষ্ট্য দিবার জন্য। বস্তুতঃ Annulata অথবা Annelida দেশস্থ অধিকাংশ প্রাণীদিগের মধ্যে bristle-এর মত গঠনকে chæta বা seta আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, শুধু তাহাই নয়, উক্ত দেশস্থ প্রাণীদিগের মধ্যে একটি শ্রেণীকে Chaetopoda নামে বিশেষভাবে অভিহিত করা হইয়াছে এবং তাহার অন্তর্গত দুই বর্গের নাম, Oligochæta এবং Polychæta §। কিন্তু seta শব্দ যোগে নিষ্পন্ন কোন নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না, অথচ বহু পুস্তকেই seta-কে chaeta-র পাশে পাশে বিরাজ করিতে দেখা যায়।

Bristle অর্থে 'শূক' এই পারিভাষিকটি chæta বা seta-র পারিভাষিক শব্দ হিসাবে কাহারও গ্রহণ করিতে আপত্তি না হইতে পারে, কিন্তু বাংলায় উহাদের কোনও বৈশিষ্ট্য দিবার উপায় আছে কিনা দেখা দরকার। মনে হয়, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের 'অনুকণ্টকের' মত 'শূক'কে হয়ত 'অনুশূক' করিয়া কতকটা বিশিষ্টতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'অনুশূক'-এর মধ্যে 'শূক'-এর সেই কাঁটাই যে বিঁধিয়া রহিবে তাহার কি করা যায়? আমরা বলি

---

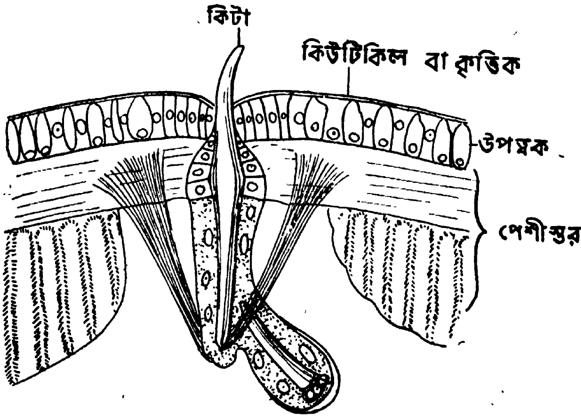
* *loc. cit.*, p. 731.

† শব্দকল্পদ্রুমঃ, ৭ম কাণ্ডঃ, পৃঃ ৪৯৬২ (সংবৎ ১৯৩৪)

‡ Wilson, H. H., *Dict. Sans. Eng.*, p. 879 (1874).

§ Shipley A. E., & MacBride, E. W., '*Zoology*', 4th ed., pp. 165-166 (1920).

কি ঐ অনর্থক দীর্ঘ নূতন শব্দ সৃষ্টি না করিয়া 'chæta' ও 'seta-কে' বাংলায় অক্ষরান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিলে কেমন হয়? কাহারও কাহারও ইহা হয়ত রুচিবিরুদ্ধ হইবে, কিন্তু ইহা যে খুব শ্রুতিকটু হইবে না তাহা আশা করি সকলেই স্বীকার করিবেন। 'কিটা' 'সিটা' বাংলাতে বিশিষ্টতা বহন করিবার সুযোগ পাইবে। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একবার লিখিয়াছিলেন,—"ইংরাজি শব্দের অনুবাদ বা রূপান্তর না করিয়া অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায় কি না, এ কথা প্রথম বিবেচ্য। ....ইংরাজিতে অবশ্য এমন শব্দ অনেক আছে, যাহা অবিকল গ্রহণ করিলে কালে বাঙ্গালার সহিত মিশিয়া যাইতে পারে, এবং আপাততঃ একটু অসুবিধা ঘটিলেও কালে ঐ সকল শব্দ মাতৃভাষার অঙ্গীভূত হইয়া যাওয়ার সম্ভব।" * এই সিদ্ধান্তের অনুসারেই দুইটা বিদেশী শব্দ মাতৃভাষায় আমদানী করিলাম। 'কিটা' ও 'সিটা' অপরাপর শব্দের ন্যায় প্রাণিবিজ্ঞানে ব্যবহারগুণে হয়ত অর্থব্যঞ্জক ও সুশ্রাব্য হইয়া উঠিতে বেশী সময় লইবে না।



চিত্র—১। কেঁচোর দেহপ্রাকারের একাংশের আড়-ছেদন।

জার্ম্মান ভাষায় seta বা bristle-এর প্রতিশব্দ Borste এবং ইহাই বেশী প্রচলিত। কিন্তু worms পর্য্যায়গত প্রাণীর বিবরণে Borste-এর সহিত chaeta-র উল্লেখও অপ্রতুল নহে। যে-কারণে জার্ম্মানেরা এরূপ করিয়াছে কতকটা সেইরূপ কোন কারণে আমরাও 'কিটা' ও 'সিটা'র সহিত 'শূক'কে প্রতিশব্দের কোঠায় রাখিলাম।

Chæta—কিটা [প্রতিশব্দ :—শূক]

Seta—সিটা [প্রতিশব্দ :—শূক]

Bristle—শূক

---

* রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', সাঃ-পঃ পঃ, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৮৬-৮৭ (১৩০১)

অর্থ :—এন্যুলাটা বা এনেলিডা † দেশস্থ প্রাণীদিগের দেহপ্রাকারে অবস্থিত এক প্রকার চুলের মতন গঠন।

'কিটা' কি প্রকার এবং কি ভাবে দেহপ্রাকারে অবস্থিত থাকে তাহা বুঝাইবার জন্য কেঁচোর দেহপ্রাকারের একাংশের আড়-ছেদনের ছবি পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইল।

১৩। **Chaetopoda**—"Annelida which possess bristles (chaetae) embedded in pits in the skin and serving as organs of locomotion, or which are believed to have once possessed such organs and to have lost them." ¶

১৩১৮ রোমপদী, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ২৪৭
১৩৩৩ শুকদেহী, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯
১৩৩৫ রোমপদী, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৭

জার্ম্মান—Chaetopoden.

আমি (১৩৩৫) যে Chaetopoda-র পরিভাষা 'রোমপদী' লিখিয়াছিলাম তাহা দেখিতেছি বহুপূর্ব্বেই শশধর রায় (১৩১৮) করিয়া দিয়াছেন। ডাঃ ঘোষের (১৩৩৩) 'শুকদেহী' (সম্ভবতঃ 'শূকদেহী' হইবে) তাৎপর্য্যগত অর্থ হিসাবে কতকতটা শুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু 'শূকপদী' রচনা করিলে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সার্থকতা হইত।

বলা বাহুল্য ইংরেজী অভিজ্ঞ প্রাণিতত্ত্ববিৎ মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে Chaetopoda প্রাণিরাজ্যের একটি শ্রেণীর নাম। এন্যুলাটা বা এনেলিডা দেশস্থ কতকগুলি শ্রেণী আছে তন্মধ্যে Chaetopoda একটি। আমরা কেঁচো বলিতে সাধারণতঃ যে সকল প্রাণীদিগকে বুঝি ইহারা ঐ শ্রেণীভুক্ত। নানান দেশের নানান জাতীয় যে সব কেঁচোদের 'কিটা' (বা 'শূক') পদের কাজ করে তাহাদেরই Chaetopoda নাম দেওয়া হইয়াছে। International Zoological Nomenclature-এর নিয়মাবলীর অনুসারে এই সব নামের কোনও পরিবর্ত্তন করা চলে না, এমন কি অশুদ্ধ বানানও বিশেষ কারণ ব্যতীত সংস্কৃত করা চলে না। পূর্ব্বে ভাষাবিশেষে বোধ হয় অজ্ঞানতা বশতঃ এই সব nomenclature-এর নিয়মাবলীর পালন সম্বন্ধে শৈথিল্য লক্ষিত হইত। ইদানীং কিন্তু সকল দেশের সব ভাষাতেই নিয়মগুলির যথাসাধ্য পালন করিয়া চলার প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। বাংলা ভাষাতেও এ বিষয়ে কোনও ব্যতিক্রম না করাই বাঞ্ছনীয়। এই কারণের জন্যই আমরা Chaetopoda-কে 'কিটোপডা' রাখিতে ইচ্ছুক। ইহাতে হয়ত ভবিষ্যতে বাংলা প্রাণিবিজ্ঞানের অনেক সহায়তা হইবে আশা করিতে পারি।

ইংরেজীতে অনেক স্থলে এই শ্রেণীর প্রাণীদিগকে সাধারণভাবে Chaetopods বলিয়া

---

† Annulata ও Annelida শব্দ দুইটির 'এ'-র উচ্চারণ 'য়্যা'র মতন হইবে।
¶ Shipley, A. E., & MacBride, E. W., '*Zoology*', 4th ed., p. 165 (1920).

উল্লেখ করে, সে সকল স্থলে 'শূকপদী' বা 'কিটাপদী' বলিতে আমাদের কোন আপত্তি বা বাধা নাই।

Chaetopoda—**কিটোপডা**

Chaetopod(s)—**কিটাপদী** [প্রতিশব্দ :—শূকপদী]

অর্থ :—যে সমস্ত worm পর্য্যায়গত (অর্থাৎ এন্নুলাটা বা এনেলিডা দেশস্থ) প্রাণীদিগের চলিবার ফিরিবার নিমিত্ত 'কিটা' বা 'শূক' দেহপ্রাকারে অবস্থিত থাকে—যেমন, কেঁচো।

১৪। **Chitin**—[Gk. *chiton*, tunic.] A carbohydrate derivative forming the skeletal substance in Arthropods. p. 49

১৩১০ কঞ্চুকিন, যোঃ রায়, সা-পঃ পঃ, পৃঃ ৪২
১৯১৬ গোবরে পোকা এবং খোলাবিশিষ্ট জীবগণের শৃঙ্গময় দেহাবরণ যে পদার্থদ্বারা গঠিত হয়, কঞ্চুকিন (সাঃ পঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, 1, p. 356.
১৩১৩ খোলাযুক্ত (chitinous), নিঃ দত্ত, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪৯১

জার্ম্মান— Chitin.
ফ্রেঞ্চ— Chitine.
ইতালীয়—Chitina.

Chitin-এর অর্থ সুস্পষ্ট করিবার জন্য Henderson-যুগলের সংজ্ঞা ব্যতীত আরও দুইটি পুস্তক হইতে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"Chitine (Gr. *chiton*, a coat) The peculiar substance, nearly allied to horn, which forms the exoskeleton in many Invertebrate animals, especially in the arthropoda (Crustacea, Insecta &c.)"*

"Chitin, *kitin* (Gr. *chiton*, a coat of mail), The organic substance forming the exoskeleton of arthropods and certain other animals."†

যতদূর জানা যাইতেছে একমাত্র যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১০) ব্যতীত আর কেহ chitin-এর পরিভাষা করেন নাই। 'কঞ্চুকিন' তাঁহারই সৃষ্ট নূতন বাংলা পারিভাষিক শব্দ। 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে ঠিক এই শব্দের কোন উল্লেখ নাই, পরন্তু যে 'কঞ্চুক' শব্দ আছে তাহার অর্থ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"কঞ্চুকঃ (পুং) সর্পত্বক। সাপের খোলস ইতি ভাষা। তৎপর্য্যায়ঃ নির্ম্মোকঃ ২ ইত্যাদি॥"‡

মনে হয় যে এই 'কঞ্চুক' শব্দের সহায়তায়ই যোগেশ বাবু 'কঞ্চুকিন' শব্দ গঠন

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 793 (1880).
† Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 325 (1910).
‡ শব্দকল্পদ্রুমঃ, ২য় কাণ্ডঃ, পৃঃ ৫৫৯ (১৯৩১ সম্বৎ).

করেন। একমাত্র Wilson-এর অভিধান ব্যতীত আর কোনও অভিধানে এই শব্দের উল্লেখ পাই নাই। ঐ অভিধানে 'কঞ্চুকিন' শব্দের যে রকম ইংরেজী অর্থ পাইলাম তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কঞ্চুকিন্ (n) (-কো) 1. An attendant on the woman's apartments. 2. A serpent. E. কঞ্চুক armour &c." *

Wilson-এর অভিধানোক্ত অর্থ যাহাই হউক না কেন, প্রাণিবিজ্ঞানের খাতিরে আমরা আর একটি অর্থ যুক্ত করিয়া 'কঞ্চুকিন' শব্দ গ্রহণ করিতে পারি কিনা বিচার্য্য। অধিভান বা শাস্ত্রমতে (জানি না এরূপ শব্দ কোন শাস্ত্রে আছে কিনা) 'কঞ্চুকিন' যে chitin নয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। যোগেশবাবুই প্রথম chitin অর্থে 'কঞ্চুকিন' শব্দ রচনা করেন। বাংলা প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক কাহারও নিবন্ধে এই শব্দটি আশ্রয় পাইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। আমাদের কিন্তু এই 'কঞ্চুকিন' শব্দটি আদৌ মনে লাগিতেছে না। অধিকন্তু মনে হইতেছে যে এই নব-সৃষ্ট অব্যবহৃত শব্দটি গ্রহণ না করিয়া chitin-কে 'কাইটিন' রূপেই বাংলা প্রাণিবিজ্ঞানের জন্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। 'কাইটিন' বিদেশী শব্দ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা যে সংস্কৃত-ভাঙ্গা 'কঞ্চুকিন' শব্দ হইতে কোন অংশে শ্রুতিকটু বা দুরুচ্চার্য্য নহে তাহা আশা করি সকলেই স্বীকার করিবেন। এস্থানে অনঙ্গমোহন সাহার 'আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা' সম্বন্ধে ডাঃ চুণীলাল বসু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি, তিনি বলেন, "প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যে কি পরিভাষা পাওয়া যায়, তাহা দেখা উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে পারিভাষিক শব্দ পাওয়া না যাইলে, ইংরাজি শব্দটিকে অক্ষরান্তরিত করিয়া লইবার আমি পক্ষপাতী। ইহাতে বাঙ্গালার শব্দ-সম্ভার বাড়িবে ও শিক্ষার্থীদিগকে ইংরেজি পড়িবার সময় আবার নূতন করিয়া ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ কণ্ঠস্থ করিতে হইবে না। নামবাচক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না। বর্ণনামূলক শব্দগুলির জন্যই বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ রচনা করা উচিত। আমি আমার রসায়নসূত্রে chlorineএর বাঙ্গালা ক্লোরিন করিয়াছি। ইহার জন্য নূতন নাম রচনা করিবার চেষ্ট করি নাই।"†

Chitin-এর বিদেশীয় ভাষায় যে শব্দগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে একমাত্র বানান ব্যতীত বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্যিত হইবে না।

Chitin—**কাইটিন**

অর্থ :—প্রাণিদেহের ত্বক হইতে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ক্ষারিত হইয়া ত্বকের উপর যে কঠিন বা দৃঢ় আবরণ প্রস্তুত করে; বিশেষতঃ

---

* Wilson, H. H., *Dict. Sans. Eng.*, 3rd. ed., p. 187 (1874).

† সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৩০ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৩ (১৩২৯)

Invertebrate পর্য্যায়ের প্রাণীদের,—যেমন চিংড়ির খোলা, আরশুলা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গাদির ডানা, দেহাবরণ ইত্যাদি।

১৫। **Cocoon**—[F. *cocon*, shell.] The protective case of many larval forms before they become pupae ; the covering formed by many animals for their eggs. p. 56.

"Cocoon (French, *cocon*, the cocoon of the silk-worm ; connected with Fr. *coque*, shell, which is derived from the Lat. *concha*). The outer covering of silky hairs with which the pupa or chrysalis of many insects is protected. The chitinous capsules in which Leeches and Earth-worms deposit their eggs. The silken cases which Spiders weave for their eggs." *

১৮৫১ কৃমিকোষঃ, কীটকোষঃ, গুটিকা, (Of the silk worm), Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 104.
১৮৯৩ কোশঃ —ষঃ, Apte, V.S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 57.
১৩১০ গুটী, কোষ, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ৪৩
১৩১২ গুটি, নঃ সোম, প্রবাসী, ৫ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৪৫
১৩২০ কোষ ; গুটি, যোঃ রায়, বাঙ্গালা শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭ ; ২২৯
১৩২১ গুটি, নিঃ দেব, প্রবাসী, ১৪ (২ খঃ) পৃঃ ৬৪০
১৩২৩ কোয়া, রঃ ঘোষ, কৃষি-সম্পদ, ৭ (২।৩ সংখ্যা) পৃঃ ৪৩
১৯১৬ কৃমিকোষ, গুটি (সাঃ পঃ), কোষ (ঐ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 390
১৩২৬ কৃমিকোষ, অঃ সরকার, প্রতিভা, ৯ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৭২
১৩৩১ রেশমের আবরণ বা গুটী, দুঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৭৩
১৩৩৩ কোষ, গুটী, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫০৮
১৩৩৪ গুটি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৫
১৩৩৫ গুটী, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩০২
১৩৩৫ কোষ,—প্রবাসী, ২৮ (১খঃ) পৃঃ ৬১৪
১৩৩৬ গুটি বা কোষ, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৬ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮৯
১৩৩৯ কোয়া বা ককুন, ব্রঃ চট্টোঃ, কৃষি-লক্ষ্মী, ২ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৭২
১৩৪০ গুটি, গুটিকা, গুটী; রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ১৫৫

জার্ম্মান —K o k o n.
ফ্রেঞ্চ —C o c o n.
ইতালীয়—B o z z o l o.

যদিও Monier Williams এবং Apte cocoon-এর ভিন্ন অর্থ দিয়াছেন তত্রাচ উপরিলিখিত পরিভাষা-মালা হইতে দেখা যাইতেছে যে সকলেই 'গুটি' (বা 'গুটী') এই পারিভাষিক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন বেশী। অভিধানোক্ত 'কোষ' কথাটি যে একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে তাহাও নহে, তবে সকলেরই যেন 'গুটি'র উপর কেমন একটা পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। Cocoon অর্থে 'গুটি' এই শব্দটি প্রায় সকলেই Insecta

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 794, (1880)

শ্রেণীর আলোচনায় বা পরিভাষা প্রণয়নকল্পে ব্যবহার করিয়াছিলেন,. মাত্র আমিই কেঁচোর ইতিবৃত্ত লিখিতে ঐ কথাটি প্রয়োগ করি। জানি না কি প্রকারে এই শব্দটি আমাদের ভাষায় প্রবেশ লাভ করিল! 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে 'গুটি' বা 'গুটী'র উল্লেখ নাই; 'গুটিকা'র উল্লেখ আছে তাহার অর্থ উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি,—

"গুটিকা (স্ত্রী) বটিকা। গুলি ইতি বড়ি ইতি চ ভাষা। যথা গুটিকাপাতদিনা ব্যঞ্জনমিতি দায়ভাগঃ॥" *

H. H. Wilson কিন্তু 'গুটিকা'র ইংরেজী অর্থ দিয়াছেন,—"The cocoon of the silkworm." † আবার ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অনেকে pupa অর্থে 'গুটি' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। জ্ঞানেন্দ্রনরায়ণ রায় pupa অর্থে 'গুটি' এই পারিভাষিকটি গ্রহণ করিবার জন্য প্রথমে যে দীর্ঘ আলোচনা এবং নজীর উপস্থিত করিয়াছিলেন ‡ তাহাতে তাঁহার পক্ষে 'গুটি' আবার cocoon-এর পারিভাষিক শব্দ হিসাবে দেওয়ার কোনও যুক্তি বা সার্থকতা ছিল কি না জানি না। তাঁহার 'কীট-পতঙ্গ বিষয়ক পরিভাষা' আলোচনা প্রসঙ্গে মাত্র এক পৃষ্ঠা ব্যবধানের মধ্যে তিনি cocoon এবং pupa-র অর্থ দিয়াছেন "গুটি"। ¶ কিন্তু বোধ হয় তিনি তাঁহার এই আপাতভ্রম নিজেই উপলব্ধি করিয়া পুনরায় সংস্কারে বদ্ধপরিকর হন। কারণ তাঁহার 'পতঙ্গজীবনের বৈচিত্র্য' প্রবন্ধে তিনি pupa-র পরিভাষা বদল করেন, অন্য কাহারও কৃত 'মূককীট', পুত্তলিকা বা 'কোষকার' ইত্যাদি শব্দ গ্রহণ না করিয়া 'গুটিকা' শব্দ প্রয়োগ করেন, আর cocoon অর্থে 'গুটি' রাখেন। § এই পরিবর্ত্তন যুক্তিসঙ্গত এবং সুষ্ঠু হইয়াছে কি না বিচারসাপেক্ষ। Pupa-র পরিভাষা আলোচনা হয়ত আমার 'প্রথম প্রস্তাবে' ঘটিয়া উঠিবে না, বারান্তরে আলোচনা করিবার অভিলাষ রহিল। Cocoon অর্থে 'কোষ' চলিতে পারে কি না তাহা যাঁহারা cell-কে 'কোষ' বলিতে চান তাঁহারাই বিচার করিবেন। যোগেশচন্দ্র রায় (১৩২০) তাঁহার 'শব্দকোষ' অভিধানে cocoon অর্থে 'গুটি' দিয়া অর্থ যুক্ত করেন "পাট তসর প্রভৃতির কোষ।" আর 'কোষে'র অর্থ দেন "পোকার গুটী"। রাজশেখর বসু (১৩৪০) তাঁহার 'চলন্তিকা'য় cocoon-এর তিনটি প্রতিশব্দ দিয়া "রেশমের কোষ" এই অর্থ দিয়াছেন।

বিজ্ঞানসম্মত ইংরেজী অর্থ যে 'গুটি'র মধ্যে গুটান আছে তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, কারণ ইংরেজী দুইটি অর্থ অনুযায়ী উহা পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং 'গুটি' শব্দ বাহাল করাই যুক্তিযুক্ত; 'গুটিকা' চলিবে কি না সন্দেহ। তবে

---

* শব্দকল্পদ্রুমঃ, ২য় কাণ্ডঃ. পৃঃ ১০০৮ (সম্বৎ ১৯৩১)
† *Dict. Sans. Eng.*, 3rd ed., p. 302 (1874)
‡ প্রকৃতি, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৭ (১৩৩১)
¶ প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৫ (১৩৩৪)
§ প্রকৃতি, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৮৯ (১৩৩৬)

cocoon-কে 'কোকুন'রূপেও গ্রহণ করিতে লোভ হয়, কারণ 'কোকুন' শব্দটি আদৌ শ্রুতিকটু নয়, এবং "বাঙ্গালীর বাগযন্ত্র" ইহার উচ্চারণে কদাচ "পরাঙ্মুখ হইবে না"। কালে অপরাপর শব্দের ন্যায় 'কোকুন' শব্দটিও ব্যবহারগুণে অর্থদ্যোতক হইয়া প্রাণিবিজ্ঞান-সাহিত্যের ভাষার সম্ভার বাড়াইবে বলিয়া আশা করিতে পারি। Pupa-র সহিত নিরর্থক অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে বলিয়া 'গুটি'কে আপাততঃ প্রতিশব্দের কোঠায় রাখিলাম।

Cocoon— **কোকুন** [প্রতিশব্দ :—গুটি]

অর্থ :—প্রাণীদের শিশু অবস্থার এক অবস্থায় থাকিবার রক্ষণাধার বা আবরণ; ডিম্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রাণীরা যে আধার বা আবরণ প্রস্তুত করে, যেমন, কেঁচো, জোঁক, মাকড়সা ইত্যাদি।

১৬। **Coelom**—[Gk. *koilos*, hollow.] Body cavity, *q. v.* p. 56.

১৩১২ দেহ কোষ (body cavity), শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৬৭৩
১৩২২ রসগহ্বর, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৩
১৩৩৩ প্রধান দেহগহ্বর, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯

জার্ম্মান— Cölom;
(Sekundäre) Leibeshöhle;
Zölom.
ফ্রেঞ্চ— Coelome.
ইতালীয়—Celoma?

Coelom-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহাই হউক না কেন Henderson-যুগলের তাৎপর্য্যগত অর্থে যে একটু প্রমাদ আছে তাহা বিশেষজ্ঞের চক্ষু এড়াইবে না। হাতের গোড়ায় যে কয়খানি প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ের পুস্তক পাইলাম তাহার মধ্যে Shipley এবং MacBride-এর পুস্তকে এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। বাংলা পরিভাষা প্রণয়নে যাহাতে কোন প্রকার ভ্রমের উৎপত্তি না হয় সেজন্য উক্ত পুস্তক হইতে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা ব্যতিরেকে আর কোনও উপায় দেখিতেছি না,—

"The phyla which are next to be considered, and which may be grouped together under the name Coelomata, differ from those which we have so far considered in the possession of an important organ termed the coelom (Gr. *koilos*, a thing hollowed out). This, like the primary body-cavity, is often described as a space intervening between the ectoderm and endoderm, and the terms coelomic cavity and body-cavity have been used to describe it. In spite of the etymological difficulty we propose in the following pages to deal with this organ under the term coelom, and its cavity under the term coelomic cavity. In reality it consists of one or more pairs of sacs with perfectly defined walls lying at the sides of the endodermic tube. In the adult these sacs join each other above and below the endo-

derm, and the adjacent walls entirely or partly break down, and thus one continuous cavity results. The wall of the coelom and the tissues derived form it are known as the mesoderm. To describe the coelom as a split or space is to describe it negatively : with as much justice the endodermic tube might be described as a split. In each case the real object of consideration is the wall, and this is the point where the coelom which the Germans appropriately name the s e c o n d a r y b o d y-c a v i t y differs fundamentally from the primary body-cavity, for the outer wall of the latter is merely the ectoderm. In many animals such as Mollusca the two types of body-cavity coexist, and indeed in all the higher animals the vessels or tubes which convey the blood may be said to be remnants of the primary body-cavity." *

বস্তুতঃ বহু ইংরেজী প্রাণিবিজ্ঞান পুস্তকে coelom-অর্থে বা তুল্যার্থবোধক শব্দ হিসাবে body-cavity ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহা যে মুখ্যতঃ ভুল তাহা উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলেই অতি সহজে ধরা পড়িবে।

Coelom-এর বাংলা পরিভাষা একমাত্র ডাঃ ঘোষ ব্যতীত আর কেহই করেন নাই। তাঁহার কৃত 'রসগহ্বর' অপেক্ষা 'প্রধান দেহগহ্বর' কতকটা ভাল। কিন্তু তিনি 'প্রধান' এই কথাটি 'দেহগহ্বরের' সহিত যুক্ত করিয়া প্রাণিবিজ্ঞানের coelom-এর স্বরূপার্থবোধের বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন। একটির অর্থ আর একটির স্কন্ধে আরোপ করা হইয়াছে, উপরের ইংরেজী উদ্ধৃতাংশই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। আমার 'ফেরেটিমা কেঁচো' প্রবন্ধে এ বিষয়ে ঠিক স্পষ্টভাবে না লিখিয়া আভাসে একটুখানি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—"পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে স্পিরিট মিশ্রিত জলের মধ্যে ইহারা ধোঁয়াটে সাদা রস নির্গত করে। সেই রসকে শারীরগাহ্বরিক রস (coelomic fluid) বলে। দেহ-প্রাকার (body-wall) ও আহার-নালীর (alimentary canal) মধ্যস্থিত স্থানকে শরীর-গহ্বর বলে—এই স্থানেই উক্ত রস সঞ্চিত হইয়া থাকে"। † এই উদ্ধৃত উক্তি হইতে হয়ত কতকটা বুঝা যাইতে পারে যে ডাঃ ঘোষ কেন প্রথমে coelom অর্থে 'রসগহ্বর' রচনা করিয়াছিলেন। আমার ঐ একই অর্থে 'শরীর-গহ্বর' লেখার যুক্তি হয়ত তখন প্রচুর ছিল, কিন্তু Shipley-MacBride-এর ওকালতীতে এখন তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করি।

Shipley-MacBride-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী যে coelom-এর বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন করা দরকার তাহা প্রাণিতত্ত্ববিৎ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। Coelom যে কি প্রকার যন্ত্র তাহার বিশদ আলোচনা আবশ্যক মনে করি না। Coelom-এর সমার্থবোধক বা তাৎপর্য্যগত অর্থ হিসাবে যে secondary bady-cavity শব্দটি পাইলাম তাহারই বাংলা তর্জ্জমা কি হইবে প্রথমে বিবেচ্য। Body-cavity অর্থে 'দেহগহ্বর' বা 'শরীরগহ্বর'

* Shipley, A. E., & MacBride, E. W., '*Zoology*', 4th ed., pp. 133-134 (1920

† জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, 'ফেরেটিমা কেঁচো', প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ [illegible] (১৩৩৫)

আপত্তিজনক নহে, কিন্তু secondary-র বাংলা কি করিব? Monier Williams-এর অভিধান হইতে ইহার অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"Secondary, *a* (Not primary) অপ্রধানঃ, অমুখ্যঃ, অপ্রথমঃ, অপ্রাম্যঃ, অনুষঙ্গী &c, অনুষঙ্গিকঃ গৌণঃ, গৌণিকঃ, উপসৃষ্টঃ, গুণভূতঃ..............The prepositions উপ and অনু often give the sense of 'secondary' as 'a secondary planet,' উপগ্রহঃ ;............" *

যতগুলি শব্দ পাইলাম তাহার মধ্যে 'গৌণ' শব্দ গ্রহণ করিয়া পরিভাষা সমস্যা সমাধান করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। 'অনু' ও 'উপ' দুইটি উপসর্গই ভাল, কিন্তু এক্ষেত্রে 'দেহগহ্বর' বা 'শরীরগহ্বরে'র সহিত যুক্ত হইলে শ্রুতিসৌকর্য্য সাধন করিবে কি না সন্দেহ। এখন পাওয়া যাইতেছে secondary body-cavity অর্থে 'গৌণ দেহগহ্বর' বা 'গৌণ শরীরগহ্বর'; অর্থ সুপরিস্ফুট হইলেও এই দীর্ঘ যৌগিক শব্দটি প্রাণিবিজ্ঞানে সব সময়ে নাড়াচাড়া করিতে বেশ একটু বেগ পাইতে হইবে। ইহার কোনও প্রতীকার আছে কি না আলোচ্য।

Secondary body-cavity-র অর্থ যদি 'গৌণ দেহগহ্বর' বা 'গৌণ শরীরগহ্বর' হইতে পারে তবে primary body-cavity-র অর্থ যে 'প্রধান বা মুখ্য-দেহগহ্বর' অথবা 'প্রধান বা মুখ্য-শরীরগহ্বর' হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই শেষোক্ত ইংরেজী কথাটির (অর্থাৎ primary body-cavity) ব্যবহার ও প্রয়োগস্থল প্রাণিবিজ্ঞানে খুবই কম। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে primary body-cavity-কে 'প্রধান বা মুখ্য-দেহগহ্বর বা শরীরগহ্বর' রাখিয়া secondary body-cavity-কে মাত্র 'দেহগহ্বর' রাখিলে হয়ত বাংলা প্রাণিবিজ্ঞানের কাজ চলিতে পারে। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন কারণে বহু ইংরেজী প্রাণিবিজ্ঞান পুস্তকে cœlom মাত্র body-cavity রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, secondary-র বালাই আদৌ নাই। আমরাও যদি ঐরূপ করি তবে ইংরেজীর মত secondary body-cavity বা true cœlom অর্থে 'দেহগহ্বর' বা 'শরীরগহ্বর' অনেক ক্ষেত্রে অনর্থক ভ্রম সৃষ্টি করিবে।

বস্তুতঃ প্রাণিবিজ্ঞানে খুব অল্পস্থলেই secondary-র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি যাঁহারা cœlom-এর স্বরূপার্থ গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন তাঁহাদের ভাষাতেও। জার্ম্মান ভাষায় cœlom বেশ একটু নাকাল হইয়াছে। প্রথমে ইহা ছিল Leibeshöhle (শব্দানুগ অর্থ body-cavity) এবং ইংরেজী বানানের cœlom-এর ঘাড়ে চাপিয়া ঘুরিত। স্বরূপার্থ নির্ণীত হইবার পর Sekundäre Leibeshöhle রূপ পাইল। অধুনাতন জার্ম্মান প্রাণিবিজ্ঞান পুস্তকে আরও

---

* Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 721, (1851)

একটি দ্রষ্টব্যের বিষয় এই যে ইংরেজী cœlom উচ্চারণের ধ্বনিসামঞ্জস্য রক্ষা পাইবার জন্য Z ö l o m-এ রূপান্তরিত হইয়াছে।

এখন ইংরেজী cœlom এবং জার্মান Z ö l o m-এর মত আরও একটি স্বতন্ত্র বাংলা শব্দ চয়ন করা দরকার। কারণ স্বতন্ত্র শব্দ রচনা না করিলে যখন cœlomic cavity-র উল্লেখ পাইব তখন কি করিব? সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের কি বাংলা কি সংস্কৃত কোন ভাষাতেই cœlom-বোধক কোনও শব্দ নাই। অধুনা বিদেশীয়রা যদি নিজ নিজ ভাষায় cœlom-কে অবিকল রাখিতে প্রয়াস পান আমরাই বা তাহা না করিব কেন? তাই বলিতেছি cœlom-কে 'সিলোম' রাখিতে দোষ কি? শব্দটি দীর্ঘ নয় এবং শ্রুতিকটুও নয়। 'সিলোম' যে কি যন্ত্র তাহা বুঝিতে হয়ত একটু কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু উহার উচ্চারণ যে শিশুকণ্ঠেও ক্লেশকর হইবে না তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই শব্দটি গ্রহণে আরও এক সুবিধা আছে এই যে ইহার ইংরেজী বিশেষণ cœlomic অতি সহজে বাংলা বিশেষণ 'সিলোমিক'-এ রূপান্তরিত হইতে পারিবে।

একটি কথা বলা এখানে আবশ্যক মনে করিতেছি। প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা সঙ্কলন করিতে যাইয়া মাতৃভাষাকে ক্রমান্বয়ে বিদেশী শব্দালঙ্কারে ভূষিত করিবার জন্য অনেকে দোষারোপ করিতে পারেন। এতৎপ্রসঙ্গে আমার মনে হয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নিম্নোদ্ধৃত মত দুইটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলা সঙ্গত,—

"………আমাদিগকে বাঙ্গালায় পরিভাষাসঙ্কলনকালে বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। অনুবাদের সময় বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইউরোপে বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানের ভাষার গতি কোন্ মুখে, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, আজ যাহা করিলাম, কাল আবার তাহা বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়োজন হইবে।" *

"রসায়ন, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে এইরূপ ইংরাজি শব্দ আমাদিগকে অকাতরে অবিকলভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার অন্য উপায় নাই।" †

Cœlom—**সিলোম** [প্রতিশব্দ :—গৌণ দেহগহ্বর বা গৌণ শরীরগহ্বর (Secondary body-cavity)]

অর্থ : —পৌষ্টিক-নালী ও দেহপ্রাকার মধ্যস্থিত যে mesoderm স্তর আছে তাহা বিদীর্ণ হইয়া যে থলির মতন গঠন প্রস্তুত হয়। বিশেষত্ব এই যে ইহার আবরণ mesoderm স্তর হইতে উৎপন্ন।

* রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষালেখকের বক্তব্য', সাঃ-পঃ পঃ, ১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৪৯ (১৩০১)

† রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', সাঃ-পঃ পঃ, ১ (২য় সংখ্যা), পৃঃ ৮৭ (১৩০১); 'শব্দ-কথা' পৃঃ ১৬৭ (১৩২০)

১৭। **Coelomic fluid—**

১৩৩৫ শরীরগাহ্বরিক রস, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ (৫র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৬

জার্ম্মান—Zölom-Flussigkeit.

Coelom-এর পারিভাষিক সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই করিয়াছি এবং কি প্রকারে ইহার ইংরেজী বিশেষণটি বাংলায় সহজেই রূপান্তরিত হইতে পারে তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছি। Fluid অর্থে আমি পূর্ব্বে যে 'রস' কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহা অপ্রযুক্ত হয় নাই, কারণ Monier Wiiliams-এর অভিধানে দেখা যায়,—

"Fluid, *s* দ্রবঃ, রসঃ, দ্রবদ্রব্যং, *n.* জলবদ্দ্রব্যং, বারি *n*, জলং, পয়ঃ *n.* (স্)।" *

'রস' ব্যতীত আর কোনও প্রতিশব্দ cœlomic-এর সহিত যুক্ত করিলে শ্রুতিমধুর হয় না। এস্থানে একটি বাধার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। ইংরেজী প্রাণিবিজ্ঞানে cœlomic fluid-এর কোনও পর্য্যায়ান্তর শব্দ দেখিতে পাই না যদিও cœlom-এর সমার্থবোধক secondary body-cavity শব্দ আছে। আমরা পূর্ব্বে cœlom অর্থে যে 'গৌণ দেহগহ্বর' বা 'গৌণ শরীরগহ্বর' পরিভাষা রচনা করিয়াছি তাহার সহিত এখন 'রস' কথাটি যুক্ত করিয়া একটা খাঁটী বাংলা পরিভাষা খাড়া করিতে পারি। কিন্তু ইহা যে 'বার হাত কাপড়ের তের হাত দশী'র মত হইয়া যায়, বাংলা প্রাণিবিজ্ঞানে পরিধেয় হইবে কিনা সন্দেহ! ঐ দীর্ঘ যৌগিক শব্দের পরিবর্ত্তে 'সিলোমিক রস', 'সিলোম-রস' লেখা বরং ঢের ভাল।

Cœlomic fluid—**সিলোমিক রস, সিলোম-রস**

অর্থঃ—সিলোম বা গৌণ শরীরগহ্বরের মধ্যে যে জলীয় পদার্থ থাকে।

১৮। **Conjugation**—[L. *cum*, together ; *jugare*, to yoke.] The temporary union or complete fusion of two gametes or unicellular organisms. p. 59.

১৮৫১ সংযোগঃ, সমাহারঃ (union, compilation), Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 124.
১৩০৪ সমাগম, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩১৮
১৩১০ সংগম, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ৩৮
১৩১২ সংযোগ, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৫০৭ ; ঐ ২৩ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৮ (১৩১৩)
১৩১৪ সংযোগ, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ২১২ ; ঐ, পৃঃ ২৫৭, (১৩১৮)
১৯১৬ পুনরুৎপাদনের জন্ম দুইটি স্বতন্ত্র কোষের সংযোগ (জীববিজ্ঞান), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 425.

---

* Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 279 (1851).

১৩৩১ সঙ্গম, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১২১
১৩৩২ সঙ্গম, উঃ বাগ্রপেয়ী, মাঃ বসুমতী, ৪ (২ খঃ) পৃঃ ৩৪১
১৩৩৬ ব্যবায় (Sexual intercourse ; conjugation), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৫
১৩৩৭ সংযোজন (Copulation), সম্ভোগ (coition), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২১৮
১৩৩৯ সংযোগ (union and fertilization), প্রঃ সরকার, কৃষি-লক্ষ্মী, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩১
১৩৪০ সঙ্গম (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চন্দ্রিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪২

জার্ম্মান—Konjugation.
ফ্রেঞ্চ —Conjugaison.

প্রাণিবিজ্ঞানে conjugation যে কি ব্যাপার তাহা আরও একটু বিস্তারিত করিয়া বুঝাইবার জন্য খানকতক পুস্তক হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"In many forms reproduction by fission and gemmation are probably preceded by a conjugation (temporary connection or fusing) or copulation (permanent fusing) of two individuals."*

"The germs from which animals spring are of two kinds —(*a*) those that can develop directly, or *asexual* germs; and (*b*) those that under ordinary circumstances are incapable of development until they have united or "conjugated" with another germ. * * * The organism which produces the ova is termed the *female*, that producing the spermatozoa, the *male*, and that which results from the union or *conjugation* of these two types of germ is called a *zygote*."†

"*Conjugation or Fertilization.*—Conjugation of protozoa is essentially the same as fertilization in metazoa, and in one form or another represents a phenomenon practically universal in animals and plants. It is, therefore, one of the fundamental activities of living things (see page 15). It is usually associated with reproduction, but reproduction may go on without it, as in the case of division, spore formation, etc., of the protozoa, or budding in Hydra and plants, or parthenogenesis in insects. Strictly speaking, therefore, it is not a process of reproduction but a process of protoplasmic reorganization, followed by renewal or re-birth of all vital activities including that of reproduction."‡

"It is well known that in most animals reproduction is only possible by the co-operation of two individuals of different kinds known as the *sexes*. This is because in such animals the reproductive bodies are of two sorts, each produced only by one of the sexes, and neither sort can develop except after fusion with one of the other sort. That fusion is an example of the process known as *conjugation*. From time to time there occurs in nearly all animals such a union of two distinct portions of living matter. The bodies which unite are known as *gametes* and that which results from their fusion as a *zygote*. In large and complex animals conjugation takes place only between the reproductive bodies, which are generally unable to develop without it, so that, as we have seen, it becomes a part of the reproductive process. * * * In many cases, however, the ova are kept within the body of the mother, and the male gametes, known collectively as the *sperm*, are transferred by the male to the body of

* Lang, A., '*Text Book of Comparative Anatomy*', (Eng. Trans.,) p. 19 (1891).
† MacBride, E. W., '*Text Book of Embriology*', INVERTEBRATA, p. 2. (1914).
‡ Calkins, G. N. '*Biology*', 2nd ed., pp. 72-73 (1917)

the female and there seek and fertilise the ova. This transference is known as *coition.* Reproduction in which conjugation is necessary before the reproductive bodies can develop is known as *sexual reproduction.* That in which conjugation does not take place is *asexual.*" *

ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকে প্রাণিবিবরণে conjugation এই কথাটির কোনও স্থানে ব্যবহারের ব্যভিচার ঘটিয়াছে কি না তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন, তবে সংজ্ঞানিরূপণে যে কিছু জটিলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা উদ্ধৃতাংশ পাঠেই উপলব্ধি হইবে। কারণ Lang-এর সংজ্ঞার সহিত Borradaile-এর সংজ্ঞার সামঞ্জস্য নাই, আবার Calkins-এর নির্দ্দেশের সহিত MacBride-এর মিল নাই। অথচ সবগুলি হইতে মোটামুটি এইরূপ অর্থ ছাঁকিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না যে conjugation ক্রিয়াতে দুইটি অর্থাৎ স্ত্রী ও পুং gamete এর মিলন হয়। নিম্নস্তর প্রাণীতে (অর্থাৎ Protozoa-তে) conjugation ক্রিয়া আপাতক্ষণস্থায়ী এবং প্রজননশক্তিবর্দ্ধক। আপাতক্ষণস্থায়ী কেন বলিলাম তাহা সংক্ষেপে একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। প্রোটোজোয়াতে ঠিক লিঙ্গভেদ হয় নাই, সেখানে দুইটি প্রাণীর মিলন হয় পাশাপাশি, এবং তাহাতে দুইটি প্রাণীর দেহমধ্যস্থিত nuclear পদার্থের বিনিময় ঘটে, সেই বিনিময়ের ফলে বংশরক্ষার পথ সুগম হয়। আর উচ্চতর প্রাণীতে, অর্থাৎ যে সব প্রাণীতে স্ত্রী ও পুং লিঙ্গ ভেদ হইয়াছে তাহাদেরও স্ত্রী ও পুং gamete-এর মিলন হয়; সে মিলন সম্পূর্ণ ও স্থায়ী। এই শেষোক্ত স্থায়ী মিলনকেই বোধ হয় বা ইংরেজীতে fertilization বলা হয়। জীববংশধারা রক্ষা করিবার জন্য যৌনমিলনের প্রথম ও প্রধান সেতুই হইল conjugation ক্রিয়া। নিম্নস্তর প্রাণীতে যেখানে স্ত্রী-পুংএর ভেদাভেদ সম্যক স্ফুরিত হয় নাই সেইখানে যদি বংশরক্ষাকল্পে conjugation ক্রিয়া ঘটে তবে তাহা যৌন ভেদাভেদের প্রথম অভ্যুত্থান বলিয়া ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে না।

এরূপ জটিল যাহার অর্থ তাহার বাংলা পরিভাষা কি হইবে? উপরি উদ্ধৃত পরিভাষা-মালা হইতে দেখা যাইতেছে যে বাংলা প্রাণিবিজ্ঞানের দরবারে গৃহীত হইবার জন্য conjugation-এর তিনটি বাংলা প্রতিশব্দ রুজু হইয়াছে, যথা,—'সংযোজন', 'সঙ্গম' ও 'সংযোগ'। এই তিনটি শব্দের অর্থ 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান হইতে উদ্ধৃত হইল,—

"সংযোজনং (ক্লী) মৈথুনং। ইতি হারাবলী॥ সংযোগশ্চ॥"†

"সংযোগঃ (পুং) মেলনং। ন্যায়মতে গুণ পদার্থঃ। স চ সম্বন্ধ বিশেষঃ। অপ্রাপ্ত বস্তুদ্বয়স্য প্রাপ্তি……॥"‡

"সঙ্গমঃ (পুং ক্লী) স্ত্রী পুং সোর্মিথুনীভাবঃ। স ত্রিবিধ……"¶

---

* Borradaile, L. A., '*A Manual of Elementary Zoology*', 2nd ed., pp. 9-10 (1918)

† শব্দকল্পদ্রুমঃ, ৭ম কাণ্ড (১৯৩৪ সম্বৎ) পৃঃ ৫১৪১ ; ‡ ঐ, পৃঃ ৫১৩৯ ; ¶ ঐ, পৃঃ ৫১৭৪

Wilson-এর অভিধানে এই শব্দত্রয়ের যে ইংরেজী প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও উল্লেখযোগ্য,—

"সংযোজন—(1) Copulation, coition (2) joining, uniting." ¶

"সংযোগ (গঃ)—1. Intimate union or association. 2 Adherence, junction."¶

"সঙ্গমঃ—Meeting, union, mixture, Etc.,"§

আমরা উপরে conjugation-এর যে অর্থ বাহির করিয়াছি তাহাতে তিনটির কোনটিই যে conjugation এর স্বরূপার্থ ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে এরূপ মনে হয় না। উপরন্তু প্রতীতি জন্মায় যে সবগুলি বাংলা প্রতিশব্দেরই মধ্যে যেন ইংরেজী copulation বা coition-এর অভিযোগ আছে। তবে শশধর রায়ের (১৩১২-১৪) ব্যবহৃত এবং অনুমোদিত 'সংযোগ' কথাটি উদ্ধৃত অভিধানোক্ত অর্থের খুব বিকৃতি ঘটায় নাই। Wilson-এর দেওয়া ইংরেজী অর্থ প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা রচনার পথ অনেকটা সুগম করিয়া দিয়াছে, উহাতে নাই কেবল স্ত্রী-পুং gamete-এর মিলনের ইঙ্গিত। তা-যেটুকু নাই সে-টুকু অর্থ এখন যোগ করিয়া লইতে দোষ কি? অনর্থক শব্দ হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে না। 'সংযোগ' অর্থ যোগাযোগে পাকা হইয়া উঠিয়া আশা করি প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষার মামলা মিটাইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রতিশব্দের অবতারণা আবশ্যক মনে করিতেছি, সেটি হইল 'সংমিশ্রণ'। শশধর রায় তাঁহার 'বংশানুক্রম' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"জীবজগতে অধিকাংশ স্থলেই শুক্র-শোণিত-সংমিশ্রণে অপত্য গঠিত হয়। এককোষ জীব, অর্থাৎ যাহাদিগের দেহে একটিমাত্র কোষ (যথা ম্যালেরিয়া কীট ইত্যাদি) তাহারা ভিন্ন এবং অপুংজনন (৪) যে সকল বহুকোষ জীবেরও সময় সময় দেখা যায়, তাহারা ভিন্ন, অন্যান্য জীব স্ত্রী-কোষ ও পুং-কোষের সংমিশ্রণে জাত হইয়া থাকে। উহাদিগের মিশ্রণে যে যুক্তকোষ (৫) উৎপন্ন হয় তাহাই শত-সহস্রধা বিভক্ত হইতে হইতে অপত্যদেহের রচনা করে।"* এই 'সংমিশ্রণ' শব্দটি রায় মহাশয় কোন্ ইংরেজী প্রতিশব্দের হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা জানিবার উপায় নাই। ইহা conjugation-এর প্রতিশব্দ হইতে পারে, আবার fertilization-এরও হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মতে এই শব্দটি উপস্থিত গৃহীত না হওয়াই ভাল। কারণ কোন অভিধানে আমি এই শব্দের উল্লেখ পাই নাই। তাহার উপর যতদূর অনুমান করিতে পারি রাসায়নিক পরিভাষায় mixture বা কোনও mixture-এর যৌগিক প্রতিশব্দ হিসাবে এই শব্দটি ব্যবহৃত। আবার জগদানন্দ রায় লিখিয়াছেন,

---

¶ Wilson, H. H., *Dict. Sans. Eng.*, 3rd ed., p, 899; § *ibid.*, p, 907.

* শশধর রায় 'বংশানুক্রম' [illegible]

"পদার্থবিদ্যায় সংমিশ্রণ অর্থাৎ Diffusion নামে একটা ব্যাপার আছে। যে সকল তরল পদার্থ পরস্পর মিশ খায়, তাহাদেরি মধ্যে এই গুণটি দেখা যায়।"† 'উদ্ভিদ-উন্নয়ন' প্রবন্ধে ইন্দুভূষণ দে মজুমদার 'সংমিশ্রণ' শব্দটি crossing-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।‡

জার্মান-ফ্রেঞ্চ ভাষায় conjugation ইংরেজীর মতই আছে দেখিতে পাইতেছি।

Conjugation—**সংযোগ**

অর্থ :—জীববংশ বিস্তার কল্পে জীবের বা স্ত্রী-পুং বীজের মিলন, অথবা জীববংশ বিস্তার হেতু যৌন মিলনের প্রথম ও প্রধান ক্রিয়া।

১৯। **Crop**—[M. E. *croppe*, top of plant.] A sac-like dilatation of gullet of Bird ; a similar structure in alimentary canal of Insect or Worm. p. 64.

১৮৫১ পক্ষিজঠরঃ (Craw of a bird), Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 147.
১৩১০ চারাঘর, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ৪০
১৯১৬ পক্ষীর প্রথম পাকস্থলী, পক্ষীর গলার থলি, পক্ষিজঠর (২) পক্ষীর প্রথম পাকস্থলীর অনুরূপ অন্যান্য জন্তুর শারীরিক যন্ত্র, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 484.
১৩৩২ খাদ্যাশয়, খাদ্য পেটক, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (ষষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৩
১৩৩৩ সঞ্চয়াশয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮১
১৩৩৪ গল-স্থলি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩১৫

জার্মান— Kropf.
ফ্রেঞ্চ— Jabot.
ইতালীয়—Ingluvie.
ল্যাটিন— *Ingluvies.*

Crop যে কি প্রকার যন্ত্র তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা দরকার। Shipley-MacBride-এর পুস্তকে coelomata-র ভূমিকায় লিখিত আছে,—

"The names taken from the anatomy of the higher animals which are customarily used in the description of the alimentary canal are as follows : mouth- or buccal-cavity, pharynx, oesophagus, stomach or crop, gizzard, intestine and rectum. They are applied generally to parts of it succeeding one another in the order above given."*

নিম্নপর্য্যায় প্রাণীতে অর্থাৎ কেঁচো, জোঁক, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীতে oesophagus-এর অধোদেশ আয়ত হইয়া crop-রূপ আকার ধারণ করিয়াছে। আবার উচ্চপর্য্যায় প্রাণী অর্থাৎ পায়রা, মুরগী প্রভৃতি পক্ষীদিগের crop oesophagus-এর আয়ত একটি পাতলা থলির মতন গঠন। Crop থাকিলেই যে stomach থাকিবে না এমন কথা

† জগদানন্দ রায়, 'জড় ও জীব', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৯ (২য় ভাগ) পৃঃ ১০৫ (১৮৩৮ শক)
‡ কৃষি-সম্পদ, ৮ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১১৪-১১৫ (১৩২৪)
* Shipley, A. E., & MacBride, E. W., '*Zoology*', 4th ed., pp. 136-137 (1920)

কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ বলেন না, এমন কি Shipley-MacBride-ও বলেন নাই। আমি তাঁহাদের পায়রার বিবরণ হইতে এই প্রসঙ্গের কথা তুলিয়া দিতেছি,—

"The gullet in the Pigeon and many other birds develops a large thin-walled outgrowth on the ventral side called the crop. This is used as a storehouse for the food, and in the Pigeon may be found full of unaltered seeds. The stomach has a most characteristic form in Birds; it is sharply divided into two regions, an anterior egg-shaped one called the p r o v e n t r i c u l u s, and a large posterior flattened one called the g i z z a r d."*

আরশুলার পৌষ্টিক-নালীর যে অংশকে mid-gut বলে তাহাকে mesenteron বলে, অন্যান্য পুস্তকে উহাকেই আবার stomach বলা হইয়াছে। এইস্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকে প্রাণীনিচয়ের পৌষ্টিক-নালীর বিভিন্ন অংশের নামকরণে প্রচুর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যাহা হউক আমাদের উপস্থিত লক্ষ্য crop-এর পরিভাষার উপর।

Crop-এর পারিভাষিক সম্বন্ধে কেহ যে একমত নহেন তাহা উপরিলিখিত পরিভাষা-মালা হইতে দেখা যাইতেছে। যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১০) কোথা হইতে যে 'চারাঘর' পাইলেন জানি না। ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষের 'খাদ্যাশয়' (১৩৩২) তাঁহার অপর দুইটি পরিভাষা 'খাদ্যপেটক' ও 'সঞ্চয়াশয়' (১৩৩৩) হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল (নিম্নে দ্রষ্টব্য)। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় (১৩৩৪) crop-এর বাংলা 'গল-স্থলি' করিয়াছেন, কিন্তু যে সব প্রাণীদের গলা নাই অথচ crop আছে তাহাদের বেলায়ও কি পরিভাষা 'গলস্থলি' হইবে ?

একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় ব্যতীত সকলেই তাৎপর্য্যগত অর্থের উপর ভিত গাঁথিয়া পরিভাষা গড়িবার পরিকল্পনা করিয়াছেন ; সুতরাং crop-এর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। Shipley-MacBride-এর পুস্তকে বিভিন্ন প্রাণিবিবরণে যাহা পাইতেছি তাহাই এস্থানে উল্লেখ করিলে চলিবে। তাঁহারা কেঁচো প্রসঙ্গে লিখিতেছেন,— "The crop serves as a resting place in which food accumulates before passing into the gizzard." † আবার আরশুলা প্রসঙ্গে এরূপ লিখিত আছে,— "………consists of an oesophagus which quickly passes into a large crop in which the food is stored for a time." ‡ পায়রা বা পক্ষীদিগের crop সম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত বচন দ্রষ্টব্য। এইসকল উদ্ধৃত উক্তি হইতে কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে মোটামুটি এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে crop-এ খাদ্যাদি কিছুকালের জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই হিসাবে ডাঃ ঘোষের 'খাদ্যাশয়' খুব অপ্রযুক্ত হয় নাই। তবে মনে হয় যে 'খাদ্যাশয়' ও তাঁহার পরেকার 'সঞ্চয়াশয়' যোগ করিয়া 'খাদ্যসঞ্চয়াশয়' রচনা করিলে আরও ভাল হইত। কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে Mammalia শ্রেণীতে ruminants পর্য্যায়ের প্রাণীদেরও একটি খাদ্যসঞ্চয়াশয় থাকে, যাহাকে ইংরেজীতে

* *loc. cit.*, p. 625 † *loc. cit.*, p. 143 ‡ *loc. cit.* p. 228

rumen বা paunch বলে, আর বাংলায় বোধ হয় রোমন্থক থলি। ইহাতে বোধ হয় পৌষ্টিক-নালীর বিভিন্ন অংশের গঠনবৈচিত্র্য বা অন্য কিছু বিভিন্ন নামকরণের কারণ। কার্য্যকারিতার ওজুহাতেই যে সব অংশেরই নামকরণ হইয়াছে, এমন ধারণা অসঙ্গত। সুতরাং তাৎপর্য্যগত অর্থের দোহাই দিয়া এই অনাবশ্যক দীর্ঘ 'খাদ্যসঞ্চয়াশয়' শব্দটি আমদানি না করিয়া crop-কে কেবল বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত করিয়া লইতে দোষ কি? Crop-কে সোজাসুজি 'ক্রপ' বানানে অক্ষরান্তরিত করিতে একটু বাধা হইতে পারে, কারণ সংস্কৃতে 'ক্রপ' বলিয়া একটি শব্দ আছে এবং তাহার অর্থ কৃপা, দয়া। কিন্তু ঐ সংস্কৃত শব্দটি যতদূর অনুমান করিতে পারি বাংলায় অব্যবহৃত, সুতরাং ইহা বাংলায় প্রাণিবিজ্ঞানসম্মত অর্থে গৃহীত হইতে আশা করি কোনরূপ বাধা নাই। যাঁহারা ইংরেজী অক্ষরান্তরিত বাংলা শব্দের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে পরাঙ্মুখ তাঁহাদের জন্য 'খাদ্যসঞ্চয়াশয়' প্রতিশব্দের কোঠায় রাখিলাম।

Crop-এর প্রতি বিদেশীয়দের পরিভাষার আচরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। জার্ম্মানেরা কি K r o p f লিখিয়া উচ্চারণধ্বনিসামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে!

Crop—**ক্রপ** [প্রতিশব্দ :—**খাদ্যসঞ্চয়াশয়**

অর্থ :—পৌষ্টিক-নালীর পুরোদেশে, বা oesophagus-এর অধোভাগে আয়ত পাতলা থলির অনুরূপ অংশবিশেষ। নিম্নপর্য্যায় প্রাণীদের যেমন, কেঁচো, কীট, জোঁক, পতঙ্গ ইত্যাদি এবং উচ্চপর্য্যায় প্রাণী, যেমন পায়রা, মুরগী প্রভৃতি পক্ষীদিগের ইহা মোটামুটি খাদ্যসঞ্চয়াধারের কার্য্য করে।

২০। **Cuticle**—[L. *cutis*, skin.] An outer skin or pellicle; the epidermis. p. 66.

১৮৫১ অবভাসিনী, বাহ্যত্বক্, বাহ্যচর্ম্ম, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 153.
১৮৮৯ কিউটিকিল, জ্ঞাঃ রায়চৌধুরী, 'মীনতত্ত্ব', পৃঃ ২৭
১৮৯৩ বাহ্যত্বচ্, বাহ্যচর্ম্মন্, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 83.
১৩১০ কৃত্তিক, যোঃ রায়, সাঃ পঃ পঃ, পৃঃ ৩৯
১৯১৬ বাহ্যত্বক, উপত্বক, অবভাসিনী (মঃ ইঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 505.
১৩৩২ দৃঢ়াবরণ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১৬
১৩৩৩ কৃত্তিক, জ্যোঃ সেন, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১০ (১খঃ) পৃঃ ১৬০
১৩৩১ অধিত্বক (Epidermis, cuticle), প্রঃ দাশগুপ্ত, প্রকৃতি, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪০
১৩৩৩ কৃত্তিক, নিঃ চট্টো, প্রকৃতি, ৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৫
১৩৩৫ উপত্বক, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ম (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৮

জার্ম্মান—O b e r h ä u t c h e n;
C u t i c u l a;
K u t i k u l a.

ফ্রেঞ্চ— C u t i c u l e.
ইতালীয়—C u t i c o l a.
ল্যাটিন— *C u t i c u l a.*

Henderson-যুগল cuticle-এর যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট নয়, কারণ প্রাণিবিজ্ঞানে cuticle-কে কেহ কখন epidermis বলে না। সেইজন্য অপর দুই-একখানি প্রাণিবিজ্ঞান-পুস্তকের সাহায্য লইতে হইল। Hertwig তাঁহার জার্মান ভাষায় লিখিত পুস্তকে cuticle সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"Die meistem einschichtigen Epithelien erfahren auf ihrer Oberfläche einen festen Abschluss durch die C u t i c u l a, eine Membran, welche von den Epithelzellen gemeinsam ausgeschieden wird und daher nicht selten die Abdrücke der Zellen als eine polygonale Zeichnung erkennen lässt. In vielen Fällen dünn und unscheinbar, kann sie sich in anderen zu einer gewaltigen Lage verdicken, welche viel mächtiger ist, als die mit der Ausscheidung der Cuticula betraute Matrixschicht, das Epithel selbst. Die Cuticula ist dann deutlich der Oberfläche parallel geschichtet und bildet einen wirksameren Schutz der Körperoberfläche als das Epithel; sie wird zu einem Panzer, wie uns die Kalkschalen der *Mollusken,* die aus Chitin bestehenden Körperbedeckungen der *Insekten* (Fig. 25f) und andere Beispiele lehren." *

Parker and Parker Protozoa প্রসঙ্গে cucit'e-এর নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"The organism consists of protoplasm covered with a very delicate membrane or *cuticle* which is often finely striated, and is to be looked upon as a superficial hardening of the protoplasm." (p. 251). আবার কেঁচো প্রসঙ্গে এইরূপ কথার উল্লেখ পাইতেছি,—
"The whole of the body is invested with a delicate, iridescent membrane or *cuticle* (p. 313), formed as a secretion of the *epiderm* or outer epithelial layer of the body. (p. 128)."†

Shipley এবং MacBride ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

"The surface of the body of an earthworm is glistening and somewhat slippery. This is due to the c u t i c l e, which is a thin membrane secreted by the ectoderm cells of the skin; if a dead earthworm be soaked in water for a few hours the cuticle can be easily stripped off the body."‡

উপরের উদ্ধৃতাংশ হইতে মোটামুটি এই বুঝা যাইতেছে যে epidermis-এর উপরে যে membrane-এর মত স্তর পাওয়া যায় তাহাই cuticle। Epidermal স্তরে যে-সব cell সন্নিবেশিত আছে তাহাদেরই protoplasm-এর উপরিভাগ ক্ষারিত বা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া cuticular স্তর উৎপাদন করে।

এখন বাংলা পরিভাষার তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে cuticle-এর

---

* Hertwig, R., '*Lehrbuch der Zoologie*', Jena, p. 65 (1912).

† Parker T. J., and Parker, W. N., '*An Elementary Course of Practical Zoology*' 5th ed., p. 251; 328 (1920).

‡ Shipley, A. E., and MacBride, E. W., '*Zoology*', 4th ed., p. 140 (1920).

পারিভাষিক সম্বন্ধে কেহ একমত নহেন। শুধু তাহাই নহে, কেহই অভিধানোক্ত অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। উক্ত অভিধানে epidermis ও cuticle-এর একই অর্থ লওয়া হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (১২৮৯) বেশী গণ্ডগোলে যান নাই, সোজাসুজি cuticle-কে 'কিউটিকিল' রাখিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১০) নূতন এক বাংলা শব্দ 'কৃত্তিক' সৃষ্টি করিয়া এ দুরূহ সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। যোগেশবাবু কোথা হইতে এই শব্দ পাইলেন জানি না। 'কৃত্তিক' শব্দের উল্লেখ কোনও অভিধানে নাই, কিন্তু Wilson-এর অভিধানে 'কৃত্তি' শব্দের উল্লেখ পাইতেছি, তাহাতে এইরূপ অর্থ আছে,—"কৃত্তি—1. The hide upon which the religious student sits, sleeps, &c. usually the skin of an antelope. 2. The skin. 3. The bark of the *Bhojpatra*, used for writing upon, for making hooka snakes, &c......"* বোধ হয় এইরূপ কোনও শব্দ সহায়তায় যোগেশবাবু 'কৃত্তিক' গড়েন। ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৩৩২) এই শব্দ গ্রহণ করেন নাই, আমিও (১৩৩২) করিতে পারি নাই। প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক কোনও প্রবন্ধে কেহ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না তাহা আমার অগোচর, তবে নির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩৩৩) এবং জ্যোতির্ম্ময় সেনের (১৩৩৩) কয়লাবিষয়ক নিবন্ধে এই শব্দটি আশ্রয় পাইয়াছে। এ প্রসঙ্গে নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ডাঃ ঘোষের কৃত 'দৃঢ়াবরণ' ও মৎকৃত 'উপত্বক' প্রাণিবিজ্ঞানের বাজারে আদৌ চলিবে কি না সন্দেহ।

বলা বাহুল্য যতগুলি শব্দ পাইয়াছি তাহার মধ্যে যোগেশবাবুর 'কৃত্তিক' শব্দের মধ্যেই একটু কৌলীন্যের আভাস আছে এবং সেই হেতু স্বতঃই মনে হয় যে প্রাণিবিজ্ঞানে ইহা বরেণ্য হইবে। শব্দটি নেহাৎ বড় নয়, দুরুচ্চার্য্যও নয়। 'কৃত্তিকে'র মধ্যে চর্ম্মের বা ত্বকের ইঙ্গিত লুক্কায়িত; উপস্থিত প্রাণিবিজ্ঞানের প্রদত্ত সংজ্ঞা যুক্ত করিলেই অর্থ পাকা হইয়া উঠিবে আশা করিতে পারি।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী যে 'কিউটিকিল' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাই বা লইতে দোষ কি? বাংলায় বা সংস্কৃতে যখন আর কোনও পর্য্যায়ান্তর শব্দ মিলিতেছে না এবং বিজাতীয় সব ভাষাতেই মূলে সেই cuticle-ই আছে তখন 'কিউটিকিল' আমাদের বাংলাভাষায় গ্রহণ করা খুব অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক হইবে না। বিশেষজ্ঞের চক্ষে 'কিউটিকিল'ই হয়ত 'কৃত্তিক' হইতে বিশেষ আদরণীয় হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে যে-শব্দই গ্রহণ করি না কেন, সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট না হইলে প্রাণিবিজ্ঞানে তাহা অর্থদ্যোতক হইবে না।

Cuticle—**কিউটিকিল, কৃত্তিক** ‡

অর্থ :—চর্ম্মের বা ত্বকের উপরকার সূক্ষ্ম স্বচ্ছ পাতলা 'মেমব্রেনে'র† মত স্তর।

---

* Wilson, H. H., *Dict. Sans. Eng.*, 3rd ed., p. 252 (1874). † Membrane

‡ ১ম চিত্র দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২১

২১। **Development**—[F. *développer*, to unfold.] The changes undergone by an organism from egg to maturity. p. 73.

১৮৫১ বিবৃত্তিঃ, বিবরণং, বিকাশনং, প্রকাশনং, প্রসারণং, উৎপত্তিঃ, উৎপাদনং, বিস্তৃতিঃ, বিস্তারণং, প্রকটীকরণং, ব্যাকরণং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 178.

১২৯১ প্রস্ফুরণ, যোঃ চট্টোঃ, আর্য্যদর্শন, ১০ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১৬

১২৯৬ বিকাশ পদ্ধতি (Laws of development), স্বঃ দেবী, ভারতী ও বালক, ১৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৩

১৮৯৩ প্রচয়ঃ, উপচয়ঃ, সংবর্দ্ধনং, বিস্তারঃ, বিকাসঃ, উদ্ভেদঃ, Apte, V.S, *Student's Eng. Sans. Dict.*, p. 96

১৩০২ মানবভ্রূণ বিকাশ পদ্ধতি (Development of human embryo), শঃ মিত্র, নব্যভারত, ১৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩৩

১৩০৯ স্ফুটতা, ক্ষিঃ ঠাকুর, 'অভিব্যক্তিবাদ', পৃঃ ৩

১৩১০ উৎপাদন,—যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩

১৩১০ পূর্ণতা, ব্যক্ততা, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮

১৩১২ পুষ্টিলাভ, দিঃ রায়চৌধুরী, নব্যভারত, ৩৩ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৭২

১৩১৭ পরিবর্দ্ধন, বিবর্দ্ধন, শঃ রায়, বঙ্গদর্শন, ১০ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০৬

১৯১৬ পরিণতি ; ব্যক্ততা, বিবৃতি (মঃ ইঃ); পরিস্ফুরণ, বিকাশ, পরিপুষ্টি ; পূর্ণতা ; স্ফুটতা ; অভিব্যক্তি (জীববিজ্ঞান) ; অভিব্যক্তিবাদ (Doctrine of development), Guha, C. *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 557.

১৩৩৬ উভচর প্রাণীর মেরুদণ্ডের ক্রমবিকাশ (Development of vertebral column in the Amphibians),—প্রকৃতি, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩২১

১৩৩৯ পরিবর্দ্ধন, প্রঃ সরকার, কৃষিলক্ষ্মী, ২ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮৫

১৩৪০ ক্রম-বিকাশ, খঃ দাস, প্রকৃতি, ১০ (১।২।৩ সংখ্যা) পৃঃ ১০৪

জার্ম্মান— Entwicklung.
ফ্রেঞ্চ— Développement.
ইতালীয়—Sviluppamento.

প্রাণিবিজ্ঞানে development বহু অর্থাত্মক শব্দ। Henderson-যুগল উহার যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে মাত্র একটি অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজী প্রাণিবিজ্ঞানের বিভিন্ন অধ্যায় বা যে কোন একখানি Embryology-পুস্তক অধ্যয়ন করিলে development এই শব্দটি নানা অর্থে প্রযুক্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে, যেমন development of liver, lungs etc., অথবা development of an organ from another organ ইত্যাদি। সুতরাং তাৎপর্য্যগত অর্থ হিসাবে মাত্র একটি বা দুইটি পরিভাষা খাড়া করিলে বাংলা প্রাণিবিজ্ঞানের কাজ চলিবে না। ইংরেজী শব্দটি যে-স্থলে যেমন অর্থে বা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই স্থানে সে-রকম বাংলা পরিভাষা রচনা করিতে হইবে। বাংলা শব্দ সংগ্রহে অসুবিধা কিছুই নাই, উপরে যে পরিভাষার তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ত কম শব্দ নাই। তবে কোন্‌গুলি গ্রহণীয় তাহার একটু বিচার আবশ্যক বলিয়া মনে হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি যে

শব্দগুলি development-এর পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করিব মনস্থ করিয়াছি তাহার কোনটিরই 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে যথাবৎ উল্লেখ পাই নাই। তাহার উপর যে শব্দগুলি গ্রহণযোগ্য তাহা মনোনীত করিবার যুক্তি বা শব্দগুলির ব্যবহার বিধি, এবং যে শব্দগুলি অগ্রহণীয় তাহা না গৃহীত হইবার কারণ ইত্যাদি বিন্যাস করিয়া দেখাইতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে।

আমি নিম্নলিখিত শব্দগুলি development-এর পরিভাষা হিসাবে চয়ন করিতে অভিলাষী,—'পরিস্ফুরণ', 'ক্রমবর্দ্ধন', 'পরিবর্দ্ধন', 'ক্রমবৃদ্ধি' ও 'উৎপত্তি', ইহাদের যোগ্যতা পাঠকদের রুচির উপর নির্ভর করিয়া উপস্থাপিত করিলাম। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত পরিভাষা তত্ত্ববিচারে লিখিয়াছিলেন যে "আলোচনা দ্বারা যেমন সত্যের উদ্ভাবন হয়, তেমন আলোচনা দ্বারা শব্দের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়।"*

উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকায় আরও একটি সুষ্ঠু শব্দ পাওয়া যাইতেছে, সেটি হইল 'ক্রমবিকাশ'। ইহা development-এর তাৎপর্য্যগত অর্থ জ্ঞাপন করে না এমন কথা বলা কঠিন; সেই হেতু 'ক্রমবিকাশ' গ্রহণ করিতে কেমন একটু মমতা হয়, কিন্তু এই শব্দটি evolution অর্থে এত বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে এবং হইতেছে যে, উপস্থিত ইহাকে এমন কি প্রতিশব্দের কোঠায়ও রাখিতে সাহসী হইলাম না। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনোনীত 'উৎপত্তি' প্রতিশব্দের কথাও তোলা যাইতে পারে। 'উৎপত্তি' যে origin-এর বাংলা তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। ক্ষেত্র বিশেষে development-এর তর্জ্জমা 'উৎপত্তি' শব্দ দ্বারা বেশ ভাল করা যাইতে পারে এবং অর্থও সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু একটি অসুবিধা আছে। ইংরেজীতে মাঝে মাঝে origin and development একত্রে উল্লেখ পাওয়া যাইবে। সেরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে, development-এর বাংলা 'উৎপত্তি' না করিয়া অপর যে-কোন একটি উল্লিখিত প্রতিশব্দ দ্বারা সুষ্ঠুতার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিদেশীয় ভাষায় development-এর রূপান্তর উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি।

Development—**পরিস্ফুরণ, ক্রমবর্দ্ধন, পরিবর্দ্ধন, ক্রমবৃদ্ধি, উৎপত্তি**

অর্থঃ—প্রাণীদের ডিম্ব হইতে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমিক বর্দ্ধন; কোন যন্ত্র বা গঠন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়া; কোন যন্ত্র হইতে কোন গঠনের উৎপাদন বা উৎপত্তি, ইত্যাদি।

২২। **Digestion**—[L. *digestio*, digestion.] The process by which nutrient materials are rendered absorbable by action of various juices, p. 77.

* অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', সাঃ-পঃ পঃ, ১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৪৫ (১৩০১)

১৮৫১ পাকঃ, পরিপাকঃ, বিপাকঃ, পচনং, জীর্ণিঃ, জরণং, পরিপক্কতা, পুটপাকঃ, অগ্নিঃ, বহ্নিঃ, জঠরাগ্নিঃ, উদরাগ্নিঃ, জঠরানলঃ, কায়াগ্নিঃ, কোষ্ঠাগ্নিঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 182,

১২৯২ সমান, দেঃ বসু, নব্যভারত, ৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২২১

১২৯৮ পচন ক্রিয়া, যঃ গঙ্গোঃ, চিকিৎসা-সম্মিলনী, ৮ (২.৩ সংখ্যা) পৃঃ ৭০

১৮৯৩ পাকঃ, বি-পরি-পাকঃ, পচনং, পরিণামঃ. 2. জঠরাগ্নিঃ, জঠরানলঃ, অগ্নিঃ, Apte, V.S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 99.

১৩০৬ জীর্ণ, পচন, পাক,—রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৯ ; ঐ, শব্দকথা, পৃঃ ১৯৮ (১৩২৪)

১৯৫৮সংবৎ পরিপাক যন্ত্র (Organs of digestion), 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত মানবতত্ত্ব, পৃঃ ৫৬

১৩১০ পরিপাক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০(১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭

১৩১৫ পরিপাক, হুঃ চট্টোঃ, কণিকা, ৩ (৭।৮ সংখ্যা) পৃঃ ৬১

১৯১৬ পরিপাক ক্রিয়া, হজম, পচন ক্রিয়া ; ইত্যাদি, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 571.

১৩৩৫ পরিপাক, পরিপক্কতা, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪৩৭

১৩৩৯ পাকক্রিয়া, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৬

১৩৪০ পরিপাক (হজম), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৩২২

জার্ম্মান— Verdaung;
Digestion.
ফ্রেঞ্চ— Digestion.
ইতালীয়— Digestione.

Henderson-যুগল digestion-এর যে সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা ঠিক; আমি বিষয়টিকে আরও একটু বিশদ করিবার অভিলাষে J. Arthur Thomson-এর পুস্তক হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"In some of the lower animals, such as sponges, the food particles are engulfed by certain cells with which they come in contact, and digested within these cells (*intracellular digestion*). In most cases, however, the food is digested *within the food canal*, by ferments made by the secretory cells of the gut or of associated glands. The peculiarity of these ferments is that a small quantity can act upon a large mass of material without itself undergoing any apparent change. However digestion be effected, it means dissolving the food and making it diffusible."*

ইংরেজী ব্যাখ্যা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, digestion একটি physiological বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে জীর্ণ বা দ্রবীভূত হয় যাহাতে তাহার সারাংশ প্রাণদ্রব্যরূপে জীবদেহে শোষিত বা সঞ্চারিত হইতে পারে। ইহাই হইল digestion-এর তাৎপর্য্যগত বা ভিতরকার অর্থ। Digestion অর্থে 'পরিপাক' বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত এবং ধরিয়া লইতে হইবে যে, ইহার মধ্যে ইংরেজী

* Thomson, J. A., '*Outlines of Zoology*', 8th ed., p. 30 (1929).

ব্যুৎপত্তিগত ও তাৎপর্য্যগত সবটুকু অর্থই নিহিত। এই শব্দ ব্যতীত আর কোনও তুল্যার্থবোধক প্রতিশব্দ আহরণ করা যায় কি না বিবেচ্য। বলা বাহুল্য, উপরি-লিখিত পরিভাষা-তালিকার সকল শব্দগুলিই ঐ একই অর্থ বহন করিতেছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি গ্রহণীয় এবং কোন্‌গুলি চলিবে না তাহা মীমাংসা করা কঠিন। আমাদের মনোনীত ও অনুমোদিত 'পরিপাক' শব্দটি যদি চলে, তবে 'পরি' বর্জ্জিত 'পাক' শব্দ লইতেই বা বাধা কি! আবার 'পাক' যদি গ্রহণীয় হইতে পারে, তবে একটু হাল্‌কাভাবে 'হজম' কথাটিই বা কি দোষ করিয়াছে!

জার্ম্মান ভাষায় Verdaung প্রচলিত থাকিলেও অন্যান্য বিদেশীয় ভাষার ন্যায় digestion-এর প্রচলনও অস্বীকার করা হয় নাই।

Digestion—**পরিপাক** [প্রতিশব্দ :—হজম, পাক]

অর্থ :—যে প্রক্রিয়ার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে জীর্ণ বা দ্রবীভূত হয় যাহাতে তাহার সারাংশ জীবদেহ মধ্যে শোষিত হইতে পারে।

২৩। **Digestive juice—**

Digestive—[L. *digestio*, digestion.] *Pert.* digestion, or having power of aiding in digestion. p. 77.

১৮৫১ পাচকঃ, পাচনঃ, পরিপাকো, অগ্নিবর্দ্ধকঃ, অগ্নিদঃ, বহ্নিকরঃ, আগ্নেয়ঃ, রুচকঃ, রোচকঃ, রোচনঃ (Digestive), Willians, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 182.

১৩০৬ ব্রণরোহণকর, মাংসাঙ্কুরকারী (digestive) ; পাচক, পাচন (stomachic, digestive)—রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৩ ; ঐ, শব্দকথা, পৃঃ ২০৮ (১৩২৪)

১৯৫৮ সংবৎ পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বর্ত্তক (Digestive), 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত মানবতত্ত্ব, পৃঃ ৫৫

১৩২১ পরিপাক ক্রিয়া প্রধান (Digestive), দীঃ সেন, ভারতী, ৩৮ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬৭

১৩২১ পাচক রস,—স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৭

১৯১৬ পরিপাক-ক্রিয়াসংক্রান্ত, পরিপাক-শক্তিবৃদ্ধিকর ; অগ্নিবর্দ্ধক, দীপনীয়, (সুশ্রুঃ) (digestive), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 572.

১৩৩২ পাচনপিণ্ড (Digestive), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১৪

১৩৩৫ দীপন (Digestive), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬৭

১৩৩৯ পাকযন্ত্র (Digestive organ), বীঃ ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১ খঃ) পৃঃ ৩৯৬

১৩৩৯ পরিণাম রস (Digestive products), ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৪

ফ্রেঞ্চ—Jus digestif.

Digestive juice-এর তাৎপর্য্যগত অর্থ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। Juice অর্থে 'রস' সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সব অভিধানই ঐ একই কথা লিখিয়া থাকে,—

"Juice—রস, রসদ্রব, নির্যাস, জীবদেহস্থ তরল পদার্থ, রস।"* এখন digestive অর্থে কি পরিভাষা গ্রহণ করা উচিত দেখিতে হইবে। Digestion-এর পরিভাষা 'পরিপাক' করিয়াছি এবং সেই ওজুহাতে digestive juice-এর বাংলা 'পরিপাক রস' রচনা করা স্বতঃই সঙ্গত মনে হয়; কিন্তু অনাবশ্যক ঐ দীর্ঘ শব্দের হাত এড়াইবার জন্য উহার পরিবর্ত্তে 'পাক রস', 'পাচক রস', 'জারক রস' গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? উপরি-লিখিত পরিভাষার তালিকায় 'জারক' শব্দটি digestive অর্থে সঙ্কলিত হয় নাই। হয় নাই বলিয়াই উহাকে লইয়া লাভ নাই এমন কথা কেহ বলিবেন না; কারণ আমাদের মনে হয় যে উক্ত শব্দ-ত্রয়ের মধ্যে 'জারক' শব্দটি সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু। 'জারক' এই শব্দটি সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার অভিধানে 'জার' শব্দ আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, "জারক-স্থ. (সং)। জীর্ণকারক দ্রব্য।"† আরও একটি কথা এস্থানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের তাৎপর্য্য' প্রবন্ধে (১৩১০) এই 'জারক' শব্দটি যেরূপভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞানসম্মত অর্থ ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই বরং অর্থ যেমন সুস্পষ্ট হইয়াছে তেমনি শ্রুতিসৌকর্য্য সাধন করিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন,—"যেমন জঠরে জারকরস অনেকের পর্য্যাপ্তপরিমাণে না থাকাতে বাহিরের খাদ্যকে তাহারা ভালো করিয়া আপনার শরীরের জিনিষ করিয়া লইতে পারে না—তেমনি হৃদয়বৃত্তির জারকরস যাহারা পর্য্যাপ্তরূপে জগতে প্রয়োগ করিতে পারে না তাহারা বাহিরের জগৎটাকে অন্তরের জগৎ, আপনার জগৎ, মানুষের জগৎ করিয়া লইতে পারে না।"‡ বলা বাহুল্য যে, আমি ধরিয়া লইয়াছি রবীন্দ্রনাথ এস্থলে 'জারক রস' digestive juice-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

Digestive juice—**জারকরস, পাচকরস** [প্রতিশব্দ:—পাকরস]

অর্থ:—যে রস খাদ্যদ্রব্যসমূহ জীর্ণ বা দ্রবীভূত করে অর্থাৎ পরিপাকে সহায়তা করে।

২৪। **Digestive tube**—

১৩২৪ পাকনালী,—স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৭

ফ্রেঞ্চ—Tube digestif.

Digestive tube বলিতে আমাদের মনের মধ্যে যে যন্ত্রের রেখা স্বতঃই ফুটিয়া উঠে তাহা পৌষ্টিক-নালী হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে। কিন্তু এই কারণের জন্য যে উহার

* Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1140 (1917).

† যোগেশচন্দ্র রায়, 'বাঙ্গালাশব্দ-কোষ', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪ (১৩২০)

‡ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য, (গদ্যগ্রন্থাবলী, ৪র্থ ভাগ) পৃঃ ১

পরিভাষা 'পৌষ্টিক-নালী' করিতে বা রাখিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পৌষ্টিক-নালীর ক্রিয়া সম্পর্কে উহার নাম হইয়াছে digestive tube। Digestive-এর বাংলা কি হইবে তাহা লইয়া বিশেষ কিছু আলোচনা করিবার নাই। Tube অর্থে এখানে কোন্ শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহাই আলোচ্য। C. Guha-র অভিধান হইতে ইহার অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি,—"tube......5. A vessel of animal bodies or plants which conveys a fluid or other substance; as, the bronchial *tube*; নালী।"* Canal অর্থেও 'নালী' করিয়াছি [পৃঃ ৫] এখন tube অর্থেও 'নালী' পাইলাম। সুতরাং উপরি-উদ্ধৃত 'পাকনালী' পরিভাষা ভালই হইয়াছে। ইহার উপর আরও কতকগুলি পরিভাষা সন্নিবিষ্ট করিলাম।

Digestive tube—**পাকনালী, জারকনালী** [প্রতিশব্দ :—**পাচকনালী, পরিপাকনালী**]

অর্থ :—যে যন্ত্রের বা পৌষ্টিক-নালীর মধ্যে খাদ্যদ্রব্যসমূহ পরিপাক হয়।

২৫ Dissection—

dissected—*a* [L. *disicere,* to disperse.] Having lamina cut into lobes, incisions reaching nearly to midrib; with parts displayed. p. 80

"dissect, v. t. Cut in pieces; anatomize, cut up, (animal, plant) to show its structure &c.; examine part by part, analyse, criticize in detail. Hence or cogn. dissection, dissector, nn. [f. L Dis (*secare* sect—cut)]"†

১৮২০ শরীর কাটা,—দিগ্দর্শন, ২ (১৫ ভাগ) মার্চ, পৃঃ ১২৯
১৮৫১ বিশসনং, ব্যবচ্ছেদঃ, অঙ্গচ্ছেদঃ, অঙ্গকর্ত্তনং, পৃথক্করণং, সূক্ষ্মপরীক্ষা, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 197.
১২৯৮ শব-চ্ছেদ, শঃ মুখোঃ, চিকিৎসা-সম্মিলনী, ৮ (৮া৯ সংখ্যা) পৃঃ ২৬৯
১৮৯৩ ব্যবচ্ছেদঃ, অংগচ্ছেদঃ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 107.
১৮৯৯ অস্ত্র পরীক্ষা,— প্রয়াস, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫১
১৩০৯ শবচ্ছেদ, অঃ গুপ্ত, ভারতী, ২৬ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬১
১৩১০ ছেদন, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬
১৩১৭ ব্যবচ্ছিন্ন (Dissected), এঃ ঘোষ, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০০ (*Bot.*)
১৩২০ ব্যবচ্ছেদ, অঃ হোম, প্রবাসী, ১৩ (১ খঃ) পৃঃ ৪৩০
১৩২১ শবব্যবচ্ছেদ,— স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৫
১৯১৬ ব্যবচ্ছেদ, ছেদন, (সাঃ পঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 598.
১৩৩৩ অবঘর্ষন, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫৭
১৩৩৬ ব্যবচ্ছেদ, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৫
১৩৩৭ শবব্যবচ্ছেদ, প্রভাস সেন, মাঃ বসুমতী, ৯ (২খঃ) পৃঃ ৪৮৩
১৩৪০ ব্যবচ্ছেদ, (বিভিন্ন অংশ বিযুক্ত করণ), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৪২৭

---

* Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2292 (1919).

† Fowler, H. W. & Fowler, F. G., '*The Concise Oxford Dictionary of Current English*', p. 239 (1926).

জার্ম্মান— Zerlegung.
ফ্রেঞ্চ— Dissection.
ইতালীয়—Dissecazione.

উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, dissection অর্থে 'ব্যবচ্ছেদ' এই পারিভাষিকটি খুব বেশী প্রচলিত। কেহ কেহ আবার 'ব্যবচ্ছেদে'র সহিত 'শব' কথাটি যুক্ত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার কারণ ডাক্তারী শিক্ষার্থীদের শব লইয়া কারবার, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে 'শবচ্ছেদ' বা 'শবব্যবচ্ছেদ' ব্যবহার করা অসঙ্গত নহে। যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১০) dissection-এর পরিভাষা 'ছেদন' প্রস্তাব করেন, কিন্তু মাত্র একপৃষ্ঠা ব্যবধানের মধ্যে section-এর পরিভাষা দেন, "ছেদ, ছেদন" (*loc. cit.*, পৃ: ৩৭) ; section অর্থে 'ছেদন' আমাদের আপত্তিজনক নহে, কিন্তু কি কারণে যে তিনি 'ব্যবচ্ছেদে'র উপসর্গ দুইটি ছেদন করিলেন জানি না ! 'ব্যবচ্ছেদ' কথাটি গুরুগম্ভীর শোনায় বলিয়া কি তিনি 'ছেদন' প্রবর্ত্তিত করিতে অভিলাষী ? 'ছেদ' বা 'ছেদন' দুইটাই 'ব্যবচ্ছেদে'র পর্য্যায়ান্তর শব্দ হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু এক অর্থে গৃহীত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ প্রাণিবিজ্ঞানে section এবং dissection-এর প্রচুর ব্যবহার পাওয়া যাইবে। ঐ দুইটা ইংরেজী শব্দের মধ্যে যদি অর্থের তারতম্য বা ভেদাভেদ থাকে, তবে প্রাণিবিজ্ঞানের খাতিরে আমাদের পক্ষে 'ছেদন' ও 'ব্যবচ্ছেদে'র মধ্যে সেইরূপ অর্থভেদ আনয়ন করা অসঙ্গত হইবে না।

'ব্যবচ্ছেদ' ত পাইলাম, এখন আর কোনও নূতন প্রতিশব্দ গ্রহণ করা যায় কি না আলোচ্য। Monier Williams প্রদত্ত 'বিশসন' শব্দটি শ্রুতিমধুর হইলেও ইহা আমাদের এমনই অনাত্মীয় যে ইহাকে প্রবর্ত্তন করা কঠিন। তবে প্রতিশব্দের কোঠায় লইতে দোষ নাই। ইহার সঙ্গে আরও একটি সহজ শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে, সেটি হইল 'কর্ত্তন'। একটু হাল্‌কাভাবে 'কাটা'ও চলিতে পারে। বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে প্রদত্ত হইল।

Dissection—**ব্যবচ্ছেদ** [প্রতিশব্দ:—**বিশসন, কর্ত্তন, কাটা**]

অর্থ :—গঠন-যন্ত্রাদির সংস্থান দেখিবার জন্য জীবদেহ কাটাকুটি করা।

২৬। **Duct**—[L. *ducere*, to lead.] Any tube which conveys fluid or other substance ; a tube formed by a series of cells which have lost their walls at the points of contact ; ductus. p. 82.

ductus—[L. *ducere*, to lead.] Duct, *q. v.* p. 82.

১৮৫১ (Canal, passage) নালী, প্রণালঃ-লী-লিকা, সারণিঃ, পথঃ, মার্গঃ, সঙ্ক্রমঃ, গমনাগমন-পথঃ—(Of the body) নালঃ—লী, লা, নাড়িঃ, নাড়িঃ-ড়ী, শিরা, সিরা, ধমনিঃ—নী, তন্ত্রী, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 212.

১৮৯১ প্রণালী, মার্গঃ, সংক্রমঃ, কুল্যা, 2. শিরা, নাড়ি, ধমনী, Apte, V. S., *Student's Eng. Sans. Dict.*, p. 115.

১৯০০ নল, গিঃ বাগছী, ভিষক-দর্পণ, ১০ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭৪

১৩১০ (পিত্ত) বহ [(bile) duct] ; নলী, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০(১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০ ; ৪৩

১৩১২ প্রণালী, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৯১

১৩১৭ নালি, এঃ ঘোষ, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭(২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০০ (*Bot.*)

১৯১৬ নালী, প্রবাহিকা ; (২) (শারীরসংস্থান-বিদ্যা) শরীরাভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থবাহী নাড়ী, শিরা, ধমনী। (৩) (উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা) উদ্ভিদদেহস্থ বায়ু, জল, প্রভৃতি পূর্ণ নালী, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 640.

১৩২৪ নালী ; পিত্তনালিকা (Hepatic duct),—স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (১ম সংখ্যা ; ৯ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮ ; ২০৪

১৩৩১ নলী, প্রঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮৫

১৩৩২ মূত্রনালী (Excretory duct) ; ডিম্বনালী (Germ duct), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১৬

১৩৩৩ শুক্রপ্রক্ষেপণী-নালিকা (Ejaculatory duct), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩(৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫০৮

১৩৩৮ পিত্ত-নলিকা (bile duct), ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৮ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫৫

১৩৪০ নলী (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৪

জার্ম্মান— Ductus.

ফ্রেঞ্চ— Conduit;
Canal;
Tube.

ইতালীয়—Canale?

Duct জীবদেহাভ্যন্তরস্থ কোন কোন যন্ত্রের একপ্রকার বিশিষ্ট ছোট tube। ইহাকে স্থানবিশেষে ductus-ও বলা হয়। যন্ত্রমধ্যে রস বা কোন প্রকার তরল দ্রব্য সঞ্চিত হইলে এই duct রূপ বাহিকার দ্বারা তাহা অন্যত্র নীত বা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার পরিভাষা একটু বিবেচনাপূর্ব্বক করিতে হইবে। Tube অর্থে 'নল' আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহার উপর আবার আমরা 'নালী' চালাইয়াছি (পৃঃ ৪৫)। সুতরাং 'নল' বা 'নালী' duct অর্থে প্রবর্ত্তিত না করাই ভাল। এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহারা duct অর্থে 'নলী' করিয়াছেন তাঁহাদের পারিভাষিকটি গ্রহণ করা অযৌক্তিক হইবে না বলিয়া আশা করি। যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১০) এই পারিভাষিকটি প্রথম সঙ্কলিত করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও (১৩৩১) এই শব্দটি 'প্রাণীদিগের দংশন কাহাকে বলে' প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন। এখন দেখিতে হইবে 'নলী'র অর্থ কি? 'শব্দ-কল্পদ্রুম' অভিধানে নিম্নলিখিত অর্থ দেওয়া আছে,—

"নলী (স্ত্রী) মনঃশিলা। ইতি বিশ্বঃ॥ নলিকা। ইতি ভাবপ্রকাশঃ॥ তৎপর্য্যায়ঃ। শুশিরা ২ বিদ্রুমলতা ৩ কপোতাঙ্ঘ্রিঃ ৪ নটী ৫ ইত্যমরঃ॥"*

'নল' শব্দ আলোচনা কালে যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন,—

* শব্দকল্পদ্রুমঃ, ৩য় কাণ্ডঃ, পৃঃ ১৮৫৭ (সংবৎ ১৯৩২);

"নলী…ষা. (স' নলিকা, নলী) ছোট সরু নল, সুতা গুটাইবার সরু নল।"* নলী অর্থে যখন সরু নল এই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে, তখন duct অর্থে ইহা প্রয়োগ করা বোধ করি কাহারও আপত্তিজনক হইবে না। অভিধানোক্ত পর্য্যায়ান্তর শব্দ 'নলিকা' সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। 'নলিকা' যদিও 'নলী'র তৎপর্য্যায় শব্দ ["নলিকা (স্ত্রী) নাড়ী। নলী ইতি খ্যাতঃ।" ইত্যাদি †] আমাদের মনে হয় উহাকে 'নলে'র ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ হিসাবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। Duct-এর ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ ductule, ইহার পরিভাষা 'নলীকা' এইরূপ বানানে আমরা লিখিতে অভিলাষী।

বিদেশীয় ভাষায় duct অন্য পারিভাষিক শব্দ হিসাবেও ব্যবহৃত, বিশেষতঃ ফ্রেঞ্চ ভাষায়।

Duct (ductus)—**নলী**

অর্থ :—জীবদেহাভ্যন্তরস্থ কোন যন্ত্রের এক প্রকার ছোট সরু নলবিশেষ যাহার মধ্য দিয়া সেই যন্ত্রোৎপাদিত তরল পদার্থ নীত বা নিষ্কৃত হয়।

২৭। **Ductule** [L. *ducere*, to lead.] The fine thread-like terminal portion of a duct. p. 82.

Ductule যে duct-এর ক্ষুদ্র অংশবিশেষ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং তাহার কি পরিভাষা হওয়া উচিত তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছি। Ductule-এর পরিভাষা পূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না।

Ductule—**নলীকা**

অর্থ :—নলীর প্রান্তাবস্থিত সূতার ন্যায় সরু অংশবিশেষ।

২৮। **Embryo**—[Gk. *embryon*, embryo.] A young organism in early stages of development before it becomes self-supporting. p. 86.

"Embryo—An undeveloped animal while still in the egg membrane or in the maternal uterus."‡

"Embryo—The undeveloped organism during the period in which it is nourished only from stored food. Strictly speaking this term is applied to the young organism only while still enclosed in the egg membranes."¶

---

* যোগেশচন্দ্র রায়, বাঙ্গালাশব্দ-কোষ, ২খঃ, পৃঃ ৪৯৬ (১৩২০)

† শব্দকল্পদ্রুমঃ, ৩য় কাণ্ডঃ, পৃঃ ১৮৫৭ (সংবৎ ১৯৩২)

‡ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, 1st. ed., p. 377 (1920).

¶ Richards, A., "Definitions of Terms used in Embryology", '*Outline of Comparative Embryology*', New York, p. 395 (1931).

১৮৫১ ভ্রূণঃ, গর্ভঃ, কললং, কললঃ, গর্ভস্থবালকস্থ প্রথমাবয়বঃ, পুষ্পনঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 224.

১৩০৯ ভ্রূণ, ক্ষিঃ ঠাকুর, অভিব্যক্তিবাদ, পৃঃ ৩

১৩১০ ভ্রূণ, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮, ৪৮

১৩১৭ গর্ভ,—রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২০৬

১৯১৬ ভ্রূণ, জরায়ুস্থ জীব, আমগর্ভ (ভাবঃ প্রঃ), অপরিণত গর্ভ, কলল (হিঃ কোঃ) ; (উদ্ভিদ্-বিদ্যা) বীজাভ্যন্তরস্থ বৃক্ষ-বীজাণু. Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 671.

১৩২৪ গর্ভ,—রাঃ ত্রিবেদী, শব্দকথা, পৃঃ ১৮০

১৩৩১ ভ্রূণ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি. ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১২১

১৩৩১ ভ্রূণ, হুঃ মুখার্জ্জী, প্রকৃতি ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৭২

১৩৩৪ ভ্রূণ, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৫

১৩৪০ ভ্রূণ (গর্ভস্থ সন্তান), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৪৪৫ ; ৬৪২

জার্ম্মান— E m b r y o.
ফ্রেঞ্চ— E m b r y o n.
ইতালীয়—E m b r i o n e.

উপরে embryo-র যে তিনটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার সহিত MacBride-এর নির্দ্দেশও উল্লেখযোগ্য, –

"The growing organism during the first part of its existence is sheltered from outside influences either by an egg-shell, or by being retained within the mother's body, or in rare cases by being taken into cavities in the father's body. During this period it is called an *embryo*."*

Embryo হইল জীবের প্রাথমিক এমন এক অবস্থা যখন ইহা সঞ্চিত খাদ্য খাইয়া বর্দ্ধিত হয়, অথবা ডিম্বাধারে বা মাতৃগর্ভে বা পিতৃ আশ্রয়ে সুরক্ষিত থাকে। ইংরেজী সংজ্ঞা যাহাই হউক না কেন আমাদের বাংলাভাষায় embryo অর্থে 'ভ্রূণ' আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। আমরাও ইহাই রাখিতে অভিলাষী, অবশ্য প্রাণিবিজ্ঞানসম্মত অর্থ সংযুক্ত করিয়া। ইহার অপর কোনও তুল্যার্থবোধক শব্দ সঙ্কলন করিতে পারা যায় কিনা বলা কঠিন। 'গর্ভ' যদিও ইহার অভিধানোক্ত তৎপর্য্যায় শব্দ ["গর্ভঃ (পুং) ভ্রূণঃ" ইত্যাদি †] তবু ইহার তেমন প্রচলন দেখি না। এইস্থানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মার্টিন হোগ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থোক্ত 'গর্ভ' শব্দের ইংরেজী তর্জ্জমা embryo শব্দ দ্বারা করিয়াছিলেন (১৩২৪)। 'গর্ভ' ব্যতীত আরও দুইটি শব্দ 'কলন' ও 'কলল', embryo অর্থে অভিধানে (১৮৫১) পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু মনে হয় যে ঐ অর্থে ইহাদের গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়, কারণ 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে ইহাদের নিম্নলিখিত অর্থ পাওয়া যাইতেছে,—"কললং (ক্লী) চিহ্নং। দোষঃ। ইতি হলায়ুধঃ॥ গর্ভে মিশ্রিতং শুক্রশোণিতং। তত্তু একরাত্রেণ ভবতি। ইতি শ্রীভাগবতং॥" ‡ কললঃ (পুং ক্লী) জরায়ুঃ। গর্ব্ভবেষ্টনচর্ম্ম। ইত্যমরঃ॥" ¶ ইহাদের উপর টীকা অনাবশ্যক।

---

* MacBride, E. W., *'An Introduction to the Study of Heredity'*, p. 54 (1924).

† শব্দকল্পদ্রুমঃ, ২য় কাণ্ডঃ, (সংবৎ ১৯৩১) পৃঃ ৯৭৮ ; ‡ ঐ, পৃঃ ৬৩৩ ; ¶ ঐ, পৃঃ ৬৩৪

মোটামুটি সব ভাষাতেই embryo-র একই রূপ বজায় আছে।

Embryo—ভ্রূণ

অর্থঃ—ক্রমবর্দ্ধমান জীবের এমন এক প্রথম অবস্থা যখন ইহা কেবল সঞ্চিত খাদ্যের উপর নির্ভর করে, অথবা ডিম্বাধার মধ্যে বা মাতৃগর্ভে বা পিতৃআশ্রয়ে সুরক্ষিত থাকে।

২৯। **Epidermis**—[Gk. *epi*, upon ; *derma*, skin.] The outermost protective layer of stems, roots and leaves ; external layer of skin, a non-vascular stratified epithelium of ectodermic origin ; single layer of ectoderm in Invertebrates. p. 93.

"Epidermis—The outer of the two principal layers of the skin. Also an outer layer of cells in general."*

১৮৫১ বাহ্যত্বক্, বহিস্ত্বক্, বাহ্যচর্ম্ম, অবভাসিনী, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 234.
১৮৯৩ বাহ্যত্বচ , বাহ্যচর্ম্ম, Apte, V. S., *Student's, Eng.-Sans. Dict.*, p. 128.
১৩১০ অধিত্বক, যোঃ রায়, সাঃ পঃ-পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯
১৩১০ উপচর্ম্ম, পরিভাষা সমিতি, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৭ (*Bot.*)
১৩১২ বাহ্যত্বক (Epidermic), শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৯২
১৩১৮ বাহ্যাবরণ, ঈঃ গুহ, কৃষি-সম্পদ, ২ (৫।৬ সংখ্যা) পৃঃ ১৩৮
১৩১৮ বাহ্যস্তবক, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১১ (২খঃ) পৃঃ ৫১
১৩২০ ত্বক (skin, epidermis) , পঃ নিয়োগী, ভারতী, ৩৭ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৮
১৩২২ বহিস্তক (চর্ম্মের উপরিভাগের সূক্ষ্ম পর্দ্দা যাহা ফোস্কা হইলে দেখা যায়),— স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৭
১৯১৫ উপত্বক কোষ (Epidermal cell), সুধাং বন্দ্যোঃ, বিজ্ঞান, ৪ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬১
১৯১৬ 1. উপত্বক্, বহিস্তক্, বাহ্যস্তক্, বহিশ্চর্ম্ম, দেহের উপরের সূক্ষ্মত্বক, যে পর্দ্দা ত্বকের উপরিভাগ আবৃত করিয়া রাখে। 2. (উদ্ভিদ্-বিদ্যা) পত্রাদির সর্ব্বোপরিস্থ আবরণ (পর্দ্দা), অধিত্বক্ (সাঃ পঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng Dict.*, I, p. 690.
১৩২৬ বাহ্যত্বক, শঃ রায়, ভারতবর্ষ, ৭ (১খঃ) পৃঃ ১২৮
১৩৩২ অধিত্বক্ ; বাহ্যত্বক্, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৪ ; ২৭৬
১৩৩৩ অবভাসিনী, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫৮
১৩৩৩ অধিত্বক (Epidermis, cuticle) , প্রঃ দাশগুপ্ত, প্রকৃতি, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪০
১৩৩৪ বহির্চ্চর্ম্ম, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৫
১৩৩৫ ত্বকস্তর (epidermal layer), জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৮
১৩৩৫ বহিস্ত্বক, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫২১
১৩৪০ অধিত্বক, রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৪

জার্ম্মান— Oberhaut;
Epidermis;
Hypodermis.
ফ্রেঞ্চ— E'piderme.
ইতালীয়— Epidermide.

* Shull, A F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, 1st ed., p. 377 (1920).

উচ্চপর্য্যায় প্রাণীতে ত্বকের মধ্যে দুইটি অংশ সন্নিবেশিত থাকে, প্রথম অর্থাৎ উপরিস্থিত অংশকে বলে epidermis এবং তাহার নিম্নস্থিত অংশকে বলা হয় dermis *। আরও একটু বিশদ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ভ্রূণের ectoderm স্তর হইতে epidermis উৎপন্ন এবং সেই epidermis কয়েকটি স্তর লইয়া গঠিত। নিম্নপর্য্যায় প্রাণীতে কিন্তু ectoderm ও epidermis-এ বড় বেশী প্রভেদ করা হয় নাই। Shipley-MacBride-এর পুস্তকে *Lumbricus*-কেঁচোর বিবরণ হইতে এই প্রসঙ্গের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"Beneath the ectoderm is a thin and hardly perceptible layer of connective tissue forming a bed on which the ectoderm cells rest. This foundation is called the d e r m i s, and is included with the ectoderm in the ordinary conception of the 'skin'. In contradistinction to the dermis the ectoderm is often spoken of as the epidermis (Gr. *epi*, upon)."†

যাহা হউক epidermis হইল ত্বকেরই উপরিভাগের অংশ বিশেষ। উপরি-উদ্ধৃত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, ইহার অনেকগুলি বাংলা পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় উহাদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১০) কৃত 'অধিত্বক' এই শব্দটি তাৎপর্য্যগত ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থের যেরূপ দ্যোতনা করে অন্যগুলি সেরূপ করে না। এইস্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, dermis-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ skin অর্থাৎ ত্বক বা চর্ম্ম হইলেও প্রাণিবিজ্ঞানে আমরা ত্বক বলিতে যাহা বুঝি উহা ঠিক তাহা নহে। Epidermis এবং dermis সংযুক্ত করিয়াই হইল ত্বক বা চর্ম্ম। ত্বকের পর্য্যায়ান্তর শব্দ যদি চর্ম্ম হইতে পারে তবে epidermis-এর আরও একটি প্রতিশব্দ পাইতে পারি 'অধিচর্ম্ম'।

জার্ম্মান ভাষায় O b e r h a u t হইল epidermis-এর অনূদিত শব্দ, কিন্তু উহাদের ভাষায় অধুনা E p i d e r m i s-ও প্রচলিত দেখা যায়। কেহ কেহ আবার H y p o d e r m i s-ও লিখিয়া থাকেন।

Epidermis—**অধিত্বক** [প্রতিশব্দ :—**অধিচর্ম্ম**]

অর্থ :—ত্বকের মধ্যে যে দুই স্তরের অংশ বিন্যস্ত, তাহার উপরেরটি।

৩০। **Excretion**—[L. *ex*, out ; *cernere*, to sift.] Act of eliminating waste material or the product of the elimination. p. 101.

১৮৫১ (Act of excreting) উৎসর্গঃ, উৎসর্জনং, উচ্চরণং.—(That which is excreted) উচ্চারঃ, উচ্চরিতং, মলং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 244.

১২৯২ অপান, দেঃ বসু, নব্যভারত, ৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২২১

---

* Thomson, J. A., '*Outlines of Zoology*', 8th ed., p. 532 (1929).

† Shipley, A. E., & MacBride, E. W., '*Zoology*', 4th ed., p. 152 (1920).

১৯৫৮ সংবৎ সমুৎসর্গযন্ত্র (organs of excretion), 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'কার প্রণীত মানবতত্ত্ব, পৃঃ ৫৬

১৩১০ মলত্যাগ, মল, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০(১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭

১৯০৪ নিঃসরণ, বঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ১৪ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯২

১৯১৬ বহির্নিক্ষেপ, বহির্নিসারণ, নিষ্ক্রমণ (হিঃ কোঃ), ত্যাগ, উৎসর্জ্জন, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, 1, p. 714.

১৩৩৫ নির্গমন, কঃ মৈত্র, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১৬

১৩৩৯ অপনয়ন ক্রিয়া, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৬

১৩৪০ নিষ্কাশন, খঃ দাস, প্রকৃতি, ১০ (১।২।৩ সংখ্যা) পৃঃ ১০৫

জার্ম্মান—E x c r e t i o n.
ফ্রেঞ্চ —E x c r é t i o n.
ইতালীয়—E x c r e z i o n e.

Excretion-এর ইংরেজী অর্থে কোন গোল নাই, যত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে উহার নানা বাংলা পরিভাষায়। দেবেন্দ্রবিজয় বসু (১২৯২) কোথা হইতে excretion-এর অর্থ 'অপান' সংগ্রহ করিলেন জানি না। 'অপান' কোন কালেই excretion-এর অর্থ নয়, অন্ততঃ এইরূপ কথা অভিধানে লেখে। 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান হইতে ইহার অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"অপানং (ক্লী) মলদ্বারং। তৎপর্য্যায়ঃ। গুদং ২ পায়ুঃ ৩। ইত্যমরঃ॥ গুহ্যং ৪ গুদবর্ত্ম ৫। ইতি জটাধরঃ। তনূহ্রদঃ ৬। মার্গঃ ৭। ইতি শব্দরত্নাবলী॥" *
"অপানঃ (পুং) গুদস্থবায়ুঃ। ইত্যমরঃ॥" *

'নিঃসরণ', 'অপনয়ন', 'নিষ্কাশন', 'নিষ্ক্রমণ', ইত্যাদি শব্দগুলি দূরীকরণের ভাবোদয় করে, কিন্তু waste material দূরীকরণ এই অর্থের দ্যোতনা করে না। 'সমুৎসর্গ' সংস্কৃত শব্দ, বাংলা ভাষায় ইহা অপরিচিত অনাত্মীয়ের মত এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কিন্তু আংশিক ভাবে waste material পরিত্যাগ করণের ইঙ্গিত লুক্কায়িত আছে, কারণ,—"সমুৎসর্গ m. (-র্গঃ) 1 Leaving, abandoning. 2. Giving. 3. Evacuation of urine and faeces. E সম্ and উৎ before সৃজ to abandon." †

এখন আমরা কোন্ শব্দটি গ্রহণ করিব তাহাই বিবেচ্য। 'সমুৎসর্গ' একটু গুরুভার শব্দ, অর্থের খাতিরে ইহাকে প্রাণিবিজ্ঞানের দরবারে উপস্থাপিত করিলেও কেহ যে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন এরূপ বলা কঠিন। উপরি-উদ্ধৃত শব্দগুলি হইতে কয়েকটি মনোনীত করিয়া প্রাণিবিজ্ঞান প্রদত্ত অর্থ যুক্ত করিয়া গ্রহণ করিলে মনে হয় আমাদের কাজ চলিবে। উহাদের মধ্যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিতেছে কবিরাজ

---

* শব্দকল্পদ্রুমঃ, ১ম কাণ্ডঃ, পৃঃ ১২৮ (সংবৎ ১৯৩১)
† Wilson, H. H., *Dict. Sans. Eng.*, 3rd ed., p. 926 (1874).

ধীরেন্দ্রনাথ রায় (১৩৩৯) সঙ্কলিত 'অপনয়ন' শব্দটি। খগেন্দ্রনাথ দাস (১৩৪০) অনুমোদিত 'নিষ্কাশন' শব্দটিও চলিতে পারে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের খাতিরে 'সমুৎসর্গ' শব্দটিকে উপস্থিত প্রতিশব্দের কোঠায় রাখিলাম।

বিদেশীয় সব ভাষাতেই excretion মোটামুটি একই প্রকার।

Excretion—**অপনয়ন** [প্রতিশব্দ:—**নিষ্কাশন, সমুৎসর্গ**]

অর্থঃ—দেহমধ্যস্থিত পরিত্যজ্য ও দূষিত পদার্থ দূরীকরণ প্রক্রিয়া।

৩১। **Excretory duct**—

১৩১১ নিষ্যন্দক কোষ (Excretory cells), ক্ষিঃ চট্টোঃ, পন্থা, ৮ (৫।৬ সংখ্যা) পৃঃ ২০৪
১৩৩২ মূত্রনালী, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১৬

Excretion এবং duct-এর বাংলা পরিভাষা পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করিয়াছি, সুতরাং exeretory duct-এর পরিভাষা সহজেই করা করা চলিবে। ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ 'মূত্রনালী' কি হিসাবে excretory duct-এর বাংলা করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না।

Excretory duct—**অপনয়ন-নলী** [প্রতিশব্দ:—**নিষ্কাশন-নলী**]

অর্থ :—যে নলী দিয়া দেহস্থ পরিত্যজ্য ও দূষিত পদার্থ দূরীকৃত হয়।

৩২। **Fat**—[A. S. *faett*, fat.] Adipose tissue ; any part of animal tissue which has its cells filled with a greasy or oily reserve material. p. 105.

১৮১৯ চরবি,—দিগ্দর্শন, ১০ম ভাগ, জানুয়ারী, পৃঃ ৬৩
১৮৫১ মেদঃ, বসা, বপা, মাংসসারঃ, মাংসস্নেহঃ, ঘৃতং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 261.
১২৯২ চর্ব্বি, রেঃ মুখোঃ, ভারতী, ৯ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৯
১২৯৫ মেদ, পুঃ সান্যাল, চিকিৎসা-সম্মিলনী, ৫ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ২০৮
১৩০৬ মেদ, মেধস,—রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৬ ; ঐ, শব্দকথা, পৃঃ ১৯৩ (১৩২৪)
১৩১০ বসা, তৈল (fat, oil), যোঃ রায়, সাঃ পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭ ; মেদ কলা (fatty tissue), ঐ, পৃঃ ৩৯ ; ঘন তৈল (fatty oil), ঐ, পৃঃ ৫৩, (*Bot.*)
১৩২২ মেদ (জমাট ঘৃতের আকার পদার্থ বা চর্ব্বি),—স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮
১৯১৬ চর্ব্বি, রঃ চট্টোঃ, বিজ্ঞান, ৫ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২৭
১৯১৬ চর্ব্বি, মেদ, বসা, স্নেহ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 751.
১৩২৮ মেদ, কাঃ বন্দ্যোঃ, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ২৯০
১৩৩১ মেদ, শঃ রায়, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৬ (১ খঃ) পৃঃ ৩৫১
১৩৩১ চর্ব্বি, পাঃ নন্দী, ভারতবর্ষ, ১২ (১ খঃ) পৃঃ ৫৬৩
১৩৩১ মেদ, বসা, বপা ; বসাল (*fatty*), উঃ বাজপেয়ী, প্রকৃতি, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৬৯ (*Chem.*).
১৩৩৩ স্নেহ-পদার্থ, রাঃ দাশগুপ্ত, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫

১৩৩৩ চর্ব্বি, হেঃ সেন, প্রকৃতি, ৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৯
১৩৩৫ মেদ, (Obesity ; fat), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫২৩
১৩৩৬ বপা (Fat ; omentum) ; বসা (Fat ; suet), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫০ ; ৫১
১৩৪০ মেদ, প্রঃ সেন, শিশুভারতী, ৪, পৃঃ ২৪৪
১৩৪০ স্নেহপদার্থ, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ১০ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ১৮০
১৩৪০ মেদ (গঃ সেন), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৪

জার্ম্মান— Fett.
ফ্রেঞ্চ— Gras ;
(Graisse).
ইতালীয়—Grasso ?
Grassi.

Fat শব্দের যে কোন বিশেষ ব্যাখ্যা দরকার আছে তাহা মনে হয় না। প্রাণীদেহমধ্যে জমাট ঘৃতরূপ একপ্রকার পদার্থ সঞ্চিত থাকে তাহাকেই মোটামুটি fat বলা হয়। এই শব্দের যতগুলি বাংলা পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই আমাদের ভাষায় চল্ হইয়া গিয়াছে। 'মেদ' শব্দটি বহুপ্রচলিত এবং 'চর্ব্বি' একটু হাল্কাভাবে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। 'বসা' বা 'বপা'র তেমন প্রচলন দেখি না।

বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে দিয়াছি।

Fat—মেদ, চর্ব্বি, স্নেহ

অর্থঃ—প্রাণীদেহমধ্যে জমাট ঘৃতরূপ পদার্থ।

৩৩। **Fertilization**—[L. *fertilis*, fertile.] Orderly and intimate union of male and female pronuclei ; pollination. p. 105.

"fertilization—[L. *fertilio*, fruitful.] the union of a spermatozoon with an egg."*

"Fertilization—Broadly considered, the union of the gametes of two sexes. Strictly speaking it has two phases, initiation of development and the union of the egg and sperm nuclei."†

১২৯১ নিষেক, প্রঃ বসু, ভারতী, ৮ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১১
১২৯৭ আত্ম-নিষেক (self-fertilisation), প্রঃ বসু, ভারতী ও বালক, ১৪ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৫
১৩০৭ ডিম্বনিষেক, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১২
১৩০৯ গর্ভাধান, শঃ মিত্র, নব্যভারত, ২০ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১১৩
১৩১০ গর্ভাধান ; পরনিষেক (cross fertilisation) ; স্বনিষেক (self-fertilisation) ; নিষেক (impregnation), যোঃ রায়, সাঃ পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮
১৩১৭ নিষেক ক্রিয়া, জাঃ রায়, প্রবাসী, ১০ (২ খঃ) পৃঃ ৬০৪
১৩১৮ সঙ্গম, ঈঃ গুহ, কৃষি-সম্পদ, ২ (১১।১২ সংখ্যা) পৃঃ ৫৫৫ (*Bot.*)

---

* Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 328 (1910).

† Richards, A., "Definitions of Terms used in Embryology", '*Outline of Comparative Embryology*', New York. p. 396 (1931).

১৯১৬ উর্ব্বরতা সাধন; গর্ভাধান (হিঃ কোঃ), আধান (ঐ), ডিম্বনিষেক, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 767.
১৩২৮ আধান, অঃ রায়, ভারতবর্ষ, ৯ (২খঃ) পৃঃ ১২৮
১৩৩১ ডিম্বনিষেক, অঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৬
১৩৩২ নিষেক-ক্রিয়া, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ২ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৭৯ (*Bot.*)
১৩৩৩ পর-নিষেক (cross fertilization); স্ব-নিষেক (self-fertilized), স্বঃ মিত্র, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩৯
১৩৩৩ গর্ভাধান ক্রিয়া, রাঃ দাশগুপ্ত, প্রকৃতি, ৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৩৭
১৩৩৩ নিষেক, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫০৯
১৩৪০ গর্ভাধান (বোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪২

জার্ম্মান— Befruchtung.
ফ্রেঞ্চ— Fertilisation;
Fecondation.
ইতালীয়—Fecondazione.

Fertilization-এর যে সংজ্ঞা Aute Richards নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার সহিত তিনি Fertilization অধ্যায়ের উপসংহারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য,—

"The series of processes involved in fertilization may be said to be completed when the two pronuclei have closely approached each other and a cleavage spindle is formed between them. There is seldom an actual fusion of the pronuclei as such; rather they lie side by side upon the developing first cleavage spindle......"*

Cytology-তে বোধ হয় fertilization এবং syngamy-তে বিশেষ কোনও প্রভেদ করা হয় নাই। W. E. Agar-এর Cytology-পুস্তক হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"........*syngamy*, or fusion of a male and female gamete, must take place. The zygote thus formed is capable of development into a new individual of the species, and, in the great majority of cases, this development starts immediately after the zygote has been constituted. Owing to the fact that the zygote differs superficially but little from the ovum, except in its power of development, the process of syngamy in the Metazoa is generally known as the *fertilization of the ovum*.

The details of the process of syngamy vary but little, the essential features being the penetration of the motile spermatozoon or microgamete into the immotile egg or macrogamete, and the fusion of the two gametic nuclei to form the zygote, or cleavage, nucleus;........"†

উপরি-উদ্ধৃত ইংরেজী ব্যাখ্যা হইতে আমরা fertilization ক্রিয়াতে মোটামুটি এইরূপ অর্থ বুঝিতে পারিতেছি যে, spermatozoon প্রথমে ovum-এ প্রবেশ করে এবং পরে উহাদের nucleus-এর মিশ্রণ ঘটে, যাহার ফলে জীবের উৎপত্তি এবং

* *loc. cit.*, p. 19.
† Agar, W. E., '*Cytology*,' p. 71 (1920).

পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া যায়। আমাদের ভাষায় fertilization অর্থে 'নিষেক' এই কথাটি বহুপ্রচলিত। ইহার তৎপর্য্যায় শব্দ 'গর্ভাধান' কেহ কেহ ঐ একই অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১০) প্রথম fertilization অর্থে 'গর্ভাধান' এবং impregnation অর্থে 'নিষেক' লেখেন। আবার cross-fertilization অর্থে 'পরনিষেক' এবং self-fertilization অর্থে 'স্বনিষেক' লিখিয়াছেন দেখিতে পাই। তাঁহার এরূপ পরিভাষা দাখিল করার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ ইংরেজী পুস্তকে impregnation এবং fertilization-এর মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখান হয় নাই। Henderson-যুগলের অভিধান হইতে impregnation-এর অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি,—

Impregnation—[L. *impraegnare*, to fertilize.] Transference of spermatozoa from male to body of female. p. 147.

Henderson-যুগলের সংজ্ঞায় যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের সূচনা পাওয়া যাইতেছে সেরূপ কোন প্রভেদের ইঙ্গিত আর কোনও পুস্তকে পাই নাই। W. P. Manton যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—"Impregnation—The fertilization of the female element by that of the male." * আবার C. S. Minot বলিতেছেন,—"In all multicellular animals impregnation is effected by three successive steps: (1) The bringing together of the male and female elements; (2) the entrance of the spermatozoon into the ovum and the formation of the male pro-nucleus; (3) the fusion of the pro-nuclei to form the segmentation nucleus." † ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হিসাবে impregnation-এর সহিত fertilization-এর কোন প্রভেদ নাই এবং তাৎপর্য্যগত অর্থ হিসাবে যে আছে তাহারও প্রমাণ পাইতেছি না। বলা বাহুল্য, প্রাণিবিজ্ঞান-পুস্তকে impregnation অপেক্ষা fertilization এই শব্দটিই বেশী প্রচলিত।

Fertilization অর্থে 'নিষেক' সম্ভবতঃ কাহারও আপত্তিজনক হইবে না, অন্ততঃ এরূপ ইঙ্গিত উপরি উল্লিখিত পরিভাষার তালিকায় পাওয়া যাইতেছে। 'গর্ভাধান' যদিও ইহার তৎপর্য্যায় শব্দ, বাংলা প্রাণিবিজ্ঞানের খাতিরে ইহাকে impregnation অর্থে বাহাল করিলে কেমন হয়? ইংরেজী pregnant, pregnancy শব্দ প্রয়োগে মনের মধ্যে প্রথমেই বাংলা 'গর্ভ' কথাটি জাগিয়া উঠে, সেই হিসাবে impregnation অর্থে 'গর্ভাধান' যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১০) কৃত 'নিষেক' শব্দ হইতে অধিক প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়।

* Manton, W. P., '*Human Embryology*', Glossary, p. 126 (1906).

† Minot, C. S.,—'*A Laboratory Text-book of Embryology*', 2nd ed., p. 38 (1911).

Fertilization—নিষেক

অর্থ :—যে বিশেষ ক্রিয়ার দ্বারা শুক্র ডিম্বমধ্যে প্রবেশ করে এবং উহাদের নিউক্লিয়াসের মিশ্রণ ঘটে।

৩৪। **Fertilize**—

১৮৫১ সফল, সফলীকৃ, ফলীকৃ, ফার.........Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 267.
১২৯৬ উপসৃষ্ট (fertilized), 'মিত্র', ভারতী ও বালক, ১৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩৪
১৩০৯ উর্ব্বরীকৃত, শঃ মিত্র, নব্যভারত, ২০ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১১১
১৩০৯ উর্ব্বর, কোঃ ভট্টাঃ, নব্যভারত, ২০ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩২
১৩১৮ সঞ্জীবিত, ঈঃ গুহ, কৃষিসম্পদ, ২ (১১।১২ সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৭ (*Bot.*)
১৩২১ বীজাক্ত, পঃ নিয়োগী, ভারতী, ৩৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৪৭
১৯১৬ অপরিভুক্ত (Unfertilized), রঃ চট্টোঃ, বিজ্ঞান, ৫ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১২৪
১৯১৬ গর্ভাধান করা, ডিম্বনিষেক করা, Guha, C., *Modern Ang.-Beng Dict.*, I, p. 767.
১৩২৪ উর্ব্বর, কেঃ গুপ্ত, অর্চ্চনা, ১৪ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২৬৭
১৩২৭ উর্ব্বরিত ; উর্ব্বরতাসাধন, আঃ লাহিড়ী, কৃষি সম্পদ, ১১ (২।৩ সংখ্যা) পৃঃ ৩৮ ; ৩৯
১৩৯৮শক ফলিত, বঃ চৌধুরী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৯ (২) পৃঃ ১৫৫
১৩৩৩ সংক্রামিত, স্বঃ মিত্র, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩৯
১৩৩৭ উর্ব্বরতাপ্রাপ্ত (fertilized), অঃ চট্টোঃ, ভারতবর্ষ, ১৮ (১খঃ) পৃঃ ৬৯
১৩৩৯ সঞ্জীবিত, অঃ দত্ত, প্রকৃতি, ৯ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬৬
১৩৩৯ উর্ব্বর, প্রঃ সরকার, কৃষিলক্ষ্মী, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩২

জার্ম্মান— Befruchten.
ইতালীয়—Fertilizzare ;
Fecondare.

Fertilize—নিষেক করা

অর্থ :—শুক্রের ডিম্ব মধ্যে প্রবেশ এবং উহাদের নিউক্লিয়াসের মিশ্রণ ঘটান।

৩৫। **Ganglion**—[Gk. *ganglion*, little tumour.] A mass of nervous matter containing nerve cells and giving origin to nerve fibres ; a nerve centre. p. 112.

"Ganglion (Gr. *gagglion*, a knot). A mass of nervous matter containing nerve cells, and giving origin to nerve-fibres." *

"ganglion, (Gr. *gangglion*, a tumor under the skin near a tendon), a mass of nervous tissue containing nerve cells and giving rise to nerve fibres." †

"Ganglion (Gr. *gagglion*, swelling), an aggregation of nerve cells." ‡

১৮৫১ স্নায়ুস্ফোটঃ—টকঃ, শিরাস্ফোটকঃ, নাড়ীবিস্ফোটঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 301.
১২৮২ মজ্জাপিণ্ড (Nervous ganglion),—অনুবীক্ষণ, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৩৮

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, 6th ed., p. 799 (1880).

† Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 328 (1910).

‡ Dendy, A., '*Outlines of Evolutionany Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxiii (1918).

১২৯২ গ্যাঙ্ লিয়ন, যঃ মুখোঃ নব্যভারত, ৩ (১০ সংখ্যা) পৃঃ ৪৬৯
১৮৯৩ শিরাস্ফোটঃ, Apte, V.S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 165.
১৩০৬ তৈজস-পিণ্ড, দ্বিঃ ঠাকুর, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯১
১৩১০ বাতগণ্ড ; বাতগ্রন্থি, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০(১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০ ; ৫৫ (*Bot.*)
১৩১৪ স্নায়ুগণ্ড, স্নায়ুবর্ত্তুল, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১২
১৯১৫ শিরোস্ফোট, মঃ বন্দ্যোঃ বিজ্ঞান, ৪(২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯১
১৩২২ নাড়ীগ্রন্থি (nerve ganglion),——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৭
১৯১৭ স্নায়ুগ্রন্থি, বাতগ্রন্থি (সাঃ পঃ), স্নায়ুগণ্ড (ঐ) স্নায়ুবর্ত্তুল (ঐ), বাতগণ্ড (ঐ), বাতগ্রন্থি (ঐ)। (২) শিরার উপাদান বস্তু, গুচ্ছক (হিঃ কোঃ), নাড়ীগুচ্ছক (ঐ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 861.
১৩২৮ গ্রন্থি, যোঃ রায়, প্রতিভা, ১১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১২০
১৩৩২ নাড়ীগ্রন্থি, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২(৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৪ ; পুচ্ছস্থ নাড়ীগ্রন্থি (Cauda) ganglion), ঐ, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০২ ; ঐ, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৬ (১৩৩৫)
১৩৩৪ গুটি, স্নায়ু-গ্রন্থি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৫
১৩৩৫ নাড়ীকন্দ (Nerve ganglion); বিশুদ্ধ (A nerve ganglion), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৭১ ; ৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫২১
১৩৩৭ স্বাধিষ্ঠান [ganglion (or Spinal centre)], গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২২০
১৩৪০ বাতগণ্ড (যোঃ রায়), নাড়ীগ্রন্থি (এঃ ঘোষ), নাড়ীগণ্ড (গিঃ বসু), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬৪৪

জার্ম্মান— Ganglien.
ফ্রেঞ্চ— Ganglion.
ইতালীয়— Ganglio.

Ganglion-এর ইংরেজী সংজ্ঞা সম্বন্ধে সকলেই একমত। প্রাণিদেহমধ্যে নাড়ীতন্ত্রসংক্রান্ত যে ছোট পিণ্ডাকার nervous matter দেখা যায় এবং যে স্থান হইতে nerve-এর উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ nerve উৎপত্তির কেন্দ্র) তাহাকেই ganglion কহে। উপরি-লিখিত পরিভাষার তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, কেহই ganglion-এর বাংলা পারিভাষিক সম্বন্ধে একমত নহেন। প্রায় সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহার পরিভাষা সঙ্কলন বা রচনা করিয়াছেন। শব্দগুলির প্রচুর বৈচিত্র্য দেখিয়া মনে হয় যে কোন একটা পরিভাষা চলে নাই। Ganglion-এর পরিভাষা রচনা করিতে nerve-কে টানিয়া আনা হইয়াছে এবং তাহার পরিভাষার সহিত 'গণ্ড', 'গ্রন্থি', 'পিণ্ড' ইত্যাদি শব্দ যুক্ত করা হইয়াছে। এরূপ করাতে মনে হয় যে পরিভাষা-সমস্যা কিছু জটিলাকার ধারণ করিয়াছে; কারণ nerve-এর যে পরিভাষাই গ্রহণ করা হউক না কেন, কেমন করিয়া তাহার সহিত 'গণ্ড', গ্রন্থি' বন্ধন করা হইল বলা দুঃসাধ্য। পরে দেখা যাইবে ঐ দুইটা শব্দই gland-এর পরিভাষায় স্থান পাইয়াছে। যদি উপস্থিত ধরিয়া লওয়া যায় gland অর্থে 'গণ্ড' ঠিক এবং 'গ্রন্থি' ভুল, তবু পরে দেখা যাইবে যে শেষোক্ত শব্দটি joints বা plexus-এর পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত। Nicholson প্রদত্ত ব্যুৎপত্তিগত অর্থে a knot পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে 'গ্রন্থি' লেখা স্বাভাবিক হইলেও অর্থদ্যোতক হয় নাই। H. H. Wilson-এর অভিধান হইতে ইহার অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"“গ্রন্থি m. (-ন্থিঃ)। 1. The joint or knot of a reed or cane, &c. 2. A tie, the knot of a cord, &c. 3. A joint or articulation of the body… ……”* আবার সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যাইতেছে,—“গ্রন্থিঃ (পুং) বংশাদিসন্ধিঃ। গাঁটি ইতি ভাষা। তৎপর্য্যায়ঃ। পর্ব্ব ২ পরু ৩। ইত্যমরঃ………” †

যাহা হউক বুঝা গেল যে ‘গণ্ড’ ‘গ্রন্থি’ নাড়ীর সহিত বন্ধন করা চলিবে না। ‘পিণ্ড’ শব্দটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ডেলার মতন পদার্থকে মোটামুটি পিণ্ডাকার বলা যাইতে পারে। nerve cell সমন্বিত এই পিণ্ডাকার পদার্থকে ganglion অর্থে ‘নাড়ীপিণ্ড’ বলা যাইতে পারে কি না আলোচ্য। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের আরও একটি ‘পিণ্ড’ যোগে বহুপ্রচলিত শব্দ আছে, যথা—‘হৃৎপিণ্ড’। কিন্তু কথা হইতেছে এই দুই যৌগিক শব্দের ‘পিণ্ড’ কি এক? যতদূর মনে হয় যে ডেলার মতন দেখায় বলিয়া পিণ্ড’ শব্দ যুক্ত করা হইয়াছে। এস্থানে হৃৎপিণ্ডের ‘পিণ্ড’ চট্‌কাইয়া লাভ নাই, বরং ganglion বোধক ‘পিণ্ডে’র কিছু গতি করা যায় কি না দেখা দরকার। বস্তুতঃ ganglion বোধক ‘পিণ্ড’ অতীব ক্ষুদ্র, এবং এই ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য আমরা ‘পিণ্ড’কে ‘পিণ্ডক’ করিতে অভিলাষী। সংস্কৃতে ‘পিণ্ডক’ শব্দ বর্ত্তমান আছে এবং তাহা ভিন্নার্থ প্রকাশক; কিন্তু যতদূর অনুমান করিতে পারি এই শব্দটি বাংলায় অব্যবহৃত। সুতরাং আমাদের আরোপিত অর্থে গ্রহণ করিতে বাধা নাই। এখন কথা হইতেছে ‘নাড়ীপিণ্ডক’ রাখা উচিত কি না। নবজাত শিশুর “নাড়ী” কাটা যাইলেও শিশু বাঁচিয়া থাকে, আমাদের মনে হয় সেইরূপ ‘পিণ্ডক’ ‘নাড়ী’ বিচ্যুত হইয়াও বাঁচিয়া যাইতে পারে, অবশ্য ইহা যদি বাংলা রুচির আনুকূল্য সাধন করে। এরূপভাবে ‘নাড়ী’ কাটিবার একমাত্র কারণ যে, ‘নাড়ী’ এই শব্দের দ্বারা ইংরেজী তাৎপর্য্যগত অর্থের (nervous matter containing nerve cells, বা a nerve centre) স্বরূপ বুঝান যায় না। ‘নাড়ী’ বলিতে আমরা শুধু nerve বুঝিয়া থাকি‡। অপর পক্ষে ‘পিণ্ডক’ শব্দটি ইংরেজী ব্যুৎপত্তিগত অর্থ little tumour-এর কাছ ঘেঁসিয়া যায় বলিয়া মনে হয়। বলা বাহুল্য ‘পিণ্ডক’ শব্দোচ্চারণে যে ganglion-এর কোন ভাব বা অর্থের উদ্রেক করিবে না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তবে এইরূপ করিবার কারণ যে, বাংলায় রূপান্তরিত শব্দ যদি আদৌ রাখিতে হয় ত এই ছোট শব্দটি বাহাল করা অযৌক্তিক হইবে না।

উপরি-উক্ত রূপান্তরিত পরিভাষার প্রচুর বৈলক্ষণ্য দেখিয়া মনে হয় যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১২৯২) প্রবর্ত্তিত অক্ষরান্তরিত শব্দই গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ। বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে সন্নিবেশ করিয়াছি।

---

* Wilson, H. H., *Dict. Sans. Eng.*, 3rd ed., p.116 (1874).

† শব্দকল্পদ্রুমঃ, ২য় কাণ্ডঃ, পৃঃ ১০৫৯ (সংবৎ ১৯৩১)

‡ পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

Ganglion—গ্যাঙ্‌লিয়ন, পিণ্ডক

অর্থ :—প্রাণিদেহমধ্যে নাড়ীতন্ত্রসংক্রান্ত যে ছোট স্ফীত পিণ্ডাকার পদার্থ হইতে নাড়ীর উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ নাড়ী উৎপত্তির কেন্দ্র।

৩৬। **Genus**—n., genera *plu.* [L. *genus*, race.] A group of closely related species, in classification of plants or animals. p. 115.

"genus—(L. *genus*, race), a group containing one or more species." †

১৮৫১ (In logic) পুং.—(A class) জাতিঃ *f.*, গণঃ, বর্গঃ, জাতিমাত্রং, গোত্রং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 305.

১২৯১ গোত্র, ক্ষীঃ রায়, নব্যভারত, ২ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯৩

১২৯৯ জাতি, শ্রীপঃ রায়, ভারতী ও বালক, ১৬ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩১৫

১৮৯৩ জাতি, গণঃ, বর্গঃ, Apte, V.S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 167.

১৩০১ জাতি, শ্রীপঃ রায়, নব্যভারত, ১২ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩৯

১৩০৯ জাতি, ক্ষিঃ ঠাকুর, 'অভিব্যক্তিবাদ', পৃঃ ৭, ২২

১৩১০ গণ, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬

১৩১৭ গণ, শঃ রায়, বঙ্গদর্শন, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩২

১৩১৭ গণ, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৭

১৩১৯ বর্গ, বিঃ মজুমদার, প্রবাসী, ১২(২খঃ) পৃঃ ২২৯

১৩২০ জাতীয়, কেঃ গুপ্ত, অর্চনা, পৃঃ ১০০

১৮৩৮শক জাতি, বঃ চৌধুরী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৯ (২ ভাগ) পৃঃ ১৫৪

১৯১৭ গণ [অর্থাৎ অনেকগুলি জাতি যাহার অন্তর্ভুক্ত থাকে,—যথা, সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতা, বিড়াল, প্রভৃতি "বিড়াল" এই গণের অন্তর্ভুক্ত।] Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 876 (*Zool. & Bot.*)

১৩২৫ বংশ, অঃ সরকার, প্রতিভা, ৮ (৬।৭ সংখ্যা) পৃঃ ২১৬

১৩২৬ মহাজাতি, রঃ ঠাকুর, প্রবাসী, ১৯ (১ খঃ) পৃঃ ৩৮২

১৩২৬ মণ্ডলী বা বংশ, অঃ সরকার, প্রতিভা, ৯ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৭৩

১৩২৬ 'গণ', দ্বিঃ বসু, সাহিত্য, ২৯ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৫১৬

১৩৩০ জাতি, সঃ সাহা, মাঃ বসুমতী, ২ (১খঃ) পৃঃ ৪৬৬

১৩৩১ বর্গ, নঃ সান্ন্যাল, ভারতবর্ষ, ১২ (১খঃ) পৃঃ ১৮৮

১৩৩১ গণ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৩

১৩৩১ "গণ", সুধীঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০৬

১৩৩২ গণ, নিঃ দত্ত, মাঃ বসুমতী, ৪ (১খঃ) পৃঃ ১৯৬

১৩৩২ গণ, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৫ ; ঐ, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৫ (১৩৩৪) ; ঐ, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১ (১৩৩৫)

১৩৩৩ গণ, সঃ মিত্র, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩৫

১৩৩৩ বংশ, বর্গ, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৪৭

১৩৩৪ গণ, বিঃ দাশগুপ্ত, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৪

১৩৩৪ পরাজাতি, চিঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৪ (২খঃ) পৃঃ ৭৫৯

১৩৩৪ গণ, হেঃ দাশগুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ৩৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮

১৩৩৫ গণ, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯২ ; ঐ, ৮ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২১৯ (১৩৩৮)

১৩৩৯ 'গণ' অঃ দত্ত, প্রকৃতি, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৮৩

১৩৪০ গণ (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪২

---

† Hegner, R. W., *'An Introduction to Zoology'*, Glossary, p. 329 (1910).

জার্ম্মান— Gattung.
ফ্রেঞ্চ— Genre.
ইতালীয়—Genere.

জীববিজ্ঞানে genus কি বুঝিতে গেলে Linnaeus-এর নাম প্রথমেই মনে হয়। উপরে দুইটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়াছি, এস্থানে তাহা আরও একটু বিশদ করিবার জন্য Lull-এর পুস্তক হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"This conception of genera and species was first clearly stated by Linnæus (page 8), who gave to each animal and plant with which he was familiar a double name in Latin form, although often derived from the Greek or other languages. These names imply relationship, for the first is that of the genus to which the form belongs, while the second indicates its species. Thus the scientific name of the timber wolf is *Canis lupus*, of the coyote *Canis latrans*, of the jackal *Canis aureus* ; but the red fox bears the name *Vulpes vulgaris*, showing it to be not only a separate species but a different genus as well." *

প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে নামকরণে genus-এর দরকার হয়। Species কতকগুলি গঠন-বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিরূপিত হয়; আবার তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট গঠনের সমাবেশ দেখিয়া genus বুঝান হয়। কতকগুলি species-এর মধ্যে কয়েকটি সমতুল বা একপ্রকার গঠন-বৈশিষ্ট্য থাকে যদ্দ্বারা geuus নিরূপিত হয়। Borradaile লিখিতেছেন,—

"Species are grouped together by zoologists into divisions of a higher grade known as *genera*. A genus consists of several species which resemble one another closely, but its limits are determined by convenience only, and are not natural, like those of a species. To every species there is assigned a Latin name consisting of two words, of which the first denotes the genus to which the species belongs, while the second is peculiar to the species. Thus the generic name of the rabbits and hares is *Lepus*, the specific name of the rabbit is *cuniculus*, the common hare is *Lepus timidus*, the mountain hare *L. variabilis*."†

Genus-এর পরিভাষা বাংলায় বিভিন্ন শব্দ দ্বারা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। Monier Williams প্রদত্ত শব্দ সমূহ হইতে প্রায় সবগুলিই সংগৃহীত। ১৩১০ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'জাতি' শব্দই চলিত ছিল। 'গণ' শব্দ যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১০) প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। ইদানীং প্রায় সকলেই genus অর্থে 'গণ' ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'গণ' শব্দটি কেন যে genus-এর পরিভাষা নির্দ্ধারিত হইল তাহার কারণ অগোচর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩২৯) genus-এর পরিভাষা 'মহাজাতি' খসড়া করিয়াছিলেন। ইহাতে Borradaile-এর higher grade-এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু কেহই রবীন্দ্রনাথের পারিভাষিকটি গ্রহণ করেন নাই। সেই প্রকার 'গোত্র' (১২৯১), 'বংশ' (১৩২৫), 'পরাজাতি' (১৩৩৪) ইত্যাদি

* Lull, R. S., '*Organic Evolution*', N. York, p. 32 (1924).

† Borradaile, L. A., '*A Manual of Elementary Zoology*,' 2nd ed., p. 512 (1918).

শব্দগুলি অস্বীকৃত হইয়াছে। যাহা হউক এই সকল শব্দের মধ্যে কোন্‌টি সুশ্রাব্য ও তাৎপর্য্যগত অর্থজ্ঞাপক, বিশেষতঃ ন্যায্য, তাহা বলা দুষ্কর। আমাদের মনে হয় যে, 'গণ' এই শব্দটি ভাষায় যখন চলিয়া গিয়াছে বহু ব্যবহার দ্বারা তখন ইহাকেই বাহাল করাই উচিত। বাংলায় 'গণ' অর্থে অন্য কিছু বুঝাইতে পারে কিন্তু অধুনা ইংরেজীতে একমাত্র genus ব্যতীত আর কিছু বুঝায় না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিদেশীয় ভাষার রূপান্তর উপরে দিয়াছি।

Genus—গণ

অর্থ :—লিনিয়াস প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবের যুগ্ম-নাম করণের * প্রথম নাম। এই নামের দ্বারা কতকগুলি সমতুল্য গঠন বৈশিষ্ট্য নিদর্শনে এক বা একাধিক জাতির † জাতিত্ব জ্ঞাপন করা হয়।

৩৭। **Gizzard**—[M. E. *giser*, gizzard.] Muscular grinding chamber of alimentary canal of various animals; proventriculus of Insects. p. 117.

১৮৫১ কুক্কুটাদীনাং জঠরঃ বা উদরং বা অন্তর্জঠরং বা পক্বাশয়ঃ Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 308.

১৩১০ আমাশয়, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০

১৩১৪ অন্তর্জঠর, জ্ঞাঃ রায়, প্রবাসী, ৭ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৭২৯

১৯১৭ পক্ষীর দ্বিতীয় পৈশিক পাকস্থলী; (২) কোন কোন কীট বা মৎস্যের পেশীময় পাকস্থলী, আমাশয় (সাঃ পঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 890.

১৩৩২ চর্ব্বণাশয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৪ ; ঐ, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮১ (১৩৩৩)

জার্ম্মান— Kaumagen.
ফ্রেঞ্চ— Gesier.
ইতালীয়—Ventriglio.

প্রাণীদের পৌষ্টিক-নালীর যে বিশেষ অংশে বা প্রকোষ্ঠে খাদ্যদ্রব্য পেষণ করা হয় তাহারই ইংরেজী নাম gizzard। Shipley-MacBride-এর পুস্তক হইতে তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি [পৃঃ ৩৫ দ্রষ্টব্য]। এই যন্ত্র বা গঠন সাধারণতঃ Insecta শ্রেণীতে এবং কেঁচো ইত্যাদি নিম্ন পর্য্যায় প্রাণীতে, আবার উচ্চ পর্য্যায় প্রাণীদের মধ্যে পক্ষী শ্রেণীতে দেখা যায়। ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৩৩২) তাৎপর্য্যগত অর্থ হিসাবে 'চর্ব্বণাশয়' রচনা করেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় 'পেষণাশয়' ইহার সেই হিসাবে ঠিক অর্থ। কারণ chew-কে আমরা 'চর্ব্বণ' বলি আর grind 'পেষণ'। উপরি-উদ্ধৃত অন্যান্য পারিভাষিক শব্দগুলি gizzard-এর স্বরূপার্থ দ্যোতনা করে না। 'পেষণাশয়' রাখিতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সহিত gizzard-কেও অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতেই বা দোষ কি?

---

* অর্থাৎ binomial nomenclature.

† Species অর্থে, পরে দ্রষ্টব্য।

আমাদের ভাষায় ইহাদের কোনটিরই ব্যবহার হয় নাই, কালক্রমে কোন্‌টি টি'কিয়া যাইবে বলা কঠিন।

Gizzard—**পেষণাশয়, গিজার্ড**

অর্থ :—প্রাণীর পৌষ্টিক-নালীর যে পেশীবহুল অংশে বা প্রকোষ্ঠে খাদ্যদ্রব্য পিষ্ট হয়।

৩৮। **Gland**—[L. *glans*, acorn.] Single cell or mass of cells specialized for elaboration of secretions either for use in the body or for excretion. p. 117.

"Gland (Lat. *glans*, nut), an organ which secretes or excretes some special substances."*

১৮৫১ শরীরাভ্যন্তরে গ্লাণ্ড সংজ্ঞকঃ পিণ্ডশ্লেষ্মাত্মাশয়ো মৃদুমাংসপিণ্ডঃ, মাংসগ্রন্থিঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 309.
১২৮২ গ্রন্থি,——অনুবীক্ষণ, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০৪
১২৯৭ গ্রন্থি——চিকিৎসক, ১ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ১৭০
১৮৯১ অধিমাংস, মাংসপীড়ঃ, পিংড়ঃ, Apte. V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 170
১৩০১ কোষগ্রন্থি, শ্রীপঃ রায়, নব্যভারত, ১২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩২
১৩০২ গ্রন্থি, ত্রৈঃ মুখোঃ, সখা ও সাথী, ২ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ২৩৭
১৩০৬ পিণ্ড,——র ঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৫
১৩১০ গণ্ড (?), যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা পৃঃ ৪০
১৩১২ বর্ত্তুল, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৯২
১৩১৪ গণ্ড, বর্ত্তুল, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১১
১৩০৯ গ্রন্থি, কুঃ গুহ, ভিষক্‌-দর্পণ, ১৯ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩০
১৩১৭ স্নায়ুগণ্ড, শঃ রায়, বঙ্গদর্শন, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩৬
১৯১৪ গ্রন্থি, প্রঃ বন্দ্যোঃ, বিজ্ঞান, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ২৩৬
১৩২০ গ্রন্থি,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১০৪
১৯১৬ (মাংস গ্রন্থি,) রঃ চট্টোঃ, বিজ্ঞান, ৫ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২৬
১৩২৪ লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডস (Lymphatic glands), অঃ বিশ্বাস, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১০ (২) পৃঃ ৮০
১৯১৭ (শরীর-বিজ্ঞান) নিঃস্রবনিঃসরণশীল গ্রন্থি, বীচি, পিণ্ড (সাঃ পঃ), মাংসগ্রন্থি (কেণ্ডিঃ), মাংসপিণ্ড (ঐ) গণ্ড (সাঃ পঃ) ; (Bot.) বৃক্ষাদির নির্যাসনিঃসারী গ্রন্থি, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, pp. 891-92.
১৯১৮ গ্রন্থি, অশ্বিঃ দত্ত ও ক্ষিঃ ঘোষ, 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান', পৃঃ ৬
১৩২৬ গণ্ড, শঃ রায়, সাহিত্য, ২৯ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩১
১৩২৮ গ্রন্থি, জঃ রায়, ভারতবর্ষ, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১২৭
১৩৩০ মাংস-গ্রন্থি, নঃ দেব, ভারতবর্ষ, ১১ (১ খঃ) পৃঃ ২৯০
১৩৩২ গ্রন্থি, গিঃ বসু, প্রবাসী, ২৫ (১খঃ) পৃঃ ৭৯
১৩৩২ গ্লাণ্ড, বিঃ মজুমদার, বঙ্গবাণী, ৪ (২খঃ) পৃঃ ১১৪
১৩৩২ স্রবৎকোষ (Gland cell), শ্লেষ্মাগণ্ড (Mucous gland), পুরোগ্রন্থি (Frontal gland), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১৪
১৩৩২ স্রাবককোষ (Unicellular gland), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০২

* Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxiv (1918).

১৩৩৪ গ্রন্থি, (Tumour, gland), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪১৩
১৩৩৫ গ্রন্থি,——প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮৬
১৩৩৮ গ্রন্থি, অশেষ বসু, মাঃ বসুমতী, ১০ (২খঃ) পৃঃ ৪১৩
১৩৩৮ গ্রন্থি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৮ (১ম ও ৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৩ ; ১৭১
১৩৩৮ রসপিণ্ড, পঃ ঘোষাল, প্রকৃতি, ৮ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৭৯
১৩৪০ গ্রন্থি, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ১০ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ১৭৩
১৩৪০ গণ্ড ; গ্রন্থি ; গণ্ড (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ১৪৫ ; ১৬৩ ; ৬৪৪

জার্মান— Drüse.
ফ্রেঞ্চ— Gland(e).
ইতালীয়—Glandula;
(Glandola).

Henderson-যুগল যে সংজ্ঞা দ্বারা gland বুঝাইয়াছেন, তাহার সহিত Shipley-MacBride-এর নিরুক্তিও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলিতেছেন—

"gastric juice which digests the food in the human stomach, and the slime or mucous, which prevents a frog from drying up when taken out of water, are fluid excreta. A part of the body specially adapted to produce a secretion is termed a gland."*

জীবদেহের যে সকল অংশ হইতে secretion বা কোনপ্রকার অপনয়ন পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাকেই gland বলে। ইহারা বাংলা পরিভাষা প্রথমে 'গ্রন্থি' সঙ্কলন করা হয়, বোধ হয় Monier Williams-এর 'মাংসগ্রন্থি'র 'মাংস' কাটিয়া 'গ্রন্থি' করা হইয়াছিল। তাহার পর যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১০) একটি প্রশ্নচিহ্ন জুড়িয়া 'গণ্ড' রচনা করেন। অনেকে ইদানীং এই শব্দটিই gland অর্থে ব্যবহার করিতে উৎসুক। যাঁহারা আবার 'গণ্ডে'র গণ্ডগোলে যান নাই তাঁহারা সেই পুরাতন 'গ্রন্থি'ই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। 'গ্রন্থি' শব্দের মধ্যে gland-এর তাৎপর্য্যগত বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না (পৃঃ ৫৯ দ্রষ্টব্য)। Monier Williams-এর 'মাংসগ্রন্থি'ই বোধ হয় এই বিপত্তির মূল। জানি না যোগেশচন্দ্র রায় কোথা হইতে 'গণ্ড' শব্দ সংগ্রহ করিলেন। অবশ্য শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে 'গণ্ডে'র তৎপর্য্যায় শব্দ 'গ্রন্থি' উল্লিখিত আছে,—"গণ্ডঃ (পুং) হস্তিকপোলঃ। তৎপর্য্যায়ঃ। কটঃ ২ ইত্যমরঃ॥ করটঃ ৩ ইতি তট্টীকা॥ কটকঃ ৪ হস্তিগণ্ডকঃ ৫। ইতি শব্দরত্নাবলী॥ কপোলঃ। গাল ইতি ভাষা। ইত্যমরঃ……স্ফোটকঃ। গ্রন্থিঃ। ইত্যমরটীকায়াং রমানাথঃ……"† 'গণ্ড' শব্দের অর্থের মধ্যেও gland-এর কিছুই নাই। তবে আমরা 'গলগণ্ড', 'গণ্ডমালা' শব্দের দ্বারা গলার chain of glands ফোলা বুঝিয়া থাকি। হইতে পারে যে 'মাংসগ্রন্থি'র 'মাংস' কাটিয়া যেমন 'গ্রন্থি' করা

---

* Shipley, A. E., & MacBride, E. W., '*Zoology*,' 4th ed., p. 5 (1920).

† শব্দকল্পদ্রুমঃ, ২য় কাণ্ডঃ, পৃঃ ৯৫২-৫৩ (সংবৎ ১৯৩১)

হইয়াছিল তেমনি 'গলগণ্ডে'র 'গল' কাটিয়া বা 'গণ্ডমালা'র 'মালা' ছিঁড়িয়া 'গণ্ড' সঙ্কলন করা হইয়াছে।

Ganglion শব্দ আলোচনা কালে উহার অর্থে ব্যবহৃত 'গ্রন্থি' ও 'গণ্ড' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছি। যদিও আমরা ঐ দুইটা শব্দ ganglion-এর পরিভাষা হিসাবে বাহাল করি নাই তবু উহাদের gland-এর পরিভাষা রূপে চালান যাইতে পারে কিনা আলোচ্য।

পরিভাষার তালিকায় দেখা যাইবে যে gland অর্থে 'গ্রন্থি' খুব বেশী ব্যবহৃত, তবুও আবার gland অর্থে 'গণ্ড' চলিবার কি সূক্ষ্ম কারণ বর্ত্তমান আছে তাহা বলা দুঃসাধ্য। রাজশেখর বসু (১৩৪০) ঐ দুইটা শব্দই gland অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাহা অনুমোদন করি না; কারণ gland এই ছোট ইংরেজী শব্দটির যদি পরিভাষা থাকে ত একটি থাকুক, দুইটাতে কাজ নাই। কিন্তু কোন্‌টিকে গ্রহণ করিব তাহার সুযুক্তি মিলিতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে gland-কেই বেমালুম সশরীরে ভাষায় প্রবেশ করানই ভাল। Monier Williams-এর অভিধানে 'গ্লাণ্ড' শব্দটি সংস্কৃত হিসাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। বিজয়চন্দ্র মজুমদারও (১৩৩২) ঐরূপই ব্যবহার করিয়াছেন। 'গ্লাণ্ড' যে কিছুমাত্র 'গণ্ড' 'গ্রন্থি' হইতে অশ্রাব্য বা দুরুচ্চার্য্য হইবে না তাহা বলা বাহুল্য। বিদেশীয় ভাষার রূপান্তর উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি।

Gland—**গ্লাণ্ড**

অর্থ :—জীবদেহের যে গঠন বা যন্ত্র হইতে কোনপ্রকার রসপদার্থ প্রস্তুত হয়।

৩৯। **Glochidium**—[Gk. *glochis*, arrow-point; *idion*, dim.] Hairs bearing barbed processes seen on massulae of certain Rhizocarps; the larva of fresh-water mussels such as Unio and Anodon. p. 118.

"Glochidium.—Larva stage of bivalve molluscs; it commonly lives parasitically in the gills of fishes during part of its life cycle."*

১৯১৫ গ্লচিডিয়া,——বিজ্ঞান, ৪ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৯২
১৩৩২ দ্বিবলিকা, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৪

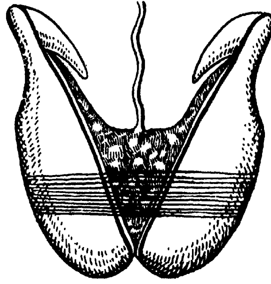
জার্ম্মান—Glochidien.
ফ্রেঞ্চ— Glochidium.

Phylum Mollusca অন্তর্গতঃ দেশী-বিদেশী ঝিনুক পর্য্যায়ভুক্ত প্রাণীদের শিশু অবস্থার এক অবস্থা-বিশেষের নাম glochidium। ইহা কি প্রকার larva তাহা একটু ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য Shipley-MacBride-এর পুস্তক হইতে ইহার কথা তুলিয়া দিতেছি,—

* Richards, A., "Definitions of terms used in Embryology", '*Outline of Comparative Embryology*', N. York, p. 397 (1931).

"They develop into peculiar larvae called G l o c h i d i a, provided with a sticky thread or byssus. A bivalve shell is developed but not the foot. When a fish passes by the mother expels the Glochidia from the gills, and they seize hold of the tail or fins of the fish and embed themselves therein. They develop there for some weeks and change gradually into the adult form. They show a remarkable sensitiveness to the presence of fish, but if they fail to attach themselves to one they fall to the bottom of the water and perish."*

এই প্রকার larva-কেই glochidium কহে। এইস্থানে ইহার একটি চিত্র প্রদর্শিত হইল। ডাঃ ঘোষ কি হিসাবে ইহার পরিভাষা 'দ্বিদলিকা' রচনা করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। 'বিজ্ঞান' পত্রিকায় অক্ষরান্তরিত করিয়া লইবার প্রয়াস হইয়াছিল, আমরাও সেই প্রকার চাহি, কিন্তু যে বানানে বা উচ্চারণে উহা অক্ষরান্তরিত করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে উহার ইংরেজী উচ্চারণ বিকৃত করা হইয়াছে। আমরা Henderson-যুগলের বানান-রীতি অনুসারে সঙ্কলিত করিলাম।



চিত্র—২। ল্যামেলিডেনস্ † ঝিনুকের গ্লকিডিয়াম লার্ভা।

Glochidium—**গ্লকিডিয়াম**

অর্থ :—ঝিনুক সম্প্রদায়ের শিশু অবস্থার এক বিশিষ্ট অবস্থার নাম।

৪০। **Glottis**—[Gk. *glotta*, tongue.] Opening into windpipe. p. 118.

১২৮০ গল,——বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, পৃঃ ২১২

১৮৯১ প্রতি-অলি-উপ-জিহ্বা, Apte, V. S , *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 171

১৩০৫ গ্লোটিস,——'স্বাস্থ্য', পৃঃ ১০৯

১৯১৩ গ্লটিস,——বিজ্ঞান, ২ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৬০

১৯১৭ স্বরযন্ত্রের উপরিভাগের অপ্রশস্ত রন্ধ্র, স্বরযন্ত্রমুখ, কণ্ঠনালী, শ্বাসমার্গ (কেন্ডিঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 897.

---

* Shipley, A. E., & MacBride, E. W., '*Zoology*', 4th ed., p. 308 (1920).

† *Lamellidens.*

১৩২৮ কণ্ঠনালীর বায়ুদ্বার, নঃ দেব, ভারতবর্ষ, ৯ (২খঃ) পৃঃ ২২৮
১৩২৯ কণ্ঠপটহ, বঃ চট্টোঃ, ভারতী, ৪৬ (১খঃ) পৃঃ ১০৪
১৩৪০ শ্বাসনালীদ্বার, বিঃ চট্টোঃ, প্রকৃতি, ১০ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ২০৫

জার্ম্মান— Stimmritze.
ফ্রেঞ্চ— Glotte.
ইতালীয়— Glottide.

বায়ুনালীর উপরিস্থ যে রন্ধ্র দিয়া বায়ু ফুস্‌ফুসে গমনাগমন করে তাহাকে ইংরেজীতে glottis কহে। মৎস্যশ্রেণীর মধ্যে Dipnoi পর্য্যায়ের মৎস্যের মধ্যে প্রথম ফুস্‌ফুসের সূচনা দেখা যায় এবং তৎপ্রসঙ্গে Parker and Haswell-এর পুস্তকে glottis-এর যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"The lung (Fig. 919) is an elongated median sac connected by a pneumatic duct with a muscular chamber or vestibule opening into the œsophagus on its ventral side by a slit like aperture or *glottis.*"*

ব্যাং প্রসঙ্গে ঐ একই কথা,—

"The lungs open by a common stem, the laryngeal chamber, into the throat. The opening is called the g l o t t i s, and its sides are stiffened with cartilages."†

Glottis-এর যে সকল বাংলা পরিভাষা উদ্ভাবিত বা সঙ্কলিত করা হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই ইংরেজী অর্থের দ্যোতনা করে না। 'স্বাস্থ্য' (১৩০৫) ও বিজ্ঞান (১৯১৩) পত্রিকায় glottis-কে অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়া হইয়াছে, আমরাও তাহাই করিতে অভিলাষী।

Glottis—**গ্লটিস**

অর্থ :—বায়ুনালীর উপরিস্থ দ্বার, অর্থাৎ যে রন্ধ্র দিয়া বায়ু ফুস্‌ফুসে গমনাগমন করে।

৪১। **Haemoglobin**—[Gk. *haima,* blood ; *globos,* sphere.] The red colouring matter of blood. p. 125.

"Hæmoglobin—(Gr. *haima* ; L. *globus,* ball), the red colouring matter in the blood of certain animals."‡

১৯০০ হিমোগ্লোবিন, ইঃ মল্লিক, ভিষক-দর্পণ, ১০ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮১
১৩১০ হিমোগ্লোবিন, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৩১৯ হেমোগ্লোবিন, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১২ (২খঃ) পৃঃ ৬০০
১৩২১ রক্ত-রং, "চারু", প্রবাসী, ১৪ (১ খঃ) পৃঃ ৩১৯
১৩২১ হেমোগ্লোবিন, প্রঃ চট্টোঃ, সাঃ-পঃ পঃ, ২১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১২৪
১৩২৪ শোণিমা,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৪

* Parker, T. J., & Haswell, W. A., '*A Text-book of Zoology,*' II, p. 244 (1921).
† Shipley, A. E., & MacBride, E. W., '*Zoology*', 4th ed. p. 523 (1920).
‡ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology,*' Glossary, p. 329 (1910).

১৩২৪ বর্ণকর পদার্থ (Haemoglobin or Colouring matter), অঃ বিশ্বাস, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১১৩

১৯১৭ লোহিত রক্তকণিকার রঞ্জক বস্তু, রাগদ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng Dict.*, II, p. 952

১৩২৮ হিমগ্লোবিন, কাঃ বন্দ্যোঃ, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ২৬২

১৩৩২ রক্তরোহিত, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০২, ৪০৪

১৩৩২ হিমোগ্লোবিন, ত্রিঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৩ (১ খঃ) পৃঃ ২৯০

১৩৩৫ রক্তলোহিত, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৭

১৩৩৬ হিমোগ্লোবিণ, ধীঃ চৌধুরী, বিচিত্রা, ৩ (২ খঃ) পৃঃ ১৪১

১৩৪০ শোণিতগুড়িকা, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ১০ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ১৮২

জার্ম্মান—H ä m o g l o b i n.
ফ্রেঞ্চ— H é m o g l o b i n e.

রক্ত বর্ণহীন তরল পদার্থ ; উহার মধ্যে haemoglobin থাকে বলিয়া লাল দেখায়। রক্তের রঞ্জক পদার্থের নামই হইল haemoglobin। উপরি-লিখিত পরিভাষার তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার বাংলা পরিভাষা নানারকম ভাবে করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, যথাক্রমে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি,—'রক্ত-রং' (১৩২১), 'শোণিমা' (১৩২৪), 'রক্তরোহিত' (১৩৩২), 'রক্তলোহিত' (১৩৩৫) 'শোণিতগুড়িকা' (১৩৪০)। মনে হয় শেষোক্ত শব্দটিই কেবল ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সাহায্যে রচনা করা হইয়াছে, অপরগুলি তাৎপর্য্যগত অর্থজ্ঞাপক। আবার এও দেখা যাইতেছে যে প্রথম হইতেই ইহাকে অক্ষরান্তরিত করিয়া আমাদের ভাষায় আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। পরিভাষা-তালিকার অন্য যে কোন একটি শব্দ হইতে এই অক্ষরান্তরিত শব্দটির ব্যবহার হইয়াছে বেশী। যাহা হউক এতৎপ্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া রাজশেখর বাবুর 'বাংলা পরিভাষা' প্রবন্ধের দুইটি পংক্তি এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—"জীববিদ্যাতেও ঐ নিয়ম 'কোষ্ঠ, অস্থি, পুষ্প, অণ্ড' চলবে ; 'প্রোটোপ্লাজ্‌ম, হিমোগ্লোবিন, ক্রোমোসোম, ভাইটামিন' মেনে নিতে হবে।"† আমরাও এই মতের পক্ষপাতী।

Haemoglobin—**হিমোগ্লোবিন**

অর্থ :—যে রঞ্জক পদার্থ থাকার দরুণ রক্ত লাল দেখায়।

৪২। **Heart**—[A. S. *heorte.*] A hollow muscular organ with varying number of chambers which by rhythmic contraction keeps up circulation of blood ; core or central portion of a tree or fruit. p 127.

১৮৫১ হৃদয়ং, হৃদ্, হৃৎপিণ্ডঃ, রক্তাশয়ঃ, অগ্রমাংসং, বুকাগ্রমাংসং, মর্ম্ম, বুক্কঃ, বৃক্কঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p 337.

১২৮০ হৃৎ, হৃদয়,——বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, পৃঃ ২৭১

১২৮২ হৃৎপিণ্ড বা রক্তস্থলী,——অনুবীক্ষণ, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৬৩

† রাজশেখর বসু, 'বাংলা পরিভাষা' প্রবাসী, ৩৩ (১খঃ) পৃঃ ৬ (১৩৪০)

১২৯৬ হৃদয়, পুঃ সান্ন্যাল, চিকিৎসা-সম্মিলনী, ৬ (৩।৪ সংখ্যা), পৃঃ ৭৩

১৮৯৩ হৃদয়ং, হৃদ্ 2 (The substance) বুক্কা অগ্রমাংসং, বুক্কাগ্রমাংস', Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 184.

১৩০২ হৃৎপিণ্ড, শঃ মিত্র, নব্যভারত, ১৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২২৬

১৩০৬ হৃদ্,——রাঃ ত্রিঃবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৮

১৩১০ হৃৎপিণ্ড হৃদয়, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০

১৩২০ রক্তাশয়, হাঃ দাশগুপ্ত, আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ, ১ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২২১

১৩২২ হৃদয়, হৃৎপিণ্ড,——স্বাস্থ্য সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮

১৩২৩ হৃৎপিণ্ড, জ্ঞাঃ বাগচী, ভারতী, ৪০ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ১২১৮

১৯১৭ হৃৎপিণ্ড, রক্তাশয় (হঃ চঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 977.

১৩২৬ হৃদপিণ্ড ; রক্ত সঞ্চালক যন্ত্র, রঃ রায়, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১২ (১) পৃঃ ২৪ ; ১২ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৩৮৯

১৩২৮ হৃদযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, বাঃ মুখোঃ ভারতবর্ষ, ৯ (১খঃ) পৃঃ ৫২ ; ৮২২

১৩৩২ হৃদয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৭ ; ঐ, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫০৯ (১৩৩৩) ; ঐ, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৭ (১৩৩৫)

১৩৩২ হৃৎপিণ্ড, নিঃ মিত্র, ভারতবর্ষ, ১৩ (১খঃ) পৃঃ ২৭৯

১৩৩২ হৃৎপিণ্ড, ত্রিঃ রায়, ভারতবর্ষ ১৩ (১খঃ) পৃঃ ২৮৯

১৩৩৩ হৃদয়, হৃন্নালী [Heart (tubular)], এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮১

১৩৩৪ চিত্ত, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১৪

১৩৩৫ প্রাণেন্দ্রিয় ; বুক্কাগ্রমাংস, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪৪১ ; ৫২১

১৩৩৭ হৃৎপিণ্ড, কুঃ দত্তরায়, ভারতবর্ষ, ১৮ (২ খঃ) পৃঃ ৯৬

১৩৩৭ হৃৎপিণ্ড, হৃদয়, হৃদয়গ্রন্থি, হৃদবন্ধ, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২২১

১৩২৯ হৃৎপিণ্ড, বীঃ ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১খঃ) পৃঃ ৩৯৫

১৩৪০ হৃৎপিণ্ড, প্রঃ সেন, শিশুভারতী, ৪, পৃঃ ২৪২

১৩৪০ হৃদয় (মন, অন্তঃকরণ), হৃৎপিণ্ড (বক্ষঃস্থ রক্তসঞ্চালক যন্ত্র) ; হৃৎপিণ্ড হৃদয়, রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৫৭৩ ; ৬৪৪

জার্ম্মান— Herz.
ফ্রেঞ্চ— Coeur.
ইতালীয়—Cuore.
ল্যাটিন— *Cor.*

প্রাণিদেহ মধ্যে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রক্তবাহিকার একাংশ এমন এক বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয় যাহার জন্য তাহাকে ইংরাজীতে heart বলা হয়। Heart হইল স্বতঃস্পন্দিত সঙ্কুচনশীল একটি বিশিষ্ট পেশীবহুল যন্ত্র।

উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকায় দেখা যাইবে যে heart-এর বাংলা পরিভাষা 'হৃৎপিণ্ড' সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত। আমাদের এই শব্দটি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। Ganglion-এর পরিভাষা আলোচনাকালে আমরা এই শব্দটির উল্লেখ করিয়া 'পিণ্ডে'র অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ উচ্চ পর্য্যায়ের প্রাণীতে heart পিণ্ডাকার। সেই হিসাবে 'হৃৎপিণ্ড' হয়ত প্রযোজ্য কিন্তু প্রাণিবিজ্ঞানের যে-কোন ছাত্র জানে যে heart সব প্রাণীতেই পিণ্ডাকার নহে, কারণ আমরা নিম্নপর্য্যায়ের কোন কোন প্রাণীতে tubular heart পাইয়া থাকি। সুতরাং সমগ্র প্রাণিবিজ্ঞানের পক্ষে 'হৃৎপিণ্ড' অচল না হইলেও

ভ্রমাত্মক অর্থ বা ভাব ব্যঞ্জনা করিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের আর একটি যে পরিভাষা 'হৃদয়' পাওয়া যাইতেছে তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে প্রাণিবিজ্ঞানে বরেণ্য করিয়া লওয়া উচিত। Heart-এর সহিত 'হৃৎ' কথাটির যে শব্দসৌসাদৃশ্য আছে তাহার সম্বন্ধে শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন, "ইংরেজী 'heart' শব্দ সংস্কৃত হৃৎ শব্দেরই রূপান্তর মাত্র তাহাতেই উভয় শব্দের মধ্যে অর্থগত এরূপ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।"* ইহাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে heart অর্থে 'হৃৎ'ই ব্যবহৃত হউক, কিন্তু বাংলায় তাহা শ্রুতিসৌকর্য্য সাধন করিবে না। অপর পক্ষে ইংরেজী heart যোগে যৌগিক শব্দগুলি 'হৃৎ' শব্দ যোগের দ্বারা সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে।

Heart—**হৃদয়**

অর্থ:—রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য স্বতঃস্পন্দিত সঙ্কুচন-গুণ-সমন্বিত বিশিষ্ট পেশীবহুল যন্ত্র।

৪৩। **Hermaphrodite**—[Gk. *hermaphroditos*, combining both sexes.] An organism with both male and female reproductive organs. p.130.

"hermaphrodite—(Gr. *Hermes*, the god Mercury ; *Aphrodite*, the goddess Venus), an animal possessing the reproductive organs of both male and female." †

১৮৫১ ষণ্ডঃ, শণ্ডঃ ষণ্ডঃ, ক্লীবঃ, অর্দ্ধেন পুরুষো-র্দ্ধেন স্ত্রী, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 342.

১৮৯৩ স্ত্রীপুরুষলক্ষণান্বিত, Apte, V. S., *Student's Eng,-Sans. Dict.*, p, 187.

১৩০১ হরগৌরী, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১২ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৫৭৮

১৩০৪ হরগৌরীরূপ. যোঃ রায়, নব্যভারত, ১৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩১৮

১৩০৬ ক্লীব, নপুংসক,——রাঃ ত্রিবেদী সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৬

১৩১০ দ্বিলিঙ্গ [hermaphrodite (bisexual)], যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯

১৩১২ উভলিঙ্গ, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৫০৮

১৩১৩ দ্বি-চিহ্নিত, উভচিহ্নিত, শঃ রায়, নব্যভারত. ২৪ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৮

১৩২০ যৌলিক উভয়লিঙ্গত্ব (Original hermaphroditism), সুঃ ভট্টাঃ, অবসর, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩

১৩২৪ উভয়লিঙ্গ, প্যাঃ দেববর্ম্ম, ভারতবর্ষ, ৪ (২খঃ) পৃঃ ৭২৫

১৩১৭ উভলিঙ্গ মানব বা পশু, ষণ্ড, অর্দ্ধনারী নর ; (উদ্ভিদবিদ্যা) যে বৃক্ষের একই পুষ্পে পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর আছে, দ্বিলিঙ্গ (সাঃ পঃ) উভলিঙ্গ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II. p. 991.

১৩২৬ উভলিঙ্গত্ব (hermaphroditism), শঃ রায়, সাহিত্য, ২৯ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৭৭০

১৩৩১ দ্বিলিঙ্গ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৪, ৪০৪ ; ঐ, ৩ (১ম সংখ্যা পৃঃ ৭৯ (১৩৩৩)

১৩৩৫ নপুংসক, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬৯

১৩৩৫ উভলিঙ্গ, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩০১

---

* শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, 'হৃদয়ের বিকাশ', ভারতী ৩৯ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৮৮১ (১৩২২)

† Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology,*' Glossary, p. 329 (1910).

১৯১১ উভলিঙ্গ, নৃঃ বসু, সুবর্ণবণিক্ সমাচার, ১৩ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০১
১৩৩৬ শিখণ্ডী, শিখণ্ডন্, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৩৩
১৩৪০ দ্বিলিঙ্গ (যোঃ রায়), উভলিঙ্গ (গিঃ বসু), রাঃ বসু চলন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬৪২

জার্মান— Hermaphroditen.
ফ্রেঞ্চ— Hermaphrodite.
ইতালীয়—Ermafrodito.

একই প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ প্রজনন যন্ত্র বর্ত্তমান থাকিলে সেই প্রাণীকে hermaphrodite কহে। E. W. MacBride যেরূপভাবে এই বিষয়টি বুঝাইয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য,—

"In some group of animals, however—notably in those that lead somewhat isolated lives and have little power of locomotion—both kinds of gametes are produced by the same individual. Such an individual is termed an hermaphrodite."*

অর্থাৎ যে সকল প্রাণী সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করে না এবং চলা-ফেরায় একটু অপটু তাহাদেরই দুই লিঙ্গের যন্ত্রগুলি একই প্রাণীতে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে এবং এইরূপ প্রাণীদেরই hermaphrodite বলে।

'লিঙ্গ' শব্দপ্রয়োগে যদি আমরা প্রজনন যন্ত্রের ইঙ্গিত পাই তবে যাঁহারা 'উভলিঙ্গ', (১৩১২) 'দ্বিলিঙ্গ' (১৩১০) পরিভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের পরিভাষাগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে বলিতে হইবে। বিদেশীয় ভাষায় কিন্তু hermaphrodite মোটামুটি একই প্রকার।

Hermaphrodite—উভলিঙ্গ, দ্বিলিঙ্গ

অর্থ :—যে প্রাণীতে স্ত্রী-পুরুষ দুই লিঙ্গেরই প্রজনন যন্ত্র বর্ত্তমান থাকে।

৪৪। **Impregnation**—[L. *impraegnare*, to fertilize.] Transference of spermatozoa from male to body of female. p.147.

১৮২০ তাপ (Impregnate),——দিগ্দর্শন, মার্চ, পৃঃ ১৩১
১৮৫১ সেকঃ, সেচনং, নিষেকঃ, আসেকঃ, আসেচনং, গ্রভগ্রহণং, গর্ভোৎপাদনং, গর্ভাধানং, গর্ভধারণং, ভেরুণ্ডং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 368.
১৮৯৩ সেকঃ, নিষেকঃ, গর্ভাধানং, Apte, V, S. *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 202.
১৩১০ নিষেক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮
১৩১৭ নিষেক, এঃ ঘোষ, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০৩ (*Bot.*)
১৩১৭ বংশরক্ষণ, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৭
১৯১৭ 1.বংশরক্ষন (সাঃ পঃ), গর্ভোৎপাদন, গর্ভাধান, গর্ভস্থাপন ; গর্ভাবস্থা। 2. ডিম্বনিষেক নিষেক (সাঃ পঃ) ; গর্ভসঞ্চার, গর্ভাধান, ইত্যাদি, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1056.
১৩৪০ নিষেক (যোঃ রায়)। পর নিষেক (cross-impregnation), স্বনিষেক (self impregnation) (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৩ (*Bot.*)

---

* MacBride, E. W., '*Zoology*', (The Study of Animal Life), p. 31 (1913).

জার্মান— Befruchtung.
ফ্রেঞ্চ— Imprégnation.
ইতালীয়—Impregnamento.

Impregnation—গর্ভাধান [প্রতিশব্দ :—নিষেক, গর্ভোৎপাদন]

অর্থ :—নিষেক ক্রিয়া অর্থাৎ যে ক্রিয়ার দ্বারা শুক্র ডিম্বমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদের নিউক্লিয়াসের মিশ্রণ ঘটায়।

৪৫। **Intestine**—[L. *intestinus*, internal.] Part of alimentary canal from pylorus to anus, or part corresponding to this. p. 155.

১৮৫১ (Bowel) অন্ত্রং, নাড়িঃ-ড়ী, অন্ত্র নাড়ী, নালী-লিঃ, পুরীতৎ, ধমনী-নিঃ, শিরা, সিরা, কোষ্ঠঃ, উদরং, জঠরঃ-রং, মলাশয়ঃ, পুরীষাশয়ঃ, Williams, M., *Dict. Eng Sans.*, p. 407.
১৮৯৩ অংত্রং, পুরীতত্ ; নাড়ি-ড়ী-লি-লী, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 219.
১৩০৬ অন্ত্র,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৮
১৩১০ অন্ত্র, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০(১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৩১০ মলবহানাড়ী, দ্বিঃ ঠাকুর, বঙ্গদর্শন, ৩ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩৬
১৮৩২শক অন্ত্র, জঃ রায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭ (৪র্থ ভাগ) পৃঃ ১৬১
১৩২২ অন্ত্র, সুঃ সেন, প্রতিভা, ৫ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪১৯
১৯১৪ অন্ত্র, জঃ রায়, 'প্রাকৃতিকী', পৃঃ ২০০
১৩২০ অন্ত্র, সুঃ ভট্টাঃ, আর্য্যাবর্ত্ত, ৪ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ১০৪৯
১৩২৩ অন্ত্র, জ্ঞাঃ বাগচী, ভারতী, ৪০ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ১২১৮
১৯:৭ আমাশয় হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত পরিপাক ক্রিয়া সাধক নলাকার যন্ত্র ; অন্ত্র, আঁতড়ি, নাড়ীভুঁড়ি, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1107.
১৩২৭ অন্ত্র, শঃ রায়, প্রতিভা, ১০ (১০ সংখ্যা) পৃঃ ৪০১
১৩২৮ অন্ত্র, বাঃ মুখোঃ, ভারতবর্ষ, ৯ (১খঃ) পৃঃ ৫২
১৩২৮ অন্ত্র, রঃ রায়, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ১৪৬
১৩৩১ পক্বাশয়, গঃ সেন, আয়ুর্ব্বেদ সংহিত, শারীর পরিচয়. পৃঃ ৬৮
১৩৩২ পাচন গহ্বর (Intestine, gut), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৪
১৩৩২ অন্ত্র, নিঃ মিত্র, ভারতবর্ষ, ১৩ (১ খঃ) পৃঃ ২৮০
১৩৩২ অন্ত্র ; অন্ত্র [Intestinene (hind gut)], এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০২, ৪০৪ ; ঐ, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৮, ৭৯ (১৩৩৩)
১৩৩৩ অন্ত্র ; আন্ত্র গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (২য় ও ৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৫৭ ; ৩৩০
১৩৩৫ অন্ত্র, পক্বাশয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৭
১৩৩৫ পুরীত (pericardium, Intestine), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৪৩
১৩৩৬ ঋজুনাড়ী, নিঃ দত্ত, মাঃ বসুমতী, ৮ (২ খঃ) পৃঃ ৮২৫
১৩৩৯ পক্বাশয় (Small and large intestines), ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৮৯
১৩৪০ অন্ত্র ; পক্বাশয় (গঃ সেন), রাঃ বসু, চলন্তিকা ২য় সং, পৃঃ ৬৪৫

জার্মান— Darm.
ফ্রেঞ্চ— Intestin.
ইতালীয়—Intestino.

Stomach হইতে পায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত অংশকেই intestine কহে। ইহার বাংলা

পরিভাষা 'অন্ত্র' প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। একমাত্র কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় (১৩৩১) 'পক্বাশয়' রচনা করিয়াছেন। ডাঃ ঘোষ (১৩৩৫) এবং রাজশেখর বাবু (১৩৪০) 'অন্ত্রে'র সহিত 'পক্বাশয়'কেও পরিভাষার তালিকায় স্থান দিয়াছেন। Intestine অর্থে 'পক্বাশয়' ব্যবহার করিবার কবিরাজ মহাশয়ের হয়ত প্রচুর শাস্ত্রোক্ত নজীর আছে কিন্তু stomach অর্থে 'পক্বাশয়'ও আমাদের ভাষায় প্রভূত ব্যবহার হইয়াছে। প্রাণিবিজ্ঞানে কি হিসাবে 'পক্বাশয়' intestine অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা বলা দুষ্কর। আমরা কিন্তু একমাত্র 'অন্ত্র'ই রাখিতে অভিলাষী।

Intestine—**অন্ত্র**

অর্থ :—পাকস্থলীর শেষভাগ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত (পুষ্টিসাধক) নলাকার যন্ত্র।

৪৬। **Kidney—**

১৮৫১ বৃক্কঃ ক্কা ক্কং, বৃক্কঃ, বৃক্কঃ, বৃক্কা, মূত্রপিণ্ড, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 426.
১২৮৪ কিড্‌নি,——ভারতী, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩৭
১৮৯১ বৃক্কঃ—ক্কা, গুর্দ্দঃ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 227.
১৩০৫ মূত্রাশয়,——স্বাস্থ্য, পৃঃ ২৩৩
১৩১০ মূত্রযন্ত্র, বুক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৩১১ "বৃক্ক", বিঃ গুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৪
১৯০৬ মূত্রগ্রন্থি, রঃ রায়, ভিষক্-দর্পণ, ১৬ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৬১
১৯১০ বৃক্কগ্রন্থি, রঃ রায়, ভিষক্-দর্পণ, ২০ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১২২
১৩১৯ মূত্রযন্ত্র, চুঃ বসু, ভারতী, ৩৬ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫৮
১৩২০ কিড্‌নি, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১৩ (২খঃ) পৃঃ ৮১
১৩২০ মূত্রকোষ, সুঃ মিত্র, স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৫
১৯১২ কিডনি, মূত্রগ্রন্থি, লঃ আলী, ভিষক্-দর্পণ, ২২ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯৩
১৩২১ মূত্রাশয়, সুঃ বন্দ্যোঃ, ভারতবর্ষ, ২ (১ খঃ) পৃঃ ১০৬৫
১৩২১ বৃক্ক,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮
১৯১৪ মূত্রাশয়, শঃ রায়, বিজ্ঞান, ৭ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১০
১৩২৩ মূত্রগ্রন্থি,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৫ (১০ সংখ্যা) পৃঃ ৩০১
১৯১৭ মূত্রপিণ্ড, (প্রাহিঃ) বৃক্ক, (ভাবঃ) মূত্রাশয়, মূত্রগ্রন্থি, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II. p. 1152.
১৩২৬ মূত্রযন্ত্র, আঃ লাহিড়ী, কৃষি-সম্পদ, ১০ (১১।১২ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৪
১৩২৬ মূত্রযন্ত্র, রঃ রায়, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৪
১৩২৮ মূত্রগ্রন্থি, বাঃ মুখোঃ, ভারতবর্ষ, ৯ (১খঃ) পৃঃ ৫২
১৩৩০ মূত্রগণ্ড শঃ রায়, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৬ (১খঃ) পৃঃ ১৮১
১৩৩১ মূত্রযন্ত্র, পাঁঃ নন্দী, ভারতবর্ষ, ১২ (১খঃ) পৃঃ ৫৬৪
১৩৩১ বৃক্ক, গঃ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা' শারীর পরিচয়, পৃঃ ৩৮
১৩৩২ শশাথ মূত্রস্রাবক, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৩
১৩৩২ মূত্রের যন্ত্র, নিঃ মিত্র, ভারতবর্ষ, ১৩ (১খঃ) পৃঃ ২৮১
১৩৩২ মূত্রস্রাবক নালী, মূত্রস্রাবকাশয়, (Kidney, Organ of Bojanus), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৪
১৩৩৩ মূত্র-গণ্ড, শঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৪ (১খঃ) পৃঃ ১০০৪

১৩৩৫ বৃক্কযন্ত্র, সুঃ দাশগুপ্ত, 'বিচিত্রা', পৃঃ ৪৬৬
১৩৩৬ বৃক, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৪
১৩৩৯ মূত্রাশয়, বীঃ ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১খঃ) পৃঃ ৩৯৬
১৩৩৯ মূত্রাশয়, প্রঃ সেন, শিশুভারতী, ৪, পৃঃ ২৪২
১৩৪০ মূত্রযন্ত্র (যোঃ রায়); বৃক (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬৪৫
১৩৪০ বৃক বা কুক্ষিগোলক, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ১০ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ১৭৩

জার্ম্মান— N i e r e.
ফ্রেঞ্চ— R e i n.
ইতালীয়—R e n e.
ল্যাটিন— R e n e s.

প্রাণিদেহমধ্যে অপনয়ন যন্ত্রগুলির মধ্যে kidney একটি প্রধান যন্ত্র। দেহমধ্যে যে সকল দূষিত পদার্থ প্রস্তুত হয় তন্মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট দূষিত পদার্থ kidney-র দ্বারা অপনীত বা নিষ্কাশিত হয়। রক্তপ্রবাহের মধ্য দিয়া দূষিত পদার্থ বাহিত হয় এবং kidney সেই সকল পদার্থ ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লয়। Kidney একটি বহু নলিকাবিশিষ্ট অপনয়ন গ্রন্থি। ইহার সম্বন্ধে J. Arthur Thomson যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য,—

"But there is much waste resulting from tissue changes, which is not gaseous. It is cast into the blood stream by the tissues, and has got to be got rid of in some way. This is effected by the kidneys, which are really filters introduced into the blood stream. But they are the most marvellous filters imaginable, and give us a good example of the intricacy of life processes. For the kidneys not only take out of the blood all the waste products that result from the metabolism of proteids and contain nitrogen, they also maintain the composition of the blood at its normal, rejecting any stuffs that vary from the normal, either qualitatively or quantitatively, doing this work according to laws quite different from the simple ones of diffusion or solubility : thus sugar and urea are about equally soluble, and yet the sugar is kept in the body, while the urea is cast out. Even substances as insoluble as resins are removed from the blood by the living cells of the kidneys."*

পরিভাষার তালিকায় দেখা যাইবে যে, 'মূত্র' যোগে সম্পন্ন শব্দ বেশী সঙ্কলিত হইয়াছে, অথচ সংস্কৃতে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে বহু পুরাকাল হইতে 'বৃক্ক' শব্দ প্রচলিত। 'মূত্রাশয়' বলিতে আমরা বুঝিতে পারি যে স্থানে মূত্র সঞ্চিত হয়, এরূপ স্থানকে ইংরেজীতে (urinary) bladder কহে। Kidney মূত্র সম্বন্ধীয় যন্ত্র এবং সেই হিসাবে উহাকে হয়ত urinary organ বলা চলিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া উহার পরিভাষা 'মূত্রযন্ত্র' রচনা করা যাইতে পারে কি না বলা দুষ্কর। ডাঃ লক্ষ্মীকান্ত আলী লিখিয়াছেন "মূত্রযন্ত্র বলিলে মূত্রগ্রন্থি বা কিডনি (kidneys) ও মূত্রথলী বা ব্লাডার (bladder) বুঝিতে হইবে" †। যিনি যাহাই বুঝুন আমরা কিন্তু kidney-র পরিভাষা 'মূত্র'যোগে কোন শব্দ দ্বারা সঙ্কলন করিতে

* Thomson, J. A., *'Outlines of Zoology'*, p. 30 (1921).

† লক্ষ্মীকান্ত আলী, 'শুশ্রূষা নার্সিং শিক্ষা', ভিষক দর্পণ, ২২ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯১ (১৯১২)

অভিলাষী নহি। উহার পরিভাষা যদি গ্রহণ করিতে হয় তবে আয়ুর্ব্বেদোক্ত 'বৃক্ক' শব্দই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। 'বৃক্ক' সংস্কৃত-ঘেঁসা শব্দ বলিয়া যাঁহারা ব্যবহার করিতে নারাজ তাঁহারা অক্ষরান্তরিত 'কিডনী' শব্দ গ্রহণ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, 'বৃক্ক' বা 'কিডনী' শিখিতে ও বুঝিতে সেই একই সময় লাগিবে।

Kidney—**কিডনী, বৃক্ক**

অর্থঃ—এক প্রকার অপনয়ন যন্ত্র অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া দেহস্থিত কয়েকপ্রকার দূষিত পদার্থ মূত্ররূপে ছাঁকিয়া অপনয়ন করা হয়।

৪৭। **Kingdom—**

১৮৫১ রাজ্যং, রাজত্বং, ঐশ্বর্য্যং, আধিপত্যং, স্বাম্যং, প্রভুত্বং স্বাহিনং—(Animal kingdom) জীবজাতিঃ, প্রাণিজাতিঃ, জীবগণঃ, Williams, M., *Dict., Eng. Sans.*, p. 427.

১২৯১ জাতি, ক্ষীঃ রায়, নব্যভারত, ২ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯৩

১৮৯৩ রাজ্যং, রাষ্ট্রং, বিষয়ঃ 2. আধিপত্যং, ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্বং, স্বামিত্বং ও জাতি, বর্গ, গণঃ, 'animal k.' প্রাণিবর্গঃ—জাতিঃ, Apte, V. S, *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 228.

১৩১০ রাজ্য, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬

১৯১৭ 1. রাজ্য, রাজ্যাধিকার, রাষ্ট্র। 2. অধিকার, এলেকা। 3. জন্তু, উদ্ভিদ ও খনিজ এই তিন প্রধান বিভাগের অন্যতম, সৃষ্টি, সর্গ (হিঃ কোঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1155.

১৩২৫ প্রাণীরাজ্য (Animal kingdom), জঃ সরকার, ৮ (৬।৭ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৬

১৩৩১ রাজ্য, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (-ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৪

১৯৪০ সর্গ (H. S. G.), রাজ্য (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৮২

জার্ম্মান— Reich.
ফ্রেঞ্চ— Régne.
ইতালীয়—Regno.
ল্যাটিন— Regnum.

জীবজগৎকে প্রধানতঃ দুইটি শাখায় শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, একটি প্রাণী ও অপরটি উদ্ভিদ। যে শাখাদ্বয়ে ঐরূপ করা হইয়াছে, তাহাদের ইংরেজীতে kingdom কহে। ইহার পরিভাষা 'রাজ্য' চলিত, আমরাও তাহাই করিলাম। Hndi Scientific Glossary-তে 'সর্গ' করা হইয়াছে, আমাদের মনে হয় উহা kingdom অর্থে গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়। বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে দিয়াছি।

Kingdom—**রাজ্য**

অর্থঃ—জীবজগতের শ্রেণীবিভাগের প্রথম ও প্রধান শাখার নাম।

৪৮। **Large intestine—**

"Large intestine—The tube immediately between the small intestine (ileum) and the colon (or rectum) (L. *Largus*, great and intestine.)"*

* Jardine, N. K., '*The Dictionary of Entomology*' London, p. 112.

১৩১০ পৃথু অন্ত্র, যো: রায়, সা:-প: প:, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৪০
১৩১১ স্থূলান্ত্র, বি: গুপ্ত, সা:-প: প: ১১ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৬২
১৩১৯ বৃহদন্ত্র, স: চক্র, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃ: ১৬৩
১৩১৯ বৃহদন্ত্র কা: বসু, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (৮ম সংখ্যা) পৃ: ৩৩৭
১৩১৭ বৃহদন্ত্র, মলাশয়, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1107.
১৩১৬ বনিষ্ঠু (L. intestine, Prostrate gland), গি: মুখো:, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৫০
১৩৩৬ বৃহদন্ত্র,.........গি: মুখো:, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৫৫

জার্ম্মান—Dick Darm.

Intestine অর্থে 'অন্ত্র' আমরা পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছি। যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১০) কৃত large intestine অর্থে 'পৃথু অন্ত্র' সম্বন্ধে বিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয় (১৩১১) যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য,—

"শারীর স্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের টীকায় (শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সংস্করণ অ: ১১৩) অরুণ দত্ত বলিয়াছেন, "স্থূলান্ত্রসূক্ষ্মান্ত্রভেদাৎ দ্বিধা অন্ত্রং। তত্র স্থূলান্ত্রবদ্ধো গুদো নাম মর্ম্মবিশেষঃ"। সুতরাং অণু অন্ত্রের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্মান্ত্র এবং পৃথু অন্ত্রের পরিবর্ত্তে স্থূলান্ত্র ব্যবহার করাই সঙ্গত।"

আমরাও 'স্থূলান্ত্র' বাহাল করিতে অভিলাষী, জার্ম্মান পরিভাষার সহিত ইহার অর্থগত সাদৃশ্য আছে। ইংরেজী শব্দানুগ অর্থে 'বৃহদন্ত্র'ও চলিতে পারে, যদিও প্রাণিবিশেষে large intestine বৃহৎ নহে।

Large intestine—**স্থূলান্ত্র** [প্রতিশব্দ:—বৃহদন্ত্র]
অর্থ:—অন্ত্রের শেষ অংশ।

৪৯। **Larva**—[L. *larva*, ghost.] An embryo which becomes self-sustaining and independent before it has assumed the characteristic features of its parents. p. 165.

"Larva (Lat. a mask). The insect in its first stage after its emergence from the egg, when it is usually very different from the adult. Applied in a general sense to the young form of any animal, particularly if unlike the adult."*

"Larva—(L. *larva*, a ghost or mask), the young of any animal which during its development is unlike its parents." †

"Larva (Lat. *larva*, ghost, mask), an immature but more or less active stage in the development of certain animals, differing widely in appearance from the adult."‡

---

* Nicholson, H. A., *A Manual of Zoology*, Glossary, 7th ed., pp. 895-96 (1887).

† Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 379 (1910).

‡ Dendy, A., "Glossary of Technical terms," *Outlines of Evolutionary Biology*, p. xxvii (1918).

"Larval stage. An immature but usually active stage in the development of an organism. Since it leads an independent existence a larva often possesses special temporary adaptive characters which may not be of later significance."¶

"Larva, —æ.—An insect after issuing from the egg ; the second stage of an insect's life ; the caterpillar stage (the term "caterpillar" is generally applied to the larvae of butterflies and moths). (L. a mask.)" §

১৮৫১ কীটঃ, কীটডিম্বঃ, কৃমিঃ কোশস্থঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 438.
১৮৯৩ কীটঃ, কীটডিংভঃ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.* p. 232.
১৩১০ পোকা, বর্বর, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৪
১৩১০ কীট, হঃ মিত্র, কমলা, পৃঃ ৪৫
১৩১৫ কীড়া, সুঃ বসু, কৃষক, ৯ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১০৬
১৩১৭ অর্ভক বা শূককীট ; অর্ভক বা শূক অবস্থা, শঃ মুখোঃ, আর্য্যাবর্ত্ত ১ (৭ম ও ৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৫০১ ; ৬.৪
১৩১৮ কীটাবস্থা, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৮ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮
১৩১৯ অর্ভক বা শূক (অবস্থা), রঃ সেন, প্রবাসী, ১২ (২ খঃ) পৃঃ ৮৪
১৩১৯ পোকা, জ্ঞঃ বাগচী, প্রবাসী, ১২ (২ খঃ) পৃঃ ৬০২
১৩২০ ডিম, সুঃ ভট্টাঃ, আর্য্যাবর্ত্ত, ৪ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৬৮
১৩২১ কীড়াবস্থা (Larval stage),——প্রবাসী, ১৪ (২খঃ) পৃঃ ৬৪০
১৩২১ কীড়া, দেঃ মিত্র, প্রবাসী, ১৪ (২ খঃ) পৃঃ ৩০৯
১৩২১ শুটী, সঃ চৌধুরী, ভারতী, ৩৮ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৫২১
১৩২২ কৃমি, কাঃ লাহিড়ী, কৃষি-সম্পদ ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১১৯
১৯১৫ লারভা, বিঃ চক্রঃ, বিজ্ঞান, ৪ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১৯
১৯১৭ কৃমি, কীটপোত (হিঃ কোঃ), পোকা। 2. অন্তান্তরূপান্তরগ্রাহী প্রাণীর আদ্যরূপ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1178.
১৯১৮ শিশু-মশক, অশ্বিঃ দত্ত ও ক্ষিঃ ঘোষ, 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান', পৃঃ ১৫৫
১৩২৭ শিশুকীট, ঈঃ গুহ, কৃষি-সম্পদ, ১১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৭৮
১৩২৮ কীড়া, আঃ লাহিড়ী, কৃষি-সম্পদ, ১১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৮৪
১৩৩১ স্বজীবিভ্রূণ, বিষমশিশু, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১২১
১৩৩১ কড়া, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২০৬
১৩৩১ কীটাবস্থা, (larval stage) কীট, বিঃ পাল, প্রকৃতি, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪১১
১৩৩১ শূককীট, দুঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫০ ; ঐ, ২ (২য় সংখ্যা), পৃঃ ৮৩ (১৩৩২)
১৩৩২ কড়াবস্থ (larval), কড়া, কড়াপোকা, শুঁয়াপোকা, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৫
১৩৩৩ স্বতন্ত্রী শিশু, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৮
১৩৩৩ বিষম শিশু, হিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৪৭
১৩৩৩ বিষম শিশু, ভিন্নাঙ্গী, স্বকাঙ্গী, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫০৯
১৩৩৪ শাবক, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬২
১৩৩৬ কীড়া বা কড়া, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৬ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৮৫
১৩৩৬ কীটশিশু, ধীঃ চৌধুরী, বিচিত্রা, ৩ (২খঃ) পৃঃ ১৪০
১৩৩৮ মশার বাচ্ছা. বা শূককীট, পঃ ঘোষাল, প্রকৃতি, ৮ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৭৬
১৩৪০ শিশু-অবস্থা, (larval stage), খঃ দাস, প্রকৃতি, ১০ (১।২।৩ সংখ্যা) পৃঃ ১০৪

¶ Richards, A., "Definitions of Terms used in Embryology", '*Outline of Comparative Embryology*', N. York, p. 398 (1931).

§ Jardine, N. K., '*The Dictionary of Entomology*', London, p. 112.

জার্ম্মান— Larve.
ফ্রেঞ্চ— Larve.
ইতালীয়—Larva.

যে সকল প্রাণীর পরিবর্দ্ধন বা পরিস্ফুরণ ক্রিয়ায় কোনপ্রকার রূপান্তর ঘটে তাহাদেরই ভ্রূণাবস্থার পর যে শিশু অবস্থা দেখা যায় তাহাকেই সাধারণভাবে larva কহে। এই অবস্থায় তাহারা পিতৃমাতৃরূপ প্রাপ্ত হয় না এবং অনেক সময় স্বাধীন, কর্ম্মঠ, আত্মনির্ভরশীল জীবনযাপন করে। বহু পর্য্যায়ের প্রাণীতে এই larva অবস্থা দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ Phylum Arthropoda অন্তর্গতঃ Insecta ও Crustacea শ্রেণীতে, Phylum Echinodermata-য়, Mollusca-র কয়েক শ্রেণীতে, ইত্যাদি। Insecta-শ্রেণীর এই বিশিষ্ট শিশু অবস্থাকেই সাধারণভাবে larva বলা হয়, Butterfly এবং Moth-এর larva-কে কিন্তু 'caterpillar' কহে। অন্যান্য পর্য্যায়ের প্রাণীদের larva-কে আবার বিশিষ্ট নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই রকম একটি মিকিডিয়াম larva-র কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ৬৬)।

উপরের পরিভাষার তালিকায় যে-সকল শব্দ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিই Insecta শ্রেণীর প্রাণীর আলোচনায় উদ্ভাবিত বা সঙ্কলিত হইয়াছে। Larva-কে ব্যাপকভাবে দেখিয়া কেহই পরিভাষা রচনা করেন নাই। ১৯৩১ সালের প্রকৃতিতে ইহার পারিভাষিকত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল।

সুধীন্দ্রলাল রায় তাঁহার 'লাল পিঁপড়ে' প্রবন্ধের ১০২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিতেছেন,—

"এঅবস্থাটা ঠিক ডিমের অবস্থা নয়; এটা পিঁপড়ের শৈশবের একটা অবস্থা—ডিম বললে ভুল বলা হবে। ইংরাজী larva কথাটার বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে আমি সুবিধার জন্য এ ক্ষেত্রে তাকে ডিম সংজ্ঞা দ্বারাই অভিহিত করব।"*

এই প্রবন্ধের আলোচনায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় larva-র পরিভাষা 'কড়া' লিখিলে (১৩৩১, পৃঃ ২০৬) সুধীন্দ্র বাবু উত্তরে লেখেন,—

"larvaর অর্থে জ্ঞানেন্দ্র বাবু "কড়া" করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক নামকরণের নিয়ম সম্বন্ধে দুএকটা কথা "প্রকৃতি"তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেই বলা হইয়াছে। "কড়া" শব্দটি গ্রাম্য কথা; larvaর অন্য কোনও বাংলা নাম অন্য কোনও অভিধানে বা বৈজ্ঞানিক পুস্তকে যদি না পাওয়া যাইত তাহা হইলে এই প্রাদেশিক শব্দটি জ্ঞানবাবু চালাইতে পারিতেন। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র বাবু অপেক্ষা পণ্ডিতগণ যখন larvaর বাংলা শব্দ দিতেছেন তখন তাঁহার "কড়া" চালান যায় না। বাংলার বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিলে জ্ঞানেন্দ্র বাবু অনেক প্রমাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। যোগেশ বাবুর শব্দকোষে ৫৯০ পৃষ্ঠায় larvaর বাংলা আছে—পোকা, পুকী বা কৃমির অবস্থা। ৺দ্বিজেন্দ্র বাবুও এইরূপই পরিভাষা করিয়াছিলেন।"†

প্রত্যুত্তরে জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাবু লেখেন,—

"সুধীন্দ্র বাবু ইংরাজী larva শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দের অভাবে উহাকে "ডিম" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন............আমি larva-কে কড়া বলিয়াছি।........

* প্রকৃতি, পৃঃ ১০২ [পাদটীকা] (১৩৩১) † প্রকৃতি, পৃঃ ২১০ (১৩৩১)

"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের শব্দকোষখানা আমার নাই। তিনি যদি অভিধানে larva অর্থে "পোকা, পুকী বা কৃমির অবস্থা" লিখিয়াও থাকেন তাহাতে আমাকে প্রচলিত সহজবোধ্য গ্রাম্য "কড়া" শব্দটিকে পরিত্যাগ করিতে যে কেন হইবে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।.........সুধীন্দ্রবাবু অবশ্য ঐ গ্রাম্য শব্দটিকে না লইতে পারেন। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের জন্ম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় অবশ্যই বাঙ্গালী নব্য পাঠক পাঠিকাদিগের নিকটেও সুপরিচিত। কড়া শব্দটি আমি তাঁহারই নিকট হইতে লইয়াছি মাত্র। সুতরাং নবদ্বীপে ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলের গ্রাম্য কড়া শব্দটিকে বৈজ্ঞানিক সমাজে চালাইবার জন্ম যদি কেহ দোষী হইয়া থাকেন তবে তিনি—উক্ত রায় মহাশয়, আমি নহি। আর এক কথা, আপ্তের ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধানে larva-র কীটঃ ও কীটপিণ্ডঃ অর্থ লেখা আছে দেখিতেছি; "পুকী" ত দেখিতেছি না। উহা সংস্কৃত, কি গ্রাম্য শব্দ তাহা অবশ্য আমি জানি না।" ‡

ইহার পর বিশেষজ্ঞের মন্তব্যে দুর্গাদাস মুখার্জ্জি মহাশয় পরিভাষার বিচারের উপর কোনরূপ কটাক্ষপাত না করিয়া larva-কে প্রথমে একস্থানে 'শূককীট' লেখেন এবং তাহার পর হইতে ক্রমাগত ইংরেজী শব্দটিই ব্যবহার করেন।

অন্যস্থানে জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাবু (প্রকৃতি ১৩৩২, পৃঃ ৪৬ পাদটীকা) larva শব্দের কতকগুলি পরিভাষা দিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "অভিধানে অণ্ডোদ্‌গত কীট, কীট-ডিম্ব প্রভৃতি দেখিয়াছি। ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় ইহাকে স্বজীবি ভ্রূণ ও বিষম-শিশু বলিয়াছেন; প্রকৃতি ১২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তবে আমি গ্রাম্য কড়া শব্দটিকেই সরল বোধে অধিকতর পছন্দ করি। কেহ কেঁহ উহাকে শুঁয়াপোকাও বলেন।"

উপরি-উদ্ধৃত আলোচনা দেখিয়া মনে হয় যে larva-র পরিভাষা সম্বন্ধে উঁহারা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়াছেন। ডাঃ ঘোষ ইহার পরিভাষা অনেকগুলি রচনা করিয়াছেন, যথাক্রমে তাহা উল্লেখ করিতেছি, 'স্বজীবি ভ্রূণ', 'বিষমশিশু' (১৩৩১), 'স্বতন্ত্রীশিশু', ভিন্নাঙ্গী' 'সকাঙ্গী' (১৩৩৩)। সমগ্র প্রাণিবিজ্ঞানের পক্ষে ডাঃ ঘোষের কোন্ শব্দটি সুপ্রযোজ্য তাহা তিনি না বলিয়া দিলে আমাদের পক্ষে তাহা বলা কঠিন। অধ্যাপক হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেন যে 'বিষম শিশু' (১৩৩৩) শব্দটি তাঁহার "স্পঞ্জ" প্রবন্ধে মনোনীত করিলেন তাহা বলা দুষ্কর।

একমাত্র বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় (১৯১৫) larva-কে বাংলা পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়াছেন। 'কীড়া' 'কড়া' 'শূককীট' ইত্যাদি শব্দগুলি হয়ত Insecta শ্রেণীর larva বুঝাইতে পারে, কিন্তু অন্য কোনও পর্য্যায়ের প্রাণীদের larva যে বুঝান যায় না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এরূপক্ষেত্রে বিভূতিবাবুর প্রবর্ত্তিত অক্ষরান্তরিত শব্দই বাংলা প্রাণিবিজ্ঞানের জন্য গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

Larva—লার্ভা

‡ প্রকৃতি, পৃঃ ৩৪৬-৪৭ (১৩৩১)

§ ঐ, পৃঃ ৩৫০ (১৩৩১)

অর্থ :—যে সকল প্রাণীর পরিবর্দ্ধনে বা পরিস্ফুরণে রূপান্তর ঘটে, তাহাদের পিতামাতা হইতে ভিন্নরূপধারী এক শিশু অবস্থা।

৫০। **Larynx** [Gk. *laryngx*, larynx.] The organ of voice in most Vertebrates, except Birds, p. 165.

১৮৫১ কণ্ঠনালঃ—লী, কণ্ঠনাড়িঃ-ড়ী, কৃষ্ণঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 438.
১২৮৬ লারিংস,——কল্পদ্রুম, পৃঃ ৩৬৮
১৮৯৩ কণ্ঠনালঃ-লী, কৃষ্ণঃ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 232.
১৩০৫ লেরিংস বা কণ্ঠনালী,——স্বাস্থ্য, পৃঃ ১০৯
১৯০০ গলনালী, কাঃ সেন, ভিষক-দর্পণ, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৯
১৩১০ স্বরযন্ত্র, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১
১৩১১ বাগিন্দ্রিয়, বিঃ গুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৩
১৩১৯ স্বরযন্ত্র, সঃ চক্র, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৪
১৩২০ স্বরনালী,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৬৪
১৩২০ স্বরযন্ত্র, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১৩ (২ খঃ) পৃঃ ৮১
১৩২০ স্বরযন্ত্র, সুঃ ভট্টাঃ, আর্য্যাবর্ত্ত, ৪ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ১০৪৯
১৩২২ স্বরযন্ত্র (শ্বাসপথের উপরিতল ভাগ যাহাতে গলার স্বর উৎপাদিত হয়),——স্বাস্থ্য-সমাচার ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮
১৩২৪ লেরিংস বা কণ্ঠকক্ষ,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (১০ সংখ্যা) পৃঃ ২২৬
১৩২৪ লেরিংস অঃ বিশ্বাস, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১০ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯৫
১৯১৭ কণ্ঠনালীর ঊর্দ্ধভাগ, স্বরযন্ত্র, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1178.
১৩২৮ শ্বাসনলী, রঃ রায়, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ১৪৫
১৩২৮ কণ্ঠনালী, প্রঃ দাঃ রায়, ভারতী, ৪৫ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ [illegible]
১৩২৯ কণ্ঠগহ্বর, বঃ চট্টোঃ, ভারতী, ৪৬ (১ খঃ) পৃঃ ১০৪
১৩৪০ স্বরযন্ত্র (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬৪৫

জার্ম্মান—Larynx.
ফ্রেঞ্চ —Larynx.
ইতালীয়—Laringe.

পূর্ব্বে আমরা গ্লটিসের কথা উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ১০৩-৪)। উহার ঠিক নিম্নদেশে বিশিষ্ট cartilage-সমন্বিত যে ছোট প্রকোষ্ঠ দেখা যায় তাহাকেই larynx কহে। Shipley-MacBride-এর কথা তুলিয়া দিতেছি,—

"Immediately below the glottis the trachea is enlarged. The enlarged portion is stiffened by a large, broad, ring-shaped cartilage, the cricoid, to which are articulated two arytenoid cartilages. The whole structure consisting of the dilatation of the trachea and its cartilages is called the larynx."*

বস্তুতঃ বহু উচ্চপর্য্যায় প্রাণীদের ইহাই একমাত্র স্বরযন্ত্র, কিন্তু পক্ষিশ্রেণীতে larynx থাকা সত্ত্বেও যে যন্ত্রের দ্বারা স্বর প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাকে syrinx কহে। Shipley-MacBride বলিতেছেন,—

* Shipley, A. E., & MacBride, E. W., '*Zoology*', 4th ed., p. 579 (1920).

"Like most other land vertebrates, birds have a l a r y n x or organ of voice at the top of the trachea in the usual manner by the enlargement of some of these rings of cartilage, and the stretching of a thin membrane between and two special cartilages, the arytenoids, which lie at the opening of the windpipe into the gullet. The larynx however appears to be functionless, and the effective organ of voice in Birds, the s y r i n x, is found much deeper down, at the spot, namely, where the windpipe splits into two tubes, the bronchi, which lead to the lungs."†

সুতরাং যাঁহারা larynx-এর পরিভাষা 'স্বরযন্ত্র' করিতে চান তাঁহারা syrinx-এর পরিভাষা কি করিবেন? সকল প্রাণীর 'স্বরযন্ত্রই' larynx নহে, এ কথা বলা বাহুল্য। 'স্বরযন্ত্র' যদিও larynx-এর তাৎপর্য্যগত অর্থ প্রকাশক, উহা কিন্তু পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়। অনেকে যেমন larynx-কে অক্ষরান্তরিত করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন (উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকা দ্রষ্টব্য) আমরাও তেমনি করিতে অভিলাষী।

Larynx—ল্যেরিংস্ ‡

অর্থ :—পক্ষিশ্রেণী ব্যতীত বহু উচ্চপর্য্যায় প্রাণীদের স্বরযন্ত্র।

৫১। **Liver**—[A. S. *lifer*, liver.] A bile-secreting gland of Vertebrates; digestive gland of some Invertebrates. p. 169.

১৮৫১ (The organ which secretes the bile), যকৃৎ, কালখণ্ডং, কালকং, কালিকা, কালেয়ং, কালখঞ্জনং, পিত্তাশয়ঃ, পিত্তাধারঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 460.

১৮৯১ যকৃত, কালখণ্ডং, কালকং, কালেয়ং, Apte. V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 245.

১৯০৬ যকৃৎ,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৮; ঐ, 'শব্দকথা', পৃঃ ১৯৫ (১৩২৪)

১৯০০ যকৃৎ, কাঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১০০

১৩১০ যকৃৎ, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০

১৩১৯ যকৃৎ, শঃ ভট্টা, ভারতী, ৩৬ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ১১৪১

১৩২১ যকৃৎ,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৪৪

১৩২০ যকৃৎ, জ্ঞাঃ বাগচী, ভারতী, ৩৭ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ১২১৮

১৯১৭ যকৃত (শিরার রক্ত পরিষ্কারক এবং পিত্ত নিঃসারক যন্ত্র), পিত্তাশয়, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, pp. 1234.

১৩২৮ যকৃৎ, বাঃ মুখোঃ, ভারতবর্ষ, ৯ (১ খঃ) পৃঃ ৫৩

১৩২৮ যকৃৎ, নঃ বসু, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৬

১৩৩১ যকৃৎ, গঃ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা', শারীর পরিচয়, পৃঃ ৩৮

১৩৩১ যকৃৎ, ত্রিঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১২ (২ খঃ) পৃঃ ২০৩

১৩৩২ যকৃৎ, জ্যোঃ বসু, মাঃ বসুমতী, ৪ (১ খঃ) পৃঃ ১৮২

১৩৩২ যকৃৎ নিঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৩ (১ খঃ) পৃঃ ২৮১

১৩৩২ পাচক গণ্ড, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৪

১৩৩৩ পাচন গণ্ড, (Liver, Hepatopancreas), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫০৯

† Shipley, A. E., & MacBride, E. W. '*Zoology*', 4th ed., p. 624 (1920).

‡ 'ল্যেরিঙ্ক্স্' এইরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে।

১৩৩৪ কালখণ্ড, কালখঞ্জন, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৩
১৩৩৫ যকৃৎ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৭
১৩৩৭ যকৃৎ, রুঃ দত্তরায়, ভারতবর্ষ, ১৮ (২ খঃ) পৃঃ ৯৬
১৩৩৯ যকৃৎ, বীঃ ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১ খঃ) পৃঃ ৩৯৬
১৩৪০ যকৃৎ, প্রঃ সেন, শিশু-ভারতী, ৪, পৃঃ ২৪২
১৩৪০ যকৃৎ, রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬৪৫

জার্মান— Leber.
ফ্রেঞ্চ - Foie.
ইতালীয়—Fegato.

Liver—যকৃৎ

অর্থ :—উচ্চপর্য্যায় প্রাণীদের পিত্তরসনিঃস্রাবী ও নিম্নপর্য্যায় প্রাণীদের পরিপাক সহায়ক গ্রাণ্ড।

৫২। **Lung(s)**—[A. S. *lunge*, lung.] The paired or single respiratory organ of air-breathing higher animal forms. p. 171.

১৮৫১ ফুক্‌ফুসঃ, পুক্‌ফুসঃ, পুস্ফুসঃ, ফুস্ফুসঃ, রক্তফেনজঃ, Williams, M., *Eng. Sans. Dict.*, p. 473.
১২৮২ ফুসফুস,——অণুবীক্ষণ, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৬৩
১৮৯৩ তিলকং, ক্লোমন্, ক্লোমং, ফুক্‌ফুসঃ-সং Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.* p. 251.
১৩০৫ ফুসফুস,——স্বাস্থ্য, পৃঃ ১০৯
১৩০৬ ফুসফুস,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৮ ; ঐ, 'শব্দ কথা', পৃঃ ১৯৫ (১৩২৪)
১৩১০ ফুসফুস, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৩১৪ ফুসফুস, পঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা, পৃঃ ৮৫
১৩১৭ ফুস্ফুস, ফুসফুস (ব্র),——কেঃ দাশগুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩২
১৩২২ ফুসফুস (ফুলকো),——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮
১৩২৩ ফুসফুস, প্যাঃ দেববর্ম্মণ, ভারতবর্ষ, ৪ (১ খঃ) পৃঃ ২০৩
১৯১৭ বায়ুকোষ, ফুস্ ফুস্ যন্ত্র, ক্লোম, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1260.
১৩২৪ ফুসফুস, অঃ বিশ্বাস, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮
১৩২৫ ফুসফুস, অঃ সরকার, প্রতিভা, ৮ (৬।৭ সংখ্যা) পৃঃ ২১৬
১৯১৪ ফুসফুস, জঃ রায়, 'প্রাকৃতিকী' পৃঃ ১০০
১৩২৮ ফুসফুস, বাঃ মুখোঃ, ভারতবর্ষ, ৯ (১খঃ) পৃঃ ৫২
১৩৩২ ফুসফুস, নিঃ মিত্র, ভারতবর্ষ, ১৩ (১ খঃ) পৃঃ ২৭৯
১৩৩৪ কফোড়, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭২
১৩৩৪ ক্লোম (Lungs ; Oesophagus), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৫
১৩৩৫ ফুসফুস, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৭
১৩৩৫ পুপ্‌ফুস, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৪৩
১৩৩৫ ফুসফুস, নৃঃ বসু, স্বঃ বঃ সমাচার, পৃঃ ৩২৩
১৩৩৬ বাতফুল্লান্ত্র, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫১

১৩৩৭ ফুস্‌ফুস্‌, হ্ণ: দত্তরায়, ভারতবর্ষ, ১৮ (২খ:) পৃ: ৯৬
১৩৩৯ ফুসফুস, বী: ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১ খ:) পৃ: ৩৯৫
১৩৪০ ফুসফুস, প্র: সেন, শিশুভারতী, ৪, পৃ: ২৪২
১৩৪০ ফুসফুস, রা: বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃ: ৬৪৫

জার্ম্মান— Lungen.
ফ্রেঞ্চ— Poumon.
ইতালীয়—Polmone.
ল্যাটিন— *Pulmones.*

Lungs—**ফুস্‌ফুস্‌**

অর্থ :—সাধারণতঃ প্রাণীর যে যন্ত্র দ্বারা বায়ু হইতে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া ঘটে।

৫৩। **Medusa**—[Gk. *Medousa,* one who rules.] A jelly-fish. p. 179.

"Medusae. The 'jelly-fishes', so called because of the resemblance of their tentacles to the snaky hair of Medusa. Some jelly-fishes (*Trachymedusæ*) are independent animals; but others are merely a single life-stage in certain of the *Hydrozoa.*"*

"Medusæ (Lat. *Medusa,* the Gorgon), jelly fish, the sexual individuals of certain hydroids."†

"Medusa (*pl.*, medusæ). A jellyfish; the free-swimming member of many hydroid species."‡

"medusa, (L. *Medusa*, a mythological woman whose hair was turned into snakes), a jelly fish, or reproductive zooid of certain coelenterates."§

১৩১০ রাবণ ছাতা, যো: রায়, সা:-প প:, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৪২
১৩১৩ মেডুসা, শ: রায়, নব্যভারত, ২৪ (১২শ সংখ্যা) পৃ: ৬২১
১৩২০ "মেডুসা", অ: হোম, প্রবাসী, ১৩ (১খ:) পৃ: ৪৩০
১৯১৭ (প্রাণি-বিদ্যা) সামুদ্রিক মৎস্য-বিশেষ; (জন্তু'বিদ্যা) সামুদ্রিক মৎস্য-বিশেষ সম্বন্ধীয়, Guha; C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1306.
১৩২১ ছত্রাঙ্গী, ছত্রকপ্রাণী, এ: ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃ: ৩৩২
১৩৩৬ ছত্রক প্রাণী, এ: ঘোষ, সুবর্ণবণিক সমাচার, ১৩ (৭ম সংখ্যা) পৃ: ৩৫৯
১৩৪০ মেডুসা, যো: গুপ্ত, শিশু ভারতী, ৪, পৃ: ২৬১

জার্ম্মান —Meduse.
ফ্রেঞ্চ —Méduse.
ইতালীয়—Medusa.

Phylum Coelenterata অন্তর্গত Hydrozoa এবং Scyphozoa শ্রেণীতে বিভিন্ন প্রকার medusa দেখা যায়। স্কাইফোজোয়া শ্রেণীস্থ medusa-কে সাধারণ ভাবে jelly

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 897 (1887).

† Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxvii (1918).

‡ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 388 (1920).

§ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 330 (1926).

fish অর্থাৎ জেলীমাছ বা জেলীমৎস্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। আবার হাইড্রোজোয়া শ্রেণীতে কতকগুলি প্রাণীর জীবনেতিহাসে এক দশায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন সন্তরণশীল পুং-বা স্ত্রী-যৌনলক্ষণান্বিত medusa পাওয়া যায়। Medusa সামুদ্রিক প্রাণী, দেখিতে এক তাল জেলীর মতন এবং আকৃতিতে ছাতার মতনও বটে। সম্ভবতঃ ছাতার মতন দেখায় বলিয়া যোগেশবাবু (১৩১০) ইহাকে 'রাবণ ছাতা' নামে অভিহিত করেন। ডাক্তার ঘোষ (১৩৩১) 'ছত্রাঙ্গী' ও 'ছত্রক প্রাণী' এই দুইটি পরিভাষা উপস্থাপিত করেন। কিন্তু এইরূপ পরিভাষা যুক্তিসিদ্ধ কি না বলা কঠিন। জগদানন্দ রায় তাঁহার 'পোকামাকড়' গ্রন্থে কাহার পরিভাষা 'রাবণচ্ছত্র' করিয়াছেন বুঝা গেল না; তবে যে চিত্র সন্নিবেশ করিয়া 'রাবণচ্ছত্র' লিখিয়াছেন তাহাতে স্কাইফোজোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত *Aurelia* অর্থাৎ সাধারণ জেলীমাছের কথা মনে পড়ে। তাঁহার 'রাবণচ্ছত্র' যে medusa-র পরিভাষা নহে তাহা "ইহাদের কাহাকেও জেলিমাছ, কাহাকেও মেডুসা, ইত্যাদি নানা নাম দেওয়া হয়"* এই উক্তি হইতে বুঝা যায়। আমরা কিন্তু যাঁহারা 'মেডুসা' রাখিয়াছেন তাঁহাদের মতনই শব্দটি অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে অভিলাষী।

Medusa—**মেডুসা**

অর্থ:—সিলেন্টারাটা অন্তর্গত স্কাইফোজোয়া এবং হাইড্রোজোয়া শ্রেণীস্থ এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী।

৫৪। **Membrane—**

Membrana—[L. *membrana*, membrane.] A thin film, skin or layer of tissue covering a part of animal or plant; a thin covering of cells or of unicellular orgamisms; a membrane. p. 180.

১৮৫১ ত্বক্, আবরণত্বক্, আবরকত্বক্, অনুত্বক্, অন্তস্ত্বক্, চর্ম্ম, অন্তশ্চর্ম্ম, ঝিল্লিকা, ঝিল্লী, আবরণং, Williams, M., *Eng. Sans. Dict.*, p. 494.
১৮৯৩ ত্বচ্, তনুত্বক্, আবরণত্বক্, চর্ম্ম, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 263.
১৩০৩ ঝিল্লি, উঃ মিত্র, চিকিৎসক ও সমালোচক, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৯০
১৩০৬ সূক্ষ্মত্বক,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭
১৯৫৮ সম্বৎ আবরণী, 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত 'মানবতত্ত্ব', পৃঃ ৬৫৫
১৩১০ ঝিল্লি, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪২
১৩১৮ অনুচর্ম্ম, ঈঃ গুহ, কৃষি-সম্পদ, ২ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৩৮ (*Bot.*)
১৯১১ আবরণ; মস্তিষ্কাবরণ, হঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ২১ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৬২; ৩৭০
১৯১২ আবরক ঝিল্লী, উঃ ভাদুড়ী, ভিষক্-দর্পণ, ২২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৫
১৩২২ কলা, (সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়ের ন্যায় ঝিল্লী বা পর্দ্দা),——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৭
১৯১৬ পাতলা চর্ম্মাবরণী বা ঝিল্লি, মঃ বন্দ্যোঃ, বিজ্ঞান, ৫ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২০৩

---

* জগদানন্দ রায়, 'পোকামাকড়', পৃঃ ৫৭-৫৮

১৯১৭ সূক্ষ্ম, কোমল জালবৎ ত্বক, অনুত্বক, ঝিল্লী, জাল (সাঃ পঃ), জালক (ঐ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1309.
১৩২৪ ঝিল্লিমালা,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ২২৬
১৯২৪ কলা, গঃ সেন, 'প্রত্যক্ষশারীরম', Pt. I, পৃঃ ৬
১৩৩১ কলা, গঃ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা', শারীর পরিচয়, পৃঃ ৩৬
১৩৩২ ঝিল্লী, সুশোঃ চৌধুরী, নব্যভারত, ৪৩ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৬১
১৩৩৪ কলা, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৩
১৩৩৪ ত্বক, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৬
১৩৪০ ঝিল্লি, রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৫

জার্ম্মান— Membran.
ফ্রেঞ্চ— Membrane.
ইতালীয়—Membrana.

ইংরেজী প্রাণিবিজ্ঞান পুস্তক হইতে membrane-এর একটি সঠিক সংজ্ঞা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে দেহাভ্যন্তরস্থ গঠন-যন্ত্রাদি বেড়িয়া বা কোন জীবের বহির্ভাগে যে "সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়ের ন্যায়" আবরণ দেখা যায় তাহাকেই membrane কহে। স্থানবিশেষে এই membrane-ই আবার বিশিষ্ট আখ্যা পাইয়া থাকে, যেমন pericardium, peritoneum ইত্যাদি। Membrane শব্দের পরিভাষা ঝিল্লি (বা ঝিল্লী) বাংলায় একটু চল্‌ হইয়া গিয়াছে। তৎসত্ত্বেও আরও পরিভাষা আমদানী করা হইয়াছে (উপরের তালিকা দ্রষ্টব্য)। উহার মধ্যে 'কলা' শব্দটি কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় আয়ুর্ব্বেদসম্মত বলিয়াছেন,—

"I have identified several old anatomical names by verifying them in all extant Ayurvedic literature e. g. the word *Kala* (meaning membrane) ...."*

এই 'কলা' শব্দের বাংলায় তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য,—

"কলা সকল সাধারণতঃ সূক্ষ্ম রেশমী-বস্ত্রের ন্যায় কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে নানারূপ হইয়া থাকে। ইহারা মাংস, অস্থি ও আশয় সমূহের ভিতর দিক্‌ ও বহির্দ্দিক আবৃত করিয়া অবস্থিতি করে। স্থান ও কার্য্যভেদে কলা সকল ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলার দৃষ্টান্ত যথা,—মাংসের উপরের আবরণ ঝিল্লী (ফেঁসো) অথবা মাছের পটকা বা পটপটীর উপাদান।"†

হইতে পারে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে 'কলা'ই membrane-এর একমাত্র পরিভাষা, কিন্তু এই শব্দটি আমাদের ভাষায় অন্যার্থে (অর্থাৎ plantain, art ইত্যাদি) এত বেশী ব্যবহৃত যে উহা এখন আবার membrane-এর পরিভাষা হিসাবে চালান যাইতে পারে কি না বিবেচ্য। আমরা ইংরেজী শব্দটি বাংলায় অক্ষরান্তরিত করিয়া লইবার পক্ষপাতী। পূর্ব্বে অক্ষরান্তরিত শব্দই [পৃঃ ৩৯] ব্যবহার করিয়াছি। 'ঝিল্লি' যখন একেবারে অচল নহে তখন প্রতিশব্দের কোঠায় লইতে দোষ কি ?

---

* গণনাথ সেন, 'প্রত্যক্ষশারীরম', Pt. I, Introduction, p. 14 (1924).

† গণনাথ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা', পৃঃ ৩৬ (১৩৩১)

Membrane—মেমব্রেন [প্রতিশব্দ :—ঝিল্লি]

অর্থ :—দেহাভ্যন্তরস্থ বহু গঠন-যন্ত্রাদির একপ্রকার পাতলা আবরক।

৫৫। **Metamorphosis**—[Gk. *meta*, beyond ; *morphe*, form.] Change of form and structure undergone by an animal from embryo to adult stage, as in Insects ; interfeıence with normal symmetry in flowers ; internal chemical change. p. 188.

"Metamorphosis (Gk. *meta*, implying change ; *morphe*, shape). The changes of form which certain animals undergo in passing from their younger to their fully grown condition."†

"Metamorphosis—(Gr. *metamorphosis*, transformation), a more or less abrupt change from one stage of development to another."‡

"Metamorphosis, (Gr. *meta*, change ; *morphe*, shape), a marked change in form or function."§

"Metamorphosis—The changes accompanying the transformation of a larva into an adult."¶

১৮৫১ রূপপরিণামঃ, রূপান্তরং, দেহান্তরং, আকারপরিণামঃ, রূপবিকারঃ, রূপভেদঃ, শরীরবিকারঃ, পরিণামঃ, বিকারঃ, বিকৃতিঃ, Williams, M., *Eng. Sans. Dict.*, p. 497.

১৮৯৩ রূপপরিণামঃ,—পরিবৃত্তি,—ভেদঃ রূপাংতরং, রূপ-শরীর-বিকারঃ, Apte, V.S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 265.

১৩১০ রূপান্তর, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৪

১৯১৭ দেহান্তরাশ্রয় (জিঃ), শরীরপরিবৃত্তি (আঃ বঃ), রূপান্তর, আকারপরিবর্ত্তন ; রূপভেদ, রূপপরিণাম, দেহান্তর, স্বরূপভেদ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1317.

১৩৩৩ রূপান্তর, শরীরপরিবৃত্তি, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫০৯

১৩৩৪ আকৃতি পরিবর্ত্তন, চিঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৪ (২ খঃ) পৃঃ ৭৫৯

১৩৩৪ অঙ্গ-পরিবর্ত্তন, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৬

১৩৪০ রূপান্তর (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৫

১৩৪০ দেহরূপান্তর, খঃ দাস, প্রকৃতি, ১০ (১।২।৩ সংখ্যা) পৃঃ ১০৪

জার্ম্মান— Metamorphose.
ফ্রেঞ্চ— Métamorphose.
ইতালীয় - Metamorfiosi.
ল্যাটিন— *Metamorphosis.*

কতকগুলি জীবের জীবনেতিহাসে দেখা যায় যে তাহাদের ভ্রূণাবস্থার পর হইতে পূর্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্তির মধ্যে শিশু অবস্থায় আকৃতির ও গঠনাদির পরিবর্ত্তন ঘটে। ইন্‌সেক্টা

† Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, 6th ed., p. 805 (1880).

‡ Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxviii (1918).

§ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 331 (1926).

¶ Richards, A., '*Outline of Comparative Embryology*', Definitions of terms used in Embryology, p. 399 (1931).

(Insecta), ক্রাস্টেসিয়া (Crustacea) প্রভৃতি শ্রেণীতে শিশু অবস্থায় এইরূপ আকৃতি ও গঠনাদির বিভিন্ন পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ব্যাংএর জীবনেতিহাসে এইরূপ ব্যাঙাচি অবস্থার মধ্য দিয়া ব্যাংএর পরিস্ফুরণ হয়। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে জীবের পরিস্ফুরণে আকৃতি বা রূপ পরিবর্ত্তন হইয়া বর্দ্ধিত হওয়ার ধারাকে metamorphosis কহে। ইহার পরিভাষা যোগেশবাবু (১৩১০) Monier Williams-এর (১৮৫১) শব্দসম্ভার হইতে 'রূপান্তর' শব্দটি চয়ন করেন। আমরাও এই কথাটিই বাহাল রাখিতে অভিলাষী। বিদেশীয় সব ভাষায় metamorphosis মোটামুটি ঠিকই আছে।

Metamorphoris—**রূপান্তর**

অর্থ:—জীবের পরিস্ফুরণে আকৃতি ও গঠনাদির পরিবর্ত্তন হইয়া বর্দ্ধিত হওয়ার ধারা।

৫৬। **Mouth—**

১৮১৮ মুখ,——দিগ্দর্শন, জুন, পৃঃ ১১১

১৮৫১ মুখং, বদনং আস্যং, বক্ত্রং, আননং, লপনং, তুণ্ডং-ণ্ডঃ, তুণ্ডি—ণ্ডী, হসন্, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 518.

১৮৯৩ মুখং (in all senses).........বক্ত্রং, বদনং, আননং, আস্যং, তুণ্ডং, লপনং (animate beings only), Apte, V. S., *Student's Eng-Sans. Dict.*, p. 276.

১৩০৬ মুখ,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭

১৯১৭ মুখ, বক্ত্র, মুখগহ্বর, মুখবিবর, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1360.

১৩৩৩ আস্য, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩০

১৩৩৪ মুখাংশ সকল (Mouth-parts), জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৬

১৩৩৫ মুখ, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৫

১৩৩৬ বক্ত্র, বদন, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫০

জার্ম্মান— Mund.
ফ্রেঞ্চ— Bouche.
ইতালীয়—Bocca.
ল্যাটিন— *Bucca.*

Mouth—**মুখ**

অর্থ:—পৌষ্টিক-নালীর পুরোভাগের ছিদ্র, অর্থাৎ যে ছিদ্র পথ দিয়া খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা হয়।

৫৭। **Muscle**—[L. *musculus*, muscle.] A mass of contractile fibres with motorial function; fleshy part of body, composed of muscular tissue. p. 200.

"Muscle. An aggregation of contractile cells."*

১৮৫১ স্নায়ুঃ, স্নসা, পেশী, শিরা, মাংসপেশী, মাংসশিরা, মাংসরজ্জুঃ, বস্নসা, বহীরুঃ, সন্ধিবন্ধনং, গ্রন্থিবন্ধনং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 521.

* Shull, A. F., *'Principles of Animal Biology'*, Glossary, p. 390 (1920).

১৮৯৩ স্নায়ু, মাংসপেশী, স্নসা, বস্নসা, পেশী, শিরা, শংবুকঃ, Apte., V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 278
১৩০৬ মাংসপেশী, স্নায়ু,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭
১৯৫৮ সম্বৎ পেশী, 'আর্যাশাস্ত্রপ্রদীপ' কার প্রণীত 'মানবতত্ত্ব', পৃঃ ১৪৩
১৩০৯ পেশী, ক্ষিঃ ঠাকুর, 'অভিব্যক্তিবাদ', পৃঃ ৩
১৩১০ পেশী, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯
১৩১৪ পেশী, অঃ রায়, প্রবাসী, ৭ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৬৩৪
১৯১৪ মাংসপেশী, জঃ রায়, 'প্রাকৃতিকী', পৃঃ ১২১
১৩২০ পেশী, পঃ নিয়োগী, ভারতী, ৩৭ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৮
১৩২২ মাংসপেশী, কাঃ বন্দ্যোঃ, বিক্রমপুর, ২ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ১৬৫
১৩২২ পেশী, (মাংসরজ্জু),——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২১
১৯১৭ মাংসপেশী, মাংসরজ্জু, দেহের পেশীময় অংশ, মাংসের প্রধান উপাদান, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1368.
১৩২৮ মাংশপেশী, কাঃ বন্দ্যো, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৫
১৩২৯ পেশী, অঃ সাহা, সাঃ-পঃ পঃ, ২৯ (সংখ্যা) পৃঃ ৯১ (*Physics*)
১৩৩১ মাংশপেশী, বিঃ পাল, প্রকৃতি, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪১১
১৩৩১ পেশী, গঃ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা', শারীর পরিচয়, পৃঃ ৩৬
১৩৩৫ পেশী, পেশনী, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৪৩
১৩৩৬ মাংসপেশী (হেঃ ঠাকুর), ক্ষিঃ ঠাকুর, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৭
১৩৩৭ মাংসপেশী, বঃ বন্দ্যোঃ, অর্চ্চনা, ২৭ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২০৯
১৩৩৯ পেশী, বীঃ ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১ খঃ) পৃঃ ৩৯৬
১৩৩৯ পেশী, প্রঃ সেন, শিশু-ভারতী, ৪, পৃঃ ২৪৩
১৩৪০ পেশী, রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৫
১৩৪০ পেশী,——'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', পৃঃ ৬৯

জার্ম্মান— Muskel.
ফ্রেঞ্চ— Muscle.
ইতালীয়—Muscolo.

Muscle—পেশী

অর্থ :—প্রাণীদেহস্থ সঙ্কুচনশীল মাংসল অংশবিশেষ।

৫৮। Museum—

১৮৫১ কৌতুকাগারং, কৌতুকালয়ঃ, কৌতুকসংগ্রহালয়ঃ কৌতুকসংগ্রহস্থানং, দুর্লভদ্রব্যাগারং, দুর্লভবস্তুসংগ্রহস্থানং, আশ্চর্য্যপদার্থালয়ঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 522.
১২৮৫ কৌতুকাগার, ফঃ নঃ মঃ, ভারতী, ২ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৫২২
১২৯০ কৌতুকাগার,——প্রবাহ, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৪
১২৯২ মৃতপশুশালা, দেঃ বসু, নব্যভারত, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৩
১৮৯৩ কৌতুকাগার, দুর্লভবস্তু সংগ্রহঃ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 278.
১৩০১ চিত্রশালা; "যাদুঘর", রাঃ সান্ন্যাল, সখা ও সাথী, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৭৬ ; ৭৯
১৩০৫ বস্তুমঞ্জুষ বা মিউজিয়ম,——অঞ্জলি, ১ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ২৫১
১৩০৭ যাদুঘর, ক্ষিঃ ঠাকুর, পুণ্য, ৩ (১২ সংখ্যা) পৃঃ ৭ ; ঐ, 'অভিব্যক্তিবাদ', পৃঃ ২২ (১৩০৯)
১৩১৪ পদার্থসংগ্রহাগার, জ্ঞাঃ দাস, প্রবাসী, ৭ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৬৭৪
১৩২৩ বাণিজ্যিক দর্শনাগার (commercial museum), রঃ ঘোষ, কৃষি-সম্পদ, ৭ (২,৩ সংখ্যা) পৃঃ ৫১

১৯১৭ যাদুঘর, আজবখানা, চিত্রশালা, চিত্রশালিকা, কৌতুকাগার (আঃ বঃ), কৌতুকসংগ্রহালয়, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1369.

১৩৩১ ব্রিটিশ মিউজিয়ম (British Museum), নিঃ দত্ত, মাঃ বসুমতী, ৩ (১ খঃ) পৃঃ ৬৬২

১৩৩১ যাদুঘর,—— প্রকৃতি, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪২৩

১৩৩৩ যাদুঘর, জ্যোঃ সেন, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৯ (১ খঃ) পৃঃ ১৬০

১৩৩১ যাদুঘর, নিঃ দত্ত, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ২০৪

১৩৩৫ যাদুঘর, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) ৪৬০

জার্ম্মান —Museum.
ফ্রেঞ্চ— Museum ;
Musée.
ইতালীয়—Museo.
ল্যাটিন— *Museum.*

প্রাণিবিজ্ঞানে museum বলিতে আমরা এই বুঝি যে যেখানে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানের জন্য (এবং বিশেষজ্ঞের জন্যও বটে) প্রাণীকে মৃতাবস্থায় বহু উপায়ে সুরক্ষিত করিয়া রাখা হয়। Museum-এর বাংলা পরিভাষা সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণভাবে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য,—

"পূর্ব্বে দেশে 'মিউজিয়ম' ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব ? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, 'চিত্রশালিকা'। কথাটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়মের ভাবও উহাতে প্রকাশ হইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং মিউজিয়ম বুঝাইল না। এ জায়গায় 'মিউজিয়ম' শব্দ লইতে দোষ কি ? দেশের লোকে কিন্তু চট্ করিয়া উহার একটা নাম দিয়া বসিয়াছে। তাহারা উহাকে 'যাদুঘর' বলে। সুদূর পশ্চিমে উহাকে 'আজবঘর' বলে। চিত্রশালিকার চেয়ে এ দুটা কথাই ভাল। উহার একটা চালাইলে দোষ কি ?"*

শাস্ত্রী মহাশয় যদিও 'যাদুঘর' বা 'আজবঘর' ঐ শব্দ দুইটির একটি চালাইতে বলিয়াছেন কিন্তু তিনি নিজেই 'মিউজিয়ম' শব্দটি চালাইবার পক্ষপাতী। কারণ তিনি 'মিউজিয়ম' যে কি তাহা 'মিউজিয়ম' নামা একটি প্রবন্ধে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিয়াছেন।† সাধারণ লোকে কিন্তু 'যাদুঘর' শব্দটি এত বেশী প্রচার করিয়াছে যে উহাকে চট্ করিয়া তাড়ানও যাইবে না। তাহার উপর 'যাদুঘর' এই শব্দটি কলিকাতা বা বঙ্গদেশেই চলিত, সুদূর পশ্চিমে বলে 'আজবঘর'। দক্ষিণে কি বলে জানি না। সুতরাং সর্ব্বসাধারণোপযোগী একটি শব্দ প্রাণিবিজ্ঞানের পক্ষে দেওয়া কঠিন। আমরা প্রথমতঃ 'মিউজিয়ম'ই রাখিব, চলিত ভাষায় 'যাদুঘর' বা 'আজবঘর' চলিতে থাকুক। ইহা ব্যতীত আর কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না।

Museum—**মিউজিয়ম** [প্রতিশব্দ :—যাদুঘর, আজবঘর]

---

* হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি", প্রবাসী, ১৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১২১-১২২ (১৩২২)

† ঐ, "মিউজিয়ম", প্রবাসী, ১৫ (১খঃ), পৃঃ ৬১০-৬১২ (১৩২২) ('রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত)

অর্থ :—যেখানে জ্ঞানস্পৃহাপরিতৃপ্তির জন্য বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের নমুনা বা নিদর্শন সুরক্ষিত থাকে।

৫৯। **Nauplius**—[L. *nauplius*, shell-fish.] The earliest larval stage of entomostracan Crustaceans. p. 204.

১৩৩১ একাক্ষি, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫০৯
১৩৪০ 'নপলিয়াস্', খঃ দাস, প্রকৃতি, ১০ (১।২।৩ সংখ্যা) পৃঃ ১০৪

জার্ম্মান —Nauplius.
ফ্রেঞ্চ —Nauplius.
ইতালীয়—Nauplius.

ক্রাস্টেসিয়া (Crustacea) শ্রেণীর অন্তর্গত নিম্নপর্য্যায় প্রাণীদের প্রাথমিক লার্ভা অবস্থার নাম Nauplius। কতকগুলি বিশিষ্ট গঠন-যন্ত্রাদির সমাবেশ দেখিয়া লার্ভাকে Nauplius কহে। মস্তকদেশে একটি ক্ষুদ্র চক্ষু দেখা যায়, সম্ভবতঃ এই কারণেই ডাঃ ঘোষ উহার পরিভাষা করিয়াছেন 'একাক্ষি'। কিন্তু ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ একাক্ষি প্রাণী প্রাণিবিজ্ঞানে বিরল নহে। আমরা যেমন গ্লকিডিয়াম [পৃঃ ৬৬ দ্রষ্টব্য] লার্ভা করিয়াছি, সেইরূপ 'নপলিয়াস' লার্ভা রাখিতে অভিলাষী।

Nauplius—**নপলিয়াস**

অর্থ :—ক্রাস্টেসিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত নিম্নপর্য্যায় প্রাণীদের প্রাথমিক লার্ভা অবস্থা।

৬০। **Neck**—

১৮৫১ গ্রীবা, কন্ধরা-রঃ, শিরোধিঃ, শিরোধরা, গলঃ, কণ্ঠঃ, মস্তকমূলকং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 528.
১৮৯৩ গ্রীবা, গলঃ, কণ্ঠঃ, কংধরা-রঃ, শিরোধরা, শিরোধি, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 281.
১৩০৬ গ্রীবা,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭
১৩২৫ গ্রীবা (গলা),——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৬
১৯১৭ গ্রীবা, ঘাড়, গরদান, গলা, গলদেশ। (শারীর- সংস্থান-বিদ্যা) কোন অঙ্গের সঙ্কুচিত অংশ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1385.
১৯২৪ গ্রীবা, গঃ সেন, 'প্রত্যক্ষশারীরম', Pt. I, পৃঃ ৫৬
১৩৩৩ অবটু, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫৭
১৩৩৪ কন্ধরা, কৃষ্কি ; কৃকাটিকা, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭২ ; ৭৫
১৩৩৪ গল ; গ্রীবা (Neck, cervical cartilages), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৪১১ ; ৪১২
১৩৩৬ শিরোধরা, শিরোধি, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৩৩

জার্ম্মান —Hals;
(Nacken).
ফ্রেঞ্চ —Col.

ইতালীয়— Collo;
Cervice.
ল্যাটিন— *Collum*;
Cervix.

Neck—গ্রীবা, ঘাড়

অর্থ :—মস্তকের সহিত দেহকাণ্ড যে অংশ দিয়া যুক্ত হয়।

৬১। **Nerve**—[L. *nervus*, sinew.] One of numerous grey fibrous cords connecting brain with all other parts of body; vein of insect wing; a vein of leaf. p. 207.

"Nerve. A bundle of axons or dendrites of nerve cells or of both axons and dendrites."*

১৮৫১ (Organ of sensation, connected with the marrow of the brain and spine) মজ্জাতন্তুঃ, জ্ঞানতন্তুঃ, জ্ঞানবাহিনী, চৈতন্যবাহিনী, চৈতন্যতন্তুঃ শিরা, সিরা,—(Sinew, tendon) স্নায়ু, স্নসা............Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 531.

১২৮২ মজ্জাতন্তু,——অনুবীক্ষণ, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৩৬

১২৮৫ স্নায়ু,——আর্য্যদর্শন, ৫ (৩।৪ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩

১২৮৯ স্নায়ু, নঃ ধর, বিজ্ঞান-দর্পণ, আষাঢ়, পৃঃ ৯১

১২৯৬ স্নায়ু, পুঃ সান্যাল, চিকিৎসা-সম্মিলনী, ৬ (৩।৪ সংখ্যা) পৃঃ ৭২

১৯৫৮সম্বৎ স্নায়ু, 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত 'মানবতত্ত্ব', পৃঃ ১৫৩-৫৮

১৮৯৩ শিরা, বস্নসা, স্নসা; ধমনি-নী, মজ্জাজ্ঞান—তংতু, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 283.

১৩০৬ নাড়ী (Pulse),——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭

১৩১০ বাতনাড়ী, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০

১৩১০ বাতরজ্জু, যোঃ রায়, প্রবাসী, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩

১৩১০ তৈজসনাড়ী, দ্বিঃ ঠাকুর, বঙ্গদর্শন, ৩ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩৭

১৩১০ স্নায়ুকোষ, জ্ঞাঃ বন্দ্যোঃ, ভারতী, ২৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৪৫

১৩১৪ স্নায়ু, শঃ রায়, সাহিত্য, ১৮ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮৯

১৩১৪ তৈজস-নাড়ী, জঃ রায়, প্রবাসী, ৭ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৬৩৪

১৩১৭ শিরা (Nerve, vein, tendon, artery); বস্নসা, বাহিক। শিরা (স্ত্র) ৎ(Tendon, nerve, fibre),——হেঃ দাশ গুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩২; ১৩৩

১৩১৮ বাতনাড়ী, স্নায়ু, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৮ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮

১৩২০ স্নায়ু, পঃ নিয়োগী, ভারতী, ৩৭ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৮

১৩২০ স্নায়ু, কেঃ গুপ্ত, অর্চ্চনা, ১১ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২৫৯

১৯১২ স্নায়ু (নারভ Nerve), লঃ আলী, ভিষক্-দর্পণ, ২২ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১২

১৩২২ নাড়ী—[সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্ত পীতাভ কোমল তন্তু, যাহাতে শরীরের ও মনের সর্ব্ববিধ সংজ্ঞা ও চেষ্টা প্রবাহিত হয়। এই তন্তুগুলি বৈদ্যুতিক তারের সদৃশ;—ইহাদের মধ্যে ছিদ্র নাই কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় সংজ্ঞা ও চেষ্টা শক্তি (আয়ুর্ব্বেদে এই শক্তিকেই বায়ু বলে) ইহাদের মধ্যে গমনাগমন করিয়া থাকে।]——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৭

১৩২২ স্নায়ু, সুঃ সেন, প্রতিভা, ৫ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪২২

১৯১৫ স্নায়ুতন্ত্র; স্নায়ুকলা, মঃ বন্দ্যোঃ, বিজ্ঞান, ৪ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৮৯; ৯১

১৩২৩ স্নায়ু, প্যাঃ দেববর্ম্মা, ভারতবর্ষ, ৩ (২খঃ) পৃঃ ৮৯৯

---

* Shull, A. F., *'Principles of Animal Biology'*, Glossary, p. 391 (1920).

১৩২৩ স্নায়ু, জ্ঞাঃ বাগচী, ভারতী, ৪০ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ১২১৮
১৯১৭ শিরা (সাঃ পঃ), বাতনাড়ী (ঐ), নাড়ী (হিঃ কোঃ), স্নায়ু ;কণ্ডরা, মহাশিরা, (শারীর-সংস্থান-বিদ্যা) সর্ব্বশরীরব্যাপী সূক্ষ্ম শুভ্র সূত্রবৎ স্নায়ুজালের অন্তর্গত নাড়ী, চৈতন্যবহা-নাড়ী, জ্ঞানতন্তু, চৈতন্যবাহিনী, Guha, .C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1392.
১৩২৮ বাতবহা নাড়ী, যোঃ রায়, প্রতিভা, ১১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১১৯
১৩২৯ নাড়ী, অঃ সাহা, সাঃ-পঃ পঃ, ২৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯১ (*Physics*)
১৩৩১ নাড়ী, পঃ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা', শারীর-পরিচয়, পৃঃ ৩৭
১৩৩২ নাড়ী, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৪
১৩৩৫ নলিকা, নাড়ি, নাড়ী (Nerves, vessels), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৭০
১৩৩৬ বায়ুবাহিনী, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫২
১৩৩৬ স্নায়ু (হেঃ ঠাকুর), ক্ষিঃ ঠাকুর, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৭
১৩৩৭ নাড়ী, অঃ সোম, ভারতবর্ষ, ১৮ (১ খঃ) পৃঃ ২৪০
১৩৩৭ স্নাব, স্নায়ু, স্নায়ুবন্ধনি, সন্ধিবন্ধনি (Sinews; nerves; tendons, ligaments), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২২০
১৩৩৭ নাড়ী, প্রভাস সেন, মাঃ বসুমতী, ৯ (২ খঃ) পৃঃ ৪৮৩
১৩৩৯ 'স্নায়ু', ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১
১৩৪০ স্নায়ুজাল, পঃ মিত্র, শিশুভারতী, ৫, পৃঃ ৩২৭
১৩৪০ বাতনাড়ী (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৫

জার্ম্মান— Nerv.
ফ্রেঞ্চ— Nerf.
ইতালীয়— Nervo.

শরীরাভ্যন্তরে ঈষৎ পীতাভ রক্তহীন সূতার ন্যায় গঠনকে ইংরেজীতে nerve কহে। ইহার অর্থবোধে বা সম্যক রূপ উপলব্ধিতে কিছুমাত্র জটিলতা নাই, তবে ইহার বাংলা পারিভাষিকত্ব সম্বন্ধে বহু মত প্রচলিত। ইহার পরিভাষা সম্বন্ধে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মতামত পেশ করিতে চাই।

পূর্ব্বে nerve-এর পরিভাষা 'স্নায়ু' প্রচলিত ছিল (এখনও আছে), ইদানীং 'নাড়ী' শব্দটি চালাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। 'স্নায়ু' যদিও nerve-এর পরিভাষা হইতে পারে না, তবু ইঁহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অনেকেই অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ডাঃ পুলিনচন্দ্র সান্যাল লিখিতেছেন,—

"Nerve শব্দের অর্থ বাঙ্গালা ডাক্তারি পুস্তক সমূহে স্নায়ু বলিয়া লিখিত আছে। এজন্য আমিও নার্ভকে স্নায়ু শব্দে উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সুশ্রুতাচার্য্য লিগামেন্ট বা বন্ধনী সূত্র সকলকে স্নায়ু বলিয়া গিয়াছেন।"*

শশধর রায় মহাশয়ও ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিতেছেন,—"প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে Nerve অর্থে স্নায়ু শব্দই প্রযুক্ত হইল।"†

---

* পুলিনচন্দ্র সান্যাল, "ধাতু (ডাক্তারী)", চিকিৎসা-সম্মিলনী, ৫ (৭ম সংখ্যা) পাদটীকা পৃঃ ২০৫ (১২৯৫)

† শশধর রায়, "ভাব ও কর্ম্ম", সাহিত্য, ১৮ (৭ম সংখ্যা) পাদটীকা, পৃঃ ৩৮৯ (১৩১৪)

Nerve অর্থে 'স্নায়ু' যে শাস্ত্রমতে ঠিক তাহা 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার বেদ আওড়াইয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, আমরা এস্থানে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"শাস্ত্রের উপদেশ আমাদের দেহে অগণ্য নাড়ী আছে। অথর্ব্ববেদ, তথা ঋগ্বেদ স্নায়ুশব্দের সূক্ষ্ম নাড়ী বুঝাইতে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইংরাজী 'নার্ভ' (Nerve) শব্দ যদর্থে ব্যবহৃত হয়, বেদে তদর্থে স্নায়ুশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক পাঠ করিলেও, স্নায়ুশব্দ যে ইংরাজী 'নার্ভ' (Nerve) শব্দের সমানার্থক, তাহা প্রতিপন্ন হয়। (পাদটীকায়)—

'অস্থিভ্যস্তে মজ্জভ্যঃ স্নাবভ্যোধমনিভ্যঃ।'—অথর্ব্ববেদসংহিতা ২।৬।৩৪।

'সূক্ষ্মাঃ শিরাঃ স্নাবশব্দেন উচ্যন্তে, ধমনিশব্দেন স্থূলাঃ।'—সায়ণভাষ্য।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিয়াছেন, হসিত-রুদিতাদি স্নায়ুবিকার ('অঙ্গানি স্নেব বিদ্ধি তৎ।'—তৈত্তিরীয় আরণ্যক। 'স্নাশব্দেন স্নায়বোঽভিধীয়ন্তে। যথা বা স্নায়বঃ শরীরগতাঃ এবমেতা হসিতাদিবিকারাঃ শরীরাদিগতাঃ।' সায়ণভাষ্য।"*

Nerve অর্থে 'স্নায়ু' শব্দ না চালাইয়া অন্য পরিভাষা দাখিল করেন প্রথম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি লিখিয়াছেন,—

"জ্যোতিষ, দেহতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের অধিকারভুক্ত অনেকগুলি পরিভাষা সংস্কৃত পুঁথি ঘুঁটিয়া বাহির করা যাইতে পারে—সত্য, কিন্তু তেমনি আবার অনেকগুলি পরিভাষা সংস্কৃত শাস্ত্রের কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। শেষোক্ত স্থলে একেবারেই হাল ছাড়িয়া না দিয়া প্রয়োজনীয় পরিভাষা যথাসম্ভব সংস্কৃতানুযায়ী করিয়া গড়িয়া লওয়াই পরামর্শসিদ্ধ। Nerve শব্দের দেশীয় প্রতিশব্দ নাই। Nerveকে ধমনী বলা যাইতে পারে না, যে হেতু ধমনী=Artery; স্নায়ু বলা যাইতে পারে না, যে হেতু স্নায়ু=Tendon। আমি তাই বলি যে, Nerveকে তৈজস তন্তু এবং Ganglionকে তৈজস-পিণ্ড বলিলে মন্দ হয় না। বেদান্তাদি শাস্ত্রে সূক্ষ্ম-শরীরাবচ্ছিন্ন জীব তৈজস শব্দে উক্ত হয়। Nervous system স্থূল শরীরের তেজোংশ-সম্ভূত একপ্রকার সূক্ষ্ম শরীরের সামিল—সুতরাং তাহা স্বচ্ছন্দে তৈজস শব্দের বাচ্য হইতে পারে। কেহ যদি বলেন যে, না - Nerve শব্দ তৈজস শব্দের বাচ্য হইতে পারে না; যেহেতু তৈজস পাত্র বলিতে ধাতুময় পাত্র বুঝায় ইহা সকলেরই জানা কথা; তবে তাহার উত্তর এই যে, ধাতু বলিতে সোনা রূপা বুঝায় বলিয়া ধাতুজ্ঞ চিকিৎসক বলিতে সোণারূপাজ্ঞ চিকিৎসক বুঝায় না। Spring বলিতে উল্লম্ফনও বুঝায় আর জলের উৎসও বুঝায়; কিন্তু তা বলিয়া ঘড়ির Spring বলিতে ঘড়ির উল্লম্ফনও বুঝায় না—ঘড়ির উৎসও বুঝায় না। তেমনি তৈজস পাত্র বলিতে ধাতুময় পাত্র বুঝায় এ কথা সত্য হইলেও শাস্ত্রোক্ত তৈজস জীবের অর্থ ধাতুময় জীব নহে; অতএব Nerveকে তৈজসতন্তু বলিলে পাছে লোকে ধাতুময় তন্তু বোঝে এরূপ আশঙ্কা বাতিকের দুর্ভাবনার কোটায় স্থান পাইবারই যোগ্য।"‡

ইহার পর তিনি 'তৈজস তন্তু'র 'তন্তু' পরিবর্ত্তন করিয়া 'নাড়ী' প্রবর্ত্তন করিবার জন্য যে কথাগুলি লেখেন তাহাও উল্লেখযোগ্য,—

"যিনিই যাহা বলুন, আর যিনিই যাহা লিখুন—স্নায়ু শব্দের অর্থ Nerve নহে; স্নায়ু-শব্দে বুঝায় আর-কিছু না—এক প্রকার অস্থি-বন্ধনী রজ্জু (সুশ্রুত দেখ)। Senew শব্দেও তাহাই বুঝায়। কলিকাতা যখন Calcutta হইতে পারিয়াছে, হৃৎ Heart হইতে পারিয়াছে, নাসা Nose হইতে পারিয়াছে, সংস্কৃতের স্নেহ যখন প্রাকৃতের সিনেহ হইতে পারিয়াছে, তখন স্নায়ু যে Sinew হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই—বরং তাহা না হওয়াই আশ্চর্য্য। এই গেল একটা কথা; আর একটা কথা এই যে, নাড়ীশব্দের অর্থ শুধুই যে নাড়িভুঁড়ি, তাহা নহে; নাড়ী শব্দের অর্থ—নল। নাড়ী এবং নালীর মধ্যে "ডলয়োরভেদঃ"। দেশের মধ্যে যেমন নদী, নালা, খাল, পুষ্করিণী, ডোবা, কূপ প্রভৃতি জলাশয় নানাবিধ, দেহের মধ্যে তেমনি নাড়ী নানাবিধ। নিম্নে দেখ:—

---

* 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত 'মানবতত্ত্ব', পৃঃ ১৫৮ (সম্বৎ ১৯৫৮)

‡ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা," সাঃ-পঃ-পঃ, ৬ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯১ (১৩০৬)

Blood vessel রক্তবহা নাড়ী { ধমনী Artery / শিরা Vein }

Lymphatic vessel মেদোবহা নাড়ী

Lungs (ফুসফুস্) নাদবহা নাড়ী

Intestine মলবহা নাড়ী" *

তারপর আরও বিস্তারিত আলোচনা করিয়া লেখেন,—"আপাতত এখনকার মতো Nerveএর আমি নাম দিলাম তৈজস নাড়ী।"*

ঐ বৎসরই যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় nerve-এর পরিভাষা সম্বন্ধে এক পৃথক সমালোচনা করেন, এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"………দুঃখের বিষয়, কবিরাজ ও ডাক্তার মহাশয়েরা স্ব স্ব শাস্ত্রবিষয়ে মিলিত হইতে চেষ্টা করেন নাই। বোধ হয়, তাহারই ফলে স্নায়ু শব্দ nerve অর্থে ব্যবহার হইতেছে। স্নায়ু অর্থে nerve বুঝায়, ইহা কোথাও দেখিতে পাইলাম না। (সুশ্রুতের শাঃ ৫ অধ্যায়ে স্নায়ুর বর্ণনা দেখুন)। দেখিতে পাই ligament অর্থে স্নায়ু (sinew) শব্দ ব্যবহৃত হইত। ধনুর গুণ স্নায়ুতে নির্ম্মিত, ইহা মহাভারত হইতে দেখিয়া আসিতেছি। তাহাতে বোধ হয় যে বায়ু বা বাত দ্বারা nervous energy এবং বাতবহা নাড়ী দ্বারা nerves বুঝাইত। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে যে সকল কবিরাজ মহাশয়েরা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, তাঁহারা ঠিক শব্দ প্রয়োগ করেন না। বোধ করি, nerve শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া nerve অর্থে স্নায়ু হইয়া থাকিবে। এইরূপ ধমনী, শিরা, ক্লোম শব্দ artery, vein, pancreas বুঝাইতে কেহ কেহ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে কি না, তাহা কবিরাজ মহাশয়দিগকে বিচার করিতে অনুরোধ করি।"†

যোগেশবাবু পরিভাষার তালিকায় nerve-এর পরিভাষা দেন 'বাতনাড়ী' (১৩১০)। ঠিক ঐ বৎসরই কিন্তু প্রবাসীতে তিনি এক প্রবন্ধে nerve অর্থে 'বাতরজ্জু' এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। যাহা হউক যোগেশবাবুর উপরি-উদ্ধৃত অনুরোধ উপেক্ষিত হয় নাই। তাঁহার পরিকল্পিত 'বাতনাড়ী' পরিভাষা সম্বন্ধে কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয় যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য,—

"প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, 'তাহাতে বোধ হয় যে বায়ু বা বাত দ্বারা Nervous energy এবং বাতবহানাড়ী দ্বারা Nerves বুঝাইত। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে যে সকল কবিরাজ ………করেন না।'

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, বিজ্ঞাপনদাতারা ঠিক শব্দ প্রয়োগ করেন না। 'Nerve বাতবহানাড়ী' ইহা বিচারসহ কিনা মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে স্নায়ু যে Nerve নহে, ইহা ভাল করিয়া প্রমাণ করা প্রয়োজন। কেননা সেই ১৮২৫ সালের শ্রীরামপুরের কেরি সাহেবের প্রকাশিত অভিধান হইতে আর আজ পর্য্যন্ত স্নায়ু শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ লইয়া অনেক রকমের বিচিত্র কথা শুনিতেছি।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—'স্নায়ুশ্চতুর্বিধা বিদ্যাস্তাস্তু সর্ব্বা নিবোধ মে।
প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্বাশ্চ শুষিরাস্তথা ॥
প্রতানবত্যঃ শাখাসু সর্ব্বসন্ধিষু চাপ্যথ।
বৃত্তাস্তু কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ।
আমপক্বাশয়ান্তেষু বস্তৌ চ শুষিরাঃ খলু।
পার্শ্বোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্তথ ॥' (শারীরস্থান ৫ম অঃ)

* দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গদর্শন, ৩ (৯মসংখ্যা) পৃঃ ৪৩৫-৪৩৬ (১৩১০)

† যোগেশচন্দ্র রায়, "জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা", সা-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯-৩০ (১৩১০)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৃত্তস্নায়ু Tendon এবং পৃথুলাস্নায়ু এপোনিউরোসিস্। উদ্ধৃত শ্লোক চিন্তাপূর্ব্বক পাঠ করিলে জানা যাইবে, যে প্রতানবর্ত্তী স্নায়ু Ligament এবং শুষিরা স্নায়ু Duct, আমাশয়ান্ত শুষিরা স্নায়ু Cystic duct, Hepatic duct, Pancreatic duct; আর পক্বাশয়ান্ত শুষিরা স্নায়ুকে Thoracic duct বলা যায়। অবশ্য 'অন্ত' শব্দের অর্থ প্রসারণ করিতে হইবে। বস্তির সন্নিকটস্থিত শুশিরা স্নায়ু ২টী ureter। ৯ম অধ্যায়ে ইহাই মূত্রবহা স্রোতঃ বলিয়া কথিত। ৪ প্রকার স্নায়ুর ইংরাজি প্রতিশব্দ বলা হইল। এক্ষণে 'বাতবহানাড়ী' ইংরাজি Nerve শব্দের আয়ুর্ব্বেদসম্মত প্রতিশব্দ কি না তাহাই দেখিতে হইবে।

প্রবন্ধলেখকের 'বাতবহা নাড়ী' শব্দে কোন্ শারীর বস্তু বুঝাইতেছে বুঝা গেল না। কেননা আয়ুর্ব্বেদে শরীরের উপাদানীভূত যত বস্তুর নামোল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে বাতবহানাড়ী নামে পৃথক্ কোন শারীর বস্তুর উল্লেখ নাই। হয় শিরা নয় ধমনী, এই দুইটীই বায়ু বহন করিয়া থাকে বলিয়া অন্যান্য সংহিতাগ্রন্থে এবং শারীরতত্ত্বের প্রধান গ্রন্থে (সুশ্রুতসংহিতায়) উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে শিরাকে বাদ দিতে হয়, কেননা—

'নহি বাতং শিরাঃ কাশ্চিন্ন পিত্তং কেবলং তথা।
শ্লেষ্মাণং বা বহন্ত্যেতা অতঃ সর্ব্ববহাঃ স্মৃতাঃ॥ (সুশ্রুত শারীর ৭ম অঃ)

যাহা বস্তুতঃ সর্ব্ববহা তাহাকে 'বাতবহা' বলা সঙ্গত নয়। আর প্রবন্ধলেখক বোধ হয় বাতবহা সিরাকে Nerve বলিতে প্রস্তুতও নহেন। বাতবহানাড়ী শব্দে ধমনীকেও বুঝান কঠিন। সুশ্রুত শরীরের যাবতীয় ধমনীকে তিন ভাগ করিয়াছেন, উর্দ্ধগা, অধোগা ও তির্য্যগ গা। তন্মধ্যে উর্দ্ধগা ও অধোগার বাতবহত্বের উল্লেখ আছে। (শারীর-স্থান ৯ম অধ্যায়।) কিন্তু তির্য্যগ্‌গার বাতবহত্বের উল্লেখ দেখা যায় না।—(শারীর-৯ম অধ্যায়)। তবে 'বাতবহানাড়ী' কি? উর্দ্ধগা ও অধোগা ধমনীই বা কি?"*

ইহার উত্তরে যোগেশবাবু কিছু লিখিয়াছিলেন কি না অবগত নহি, তবে তিনি (১৩২৮) 'প্র তি ভা'য় এক প্রবন্ধে 'বাতনাড়ী' এই পারিভাষিক শব্দটির পরিবর্ত্তে 'বাতবহ নাড়ী' ব্যবহার করিয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয় যোগেশবাবুর আলোচনা এবং পরিভাষা বিচার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি কোন মীমাংসা করেন নাই; কেন করেন নাই তাহাও বলেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে nerve-এর কোন সঠিক পরিভাষা আমাদের কোনও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লখিত নাই। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের nervous tissue-র পারিভাষিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনার কতকাংশ উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি,—

"বাত অর্থে Nerveএর ভাব অনেকটা আইসে, কিন্তু ইহাতে Nerveএর প্রকৃত অর্থের বোধ হয় না। আয়ুর্ব্বেদ মতে বাত বা বায়ু বলিলে নার্ভকে না বুঝাইয়া Nerveএর শক্তি উৎপাদক পদার্থকে বুঝায় (generator of nervous force)। যথা 'সর্ব্বাহি চেষ্টা বাতেন।' Nerveএর আয়ুর্ব্বেদোক্ত নাম ধমনী ও নাড়ী। আক্ষেপক রোগ নিদানে 'যদা তু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ কুপিতঃহভ্যেতি মারুতঃ' ইত্যাদি। এখানে Nerve অর্থে ধমনীর প্রয়োগ হইয়াছে, আবার মূর্চ্ছানিদানে 'সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিনাদিভিঃ'—Nerve অর্থে নাড়ীর প্রয়োগ হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ধমনী ও নাড়ী Nerveএর প্রতিশব্দ এবং ধমনিকতন্তু ও নাড়ীতন্তু Nervous tissueর প্রতিশব্দ ব্যবহার করা উচিত।"†

ইহাতে আবার artery-র পরিভাষা লইয়া গণ্ডগোলে পড়িতে হইল। যাহা হউক 'স্নায়ু' যে nerve-এর পরিভাষা নহে ‡ এবং 'নাড়ী' এই শব্দটি যে nerve-এর সঠিক বার্ত্ত

* বিরজাচরণ গুপ্ত, "জীববিজ্ঞান-পরিভাষা", সাঃ-পঃ পঃ, ১১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬০-৬১ (১৩১১)

† শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, ২১ (১খঃ) পৃঃ ১১৬ (১৩২৮)

‡ Sen, G., '*A Discourse on Five Anatomical Terms*', Calcutta' pp. 19-48(1931).

জ্ঞাপন করে তাহা মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় বহু গবেষণা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, তিনি তাঁহার বিখ্যাত সংস্কৃত 'প্রত্যক্ষশারীরম' গ্রন্থের ইংরেজী introduction-এ লিখিতেছেন,—

"I have utilised for my purpose certain words like *Ida*, *Pingala* and *Sushumna* from Tantric literature,—the first two meaning the two Sympathetic chains of ganglia and the last meaning the Spinal Cord. From the same source, I have adopted the word *Narhi* to imply nerves exclusively. Probably the Greek word Neuron (a nerve) is a derivative of this Sanskrit word and has given to the English tongue such words as Neurology, Neuralgia etc."*

'নাড়ী' শব্দ প্রচলনের জন্য 'আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা'তে তিনি যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"নাড়ী—(Nerve-নার্ভ)—নাড়ী সকল কোমল, সূক্ষ্ম পীতাভ এবং রন্ধ্রহীন তারের মত। স্থান ও প্রয়োজন ভেদে উহারা কোথাও সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায়, কোথাও বা সূত্রগুচ্ছের ন্যায় আকারে অবস্থিত।........."†

'স্নায়ু' শব্দ বুঝাইতে পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—

"ইংরাজি (Sinew) 'সিনিউ' শব্দ স্নায়ু শব্দ হইতে উৎপন্ন। অর্থও অনেকটা একই রূপ। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় নার্ভ বা নাড়ী অর্থে স্নায়ু শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত ভ্রমাত্মক।"‡

'প্রত্যক্ষশারীরম' গ্রন্থ সমালোচনায় বনমালি-চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'নাড়ী' এই পারিভাষিক শব্দটির আলোচনায় যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য,—

"শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনের সংকলিত ও উদ্ভাবিত বহু উৎকৃষ্ট পারিভাষিক শব্দের মধ্যে Nerve অর্থে নাড়ী শব্দের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। গ্রন্থকার বলেন যে সংস্কৃত নাড়ী শব্দ হইতে গ্রীক (Neuron) ন্যুরন্ (ভুলে লাটিন্ লিখা হইয়াছে "লাটিন্ ভাষায়াং "ন্যুরন্" ইতি"।) এবং ইংরেজি নার্ভ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইংরেজি নার্ভ শব্দে পূর্ব্বে Sinew বা tendon বুঝাইত। গ্রীকগ্রন্থে ঐ অর্থেই নার্ভ বা ন্যুরন্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সে অর্থ এখন চলিত নহে। সংস্কৃত কবিরাজি গ্রন্থেও ঐরূপে নানা অর্থে নাড়ী শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্ত্রে nerve অর্থে নাড়ী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন যে (Nerve) নার্ভ অর্থে 'স্নায়ু' শব্দ প্রযুক্ত হওয়া অনুচিত। অমরকোষে স্নায়ুশব্দে সূত্রবৎ অস্থিবন্ধনী বুঝাইয়াছে। ঐ (ligament) অর্থে স্নায়ুপদ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কোনো কবিরাজি-গ্রন্থে স্নায়ু শব্দ নার্ভ (নাড়ী) অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। তবে নাড়ী শব্দ 'নার্ভ' অর্থে ব্যবহৃত হইলে, নাড়ী-বিজ্ঞানের কি হইবে? নাড়ী-দেখা কবিরাজদিগের বিশেষত্ব। নাড়ী-দেখাকে ধমনী-দেখা বলিব? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চরক সুশ্রুত কি বাগ্‌ভটে নাড়ী পরীক্ষার নামগন্ধ নাই।..................

আমরা কবিরাজ ডাক্তার নহি, কাজেই শ্রীযুক্ত গণনাথের সঙ্কলিত ও উদ্ভাবিত পরিভাষার বিচারে অশক্ত। কবিরাজ ডাক্তারদের কৃত ঐরূপ সমালোচনার জন্য ব্যগ্র রহিলাম। (স্বাস্থ্য-সমাচারে আলোচনা হইতেছে।—প্রবাসীর সম্পাদক)।" ¶

এই প্রসঙ্গে গণনাথ সেন মহাশয়ের কতকগুলি কথা 'আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা' হইতে উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করিতেছি, কারণ এগুলি হয়ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রশ্নের আংশিক উত্তর হইতে পারে।

---

* Sen, G., '*Pratyaksha-Shariram*', pt. I, 3rd. ed., p. 14 of Introduction (1924).

† গণনাথ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা', পৃঃ ৩৭ (১৩৩১)　　‡ ঐ, পৃঃ ৩৬

¶ বনমালি-চক্রবর্ত্তী, 'প্রত্যক্ষশারীরম্', প্রবাসী, ১৫ (১মঃ) ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩০৬ (১৩২২)

"বৈদিক গ্রন্থে নাড়ীজ্ঞান বা নাড়ীপরীক্ষা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। এইজন্য বৈদিকযুগে নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা ছিল না বলিয়াই অনুমান করা যায়। তান্ত্রিকযুগে নাড়ী লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু নাড়ীপরীক্ষার নাড়ী অর্থে ধমনী (Artery) বুঝিতে হয়—যোগশাস্ত্রের নাড়ী (Nerve) স্বতন্ত্র। সম্ভবতঃ বৈদ্যদের নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা তান্ত্রিকযুগের শেষভাগে প্রচারিত হইয়াছিল।" *

Nerve শব্দের পরিভাষার যতগুলি আলোচনা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সবগুলি উদ্ধৃত করিলাম, কোনটির উপর বিশেষ টীকা বা মন্তব্য প্রকাশ করি নাই, কারণ অনর্থক পুঁথি বাড়িয়া যাইবার ভয় আছে। এখন কোন্ পারিভাষিক শব্দটি গ্রহণযোগ্য তাহাই বিচার্য্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেকের পরিভাষা একেবারেই চলে নাই। ইদানীং 'নাড়ী' শব্দটি nerve অর্থে কেহ কেহ (উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকা দ্রষ্টব্য; ১৩২২,'২৯, '৩২,'৩৭) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রাণিতত্ত্ববিৎ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এই পারিভাষিকটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একথাও আমাদের বলিতে হইবে যে, 'নাড়ী' nerve-এর সঠিক পরিভাষা হইলেও 'স্নায়ু' শব্দের প্রভাব এখনও অপ্রতিহতভাবে আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। 'নাড়ী' শাস্ত্রানুসৃত এবং মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয়ের অনুমোদিত হইলেও কবিরাজ মহলে যে ইহা গৃহীত হইয়াছে তাহা মনে হয় না। কারণ কবিরাজ মহাশয়দের মধ্যেই একজন লিখিতেছেন,—

"যদিও আয়ুর্ব্বেদের স্নায়ু nerve নহে; তথাপি nerve অর্থে স্নায়ু শব্দের প্রয়োগ সাধারণে প্রচলিত থাকায় আমরা nerve-এর পরিবর্ত্তে স্নায়ু শব্দই ব্যবহার করিলাম।"†

কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় 'প্রত্যক্ষশারীরম্' গ্রন্থ সম্বন্ধে অবগত নহেন এমন কথা বলা চলে না। জানি না তিনি কি কারণে গণনাথ সেন মহাশয় প্রবর্ত্তিত 'নাড়ী' শব্দটি প্রয়োগে পরাঙ্মুখ।

উপরি-উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে ইহা সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে 'স্নায়ু' শব্দটি nerve অর্থে কদাচ ব্যবহার করা উচিত নহে। ইংরেজী sinew শব্দের সহিত যে 'স্নায়ু' শব্দের সম্বন্ধ রহিয়াছে সে বিষয়ে ভুল নাই। কিন্তু sinew বলিতে ligament বুঝায়, না tendon বুঝায় তাহা বলা শক্ত। কারণ প্রাণিবিজ্ঞানে এই শব্দটি তত বেশী প্রচলিত নহে। Sinew যদি ligaments এবং tendon-এর তৎপর্য্যায় শব্দ হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, sinew এনাটমির একটি অনিশ্চিত শব্দ। কারণ ligaments এবং tendon একই প্রকার গঠন হইতে উৎপন্ন হইলেও কিছু বৈলক্ষণ্য তাহাদের মধ্যে আছে। পূর্ব্বোক্ত অনেকেই sinew-কে ligaments-এর সামিল করিয়াছেন। তাঁহাদের নজীর কি জানি না। যাহা হউক আমরা বলিতে চাই এই শব্দটি আর যেন nerve অর্থে ব্যবহৃত না হয়, কারণ ইহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

---

* গণনাথ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা', পৃঃ ২৭, পাদটীকা (১৩৩১)

† ধীরেন্দ্রনাথ রায়, "আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু", প্রকৃতি, ৯ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৭ (১৩৩৯)

আংশিকভাবে ভাষায় ও সাহিত্যে বহুপ্রচলিত হইলেও "উহার প্রতি নির্দ্দয় চিরনির্ব্বাসন দণ্ড প্রয়োগের সময় এখনও অতীত হয় নাই"।

এখন কথা হইতেছে যে nerve অর্থে 'নাড়ী' চালান উচিত কি না। 'নাড়ী' শব্দটি আমাদের অপরিচিত নহে। আমরা মৌখিক কথা-বার্ত্তায়-আলাপে এবং লেখ্য ভাষায়ও ইহার প্রচুর ব্যবহার করিয়া থাকি, তবে তাহা অন্যার্থে; 'নাড়ী' বলিতে কখনও আমরা nerve বুঝি নাই, বুঝাইয়া দিলেও এখনও যে বুঝি তাহাও নহে। বহুকালপূর্ব্বে 'কল্পদ্রুম' পত্রিকায় কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখক 'নাড়ী' শব্দটি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"হৃৎপিণ্ড হইতে কতগুলি ধমনী ও শিরা বহির্গত হইয়া শাখা প্রশাখায় সমস্ত দেহ বেষ্টন করিয়া আছে। ব্রাকিয়াল নামক ধমনী বাহুতে অবস্থিত। উহা কফুয়ের উপরিভাগে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। প্রথমটীর নাম আল্‌নার অপরটীর নাম রাডিয়াল ধমনী। শেষোক্তটীরই পরীক্ষা করিতে হয়। ইহা সাধারণতঃ নাড়ী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।"*

আবার pulse অর্থে কেহ কেহ 'নাড়ী' শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন (১৩০৬)। বাংলা-দেশে আপামর সাধারণে জানে যে ডাক্তার-কবিরাজ মহাশয়েরা রোগীর "নাড়ী" টিপিয়া রোগ পরীক্ষা করেন। গণনাথ সেন মহাশয়ের "নাড়ী-পরিচয়ের" 'নাড়ী' যে artery একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (উপরে দ্রষ্টব্য)। আমাদের দেশে দাইয়েরা আঁতুড় ঘরে প্রসূত শিশুর "নাড়ী" কাটিয়া যায়, এমন কি এই শব্দটি এখনও ইংরেজী শিক্ষিত ধাত্রীরাও প্রচুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুইটাতেই রক্তবহা ধমনী বা শিরা বুঝায়। দুইটাই এনাটমি অন্তর্গত শব্দ। এখন আবার যদি আমরা nerve অর্থে 'নাড়ী' চালাইবার চেষ্টা করি সাধারণে কি তাহা মানিবে? 'নাড়ী' শব্দটি এনাটমি সম্বন্ধীয় ভিন্নার্থে বহু প্রচলিত বলিয়াই উহা আবার nerve অর্থে আমাদের লইতে আপত্তি, যদিও 'নাড়ী' কবিরাজ মহাশয়ের মতে nerve-এর একমাত্র দেশীয় প্রতিশব্দ। Ganglion শব্দ আলোচনা কালে আমরা একবার "নাড়ী" কাটিয়াছিলাম [পৃঃ ৫৯] এখন nerve-এর পরিভাষা বিচারে বসিয়া আবার "নাড়ী" কাটিতে বাধ্য হইলাম।

এরূপক্ষেত্রে যখন কোন সঠিক বাংলা বা সংস্কৃত প্রতিশব্দের সন্ধান মিলিতেছে না, তখন আমাদের মতে nerve-কে অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়া অযৌক্তিক হইবে না। অপর পক্ষে বাজারে "নার্ভ-ভিগর", "নার্ভটনিক", "নার্ভিরল" ইত্যাদি যেরূপ অল্পবিস্তর চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে আশা করা যায় প্রাণিবিজ্ঞানের বাজারেও 'নার্ভ' অচিরে সমাদর লাভ করিবে। বিদেশীয় ভাষার প্রতিশব্দগুলি পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

Nerve—**নার্ভ**

অর্থ :—গ্যাঙ লিয়ন হইতে উদ্ভূত ঈষৎ পীতাভ বা শুভ্র রঞ্জহীন সূতার ন্যায় যে গঠন।

---

*——"মেলেরিয়া জ্বর, নাড়ীপরীক্ষা", কল্পদ্রুম, পৃঃ ১৭৭-১৭৮ (১২৮৬)

"বৈদিক গ্রন্থে নাড়ীজ্ঞান বা নাড়ীপরীক্ষা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। এইজন্য বৈদিকযুগে নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা ছিল না বলিয়াই অনুমান করা যায়। তান্ত্রিকযুগে নাড়ী লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু নাড়ীপরীক্ষার নাড়ী অর্থে ধমনী (Artery) বুঝিতে হয়—যোগশাস্ত্রের নাড়ী (Nerve) স্বতন্ত্র। সম্ভবতঃ বৈদ্যদের নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা তান্ত্রিকযুগের শেষভাগে প্রচারিত হইয়াছিল।" *

Nerve শব্দের পরিভাষার যতগুলি আলোচনা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সবগুলি উদ্ধৃত করিলাম, কোনটির উপর বিশেষ টীকা বা মন্তব্য প্রকাশ করি নাই, কারণ অনর্থক পুঁথি বাড়িয়া যাইবার ভয় আছে। এখন কোন্ পারিভাষিক শব্দটি গ্রহণযোগ্য তাহাই বিচার্য্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেকের পরিভাষা একেবারেই চলে নাই। ইদানীং 'নাড়ী' শব্দটি nerve অর্থে কেহ কেহ (উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকা দ্রষ্টব্য; ১৩২২,'২৯, '৩২,'৩৭) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রাণিতত্ত্ববিৎ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এই পারিভাষিকটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একথাও আমাদের বলিতে হইবে যে, 'নাড়ী' nerve-এর সঠিক পরিভাষা হইলেও 'স্নায়ু' শব্দের প্রভাব এখনও অপ্রতিহতভাবে আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। 'নাড়ী' শাস্ত্রানুসৃত এবং মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয়ের অনুমোদিত হইলেও কবিরাজ মহলে যে ইহা গৃহীত হইয়াছে তাহা মনে হয় না। কারণ কবিরাজ মহাশয়দের মধ্যেই একজন লিখিতেছেন,—

"যদিও আয়ুর্ব্বেদের স্নায়ু nerve নহে; তথাপি nerve অর্থে স্নায়ু শব্দের প্রয়োগ সাধারণে প্রচলিত থাকায় আমরা nerve-এর পরিবর্ত্তে স্নায়ু শব্দই ব্যবহার করিলাম।"†

কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় 'প্রত্যক্ষশারীরম্' গ্রন্থ সম্বন্ধে অবগত নহেন এমন কথা বলা চলে না। জানি না তিনি কি কারণে গণনাথ সেন মহাশয় প্রবর্ত্তিত 'নাড়ী' শব্দটি প্রয়োগে পরাঙ্মুখ।

উপরি-উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে ইহা সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে 'স্নায়ু' শব্দটি nerve অর্থে কদাচ ব্যবহার করা উচিত নহে। ইংরেজী sinew শব্দের সহিত যে 'স্নায়ু' শব্দের সম্বন্ধ রহিয়াছে সে বিষয়ে ভুল নাই। কিন্তু sinew বলিতে ligament বুঝায়, না tendon বুঝায় তাহা বলা শক্ত। কারণ প্রাণিবিজ্ঞানে এই শব্দটি তত বেশী প্রচলিত নহে। Sinew যদি ligaments এবং tendon-এর তৎপর্য্যায় শব্দ হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, sinew এনাটমির একটি অনিশ্চিত শব্দ। কারণ ligaments এবং tendon একই প্রকার গঠন হইতে উৎপন্ন হইলেও কিছু বৈলক্ষণ্য তাহাদের মধ্যে আছে। পূর্ব্বোক্ত অনেকেই sinew-কে ligaments-এর সামিল করিয়াছেন। তাঁহাদের নজীর কি জানি না। যাহা হউক আমরা বলিতে চাই এই শব্দটি আর যেন nerve অর্থে ব্যবহৃত না হয়, কারণ ইহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

---

* গণনাথ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা', পৃঃ ২৭, পাদটীকা (১৩৩১)

† ধীরেন্দ্রনাথ রায়, "আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু", প্রকৃতি, ৯ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৭ (১৩৩৯)

৬৪। **Oesophagus**—[Gk. *oisophagos, gullet.*] The part of alimentary canal between pharynx and stomach, or part equivalent thereto p. 214.

"Oesophagus. The gullet or tube leading from the mouth to the stomach."†

"Esophagus. In the earthworm, a narrow passage leading from the pharynx to the crop. In vertebrates, the passage between the pharynx and the stomach "‡

"Oesophagus (Gr. *oisophagos*, the gullet), the canal through which food and drink passes to the stomach."¶

১৮৫১ অন্নবাহিস্রোতস্, অন্নমার্গঃ, অন্নপথঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans*. p. 54.
১৩০০ পাকস্থলী, শ্রীপঃ রায়, ভারতী, ১৭ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৫২৯
১৩০৫ অন্ননালী (food pipe or oesophagus),——স্বাস্থ্য, পৃঃ ১১০
১৩০৬ গল (Oesophagus, Gullet),——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৮
১৩১০ কণ্ঠনালি, শ্রীরাঃ চট্টরাজ, 'প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত', পৃঃ ১২
১৩১১ কণ্ঠনাড়ী, বিঃ গুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬২
১৩১১ অন্নবহানালী, রঃ চক্রঃ, বার্ত্তা, ১ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮৮
১৩১২ গলনালী, শঃ রায়, সাহিত্য, ১৬ (১১শ সংখ্যা) পৃ ৬৭৪
১৩১৪ অন্ননালী বা ইসফেগস , চুঃ বসু, সাহিত্য-সংহিতা, ৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭২
১৩১৯ অন্ননালী, 'ডাক্তার', প্রবাসী, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ৫৯৪
১৩২১ অন্ননালী,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৩৯
১৯১৪ খাদ্যনালী, জিঃ দে, বিজ্ঞান, ৩ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৪২
১৯১৭ গলনালী, অন্ননালী (খাঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1436.
১৩২৮ ইসোফেগস্ বা অন্ননালী, নঃ বসু, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৪
১৩২৯ অন্ননলী, বঃ চট্টোঃ, ভারতী, ৪৬ (১ম খঃ), পৃঃ ১০৪
১৯২৪ অন্নপথ, গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম্, ১ম খঃ, পৃঃ ৫৮
১৯২৪ অন্ননলিকা (Oesophagus or Gullet), গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, ২য় খঃ, পৃঃ ১৯৫
১৩৩১ গলনলী, বিঃ পাল, প্রকৃতি ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪১২
১৩৩২ অন্ননালী, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (২য় ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৯৬, ৪০২ ; ঐ, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮০ (১৩৩৩); ঐ, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৪ (১৩৩৫)
১৩৩৩ অন্ননালী, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫৭
১৩৩৪ অন্ননালীর ঊর্দ্ধাংশ, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৬
১৩৩৪ ক্লেমা ; ক্লোম (Oesophagus, lungs), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৫
১৩৪০ গলনালী, প্রঃ সেন, শিশুভারতী, ৪, পৃঃ ২৪২
১৩৪০ অন্ননালী (এঃ ঘোষ), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২ সং, পৃঃ ৬৪৫
—— গলনাড়িঃ, গিলনিঃ, মঃ আপটে, (মহারাষ্ট্র) বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ১২

জার্ম্মান— Schlundröhre;
Speiseröhre;
Ösophagus.
ফ্রেঞ্চ— Oesophage.

---

† Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, 7th ed., p. 900 (1887).
‡ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 378 (1920).
¶ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 331 (1926).

ইতালীয়—Esofago.
ল্যাটিন— *Gullet.*

ইংরেজী প্রাণিবিজ্ঞানে œsophagus এবং gullet একার্থবাচক শব্দ। পূর্ব্বে দুইটির স্বতন্ত্র অর্থ ছিল কি না জানি না। œsophagus গ্রীক শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং gullet ল্যাটিন হইতে গৃহীত; উহার মধ্যে œsophagus শব্দটি প্রাণিবিজ্ঞানে বেশী প্রচলিত। পৌষ্টিক-নালীর বা খাদ্যনালীর যে পেশল নলাকার অংশ মুখগহ্বরের শেষভাগ অর্থাৎ pharynx হইতে stomach পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহাকেই œsophagus বা gullet কহে।

ইহার পরিভাষা যতগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশেরই alimentary canal-এর অর্থের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে (পৃঃ ৩-৫)। এইরূপ কোন কারণেই ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষের œsophagus এবং gullet-এর সঙ্কলিত পরিভাষাগুলি সেইস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম (পৃঃ ৪)। যাঁহারা alimentary canal-এর পরিভাষা 'মহাস্রোত' করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে œsophagus অর্থে 'অন্ননালী' বা 'অন্ননলিকা' পরিভাষা রচনা করা অশোভন হয় নাই। কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয় যোগেশবাবুর gullet-এর পরিভাষা 'অন্ননালী' বিচার করিতে যে কথাগুলি লিখিয়াছেন তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Gullet চল্‌তি শব্দ। Œsophagus বৈজ্ঞানিক নাম। আমার বোধ হয় Œsophagus-এর আয়ুর্ব্বেদ সম্মত নাম "কণ্ঠনাড়ী"। বাগ্‌ভটের শারীর স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ের ৭৮ পৃষ্ঠায় (শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সংস্করণ) টীকাকার অরুণদত্ত লিখিয়াছেন—'তথা ভুক্তং হৃদ্যভ্যবহৃতং কণ্ঠনাড়ীলুঠিতং কায়স্য মহানিম্নদেশং কোষ্ঠাখ্যং অবতীর্ণং গৃহীত্বা অবতিষ্ঠতে' ইহা পড়িলে কি মনে হয় না যে Œsophagusই কণ্ঠনাড়ী।" *

ইহার উত্তর মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয় বা অন্যান্য কবিরাজ মহাশয়েরা দিতে পারেন। সম্ভবতঃ গণনাথ সেন মহাশয় কবিভূষণের এ উক্তি দেখেন নাই। তাঁহার 'অন্নপথ', 'অন্ননলিকা' (১৯২৪) আয়ুর্ব্বেদ সম্মত কি না তাহা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। কবিভূষণ œsophagus-কে বৈজ্ঞানিক এবং gullet-কে চল্‌তি শব্দের কোঠায় ফেলিয়াছেন। তাঁহার নজীর কি জানি না। বস্তুতঃ œsophagus-ই চলিত শব্দ, বৈজ্ঞানিক ত বটেই। ইংরেজী প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদিতে gullet অপেক্ষা œsophagus-ই বেশী প্রচলিত। আমরা যতদূর জানি তাহাতে এই বলিতে পারি যে ঐ দুইটাই বৈজ্ঞানিক শব্দ, প্রাণিবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে দুইটাই সমধিক ব্যবহৃত। যাহা হউক এই বিষয় লইয়া বাগবিতণ্ডা করিয়া লাভ নাই, আমাদের কোন্ পারিভাষিকটি œsophagus-এর জন্য গ্রহণ করা উচিত তাহার বিচার আবশ্যক। 'অন্ননলিকা' বা 'অন্ননালী' (অথবা খাদ্যনালী) œsophagus অর্থে একেবারেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না এমন কথা বলি না, তবে মুস্কিল এই যে ইংরেজী food-canal-এর বাংলা করিতে গেলে ইহাদেরই একটি প্রয়োগ

* বিরজাচরণ গুপ্ত, 'জীববিজ্ঞান-পরিভাষা', সাঃ-পঃ পঃ, ১১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬২ (১৩১১)

করিতে বাধ্য হইতে হয়,—অথচ food-canal-এর সহিত alimentary canal-এর এনাটমি হিসাবে কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং এই সকল পরিভাষা গ্রহণ করা সুকঠিন। উপরন্তু আমরাই যে শব্দগুলি পৌষ্টিক-নালীর প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি তাহাই আবার œsophagus অর্থে বহাল করিতে পারি না (পৃঃ ৫)। আবার যাঁহারা 'গলনালী' (১৩১২) বা 'কণ্ঠনাড়ী' (১৩১১) করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই নিবেদন করিতে চাহি যে এমন প্রাণীও আছে যাহাদের গলা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা নাই অথচ œsophagus আছে। এই প্রকার বহু কারণে অর্থ বিকৃত হইবার আশঙ্কায় আমাদের মনে হয় œsophagus-কে অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়া অযৌক্তিক বা অশোভন হইবে না।

জার্ম্মান ভাষায় পূর্ব্বে Speiseröhre ব্যবহৃত হইত; কোন কোন পুস্তকে উহার পাশেই বন্ধনীর মধ্যে œsophagus-ও উল্লিখিত হইত। Schlunröhre মনে হয় আরও পুরাতন। ইদানীং বহু জার্ম্মান পাঠ্যপুস্তকে œsophagus-এর প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়, তবে কেহ কেহ ösophagus এই প্রকার বানান লিখিয়া থাকেন।

Oesophagus—**ইসোফেগাস**

অর্থ:—পৌষ্টিক-নালীর পুরোভাগের একটি অংশ বিশেষ। মুখগহ্বরের শেষভাগ বা ফেরিংক্স হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত নলাকার অংশ।

৬৫। **Oil gland**—The uropygial gland in Birds; a gland which secretes oil. p. 214.

"Oil-glands.—Secretory organs near the root of the tail, probably used in oiling the plumage. Some exhibit tufts of feathers, others are naked."*

১৩১৯ তৈলস্রাবী, বঃ মুখোঃ, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯২
১৯১৭ তৈলস্রাবী গ্রন্থি, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1441.

জার্ম্মান— Bürzel Drüse.
ল্যাটিন— *Glandula uropygialis.*

অনেক পাখীর পুচ্ছদেশের পৃষ্ঠভাগে একটি নাতিউচ্চ পিণ্ডাকার হরতনের টেক্কার মতন একটি গঠন দেখা যায় তাহাকেই oil gland কহে। জলচর পক্ষীতে ইহা বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত। এই গঠনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তাহা হইতে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ বাহির হয়। পাখীরা তাহাতে চঞ্চু সিক্ত করিয়া পালখে লেপন করে। প্রাণিবিজ্ঞানের সকল পুস্তকে ইহাকে কিন্তু oil gland কহে না। কোন

---

* Evans, A. H., 'Birds', *C. N. H.*, p. 21 (1909).

কোন পুস্তকে ইহাকে uropygial gland আখ্যা দেওয়া হইয়াছে আবার কোন পুস্তকে ইহাকেই preen gland কহে। একই গঠনের এইরূপ বিভিন্ন নাম হইবার একটু হেতু আছে। পাখীর পুচ্ছদেশ অর্থাৎ যে স্থান হইতে লেজের পালখ বহির্গত হয় তাহাকে uropygium কহে এবং সেই নিমিত্ত এই স্থানের ঐ বিশিষ্ট গ্লাণ্ডকে uropygial gland বলা হয়। আবার যাঁহারা preen gland নামকরণ করিয়াছেন তাঁহাদের এরূপ বলিবার কারণ এই যে পাখীরা ঐ গ্লাণ্ড হইতে নির্গত পদার্থ দিয়া পালখ প্রসাধন করিয়া থাকে। যাহা হউক, আমাদের সমস্যা oil gland-এর পরিভাষা লইয়া। উপরি উদ্ধৃত প্রথম পরিভাষাটি (১৩১৯) ঠিক অর্থ জ্ঞাপন করে না; দ্বিতীয়টি (১৯১৭) কিছু দীর্ঘ। আমরা 'তৈল গ্লাণ্ড' করিয়া পরিভাষা সমস্যা মিটাইতে পারি, কিন্তু যাঁহারা দো-আঁসলা শব্দ বা ফিরীঙ্গীয়ানার বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা সোজাসুজি 'অয়েল গ্লাণ্ড' লইতে পারেন। কারণ আমাদের দেশে 'অয়েল-মিল', 'অয়েল-ক্লথ', ঘড়ি 'অয়েল' করা চলিতেছে।

Oil gland—**অয়েল-গ্লাণ্ড; তৈল-গ্লাণ্ড**

অর্থ:—পাখীর পুচ্ছদেশের পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত নাতি-উচ্চ পিণ্ডাকার একটি বিশিষ্ট গ্লাণ্ড।

৬৬। **Order**—[L. *ordo*, order.] Any group of organisms closely allied, ranking between family and class. p. 218.

"Order. A group of animals forming a subdivison of a class, and being composed of one or more families."†

১৮৫১ —(Class, grade) গণ:, বর্গ:, বর্ণ:, জাতি:, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 556.

১২৯৬ "লুপ্ত শ্রেণী" (Extinct order), '—মিত্র', ভারতী ও বালক, ১৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃ: ৩৩৭

১২৯১ শ্রেণী, ক্ষী: রায়, নব্যভারত, ২ (৫ম সংখ্যা) পৃ: ১৯৩

১৮৯১ গণ:, বর্গ:, বর্ণ, জাতি, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict*, p 296.

১৩০১ বিভাগ, শ্রীপ: রায়, নব্যভারত, ১২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃ: ৩৩২

১৩০১ গণ, যো: রায়, নব্যভারত, ১২ (১১শ সংখ্যা) পৃ: ৫৭৪

১৩০৯ বর্গবিভাগ, ক্ষি: ঠাকুর, 'অভিব্যক্তিবাদ', পৃ: ২২

১৩১০ বর্গ, যো: রায়, সা:-প: প:, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৩৬

১৮৩৮শক পর্য্যায়, ব: চৌধুরী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৯ (২য় ভাগ) পৃ: ১৪৪

১৯১৭ (প্রাকৃতিক ইতিহাস) শ্রেণী এবং পরিবারের মধ্যবর্ত্তী বিভাগ, বিভাগ, বর্গ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1459.

১৩২৫ শ্রেণী, অ: সরকার, প্রতিভা ৮ (৬।৭ সংখ্যা) পৃ: ২১৮; ঐ, ৯ (১২শ সংখ্যা) পৃ: ৪৭১

১৩৩০ বর্গ, স: রাহা, মা: বসুমতী, ২ (১ম খ:) পৃ: ৪৬৬

১৩৩১ বর্গ, এ: ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৫৩

১৩৩১ বর্গ, বি: পাল, প্রকৃতি, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃ: ৪১০

† Shull, A. F., *'Principles of Animal Biology'*, Glossary, p. 393 (1920).

১৩৩২ বর্গ, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬ ; ঐ, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৪১ (১৩৩৩) ;
ঐ, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৬ (১৩৩৪)
১৩৩৪ বর্গ, চিঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৪ (২য় খঃ) পৃঃ ৭১৯
১৩৩৪ পর্য্যায়, বিঃ দাশগুপ্ত, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৪
১৩৩৪ বর্গ, হেঃ দাশগুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ৩৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২২৭
১৩৪০ বর্গ (যোঃ রায়), রাঃ বসু, 'চলন্তিকা', ২য় সং পৃঃ ৬৪২
১৩৪০ ক্রম, বর্গ,——'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', পৃঃ ৭১
১৩৪০ বর্গগত, পঃ ঘোষাল, প্রকৃতি, ১০ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৮৭

জার্ম্মান— Ordnung.
ফ্রেঞ্চ— Ordre.
ইতালীয়— Ordine.

জীবের শ্রেণীবিভাগে order-এর দরকার হয়। গণ কিরূপে নিরূপিত করা হয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ৬১-৬২)। কতকগুলি গণের বা একটি গণের বিশিষ্ট গঠনাদির সমাবেশ দেখিয়া family নিরূপিত করা হয়। আবার family-র কোন গঠন বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে order নিরূপণ হয়। জীবের শ্রেণীবিভাগে order-এর স্থান class এবং family-র মধ্যে।

যোগেশবাবুই (১৩১০) সম্ভবতঃ প্রথম 'বর্গ' শব্দটিকে order অর্থে সঙ্কলন করেন। তাঁহার এই শব্দটি মনোনীত করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল কি না জানি না; কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকায় দেখা যাইবে যে প্রায় সকলেই এই শব্দটি নির্ব্বিচারে order-এর পরিভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 'বর্গ' শব্দে group বা অন্য কিছু বুঝাইতে পারে কিন্তু অধুনা জীববিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহা যে order বুঝায় তাহা আশা করি জীবতত্ত্ববিৎমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে দিয়াছি।

Order—**বর্গ**

অর্থঃ—জীবের শ্রেণীবিভাগে শ্রেণী ও বংশের মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায়।

৬৭। **Organ**—[Gk. *organon*, implement.] Any part or structure of an organism adapted for a special purpose. p. 218.

"Organ (Lat. *organum*, implement), a specialised part of a living body concerned in some particular function."*

"Organ. A group of cells or tissues performing some specific function."†

"Organ (L. *organum*, an instrument), a part of an organism having a specific function."‡

---

* Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxxi (1919).

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 393 (1920).

‡ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 332 (1926).

১৮৫১—(Organ of action) কর্ম্মেন্দ্রিয়ং. Of these, five are given : 1. 'The larynx or voice,' বাক্ *f.* (চ্) ; 2. 'the hand,' পাণিঃ ; 3. 'the foot,' পাদঃ ; 4. 'the organ of excretion,' পায়ুঃ ; 5. 'of generation,' উপস্থঃ.—(Organ of sense or perception) ইন্দ্রিয়ং, জ্ঞানেন্দ্রিয়ং, জ্ঞানসাধনং, বিষয়ি *n.* (ন্), তদ্গ্রাহকং. Of these, five are reckoned : 1. 'the eye,' চক্ষুস্ ; 2. 'the ear,' শ্রোত্রং ; 3. 'the nose,' ঘ্রাণং ; 4. 'the tongue,' জিহ্বা ; 5. 'the skin,' ত্বক্. The word ইন্দ্রিয়ং may be affixed to any of these ; as 'the organ of sight,' চক্ষুরিন্দ্রিয়ং &c. ; ... ... (Internal organ, or organ of the intellect) অন্তরিন্দ্রিয়ং, ধীন্দ্রিয়ং Of these, four are enumerated : 1. 'the mind, or organ of thought,' মনস্ ; 2. 'apprehension,' বুদ্ধিঃ ; 3. 'individuality, or sense of self,' অহঙ্কারঃ ; 4. 'feeling,' চিত্তং. In opposition to the 'internal organs,' the organs of perception and action are sometimes called 'external organs,' বহিরিন্দ্রিয়াণি. The organs collectively, ইন্দ্রিয়গ্রামঃ, ইন্দ্রিয়বর্গ,— Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, pp. 556-557.

১৮৯৩ ইংন্দ্রিয়ং, করণং, তদ্গ্রাহকং, বিষয়িন্ ; (of action) সাধনং, করনং, উপকরণং কর্ম্মসাধনং, কর্ম্মেংন্দ্রিয়ং ; 'intellectual or internal o.' ধীংন্দ্রিয়ং, অংতরিংন্দ্রিয়ং., Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 297.

১৩০৬ অঙ্গ, অবয়ব (Member),——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭.

১৩০৬ অবয়ব, দেহ,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩১৯.

১৩০৭ যন্ত্র, মঃ নাঃ বসু, নব্যভারত, ১৮ (১১শ সংখ্যা), পৃঃ ৫৭৭

১৩১০ ইন্দ্রিয়, অঙ্গ, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬

১৩১৫-১৬ যন্ত্র, সু মৈত্র, উপাসনা, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩৪

১৩১৭ ইন্দ্রিয়, যন্ত্র, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮

১৩২০ যন্ত্র, অবয়ব, রাঃ ত্রিবেদী, ভারতবর্ষ, ১ (১ম খঃ) পৃঃ ৮৫৫, ৮৫৬ (বিঃ গুপ্ত—'বিচিত্র প্রসঙ্গ')

১৩১৩ শরীর যন্ত্র, শরঃ রায়, বিজ্ঞান, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৮৩

১৩২০ আশয় (organs বা receptacles), পঃ নিয়োগী, ভারতী, ৩৭ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৮

১৩২২ শারীর যন্ত্র, ঈঃ গুহ, কৃষি-সম্পদ্, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২২

১৩১৭ অঙ্গ (হিঃ কোঃ), অবয়ব (ঐ), ইন্দ্রিয়, জ্ঞানসাধন, করণ, কর্ম্মসাধন. Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1461.

১৩২৬ ইন্দ্রিয়, শৈঃ ঘোষ, স্বাস্থ্য-সমাচার, ৮ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ১৪৪

১৩২৭ যন্ত্র, শঃ রায়, প্রতিভা, ১০ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯৭

১৩৩৩ ইন্দ্রিয়, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩১

১৩৩৭ যন্ত্র, সুঃ ঘোষ, পঞ্চপুষ্প, ৩ (২য় খঃ) পৃঃ ৫৮৮

১৩৩৮ দেহযন্ত্র, যন্ত্র, অঃ দত্ত, প্রকৃতি, ৮ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৭, ৩৫৮

১৩৩৯ যন্ত্র, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৮৯

১৩৪০ অঙ্গ (যোঃ রায়), যন্ত্র, ইন্দ্রিয়, রাঃ বসু, 'চলন্তিকা', ২য় সং, পৃঃ ৬৪২

—— ইংন্দ্রিয়ম, মঃ আপটে, (মহারাষ্ট্র) বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ৯

জার্ম্মান— Organ.
ফ্রেঞ্চ— Organe.
ইতালীয়—Organo.

উপরে যে সংজ্ঞাগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার সহিত Hertwig-এর নিরুক্তিও উল্লেখযোগ্য,—

"Aus den Geweben bauen sich die Organe auf. *Ein Organ kann man einen*

Gewebskomplex nennen, welcher durch Abgrenzung gegen die Umgebung eine abgeschlossene Gestalt angenommen hat, um eine einheitliche Funktion zu vollziehen. So ist der einzelne Muskel ein Organ, welches aus einer gewissen Menge von Muskelgewebe besteht, mit Skalpell und Schere aus seiner Umgebung als ein zusammenhängendes Ganzes herausgeschält werden kann und eine bestimmte Bewegung ausführt."*

Tissue উপাদান হইতে organ উৎপন্ন এবং ইহা জীবদেহের এমন একটি অংশ যাহা কোন বিশিষ্ট কার্য্য করে, যেমন বলা যাইতে পারে পেশী একটি organ, যকৃৎ একটি organ ইত্যাদি। ইহার পরিভাষা 'যন্ত্র' আমরা একাধিকবার পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছি। অনেকের কিন্তু এই পরিভাষাটি লইতে আপত্তি হইতে পারে, কারণ আমরা machine-কেও 'যন্ত্র' বলিয়া থাকি। তাহা হইলে দাঁড়াইয়া যায় যে machine জড় পদার্থের 'যন্ত্র' আর organ সজীব পদার্থের (অর্থাৎ জীবের) 'যন্ত্র'। আমাদের ভাষায় প্রচলিত অনেকগুলি 'যন্ত্র' যোগে সম্পন্ন শব্দ আছে যাহারা organ-এরই আভাস প্রদর্শন করে, যথা, হৃদ্‌যন্ত্র, স্বরযন্ত্র, 'মূত্রযন্ত্র' ইত্যাদি। সম্ভবতঃ এই সব কারণেই অনেকে organ-এর পরিভাষা 'যন্ত্র' অনুমোদন করেন। রামেন্দ্রবাবুর সম্পাদকীয়ত্বে পারিভাষিক সমিতি organ-এর পরিভাষা 'অবয়ব' 'দেহ' (১৩০৬) দাখিল করিলে যোগেশবাবু সমালোচনায় লেখেন,—"Organ—অবয়ব, দেহ। বরং অবয়ব করা যাইতে পারে, কিন্তু দেহ বলিতে পারা যায় না। The liver is an organ of our body—ইহার অনুবাদ কি হইবে?"† তাঁহার এ অনুযোগ সত্য। পরে তিনি (১৩১০) organ-এর পরিভাষা দেন 'ইন্দ্রিয়' 'অঙ্গ'। আমরা তাঁহার 'ইন্দ্রিয়' শব্দটি লইতে রাজী আছি, কারণ ইহা organ-এর ভাব জ্ঞাপন করে (Monier Williams প্রদত্ত অর্থাবলী দ্রষ্টব্য)। 'যন্ত্র' ভাষায় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া এবং 'ইন্দ্রিয়' organ-এর ভাব জ্ঞাপন করে বলিয়া আমরা এই দুইটি গ্রহণ করিতে অভিলাষী। শশধর রায় মহাশয়ও (১৩১৭) এই দুইটি অনুমোদন করিয়াছিলেন। 'অঙ্গ' 'অবয়ব' ইত্যাদি শব্দে মতদ্বৈধ থাকা সম্ভব বলিয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

Organ—ইন্দ্রিয়, যন্ত্র

অর্থ:—জীবদেহের এমন একটি অংশ বা গঠন যাহা কোন একটি বিশিষ্ট কার্য্য করে।

৬৮। **Organism**—[Gk. *organon*, instrument.] Any living animal or plant; anything capable of carrying on life processes. p. 218.

---

* Hertwig, R., '*Lehrbuch der Zoologie*', Jena, p. 88 (1912).

† যোগেশচন্দ্র রায়, 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', সা-প: প, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৮৮ (১৩০৭)

"Organism (Lat. *organum*, implement), that which has organs, viz., a living body." *

"Organism. A living being, whether plant or animal." †

১২৯২ জৈবনিক, নিঃ দাস, নব্যভারত, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ২১৯

১৮৯৩ রচনা, ঘটনা, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 297.

১৩০৩ জীবায়ব, পাঃ সমিতি, সাঃ-পঃ পঃ, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬৩

১৩০৬ অবয়বী, জীব, দেহী,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩১৯

১৩০৯ জান্তব পদার্থ, নঃ মুখোঃ, নব্যভারত, ২০ (১০ম সংখ্যা পৃঃ ৪৪২

১৩১০ অঙ্গী, যো, রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬

১৩১১ জান্তব শরীর,——সাহিত্য, ১৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২৫

১৩১২ শরীর যন্ত্র, জ্ঞাঃ দাস, প্রবাসী, ৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১১৪

১৩১৭ দেহী, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮

১৩২০ সাবয়ব প্রাণী, কেঃ গুপ্ত, অর্চ্চনা, পৃঃ ৪০৩

১৯১৭ অঙ্গী (সাঃ পঃ), দেহী ; জীব বা উদ্ভিদ ; জীবায়ব (সাঃ পঃ), ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট রচনা (কেভিঃ) অবয়ব (হিঃ কোঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1462.

১৩২৬ জৈবিক পদার্থ, ধীঃ চৌধুরী, বিচিত্রা, ৩ (১ম খঃ) পৃঃ ১৩৯

জার্ম্মান —Organismus.
ফ্রেঞ্চ —Organisme.
ইতালীয়—Organismo.

Zoology-তে যাহাকে আমরা animal বলি এবং Botany-তে যাহাকে আমরা plant বলি তাহাকেই আমরা আবার organism বলি। যাহার মধ্যে জীবন আছে, যাহার মধ্যে প্রাণক্রিয়া চলে তাহাই organism। MacBride life-এর সংজ্ঞা নিরূপণে লিখিতেছেন, "But in the case of a being which has life—or, as we term it, a *living being* or *organism*"‡ আবার animal-এর নিরুক্তি নির্দ্ধারণ করিতে লিখিতেছেন,—

"For all practical purposes the definition of an animal as a living thing——or, to use the shorter or more convenient term, an *organism* which can move and take in solid food which must contain proteid—is a good definition, and certainly expresses the *idea* which rises in the mind of a scientific man which he names the word animal."¶

ঠিক এইরূপ উক্তির দ্বারা plant-কেও organism বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রাণীও organism আবার উদ্ভিদও organism। এরূপ ক্ষেত্রে organismএর পরিভাষা রচনা করিতে গেলে দুইই বুঝায় এমন একটি শব্দ সঙ্কলন করিতে হইবে। উপরি-উদ্ধৃত organism-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া পরিভাষা রচনা করা চলিবে না। Arthur Dendy

---

* Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxxi (1918).

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 393 (1920).

‡ MacBride, E. W., '*Zoology*', p. 6 (1913).

¶ Ibid., p. 8.

প্রদত্ত অর্থানুযায়ী "that which has organs" তাহাও করা চলিবে না। আমরা organ-এর বাংলা করিয়াছি "ইন্দ্রিয়', 'যন্ত্র'; সুতরাং উক্ত অর্থানুযায়ী organism-এর পরিভাষা হইয়া যায় 'ইন্দ্রিয়বান্' বা 'যন্ত্রবান্'। সম্ভবতঃ এরূপ পরিভাষা কেহই অনুমোদন করিবেন না। আমাদের প্রচলিত একটি শব্দ আছে,—জীব, organism অর্থে তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্যারীমোহন দেববর্ম্মার "প্রাণীর সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য বিচার" প্রবন্ধে "জীব" 'প্রাণী' ও 'উদ্ভিদ' সম্বন্ধে যে বিচার করা হইয়াছে তাহা এস্থানে উলেখযোগ্য মনে করি,—

"বর্ত্তমানকালে আমরা যাহাদিগকে 'প্রাণী' সঞ্জায় অভিহিত করি,প্রাচীনেরা তাহাদিগকে 'জীব' নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহাদিগের ধারণা ছিল যে, 'উদ্ভিদ্' নির্জ্জীব পদার্থ, এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিই সজীব। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, উদ্ভিদেরও জীবনীশক্তি আছে। সুতরাং উহারা নির্জ্জীব পদার্থ নহে। অতএব 'উদ্ভিদ্'কেও 'সজীব' সংজ্ঞার অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। একথা বিজ্ঞানানুমোদিতও বটে। কিন্তু তাই বলিয়া, সাধারণ ভাষায় 'জীব' ও 'উদ্ভিদ্'—এই দুইটি শব্দের সাহায্যে আমরা যে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের ধারণা করি, এবং স্বতঃই আমাদের মনে এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্যের ভাব সঞ্চারিত হয়, তাহা সহসা হৃদয় হইতে অপসারিত করা সম্ভবপর নহে।

প্রথমে দেখা যাউক, কাহাকে 'প্রাণী' এবং কাহাকেই বা 'উদ্ভিদ্' বলা যায়। প্রাণ+ইন্=প্রাণী; যাহাদের প্রাণ বা জীবন আছে, তাহাদিগকেই 'প্রাণী' বলা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে, উদ্ভিদেরও জীবন আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চেতনা, স্বেচ্ছাসঞ্চালন-শক্তি প্রভৃতি সম্পন্ন জটিল শরীর-যন্ত্র-ভূষিত সজীব পদার্থসমূহকে বুঝাইবার জন্যই আমরা, অন্য উপযোগী শব্দের অভাবে, 'প্রাণী' শব্দ দ্বারা বুঝাইয়া থাকি।"†

উপরি-উদ্ধৃত উক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে দেববর্ম্মা মহাশয় 'প্রাণী' শব্দের দ্বারা animal এবং plant দুইই বুঝাইতে চাহেন। 'জীব' শব্দের দ্বারা প্রাচীনেরা শুধু animal বুঝিতেন। কিন্তু আমরা animal অর্থে 'প্রাণী' বলিতে এবং লিখিতে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে উহাই আবার plant অর্থে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হইলেও কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে। ব্যবহারের জোরেই আমরা animal অর্থে 'জীব' বলিয়া থাকি, কারণ 'জীব' 'প্রাণীর' তৎপর্য্যায় শব্দ মাত্র। কিন্তু প্রাণিবিজ্ঞানের খাতিরে অর্থ একটু অদল-বদল করিয়া লইলে দোষ কি। 'জীব' বলিতে আমরা এখন যদি 'প্রাণী' ও 'উদ্ভিদ' দুইই বুঝি তাহা হইলে কোন গোলই থাকে না। এইরূপ পরিভাষা গড়িয়া লইলে আমাদের আরও কতকগুলি ইংরেজী শব্দের জটিল পরিভাষা সরল হইয়া যাইবে যথা, Biology, Zoology ইত্যাদি। সুতরাং organism অর্থে 'জীব' কাহারও আপত্তিজনক হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, Amoeba প্রাণীও বটে জীবও বটে, আবার লজ্জাবতীলতা উদ্ভিদও বটে জীবও সত্য। তবে এস্থানে 'জীবের' অর্থ একটু ব্যাপক এবং 'প্রাণী'র অর্থ

† প্যারীমোহন দেববর্ম্মা, 'প্রাণীর সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য বিচার' ভারতবর্ষ' ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৯১৪ (১৩২২)

একটু সঙ্কুচিত হইল। এরূপ করা ব্যতীত অন্য উপায় দেখিতেছি না। উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকা ঘাঁটিয়া শব্দ বিচার অনাবশ্যক।

Organism—**জীব**

অর্থ:—যাহার জীবন আছে অর্থাৎ যাহার মধ্যে জীবনীশক্তির ক্রিয়া চলিতে সমর্থ।

৬৯। **Osculum**—[L. *osculum*, small mouth.] An excurrent opening in a Sponge. p. 219.

"Oscula (Lat. diminutive of *os*, mouth). 1. The large apertures by which a sponge is perforated ('exhalent apertures'). 2. The suckers with which the *Taeniada* (Tape-worms and Cystic Worms) are provided." †

"Osculum (L. *osculum* a little mouth), an opening through which water is expelled from a sponge." *

১৩৩১ বহির্মুখ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১২২
১৩৩৩ বহির্মুখী ছিদ্র, হিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৪৯

জার্মান— Osculum.
ফ্রেঞ্চ— Oscule.
ইতালীয়— Osculo (?)

স্পঞ্জের গাত্রে দুই প্রকার ছিদ্র থাকে। এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যাহার মধ্য দিয়া জল ভিতরে প্রবেশ করে তাহাকে inhalent pores বা ostia কহে। দ্বিতীয় প্রকার ছিদ্র সাধারণতঃ বড় এবং সংখ্যায় অল্প, ইহার মধ্য দিয়া জল বাহির হইয়া যায়। এই দ্বিতীয় প্রকার ছিদ্রকেই osculum বা exhalent pore বলা হয়। Osculum-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত সংজ্ঞাগত অর্থের সাদৃশ্য নাই। ইহার পরিভাষা সংজ্ঞাগত অর্থের সাহায্যে রচনা করা হইয়াছে। আমাদের মনে হয় উহার বিচার exhalent pore-এর পরিভাষার সময় করা উচিত। আমরা osculum-কে অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে অভিলাষী। বিদেশীয় পরিভাষা মোটামুটি একই প্রকার।

Osculum—**অস্কিউলাম**

অর্থ:—স্পঞ্জের গাত্রের বড় বড় ছিদ্র যাহার মধ্য দিয়া জল বাহির হইয়া যায়।

৭০। **Ovary**—[L. *ovarium*, ovary.] The essential female reproductive gland ; an enlarged portion of pistil or gynoecium. p 221.

"Ovary (Ovarium). The organ by which ova are produced." †

"Ovary (Lat. *ovum*, egg), in animals the female gonad, the organ in which eggs

† Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, 900 (1887).
* Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 332 (1936).

are produced ; in higher plants the part of the flower in which the immature seeds (ovules) are produced." †

"Ovary. The organ in which the immature germ cells of a female animal are lodged."¶

"Ovary, (L. *ovum*, an egg), the organ of the female in which eggs develop."‡

১৮৫১ অণ্ডাশয়ঃ, অণ্ডাধারঃ, ডিম্বাশয়ঃ, ডিম্বকোষঃ, Willams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 561.
১৮৯০ অংডাশয়ঃ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 299.
১৩০৭ বীজকোষ, হেঃ সেন, চিকিৎসক ও সমালোচক, ৭ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩
১৩০৯ অণ্ডাধার, নঃ মুখোঃ, নব্যভারত, ২০ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৪৩
১৩১০ বীজকোষ, হেঃ সেন, জন্মভূমি, ১২ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১৩
১৩১০ ডিম্বাশয়, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৮
১৩১৩ ডিম্বাধার, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৪ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৮
১৯১০ ডিম্বকোষ, রঃ রায়, ভিষক্-দর্পণ, ২০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯
১৯১২ ওভারি, উঃ ভাদুড়ী, ভিষক্-দর্পণ, ২১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯
১৩২১ বিম্বকোষ (*sic.*), প্রঃ সরকার, নব্যভারত ৩২ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৫২৫
১৩২২ বীজকোষ ("গর্ভাশয়ের উভয় পার্শ্বে তলপেটে অবস্থিত দুইটি গ্রন্থি"),——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮
১৯১৭ ডিম্বাশয়, ডিম্বাধার (প্রাণিঃ), ডিম্বকোষ (উদ্ভিদ্ বিদ্যা) বীজাগার, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1476.
১৩২৪ বীজকোষ, প্যাঃ দেববর্ম্মা, ভারতবর্ষ, ৪ (২য় খঃ) পৃঃ ৭২৫
১৩২৭ ডিম্বকোষ, আঃ লাহিড়ী, কৃষি-সম্পদ, ১১ (২১৩ সংখ্যা) পৃঃ ৩৭
১৩২৮ ডিম্বকোষ, বাঃ মুখোঃ, ভারতবর্ষ, ৯ (১ম খঃ)পৃঃ ৫৩
১৯২৪ বীজাগার বা বীজকোষ, গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, II, পৃঃ ২৪৯
১৩৩২ ডিম্বাশয় (Ovay, Germarium), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৪
১৩৩৩ ডিম্বকোষ, ডিম্বাশয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৮
১৩৩৪ অণ্ডানুকোষ, নুঃ বসু, সুঃ বঃ সমাচার, ১২ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২২০
১৩৩৫ গর্ভাধার, কাঃ বিশ্বাস, প্রকৃতি, ৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১১৭
১৩৩৬ বীজকোষ, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৪
১৩৩৮ জরায়ু, অঃ চট্টোঃ, ভারতবর্ষ, ১৮ (২য় খঃ) পৃঃ ৭৭৭
১৩৩৮ ডিম্বাধার, শঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৯ (২য় খঃ) পৃঃ ৪৮৭
১৩৪০ ডিম্বাশয় (যোঃ রায়), রাঃ বসু, 'চলন্তিকা', ২য় সং, পৃঃ ৬৪২
—— রজঃ কোষঃ, গঃ আপটে, (মহারাষ্ট্র) বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ৩

জার্ম্মান— Eierstock;
Ovar;
(Ovarium).
ফ্রেঞ্চ— Ovarie.
ইতালীয়— Ovaia.

Ovary হইল স্ত্রী-প্রাণীর প্রধান reproductive গ্রাণ্ড, অর্থাৎ যে যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়ে ডিম্ব

---

† Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxxi (1911).

¶ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology,*' Glossary, p. 388 (1920)

‡ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 332 (1926).

উৎপত্তি লাভ করে এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। উপরি-উদ্ধৃত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে 'ডিম্ব' বা 'অণ্ড' শব্দের সহিত 'আশয়', 'আধার', 'কোষ', 'আগার' ইত্যাদি শব্দ যোগ করিয়া ovary-র পরিভাষা রচনা করা হইয়াছে। ইহা সুযৌক্তিক কি না বিবেচ্য। আমরা সাধারণতঃ 'আধার', 'আশয়' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে সঞ্চয় স্থান বুঝিয়া থাকি, উৎপত্তির স্থান বুঝিনা। সুতরাং উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষাগুলির অর্থ দাঁড়াইয়া যায়, যে স্থানে 'ডিম্ব' বা 'অণ্ড' বর্ত্তমান থাকে। Ovary-র মধ্যে ovum থাকে তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু ovum বর্ত্তমান থাকাই ovary-র তাৎপর্য্যগত অর্থ নহে। এই কারণে আমরা ঐ শব্দগুলির একটিও অনুমোদন করি না। উহাদের পরিবর্ত্তে 'ডিম্বগ্রাণ্ড' সঙ্কলন করা যাইতে পারে, কারণ প্রাণিবিজ্ঞান হইতে জানি যে ovary স্ত্রী-প্রাণীদের একটি বিশিষ্ট গ্রাণ্ড। এই শব্দ নূতন, কিরূপ আদরণীয় হইবে তাহা বলা শক্ত। আমরা ইহা প্রতিশব্দের কোঠায় লইলাম। ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়াই সহজ, কারণ ইহা মোটেই শ্রুতিকটু নহে, দুরুচ্চার্য্যও নহে। উপেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয় (১৯১২) ইংরেজী শব্দ বাংলা অক্ষরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জার্ম্মান ভাষায় একসময় E i e r s t o c k প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও o v a r (o v a r i u m) যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে।

Ovary—**ওভারি** [প্রতিশব্দ :—ডিম্বগ্রাণ্ড]

অর্থ :—স্ত্রী-জীবের যে ইন্দ্রিয়ে ডিম্ব বা অণ্ড উৎপত্তি লাভ করে এবং পরিবর্দ্ধিত হয়।

৭১। **Oviduct**—(L. *ovum*, egg ; *ducere*, to lead.] The tube which carries eggs from ovary to exterior; Müllerian duct. p. 221.

"Oviduct (Lat. *ovum*-egg ; *ductus*, conduit), the tube or duct through which the eggs pass to the exterior of the body."*

"Oviduct. A tube through which the eggs of a female animal leave the ov·ry."†

"Oviduct, (L. *ovum*, an egg ; *ductus*, led), the duct of the ovary."‡

১৯১৭ **রক্তোডিম্বনালী**, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1485.

১৯২৪ **বীজবাহিনী বা বীজস্রোত**, (Oviducts, or Fallopian tubes or Uterine tubes), গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম্, II, পৃঃ ২০০

১৩৩২ **ডিম্বনালী**, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৪ ; ৪০২ ; ঐ ৩ (১ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৮০ ; ৫০৯ (১৩৩৩)

১৩৩২ **ডিম্বনালী** (germ duct), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৬

১৩৩৬ **অণ্ডাম্বুপ্রবার**, নৃঃ বসু, সুঃ বঃ সমাচার, ১৩ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০১

জার্ম্মান— E i l e i t e r;
O v i d u c t;
O v i d u k t.

* Dendy, A, *'Outlines of Evolutionary Biology'*, Glossary of Technical Terms, p. xxxi (1918).

† Shull, A. F., *'Principles of Animal Biology'*, Glossary, p. 393 (1920).

‡ Hegner, R. W., *'An Introduction to Zoology'*, Glossary, p. 332 (1926).

ফ্রেঞ্চ— Oviducte.
ইতালীয়— Ovidotto.

যে duct দিয়া ovum অন্যত্র বাহিত হয় তাহাকে oviduct বলে। আমরা duct-এর বাংলা পূর্ব্বেই করিয়াছি নলী, এবং ovum-এর বাংলা 'ডিম্ব' পরে করিয়াছি (পৃঃ ১১৫)। সুতরাং oviduct-এর বাংলা পরিভাষা করিতে মুস্কিল কিছুই নাই। জার্ম্মান ভাষায় Eileiter থাকা সত্ত্বেও Ovidukt-এর প্রচলন অপ্রতুল নহে।

Oviduct—**ডিম্বনলী**

অর্থ :—যে নলীর মধ্য দিয়া ওভারি হইতে ডিম্ব অন্যত্র বাহিত হয়।

৭২। **Oviparous**—[L. *ovum* egg ; *parere*, to bring forth.] Producing eggs ; egg-laying ; *cf.* viviparous ; ovoviviparous. p 221.

"Oviparous (Lat. *ovum*, an egg ; and *pario*, I bring forth). Applied to animals which bring forth eggs, in contradistinction to those which bring forth their young alive."*

"Oviparous. Egg laying."†

১৮৫১ অণ্ডজঃ, অণ্ডজনকঃ অণ্ডপ্রদঃ, অণ্ডপ্রসূ, অণ্ডোৎপাদকঃ, দ্বিজঃ, দ্বিজন্মা, দ্বিজাতিঃ, অয়োনিজঃ, &c. ; 'any oviparous animal', দ্বিজঃ, দ্বিজাতিঃ, &c., Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 564.

১৮৯৩ অংডজ, দ্বিজ, দ্বিজন্মন্, অংডোৎপন্ন, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 301.

১৩১০ অণ্ডজ, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৫

১৯১৭ অণ্ডজ, অণ্ডজনক, অণ্ডপ্রজ, অণ্ডপ্রসূ, অণ্ডোৎপাদক, দ্বিজ (হিঃ কোঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1485.

১৩৪০ অণ্ডজ (যোঃ রায়), রাঃ বসু, 'চলন্তিকা', ২য় সং, পৃঃ ৬৬৫

জার্ম্মান— Eierlcgend(?);
Ovipare,
ফ্রেঞ্চ— Ovipare.
ইতালীয়—Oviparo.

Oviparous-এর ব্যুৎপত্তিগত এবং তাৎপর্য্যগত যে অর্থ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে এই বুঝা যায় যে, যে সকল প্রাণীরা ডিম্ব প্রসব করে তাহাদেরই oviparous কহে। অভিধানে (১৮৫১) ইহার অনেকগুলি অর্থ উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে যোগেশবাবু (১৩১০) 'অণ্ডজ' শব্দটি সঙ্কলন করিয়াছেন এবং রাজশেখরবাবু (১৩৪০) তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা 'অণ্ডজ' [অণ্ডজ—Egg-born, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫, ১৩৩৩] শব্দের অর্থ করি,—যে সকল প্রাণী অণ্ড হইতে জাত অর্থাৎ জন্মে তাহারাই অণ্ডজ, যেমন পক্ষী, মৎস্য, সর্প, ব্যাঙ প্রভৃতি। প্রসূত অণ্ড হইতে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে সেই সকল প্রাণীরাই

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 900 (1887).

† Richards, A., '*Outline of Comparative Embryology*', Definitions of Terms used in Embryology, p. 400 (1931).

যে আবার ডিম পাড়ে সে কথা বলা বাহুল্য। 'ডিম পাড়া' হিসাবেও 'অণ্ডজ' বলা যায় কি না তাহা মতসাপেক্ষ। আমাদের যদি ইংরেজী তাৎপর্য্যগত অর্থ মিলাইয়া Monier Williams-এর শব্দসম্ভার হইতে একটি শব্দ সঙ্কলন করিতে হইত আমরা 'অণ্ডপ্রসূ' শব্দ গ্রহণ করিতাম। 'ডিম্বপ্রসূ' আরও ভাল।

Oviparus—**ডিম্বপ্রসূ**

অর্থ:—যে সকল প্রাণীরা ডিম্ব প্রসব করে বা ডিম পাড়ে।

৭৩। **Ovisac**—[L. *ovum*, egg ; *saccus*, bag.] An egg-capsule, or receptacle. p. 221.

"Ovisac. The external bag or sac in which certain of the Invertebrates carry their eggs after they are extruded form the body."*

"Ovisac. The chamber for the storage of eggs, being in some cases a lateral pouch of the oviduct, as in the earthworm."†

"Ovisac.—The cavity in the ovary which holds the eggs, (Coccidae) The envelope in which the eggs are laid; sometimes spoken of as sac. (L. *ovum*, and *sac* ; A.S. *sacc* ; L. *saccus*, a bag.)."‡

জার্ম্মান—Eiersack;
Eiersäckehen.

Ovisac—**ডিম্বস্থলী**

অর্থ:—প্রাণীদেহে অবস্থিত যে থলীর মধ্যে ডিম থাকে।

৭৪। **Ovum**—[L. *ouvm*, egg.] A female germ cell. p. 221.

"Ovum (Lat. an egg). The germ produced within the ovary, and capable under certain conditions of being developed into a new individual."

"Ōvum (Lat. egg), a female germ cell or gamete." ¶

"Ovum (*L. ovum*, an egg), an egg."§

"Ovum—The female gamete ready for fertilization." ☋

১৩০৪ মাতৃকোষ, যো: রায়, নব্যভারত, ১৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃ: ৩২১

১৩০৭ ডিম্বকোষাণু (ovum cell), যো: রায়, নব্যভারত, ১৮ (৮ম সংখ্যা) পৃ: ৪১৪

---

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 901 (1887).

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 394 (1920).

‡ Jardine, N. K, '*The Dictionary of Entomology*', London, p. 150.

¶ Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*,' Glossary of Technical Terms, p. xxxi (1918).

§ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 332 (1926).

☋ Richards, A., '*Outline of Comparative Embryology*', Definitions of Terms used in Embryology, p. 400 (1931).

১৩০৯ [শুক্র-] শোণিত [(Spermatozoa) ovum], বাঃ তর্করত্ন, সাহিত্য-সংহিতা, ৩ (৩।৪ সংখ্যা) পৃঃ ১৪৯
১৩১০ ডিম্বাণু, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮
১৩১১ স্ত্রীবীজ, শঃ রায়, নব্যভারত, ২২ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৫৯৪
১৩১১ অণ্ড, হেঃ সেন, জাহ্নবী, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩
১৩১২ ডিম্ব, বৃত্ত, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৯
১৩১২ স্ত্রী-ডিম্ব ; স্ত্রীবৃত্ত, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (৮ম ও ৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০২ ; ৫০৫
১৩১৩ স্ত্রী-বীজ, স্ত্রীডিম্ব, বৃত্ত, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৪ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৮
১৩১৪ স্ত্রীডিম্ব, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১২
১৩১৭ স্ত্রীকোষ, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮
১৩১৯ ডিম্ব, শঃ মুখোঃ, আর্য্যাবর্ত্ত, ৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৩
১৩২০ ডিম্ব, প্রঃ বন্দ্যোঃ, প্রবাসী, ১৩ (২য় খঃ) পৃঃ ৪৯
১৩২৩ স্ত্রীকোষ, প্রঃ কুঃ সরকার, ভারতী, ৪০ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ১১০৪
১৩২৪ ডিম্বকোষ, স্ত্রী-কোষ, জ্ঞাঃ বাগচী, ভারতবর্ষ, ৪ (২য় খঃ) পৃঃ ৬৩৬
১৯১৭ রজোডিম্ব, ডিম্বাণু (সাঃ পঃ), স্ত্রীকোষ (হিঃ কোঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1485.
১৩২৬ স্ত্রীডিম্ব শঃ রায়, ভারতবর্ষ, ৭ (২য় খঃ) পৃঃ ৩০
১৩২৭ ডিম্ব, আঃ লাহিড়ী, কৃষি-সম্পদ, ১১ (২।৩ সংখ্যা) পৃঃ ৩৭
১৯২৪ স্ত্রীবীজ, গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, II, পৃঃ ২৪৯
১৩৩১ স্ত্রীবীর্য্য (ovum or egg), ধীঃ চৌধুরী, নব্যভারত, ৪২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৭৭
১৩৩১ ডিম্বাণু বা ডিম্বরজঃ, অঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৬
১৩৩১ ডিম্ব, দুঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৭২
১৩৩১ ডিম্বকোষ, (ovum, macrogamete), এঃ ঘোষ, সাঃ-পঃ পঃ, ৩১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৬
১৩৩২ ডিম্ব, ডিম্বাণু, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৪
১৩৩৩ অণ্ড, হিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৫২
১৩৩৩ আর্ত্তববীজ, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩২৯
১৩৩৫ ডিম্ব, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩০১
১৩৩৫ স্ত্রী-অণ্ডাণু, নৃঃ বসু, স্বঃ বঃ সমাচার, ১২ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৯৭
১ ৩৬ বীজার্ত্তব (Ovum ; Graffian follicles), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৪
১৩৩৭ স্ত্রী-বীজ, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২২০
১৩৩৮ ডিম্বকোষ, অঃ চট্টোঃ, ভারতবর্ষ, ১৮ (২য় খঃ) পৃঃ ৭৭৭
১৩৩৯ ডিম্বাণু, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১২৬
১৩৩৯ স্ত্রীডিম্ব, প্রঃ সরকার, কৃষিলক্ষ্মী, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩৩
১৩৪০ ডিম্বানু (H. S. G. 1905), রাঃ বসু, 'চলন্তিকা', ২য় সং, পৃঃ ৬৪২
—— রজোরেণুঃ, গঃ আপটে, (মহারাষ্ট্র) বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ৩

জার্ম্মান— E i.
ফ্রেঞ্চ— O e u f.
ইতালীয়—U o v o ;
O v o.

Ovum-এর অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। পুরুষ প্রাণীর sperm যাহা স্ত্রী-প্রাণীর ovum তাহা; দুই বুঝাইতে আমরা germ-cell বা gamete ব্যবহার করি। Ovum-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া পরিভাষা খসড়া করা হইয়াছে—'ডিম্ব'। ঠিক হইয়াছে কিনা বলা কঠিন। কারণ কেহ কেহ ঠিক 'ডিম্ব' গ্রহণ করেন নাই ; কেহ বলিয়াছেন

* 'ডিম্বাণু', আবার কেহ লিখিয়াছেন 'স্ত্রী-ডিম্ব' বা 'ডিম্বকোষ'। ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে ইহার পরিভাষা লইয়া কিছু মতদ্বৈধ আছে। কি সূক্ষ্ম মতবিভিন্নতা আছে তাহা আমরা বিচার করিতে অক্ষম, কারণ কেহই পরিভাষা ব্যবহারের জন্য কোন মত দাখিল করেন নাই। যেখানে আমরা এরূপ মতের গোলমাল দেখিয়াছি সেইখানেই ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া লইবার সুযোগ লইয়াছি। এবারও লইব, কিন্তু যদি বাংলা পরিভাষা একান্তই রাখিতে হয় তবে 'ডিম্ব' বা 'ডিম' গ্রহণ করিতে খুব আপত্তি দেখি না।

Ovum—**ওভাম, ডিম্ব** [প্রতিশব্দ :—ডিম]

অর্থ :—যাহা ওভারি হইতে জাত এবং অবস্থাগুণে নূতন জীব উৎপন্ন করে। স্ত্রী জার্ম্ম-সেল।

৭৫। **Pancreas**—[Gk. *pan*, all ; *kreas*, flesh.] A compound racemose gland, with exocrine and endocrine functions, of most Vertebrates. p. 224.

১৯০০ ক্লোম, কাঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ১০ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ২৪৯
১৩১০ ক্লোম (?), যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৩১৪ প্যান্‌ক্রিয়াস্, চুঃ বসু, সাহিত্য-সংহিতা, ৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬৯
১৮৩০শক ক্লোম,—— তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭ কল্প ২য় ভাগ, পৃঃ ৬০
১৯১০ ক্লোম, হঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ২০ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩০
১৩১৯ ক্লোমগ্রন্থী, সুঃ মিত্র, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৪
১৩২১ প্যানক্রিয়াস, —— স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৪৪
১৩২২ অগ্ন্যাশয়, —— স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮
১৩২৩ ক্লোমযন্ত্র, জ্ঞাঃ বাগচী, ভারতী, ৪০ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ১২১৮
১৯১৭ ক্লোম, পক্বাশয়ের নিম্নস্থিত গ্রন্থির আকার যন্ত্রবিশেষ—ইহা হইতে রস ক্ষরিত হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1497.
১৯১৮ ক্লোম, অশ্বিঃ দত্ত ও ক্ষিঃ ঘোষ, 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান', পৃঃ ৬
১৩২৬ ক্লোম, চুঃ বসু, সাঃ-পঃ পঃ, ২৬ (১১শ বিশেষ অধিবেশন) পৃঃ ৮৩
১৩২৮ অগ্ন্যাশয়, নঃ বসু, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৬
১৯২৪ অগ্ন্যাশয়, গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, ২য় খঃ, পৃঃ ২২৪
১৩৩১ অগ্ন্যাশয়, গঃ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা' পৃঃ ৩৮
১৩৩৩ অগ্রাশয় ; অলীক্ক, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩(২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫৪ ; ১৫৯
১৩৩৫ 'অগ্ন্যাশয়', নৃঃ বসু, সুঃ বঃ সমাচার, ১২ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৯৮
১৩৩৫ পাচনগ্রন্থি, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৮
১৩৩৯ অগ্ন্যাশয়, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৪ ; ঐ, ১০ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ১৭৬ (১৩৪০)
১৩৪০ অগ্ন্যাশয় (গঃ সেন), পাচনগ্রন্থি (এঃ ঘোষ), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৫
—— তিলরূপ, তিলাভ, মঃ আপটে, (মহারাষ্ট্র) বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ১৩

জার্ম্মান— Bauchspeicheldrüse;
Pancreas;
Pankreas.

ফ্রেঞ্চ— Pancreas.
ইতালীয়—Pancreas.

Pancreas পরিপাক ক্রিয়া সহায়ক একটি বিশিষ্ট গ্রাণ্ড। ইহার পরিভাষা আয়ুর্ব্বেদ মতে 'ক্লোম' যে ঠিক, ইহা বুঝাইতে প্রথম 'ভিষক-দর্পণে'র সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি,—

"ব্ল্যাডারের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ক্লোম কেন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ব্ল্যাডার বলিলে যে অর্থ পরিগ্রহ হয়, তাহার সহিত ক্লোমের কোন সম্বন্ধ নাই। আয়ুর্ব্বেদে ক্লোম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

অধস্তু দক্ষিণে ভাগে
হৃদয়াৎ ক্লোম তিষ্ঠতি।
জলবাহি শিরামূলং
তৃষ্ণাচ্ছাদন কৃন্মতম্।
ভাবপ্রকাশ।

বর্ত্তমান সময়ে প্যানক্রিয়াসের (Pancreas) বাঙ্গালা নাম ক্লোম বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। উল্লিখিত ভাবপ্রকাশের বর্ণনার সহিত তাহার সামান্য মিলও আছে। ব্ল্যাডার এবং ক্লোম কখন এক অর্থে প্রযোজিত হইতে পারে না। ব্ল্যাডার বলিলে আমরা থলীবৎ বস্তু বুঝিতে পারি। ঐরূপ থলীতে মূত্র, পিত্ত ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। প্যানক্রিয়াসের অভ্যন্তরে যদিও অল্প শূন্য স্থান আছে সত্য কিন্তু তাহা থলীর অনুরূপ নহে; নলের অনুরূপ। পরন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও সর্ব্বত্র মিল নাই। বৈদিক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—

বাহ্বোর্দ্ধ্যোর্মধ্যে বক্ষঃ
তন্মধ্যে হৃদয়ং।
তৎপার্শ্বে ক্লোম
পিপাসা স্থানম্।

এই বচনানুসারে ক্লোম অর্থে ফুস্‌ফুস বুঝায়। কিন্তু তাহা সত্য নহে। পরবর্ত্তী টীকাকারদিগের অজ্ঞতা বশতঃ ঐরূপ পাঠ সন্নিবেশিত হওয়া অসম্ভব নহে। শবচ্ছেদ উঠিয়া গিয়াছে, শরীরতত্ত্বে জ্ঞান জন্মে নাই, অথচ শরীরতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইবে; ইহাতে ভ্রম প্রমাদ হওয়া অসম্ভব নহে। তজ্জন্য পরবর্ত্তী লেখকদিগের লেখায় পাঠান্তর পরিলক্ষিত হয়।

প্যানক্রিয়াসের আয়ুর্ব্বেদোক্ত নাম ক্লোম, ইহাই সম্ভব, পরন্তু ক্লোম কেন পিপাসার স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ডাক্তারী মতে আমরা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারি নাই।"*

যোগেশবাবু (১৩১০) pancreas-এর পরিভাষা বন্ধনীর মধ্যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়া 'ক্লোম' লিখিলে কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয় যে বিচার করেন তাহা উল্লেখযোগ্য,—

"জিজ্ঞাসার চিহ্নেই বুঝা যাইতেছে শব্দটী প্রবন্ধলেখকের মনঃপূত হয় নাই। এই জন্য আমি প্রথমেই দেখাইতেছি, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ক্লোম শব্দের যথার্থ ইংরাজি প্রতিশব্দ সম্ভবতঃ কি হইতে পারে।

নিম্নলিখিত কএকটী কারণে ক্লোমকে Right lung বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

১। ক্লোমনিবদ্ধ এমন একটী নাড়ী আছে, যাহাতে ১৮টী অস্থিসন্ধি আছে। 'নাড়ীষু হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধাষ্টাদশ' (সুশ্রুত শারীরস্থান ৫ অঃ) কোন কোন গ্রন্থে 'হৃদয়ক্লোমফুস্‌ফুসনিবদ্ধাষু' এই পাঠ আছে। এই পাঠ স্বীকার করিলে ইহাই এক বলবৎ প্রমাণ হইয়া পড়ে। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ১ম ভাগ) বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্ত হইবে যে এই নাড়ী Trachea এবং ঐ অষ্টাদশ অস্থিসন্ধি, অঙ্গুরীয়কাকার Trachear Cartilageগুলির সন্ধি হবার পক্ষে নিবদ্ধ শব্দের অর্থ সংলগ্ন করিতে হইবে।

'সমানবায়ুপ্রধ্মাতাৎ রক্তাৎ দেহোষ্মপাচিতাৎ।
কিঞ্চিৎ উচ্ছ্রিত তরূপস্তু জায়তে ক্লোমসংজ্ঞিতঃ॥'

---

* সম্পাদক,—'চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', ভিষক্-দর্পণ, ১০ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৭৪-৭৫ (১৯০০)

[বাগ্‌ভট শারীরস্থান ৩য় অঃ অরুণদত্তকৃত পাঠ (শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সংস্করণ ৬২ অঃ)]
যাহা সমানবায়ু কর্ত্তৃক প্রধ্মাত এবং দেহোষ্মপাচিত রক্ত দ্বারা উচ্ছি্‌তরূপ তাহা যে lung তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? Pancreas এতাদৃশ বিশেষণ সম্ভব কি?

'অধস্তু দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লোম তিষ্ঠতি' (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড প্রথমভাগ)

আর ফুস্‌ফুসের অবস্থান সম্বন্ধে—

'হৃদয়াৎ বামতোঽধশ্চ ফুস্‌ফুসঃ' (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড প্রথমভাগ)

ক্লোম, Pancreas হইলে এ অবস্থিতি-বর্ণনা মিথ্যা হয়; কারণ Pancreas ডিওডিনমের মোড় হইতে প্লীহা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে; সুতরাং হৃদয়ের বামভাগে হইল।

'তস্যাধো বামতঃ প্লীহা ফুস্‌ফুসশ্চ, দক্ষিণতো যকৃৎ ক্লোম্ চ।' (সুশ্রুত শারীরস্থান ৪ অঃ)

উদ্ধৃত বাক্যে বর্ণনার ভঙ্গী দেখিলেই বোধ হয় ক্লোম lung ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ ধন্বন্তরি ডায়েফ্রামের উপর ও নীচের হৃদয়সন্নিহিত প্রধান প্রধান আশয় (viscera) এতদ্দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। হৃদয়ের সন্নিহিত ডায়েফ্রামের উপরি বামদিকে ফুস্‌ফুস ও নীচে প্লীহা, আর দক্ষিণ দিকে উপরে ক্লোম আর নীচে যকৃৎ। Pancreas অর্থ করিলে এ পরিপাটী বজায় থাকে না।"*

একজনের মতে 'ক্লোম' pancreas, আবার আর একজনের মতে তাহাই lungs। দুই জনেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ঘাঁটিয়া বহু নজীর উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা ইহার বিচারে অপারক। যোগেশবাবু (১৩১১) পরে 'পাচকাশয়' লেখেন। যাহা হউক এই গোলমাল মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয় নূতন একটি পরিভাষা রচনা করিয়া মিটাইয়া দিয়াছেন। তিনি (১৩৩১) 'আয়ুর্ব্বেদ সংহিতায়' লিখিতেছেন,—

"অগ্ন্যাশয়—(Pancreas—প্যাংক্রিয়াস)—আমাশয়ের পশ্চাদ্ভাগে অগ্ন্যাশয় অবস্থিত। সর্ব্বপ্রকার অন্ন পরিপাকে সমর্থ প্রধান আগ্নেয় রস ইহা হইতে পরিস্রুত হয়। ইহার দক্ষিণ প্রান্ত বিস্তৃত এবং বাম প্রান্ত ক্রমে সরু।"

পাদটীকায় লেখেন,—

"অগ্ন্যাশয়—সংজ্ঞাটী গ্রন্থকার কৃত। অনেকে ইহাকে 'ক্লোম' বলেন, কিন্তু সে মত যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার কারণ যথাস্থানে বলা হইবে।"

আমরা 'যথাস্থান' খুঁজিয়া পাই নাই। তবে 'ক্লোম' যে pancreas নহে তাহা গুপ্ত মহাশয়ের উক্তি হইতেই পাইয়াছি। আমরা সে মতামতের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন দেখি না। 'অগ্ন্যাশয়' কি হিসাবে pancreas-এর পরিভাষা হইতে পারে, সেই মতামত জানিতে পারিলেই হইবে। রাজশেখরবাবু (১৩৪০) তাঁহার এ পারিভাষিকটি গ্রহণ করিয়াছেন। উপরি-উদ্ধৃত সকলের উক্তি পাঠ করিয়া ইহা বলা আশা করি অত্যুক্তি হইবে না যে আয়ুর্ব্বেদে pancreas-এর ঠিক কোন পরিভাষা নাই—যদি বা থাকে তাহা টীকাকারেরা তালে গোল পাকাইয়া দিয়াছেন। এই সকল কারণে আমরা pancreas অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে চাহি। জার্ম্মান ভাষায় Bauchspeicheldrüse থাকা সত্ত্বেও pankreas-এর অধিক প্রচলন দেখা যায়।

Pancreas—প্যানক্রিয়াস

---

* বিরজাচরণ গুপ্ত, 'জীববিজ্ঞান-পরিভাষা', সাঃ-পঃ পঃ, ১১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৩ (১৩১১)

অর্থ :—পৌষ্টিক-নালীর অংশ বিশেষে পরিপাক ক্রিয়া সহায়ক একটি প্রধান বা বিশিষ্ট গ্রাণ্ড।

১৬। **Pancreatic duct—**

১৩১৪ প্যান্‌ক্রিয়াসের নালী, চুঃ বসু, সাহিত্য-সংহিতা, ৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১৩
১৩২৬ রসবাহী নালী, চুঃ বসু, সাঃ-পঃ পঃ, ২৬ (১১শ বিশেষ অধিবেশন) পৃঃ ৮০৩
১৯২৪ অগ্ন্যাশয়স্রোত, পঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, ২য় খঃ, পৃঃ ২২৪

Pancreatic duct—**প্যানক্রিয়স-নলী, প্যানক্রিয়াটিক-নলী**

অর্থ :—প্যানক্রিয়াস হইতে উত্থিত যে নলী দিয়া তাহার রস বাহিত হয়।

১৭। **Pancreatic juice—**

১৩১৪ প্যান্‌ক্রিয়াসের রস, চুঃ বসু, সাহিত্য-সংহিতা, ৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১৩
১৩১০ ক্লোম রস, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১০
১৯০৯ পেন্‌ক্রিয়াটিক রস, কুঃ গুহ, ভিষক্-দর্পণ, ১৯ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯
১৩২০ ক্লোম রস, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রতিভা, ১ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ১৯৩
১৯১৪ অগ্নরস, জঃ রায়, 'প্রাকৃতিকী' পৃঃ ২০০
১৯১৭ ক্লোমরস, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1497.
১৩২৫ ক্লোমরস, রঃ রায়, ভারতবর্ষ, ৬ (২য় খঃ) পৃঃ ১৮৬
১৩২৯ ক্লোমরস, মঃ গুহ, কৃষি-সম্পদ, ১৩ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩৯
১৩৫৮ অগ্ন্যুৎসেক, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৮ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫৫ ; ঐ, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৪ (১৩৩৯)

ফ্রেঞ্চ—jus pancreatique

Pancreatic juice—**প্যানক্রিয়স-রস, প্যানক্রিয়াটিক রস**

অর্থ :—প্যানক্রিয়াস হইতে জাত রস।

১৮। **Parasite**—[Gk. *para*, beside ; *sitos*, food.] An organism living with or within another to its own advantage in food or shelter. p. 227.

"Parasite (Gr. *parasitos*, one who lives at another's table), an organism which nourishes itself at the expense of another living organism without making any return."*

"Parasite. An animal which lives in or another species of animal (its host), at the expense of the latter." †

"Parasite, (Gr. *parasitos*, one whe eats at another's expense), an animal that lives in, on, or at the expense of another animal."‡

১৮৫১ (One who dines with others or sponges on his neighbor) পরান্নঃ ; পরান্নভোজী, পরান্নভক্ষী, পরান্নপুষ্ট, পরান্নরুচি, পরপাকরুচিঃ, পরপিণ্ডদঃ, পাত্রেসমিতঃ, পীঠকেলিঃ, পীঠমর্দ্দঃ—(In botany, a plant which attaches itself to others)

---

* Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxxi (1918).

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 394 (1920)

‡ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 332 (1926).

বৃক্ষরুহা, তরুরুহা, তরুরোহিণী, তরুভুক্, বৃক্ষাদনী, পরাশ্রয়া, বন্দা, বন্দাকা, বন্দকা, জীবন্তিকা, আকাশবল্লী, খবল্লী, উপদী, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 571.

১৮৯৩ পরান্নভোজিন, পরাঙ্গপুষ্ট, পরপিণ্ডাদ, পাত্রেসমিতঃ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 305

১৩০১ পরজীবী, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৬৭

১৩০৭ পরাঙ্গপুষ্ট, সুঃ মহলানবিশ, সাহিত্য, ১১ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৬৪৯

১৩০৭ পরভৃত,—— স্বাস্থ্য, পৃঃ ১০০

১৩০৭ পরভুক, জঃ রায়, প্রদীপ, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৫২

১৩০৯ পরদেহবাসী, শঃ মিত্র, নব্যভারত, ২০ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৯

১৩১০ পরজীবী, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪২

১৯০৪ কীটাসু, তাঃ নাঃ রায়, ভিষক্-দর্পণ, ১৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১২৮

১৩১৩ পরপুষ্ট, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩৯

১৩১৪ মোসাহেব, জ্ঞাঃ রায়, প্রবাসী, ৭ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৭১০

১৮২৯শক পরভুক, জঃ রায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭ (১ম ভাগ) পৃঃ ১০৭

১৯১১ জীবিতাশী, হঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ২১ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬১

১৩১৮ পরাঙ্গপুষ্ট, অঘোঃ বসু, বসুধা, ১১ (১১।১২ সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৩

১৩১৮ প্যারাছাইট, খঃ সরকার, কৃষি-সম্পদ, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৭৬

১৩১৯ পরান্তঃপুষ্ট (কীট), শিঃ সেন, সাহিত্য, ২৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২০৮

১৩২১ পরভোজী, কেঃ গুপ্ত, অর্চনা, ১১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৮

১৯১৪ পরাশ্রয়ী, অঃ বসু, বিজ্ঞান, ৩ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২৯

১৯১৫ পরভুক,—— বিজ্ঞান, ৪ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৯৩

১৯১৭ পরজীবী, পরের গলগ্রহ ব্যক্তি, পরপিণ্ডাদ, পরসম্ভোগজীবী (হিঃ কোঃ) পরভাগ্যোপজীবী, পরান্নভোজী ; পরপুষ্টজীবী, পরান্তঃপুষ্টজীব, পরাঙ্গপুষ্টজীব, পরগাছা, বৃক্ষরুহ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1506.

১৯.৮ পরাশ্রয়ী, অঘিঃ দত্ত ও ক্ষিঃ ঘোষ, 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান', পৃঃ ১৫৮

১৩২৮ পরাঙ্গপুষ্টজীব, শঃ রায়, নব্যভারত, ৩৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০৫

১৩৩২ অন্যজীবালম্বী কীট, শিঃ চট্টোঃ, মাঃ বসুমতী, ৪ (২য় খঃ) পৃঃ ৫০৩

১৩৩৩ পর-পুষ্ট, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৬

১৩৩৪ পরপুষ্ট, পরভোজী, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৬

১৩৩৫ পরপুষ্ট, পরাশ্রয়, পরাচিত, পরিষ্কন্দ, পরভৃত, পরজাত, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩৭

১৩৩৫ পরাঙ্গপুষ্ট জীব, নৃঃ বসু, সুবর্ণ বণিক সমাচার, ১২ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২১

১৩৩৬ পরাচিত (nourished by another, parasite), রঃ ঠাকুর, সাঃ-পঃ পঃ, ৩৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৯৩

১৩৩৬ পরাপুষ্ট জীব, ধীঃ চৌধুরী, বিচিত্রা, ৩ (২য় খঃ) পৃঃ ১৪০

১৩৪০ পরজীবি (যোঃ রায়), পরাশ্রিত (রঃ ঠাকুর), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪২

জার্ম্মান— Parasit.
ফ্রেঞ্চ— Parasite.
ইতালীয়—Parasito.
ল্যাটিন— *Parasitus.*

Parasite-এর মোটামুটি এইরূপ বাংলা অর্থ করা যাইতে পারে, যে জীব অপর জীবের সহিত বা তাহার শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহা আশ্রয়ের দিক দিয়া হউক বা খাদ্যের দিক দিয়াই হউক। ইহার পরিভাষা প্রায় সকলেই পৃথক

পৃথক শব্দ সৃষ্টি করিয়া প্রবন্ধাদিতে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক শব্দের মধ্যে কিছু না কিছু ইংরেজী ব্যাখ্যা নিহিত আছে। সকলগুলি লইলে পরিভাষার কাজ চলিবে না। ইহাদের মধ্যে একটি বা দুইটি শ্রুতিসুখকর শব্দ গ্রহণ করিয়া প্রাণিবিজ্ঞানের কাজ চালাইতে হইবে। আমরা যোগেশবাবুর 'পরজীবী' (১৩০১, '১০) শব্দটি শ্রুতিমধুর এবং ছোট বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষী। এই শব্দটি রাজশেখরবাবু (১৩৪০) ব্যতীত অপর কেহ গ্রহণ করেন নাই; বরং অনেকেই 'পরাঙ্গপুষ্ট' (১৩০৭, '১৮, '২৮, '৩৫), 'পরপুষ্ট' (১৩১৩, '৩৩, '৩৫) বা 'পরভোজী' (১৩২১, '৩৪) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজী অর্থের সকল দিক ইহার কোনটিরই মধ্যে বজায় নাই। সুতরাং যে শব্দই সঙ্কলন করি না কেন, সেই শব্দের মধ্যে অর্থ আরোপ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা কেন যে যোগেশবাবুর 'পরজীবী' শব্দটি লইতে চাহি তাহার কারণ বিন্যাস করা সুকঠিন। উপরি-উক্ত প্রত্যেক শব্দটির শ্রুতিসুখত্ব এবং অর্থ বিচার করা মতসাপেক্ষ এবং সে বিচারের মাপকাঠি নির্দ্ধারণ করা আরও কঠিন। 'পরজীবী' আমাদের নিকট ছোট, শ্রুতিমধুর শব্দের দিক দিয়া ভাল লাগিতেছে বলিয়া লইলাম, আর কোনও কারণ নাই।

অপর ক্ষেত্রে যেখানে বাংলা পারিভাষিক শব্দের গোলমাল দেখিয়াছি সেইখানে আমরা ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া লইবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষেত্রে সরকার মহাশয়ের (১৩১৮) 'প্যারাসাইট' লেখা সত্ত্বেও আমরা সে সুযোগ গ্রহণ করিলাম না। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করাও শক্ত। 'প্যারাসাইট' জোর করিয়া চালাইলে চলিবে না এমন কথা বলিবার ধৃষ্টতা রাখিনা, তবে 'পরজীবী' চলিবার অধিকতর সম্ভাবনা আছে বলিয়া ইংরেজী অক্ষরান্তরিত শব্দ উপস্থিত গ্রহণ করিলাম না। বিদেশীয় সব ভাষাতেই মোটামুটি parasite ঠিক আছে।

Parasite—**পরজীবী**

অর্থ:—যে জীব অপর জীবের সাহচর্য্যে বা শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া নিজের স্বার্থের জন্য আহার, অথবা আশ্রয় যে দিক দিয়া হউক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

৭৯। **Parasitic**—[Gk. *para*, beside ; *sitos*, food.] *Appl.* an organism living at expense of another, and in or on it. p. 228.

১৮৫১ (As a plant) বৃক্ষরুহঃ তরুরুহঃ &c.—(sponging on others) পরাশ্রয়ী &c.—পর'ন্নপুষ্টঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 571

১৮৯৩ পরান্নপুষ্ট, পরাশ্রয়, পরোপজীবিন্, বৃক্ষ-তরু-রোহিন্-রুহ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 305.

১৩০১ পরাচিত, শ্রীপঃ রায়, ভারতী, ১৮ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৪২৬

১৩১০ পরজীবিক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১

১৩৩৪ ক্রিমি গ্রন্থি (Parasitic gland), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৪

জার্ম্মান— Parasitisch.

ফ্রেঞ্চ— Parasitique.

Parasitic—পরজীবিক

অর্থ :—পরজীবী বৃত্তি যাহার আছে।

৮০। **Parasitism**—[Gk. *para*, beside ; *sitos* food.] A form of symbiosis in which one symbiont, or parasite, receives advantage to detriment of other, or host. p. 228.

"Parasitism. The condition of being a parasite." *

১৩১০ পরজীবিত্ব, যোঃ রায়ঃ, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮
১৮৩২শক পরজীবিতা, অঃ রায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭ (৪র্থ ভাগ) পৃঃ ১৩১
১৩২৫ পরভৃৎ-রহস্য, সঃ লাহা, ভারতবর্ষ, ৬ (১ম খঃ) পৃঃ ৫০০

জার্ম্মান— Parasitismus.
ফ্রেঞ্চ— Parasitisme.
ইতালীয়—Parasitismo.
ল্যাটিন— *Parasitatio.*

Parasitism—পরজীবিত্ব

অর্থ :—দুই জীবের মিলনোদ্ভূত পরজীবিক তত্ত্ব।

৮১। **Parthenogenesis**—[Gk. *parthenos*, virgin ; *genesis* descent.] Reproduction without fertilization by a male element. p. 229.

"Parthenogenesis (Gr. *parthenos*, a virgin ; *genesis*, birth). The production of new individuals from unfertilised ova, and therefore without the intervention of a male."†

"In a limited number of groups of animals reproduction takes place by means of cells corresponding to ova developed in organs similar to ovaries, but without impregnation by means of sperms. This phenomenon is known as parthenogenesis."‡

"Parthenogenesis (Gr. *parthenos*, a virgin ; *gennao*, I produce), reproduction by means of unfertilized eggs."§

"Parthenogenesis—Development of eggs without fertilization."¶

১৩০৪ কুমারীর গর্ভাধান, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩১৯
১৩০৭ কানীন (parthenogenetic), যোঃ রায়, নব্যভারত, ১৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১২
১৩১০ কানীনতা, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮
১৩১৩ অপুংজনন, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৫৭
১৩১৪ অপুংজনন, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১২ ; ঐ, ১৮ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮ (১৩১৮) ; ঐ, সাহিত্য, ২৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯ (১৩১৯)

---

* Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p 349 (19.0).

† Nicholoson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 901 (1887).

‡ Parker, T. J., and Haswell, W. A., '*A Text-Book of Zoology*', Vol. I, p. 41 (1921).

§ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 332 (1926).

¶ Richards, A , '*Outline of Comparative Embryology*,' Definitions of Terms used in Embryology, p. 401 (1931).

১৯১৭ পুরুষসংসর্গ ব্যতীত উৎপাদন, অপুংজনন, শোণিতৈকজনি (হিঃ কোঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1513.

১৩২৪ "কুমারীর সন্তান প্রসব", কেঃ গুপ্ত, অর্চ্চনা, ১৪ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২৬৯

১৩৩১ অসঙ্গমোৎপত্তি, এঃ ঘোষ, সাঃ-পঃ পঃ, ৩১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৬

১৩৩৩ অনিষেক জন্ম, কানীনতা, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৭৮, ৫০৯

জার্ম্মান—Parthenogenesis.
ফ্রেঞ্চ— Parthénogénèse.
ইতালীয়—Partenogenesi.

যৌন ভেদ থাকা সত্ত্বেও কয়েক পর্য্যায় প্রাণীতে পুং-প্রাণী ব্যতিরেকে কেবলমাত্র স্ত্রী-প্রাণীর দ্বারাই reproduction ঘটিয়া থাকে। অনিষিক্ত ডিম্ব বা ওভাম হইতে সন্তান উৎপাদনকে মোটামুটি ভাবে parthenogenesis বলা যাইতে পারে। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় 'কানীনতা' নামে একটি প্রবন্ধ 'নব্যভারতে' লিখিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে parthenogenesis-এর পরিভাষা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"কানীন অর্থে parthenogenetic করা গেল। Asexual অর্থে কেহ কেহ অযৌন শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দ নির্ব্বাচন ভাল হয় না। বৈশম্পায়ন অযৌন ছিলেন না, কিম্বা তাঁহাকে asexually produced বলা যাইতে পারে না। বশিষ্ঠাদি অযৌন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উৎপত্তির নিমিত্ত sex difference আবশ্যক হইয়াছিল। Asexual অর্থে অমৈথুন, এবং asexually produced অর্থে অমৈথুন্য করা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে অলৈঙ্গিক করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হইবে, যথা, asexual generation অলৈঙ্গিক পুরুষ বা সন্তান। যে জীবের পুং স্ত্রী ভেদ আছে, তাহা লৈঙ্গিক; যাহার নাই, তাহা অলৈঙ্গিক। এইরূপে একলিঙ্গ জীব unisexual, দ্বিলিঙ্গ জীব bisexual। পুং স্ত্রী জাত সন্তান, মৈথুন্য, অযোগ জাত অমৈথুন্য। অমৈথুন্যের মধ্যে asexually produced এবং parthenogenetic উভয়েই থাকিবে। কেবল স্ত্রী হইতে জাত অমৈথুন্যের নাম কানীন করা গেল।"*

অন্যান্য পরিভাষা এস্থানে বিচার করা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া কোন মন্তব্য করিলাম না। ইহার পূর্ব্বে যোগেশবাবু (১৩০৪) parthenogenesis-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সাহায্যে 'কুমারীর গর্ভাধান' পরিভাষা রচনা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার (১৩০৭, ১৩১০) 'কানীনতা' parthenogenesis অর্থে সঙ্কলন করার যথাযোগ্য হেতু আছে। কর্ণকে আমরা কানীন পুত্র বলিয়া অভিহিত করি; কর্ণের জন্মের সহিত parthenogenesis-এর মূলগত তত্ত্বের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আমরা আর কোনও উপযুক্ত শব্দের অভাবে ইহাই উপস্থিত লইতে অভিলাষী। উপরি-উদ্ধৃত অন্যান্য পরিভাষা ভাল হয় নাই। বিদেশীয় ভাষায় parthenogenesis মোটামুটি ঠিকই আছে।

Parthenogenesis—**কানীনতা**

অর্থ:—স্ত্রী-পুরুষ যৌন ভেদ থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীজীবের অনিষিক্ত ডিম্ব হইতে সন্তান উৎপাদন।

৮২। **Parthenogenetic**—[Gk. *parthenos*, virgin; *genesis*, descent.]

---

* যোগেশচন্দ্র রায়, 'কানীনতা', নব্যভারত, ১৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১২ (পাদটীকা) (১৩০৭)

Appl. plants or animals developed from seed or ovum without fertilization by pollen or spermatozoon. p. 229.

১৩০৭ কানীন, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১২

জার্ম্মান— Parthenogenetische.
ফ্রেঞ্চ— Parthenogenetique.
ইতালীয়—Partenogenetiche.

Parthenogenetic—**কানীন**

অর্থ :—স্ত্রী-জীবের অনিষিক্ত ডিম্ব হইতে জাত।

৮৩। **Pharynx**—[Gk. *pharyngx*, gullet.] A musculo-membranous tube extending from under surface of skull to level of sixth cervical vertebra ; gullet or anterior part of alimentary canal following buccal cavity. p. 238.

"Pharynx. The dilated commencement of the gullet."*

"Pharynx. In an earthworn, the thick-walled portion of the digestive tract just posterior to the buccal pouch and in front of the esophagus. In vertebrates, the portion of the digestive tract at the back of the mouth, into which the gill clefts open." †

"Pharynx (Gr *pharyngx*, the gullet or windpipe), a part of the alimentary canal between the mouth and oesophagus."‡

১২৯০ গলকোষ, জ্ঞাঃ রায়চৌধুরী, 'গোতত্ত্ব', পৃঃ ৯৭
১২৯১ গলদেশ, প্রঃ বসু, ভারতী, ৮ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১১
১৩১০ শৃঙ্গাটক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৩১১ "গল", তালু, বিঃ গুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬২
১৩১১ অন্নবহানালীর প্রাগাংশ, রঃ চক্র, বার্ত্তা, ১ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮৮
১৩১৪ ফ্যারিংক্স, পঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৮৫
১৩১৪ ফেরিংক্স, চুঃ বসু, সাহিত্য-সংহিতা, ৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭২
১৩১৯ গলাভ্যন্তর, যঃ চক্রঃ, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৫
১৩২০ গলনালী,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৬৪
১৯১৭ মুখগহ্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে স্থিত আহারগ্রাহী ও বাহী পেশীময় থলী (ডাঃ হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী), গলকোষ (ঐ) শৃঙ্গাটক (সাঃ পঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II. p. 1557.
১৩২৪ কণ্ঠ-কক্ষ,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১২৮
১৩২৪ ফেরিংস, অঃ বিশ্বাস, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১০ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯৫
১৩২৮ ফেরিংক্স বা কণ্ঠ-কক্ষ, নঃ বসু, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৪
১৩২৯ গল-গহ্বর, রঃ চট্টোঃ, ভারতী, ৪৬ (১ম খঃ) পৃঃ ১০৪
১৯২৪ গ্রসনিকা, গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম্, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯১

---

* Nicholoson, H. A., '*A Manual of Zoology*,' Glossary, p. 902 (1887).
† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 395 (1920).
‡ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 333 (1926).

১৩৩২ গলকোষ্ঠ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১৫ ; ঐ, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮০ (১৩৩৩)

১৩৩৩ কণ্ঠগহ্বর, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৮

১৩৩৫ কণ্ঠাশয়, কণ্ঠগহ্বর, কণ্ঠ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৫ ; ৭৮

১৩৩৫ গলকক্ষ, নৃঃ বসু, সুবর্ণবণিক সমাচার, ১২ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৫০১

১৩৪০ কণ্ঠগহ্বর (এঃ ঘোষ), কণ্ঠাশয় (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৫

—— সপ্তপথঃ, ক্লোমা, মঃ আপটে, (মহারাষ্ট্র) বৈদ্যসম্মেলন পত্রিকা, পৃ ১২

জার্মান— Schlundkopf;
Pharynx.
ফ্রেঞ্চ— Pharynx.
ইতালীয়— Faringe.

পৌষ্টিক-নালীর পুরোভাগের একটি অংশবিশেষের নাম pharynx। ইহার যথাস্থান হইল মুখগহ্বর এবং ইসোফেগাসের মধ্যবর্ত্তী স্থান। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ইসোফেগাসের প্রসারিত আরম্ভাংশই pharynx। উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকায় পাওয়া যাইতেছে যে প্রথমে 'গল' শব্দের দ্বারা pharynx বুঝান হইত। 'গলদেশ' পরিভাষা ব্যবহার কালে প্রমথনাথ বসু মহাশয় (১২৯১, পৃঃ ২১১) তাঁহার 'কেঁচো' প্রবন্ধে এই শব্দ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"'গল' শব্দ গল্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'গল্' ভোজন করা। যে রাস্তা দিয়া ভুক্তবস্তু মুখ হইতে জঠরে যায়, তাহার মুখের দিকের অংশকে গলদেশ বলা হইল। গলদেশের নিম্নে গলনালী। প্রচলিত ভাষায় 'গলা' দ্বারা আমরা যাহা বুঝি 'গল' তাহা এবং কণ্ঠ হইতে ভিন্ন বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রথমতঃ মুখ, মুখের পর পূর্ব্বোল্লিখিত অত্যন্ত স্ফীত গলদেশ তার নীচে লম্বা গলনালী।"

বলা বাহুল্য প্রমথবাবু 'গলনালীর' দ্বারা ইসোফেগাস বুঝাইতে চাহেন আর 'গলদেশ' দ্বারা pharynx। 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কারের মতে আমরা কিন্তু অন্য প্রকার বুঝি। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, 'কণ্ঠকূপে চিত্তসংযম করিলে, ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়'। ভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাস, শরীরের কোন্ স্থানকে কণ্ঠ-কূপ বলে, তাহা জানাইবার জন্ত বলিয়াছেন, 'জিহ্বার অধোদেশকে 'তন্তু' (সম্ভবতঃ প্যালেট্—Palate) বলে, তন্তুর অধোদেশ 'কণ্ঠ', এবং কণ্ঠের অধোদেশ 'কূপ' এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। অতএব বলিতে পারা যায়, কূপশব্দ পাকাশয়ের (Stomach) এবং তন্তু-ও-কণ্ঠশব্দ যথাক্রমে ইংরাজী প্যালেট্ ও-ফেরিংক্সের (Palate and Pharynx) সমানার্থক। জন্ থরণ্টন্ (J. Thornton) তন্তু-ও-কণ্ঠকে পিপাসাসংবেদনস্থান বলিয়াছেন।" (পাদটীকায়) 'কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ"—— পাং দং, বি, পা ৩০ সূ। 'জিহ্বায়া অধস্তাৎ তন্তুঃ, ততোঽধস্তাৎকণ্ঠঃ, ততোঽধস্তাৎকূপঃ, তত্র সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসে ন বাধেতে'—যোগসূত্রভাষ্য।"*

Pharynx অর্থে 'কণ্ঠ' বেদব্যাস মতে ঠিক তাহা পাওয়া গেল। ইহার পর পাওয়া যাইতেছে যোগেশবাবুর (১৩১০) পরিভাষা, 'শৃঙ্গাটক'। এই শব্দটি সম্বন্ধে বিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয় (১৩১১, পৃঃ ৬২) যে বিচার করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য,—

"সুশ্রুত শারীরস্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে—

'ঘ্রাণাশ্রোত্রাক্ষিজিহ্বাসন্তর্পণীনাং সিরাণাং মধ্যে সিরাসন্নিপাতঃ শৃঙ্গাটকানি তানি চত্বারি মর্ম্মাণি'। এতদ্বারা

---

* 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত 'মানবতত্ত্ব', পৃঃ ৭৩ (১৯৫৮ সংবৎ)

জানা যায় ৪টী সিরামর্ম্মের নাম শৃঙ্গাটক। ইহা কিরূপে Pharynxএর প্রতিশব্দ হইবে? ভাবপ্রকাশকার মুখের প্রত্যঙ্গের বর্ণনায় বলেন—

'ওষ্ঠৌ চ দন্তমূলানি দন্তা জিহ্বা চ তালু চ।
গলো মুখাদি সকলং সপ্তাঙ্গং মুখমুচ্যতে॥'

Pharynx শব্দে 'গল' বলিলে হয় না? বাগ্‌ভটে তালু শব্দের একটী বিশেষণ আছে। 'জিহ্বাক্ষি-নাসিকাশ্রোত্রখচতুষ্টয়-সঙ্গমে (তালুনি)' (শারীর ৪ অঃ) সুতরাং Pharynx-কে তালু বলিতেই দোষ কি? ইংরাজি Soft ও hard palate ছাড়া আর খানিকটা স্থান ব্যাপিয়া আমাদের তালু-শব্দের সীমা।"

"গল' শব্দ আয়ুর্ব্বেদসম্মত হইলে প্রমথবাবুর পরিভাষা মোটামুটি ঠিক হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু 'তালু' শব্দও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রসম্মত হইলে কেমন কেমন ঠেকে। আমরা 'তালু' বলিতে আজও পর্য্যন্ত palate বুঝিয়া আসিতেছি। যাহা হউক ইহার পর আমরা আর একটি নূতন পরিভাষা পাইতেছি, 'গ্রসনিকা'; ইহা মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয় (১৯২৪) দাখিল করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহার পিছনেও শাস্ত্রীয় নজীর লুক্কায়িত আছে। তর্কে-বিতর্কে, পরিভাষা দাখিলে আমরা অনেকগুলি পরিভাষা পাইতেছি, যথা, 'গলদেশ', 'কণ্ঠ', 'গল', 'তালু', 'গ্রসনিকা', ইত্যাদি। ইহার মধ্যে কোন্‌টি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে অথবা অন্য কোন শাস্ত্রমতে ঠিক তাহা কিরূপে বুঝিব? উপরি-উদ্ধৃত উক্তিসকল এবং বিভিন্ন পরিভাষা দেখিয়া এই কথা স্বতঃই মনে হইতেছে যে আমাদের কোন শাস্ত্রে বা অন্য প্রামাণ্য পুঁথিতে pharynx-এর ঠিক কোন পরিভাষা নাই। উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকায় দেখা যাইবে যে অনেকেই ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে অভিলাষী। দেশী পরিভাষায় যখন এত মারামারি তখন বিদেশী পরিভাষা লইতে দোষ কি? জার্ম্মান ভাষায় একদা Schlundkopf-এর প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু এখন তাহারা নির্ব্বিচারে তাহা নির্ব্বাসন দিয়া Pharynx ব্যবহার করিতেছে। অন্যান্য ভাষায় pharynx-এর খুব অদল-বদল হয় নাই।

Pharynx—**ফ্যারিংক্স***

অর্থ:—পৌষ্টিক-নালীর যে অংশ মুখগহ্বর এবং ইসোফেগাস ব্যাপিয়া বর্ত্তমান।

৮৪। **Phylum (phylon)**—[Gk. *phylon*, race or tribe.] A group of animals or plants constructed on a similar general plan; a division in classification. p. 241.

"Phylum. One of a dozen or more major groups into which the animal kingdom is divided; in general, the largest group of which it can be said that the members are related."†

"Phylum, (Gr. *phylon*, a tribe), any primary division of the animal or vegetable kingdom." ‡

---

* ফ্যারিংক্স্ এই প্রকার উচ্চারণ করিতে হইবে।

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*, Glossary, p. 396 (1920).

‡ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 333 (1926).

১৩১০ দেশ, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬

১৩১৭ সম্প্রদায়, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮

১৯১৭ প্রাণী বা উদ্ভিজ্জ জগতের প্রাথমিক বিভাগ, দেশ (সাঃ পঃ), আবান্তর যোনি (হিঃ কোঃ)
Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1564.

১৩৩০ পুরুষানুক্রমিক, বংশদণ্ডিকা, সঃ লাহা, মাঃ বসুমতী, ২ (১ম খঃ) পৃঃ ৪৬৯

১৩৩১ দেশ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৪

জার্ম্মান— S t a m m.
ফ্রেঞ্চ— P h y l e.

জীবের শ্রেণীবিভাগে একটি বড় বিভাগের নাম phylum। ইহার পরিভাষা প্রথম দাখিল করেন যোগেশবাবু (১৩১০)। কোথা হইতে তিনি এই শব্দ পাইলেন এবং কেন যে ইহা সঙ্কলন করিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। ইহা একমাত্র ডাঃ ঘোষ (১৩৩১) ব্যতীত আর কেহ সম্ভবতঃ গ্রহণ করেন নাই। যোগেশবাবুর সঙ্কলিত genus-এর পরিভাষা 'গণ' (পৃঃ ৬২) এবং order-এর 'বর্গ' (পৃঃ ১০৪) আমরা পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছি। সেই হিসাবে plylum-এর পরিভাষা 'দেশ' গ্রহণ করা উচিত কি না বিবেচ্য। ব্যবহারের জোরেই উক্ত দুইটি পরিভাষা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 'দেশ' কিন্তু খুব কম ব্যবহৃত; একমাত্র ডাঃ ঘোষের পরিভাষার তালিকায় ইহা স্থান পাইয়াছে, প্রবন্ধে কেহ ইহার ব্যবহার করিয়াছেন কি না জানি না। pyhlum-এর পরিভাষা যে 'দেশ' ভাল হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য, যদি সকলেই ইহার ব্যবহার করিত তাহা হইলে হয়ত চালান যাইতে পারিত। আর কাহারও পরিভাষা গ্রাহ্য হয় নাই। আমাদের ভাষায় কোন সুষ্ঠু শব্দের অভাবে আমরা ইংরেজী কথাটি অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে অভিলাষী। জার্ম্মান ভাষায় phylum অর্থে আজও S t a m m চলিতেছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আবার Phylum দেখিতে পাইব।

Phylum—**ফাইলাম**

অর্থ :—জীবের শ্রেণীবিভাগের একটি প্রধান বিভাগ।

৮৫। **Pigment**—[L. *pingere*, to paint.] Colouring matter in plants or animals. p. 242.

১৮৫১ বর্ণকঃ, বর্ণঃ, রঙ্গঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 592.

১৮৯৩ বর্ণকঃ, বর্ণঃ, রংগ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 316

১৩০৭ বর্ণপুটিকা, ক্ষিঃ ঠাকুর, পুণ্য, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৯৬

১৩১০ রঞ্জক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৯

১৩১২ বর্ণোপকরণ, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০১ ; ঐ, ৩৯ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৫৮৭ (১৩২৮)

১৩১৪ রঞ্জক, বর্ণোপকরণ, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১১

১৩১৮ বর্ণকণিকা, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১১ (২য় খঃ) পৃঃ ৫১

১৯১৪ বর্ণবিন্দু, মঃ সরকার, বিজ্ঞান, ৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১০২

১৯১৪ বর্ণবিন্দু, (Pigment granules), অঃ বসু, বিজ্ঞান, ৩ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১০

১৯১৭ রঞ্জবস্তু, রঞ্জকপদার্থ, রঞ্জক (সাঃ পঃ), রঙ্গ, রাগ, (সুপ্রঃ কুঃ), বর্ণক ; (জীব এবং উদ্ভিদের বিধান-তন্তুতে প্রাপ্ত রঞ্জক বস্তু), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1570.

১৩২৬ বর্ণোপকরণ, শঃ রায়, ভারতবর্ষ, ৭ (১মখঃ) পৃঃ ১২৮

১৩২৬ পিগমেন্ট, রঃ রায়, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৪

১৩৩৯ বর্ণকদ্রব্য, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৪

১৩৪০ রঞ্জক পদার্থ, সুঃ দেব, শিশুভারতী, (৯) পৃঃ ৭২০

১৩৪০ বর্ণক, —— 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', পৃঃ ৭৯

জার্ম্মান— Pigment.
ফ্রেঞ্চ— Pigment.
ইতালীয়—Pigmento.

জীবদেহে যে পদার্থ দ্বারা রং বা বর্ণ উৎপন্ন হয় তাহাকেই pigment বলে। ইহার পরিভাষা 'বর্ণক' (১৮৫১-১৯১৭) শুদ্ধ হইলেও আমাদের কেমন কেমন ঠেকে; উহার পরিবর্ত্তে যোগেশবাবুর (১৩১০) 'রঞ্জক' শব্দটি আমাদের আরও ভাল বলিয়া মনে হয়। শশধর রায় মহাশয় (১৩১৪) যোগেশবাবুর 'রঞ্জক' শব্দ গ্রহণের সহিত 'বর্ণোপকরণ' দাখিল করিয়াছেন। শেষোক্ত শব্দটি অর্থব্যঞ্জক হইলেও দীর্ঘ বলিয়া আমরা উহা অনুমোদন করি না। ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া একমাত্র ডাঃ রমেশচন্দ্র রায় (১৩২৬) ব্যবহার করিয়াছেন। যদি 'রঞ্জক' শব্দে আমাদের কাজ চলিয়া যায় ইংরেজী শব্দ উপস্থিত গ্রহণ না করিলেও আমাদের চলিবে আশা করিতে পারি। বিদেশীয় ভাষায় pigment রূপান্তরিত হয় নাই।

Pigment—**রঞ্জক**

অর্থ :—জীবদেহে যে পদার্থ দ্বারা রং বা বর্ণ উৎপন্ন হয়।

৮৬। **Planula**—[L. *planus*, flat.] The ovoid young free-swimming larva of Coelenterates. p. 244.

"Planula (Lat. *planus*, flat). A form of embryo in various groups of Invertebrates, consisting of two layers of cells without a central segmentation-cavity."*

"Planula. A ciliated larva consisting of a solid ellipsoidal mass of cells, developed from the festilized egg of a medusa or similar organism." †

"Planula. The hollow single-layered blastula which is the larval form of many coelenterates."‡

১৩৩১ চিপিটাঙ্গী, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩২

জার্ম্মান—Planula.
ফ্রেঞ্চ— Planule, (Planula).

---

* Nicholoson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 903 (1887).

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', G'ossary, p. 396 (1920).

‡ Richards, A., '*Outline of Comparative Embryology*', Definitions of Terms used in Embryology, p. 401 (1931).

Coelenterata ফাইলামের বহু প্রাণীর একপ্রকার বিশিষ্ট লার্ভার নাম planula। এই লার্ভারা স্বাধীন সন্তরণশীল। ইহাদের শরীরের বহির্ভাগে ত্বকের উপর অসংখ্য রোমের ন্যায় সিলিয়া (cilia) সন্নিবেশিত থাকে এই সিলিয়াই তাহাদের সাঁতার দিতে সাহায্য করে। ইহার পরিভাষা সম্ভবতঃ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া ডাঃ ঘোষ 'চিপিটাঙ্গী'



চিত্র—৩। সিলেণ্টেরাটা ফাইলামের প্লান্যুলা লার্ভা

রচনা করেন। এরূপ পরিভাষা যে চলিবে না তাহা অনুমেয়, কারণ 'চিপিটাঙ্গী' প্রাণী প্রাণিবিজ্ঞানে বিরল নহে। আমরা সোজাসুজি ইহা অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে চাহি। বিদেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয় নাই। উপরে ইহার একটি চিত্র সন্নিবেশিত হইল।

Planula—**প্লান্যুলা**

অর্থ :—সিলেণ্টেরাটা ফাইলামের বহু প্রাণীর একপ্রকার বিশিষ্ট লার্ভার নাম।

৮৭। **Plasma**—[Gk. *plasma*, form.] The "liquid tissue" of body fluids; protoplasm generally. p. 244.

"Plasma (Gr. *plasma*, a thing formed), protoplasm; the liquid part of the blood."*

১৯০০ বর্ণহীন তরল পদার্থ, ইঃ মল্লিক, ভিষক্-দর্পণ, ১০ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮১
১৩১৯ রক্তস্থ তরল পদার্থ; রক্তরস, নিঃ ভট্টা, আর্য্যাবর্ত্ত, ৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৮৬; ১৯০
১৩২৪ প্লাস্‌মা বা রক্তরস,——স্বাস্থ্য সমাচার, ৬ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ২৫২
১৯১৭ রক্তের যে তরল অংশে লোহিত বর্ণ কণিকা ভাসিয়া থাকে, অরুণকণাধার, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1587.
১৩৩৫ রক্তরস, ফঃ মৈত্র, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০৯

জার্ম্মান—Plasma.
ফ্রেঞ্চ—Plasma.
ইতালীয়—Plasma.

রক্তকণা যে তরল পদার্থের বা রসের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে তাহাকেই ইংরেজীতে plasma কহে। ইহার পরিভাষা 'রক্তরস' (১৩১৯, ১৩৩৫) করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে 'রক্তরসই' রক্তের তরল পদার্থ, কিন্তু পরিভাষা হিসাবে মনে হয় ইহা খুব ভাল হয় নাই। বিদেশীয় সকল ভাষার মত আমরাও যদি 'প্লাস্‌মা' করিয়া লই ত ক্ষতি কি?

* Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 333 (1926).

Plasma—**প্লাস্‌মা**

অর্থ :—রক্তের তরল অংশ।

৮৮। **Poison gland—**

১৩১০ বিষস্থলী, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৫
১৯১৭ বিষগ্রন্থি, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1605.
১৩৩১ বিষগ্রন্থি, প্রঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮৫
১৩৩১ বিষগ্রন্থি, ভূঃ বসু, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২৭
১৩৩২ বিষথলী, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬

জার্ম্মান—Giftdrüse.
ইতালীয়—Ghiandola velenifera.

প্রাণীবিশেষে poison gland পাওয়া যায়। বিষধর সাপের মুখের ভিতর poison gland থাকে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। মৎস্যের মধ্যে শিঙ্গীমাছের 'কাঁটা মারা'র কথা অনেকেই জানেন; ইহাদের বক্ষের পাখ্‌নার প্রথম কাঁটার অধোভাগে poison gland থাকে। নিম্নপর্য্যায় প্রাণীদের মধ্যে বিছা, কাঁকড়া-বিছা, বোল্‌তা, মাকড়সা প্রভৃতি বহু পতঙ্গাদিতেও poison gland বর্ত্তমান আছে। poison gland-এর গঠন বা রূপ বা আধারবস্তু সব প্রাণীতেই একপ্রকার নহে সে কথা বলা বাহুল্য। আমরা পূর্ব্বে gland-এর পরিভাষা করিয়াছি গ্লাণ্ড (পৃঃ ৬৫) এবং poison-এর বাংলা যে 'বিষ' তাহা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং poison gland-এর পরিভাষা দাঁড়াইয়া যায় 'বিষ-গ্লাণ্ড'; এরূপ দো-আঁশলা ফিরিঙ্গী শব্দ সঙ্কলন করা ব্যতীত অন্য উপায় দেখিতেছি না। যোগেশবাবুর (১৩১০) 'বিষস্থলী' আমরা posion sac-এর পরিভাষা হিসাবে লইতে রাজী আছি।

Poison gland—**বিষ-গ্লাণ্ড**

অর্থ :—যে গ্লাণ্ডের মধ্যে বিষ প্রস্তুত হয়।

৮৯। **Polyembryony**—[Gk. *polys*, many; *embryon* foetus.] Instance of a zygote giving rise to more than one embryo; *e. g.* identical twins; offspring of armadillos. p. 249.

"Polyembryony. In zoology the development of two or more embryos from one egg. In plants the development of two or more embryos within one embryo sac, whether or not from one zygote."*

১৩৩৩ বহুভ্রূণত্ব, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫১০

ইতালীয়—Poliembrionia.

একটি ওভাম বা ডিম্ব হইতে অথবা একটি আধারের মধ্যে, যেমন uterus-এর মধ্যে,

* Richards, A., '*Outline of Comparative Embryology*', Definitions of Terms used in Embryology, p. 401 (1931).

একাধিক ভ্রূণ উৎপন্ন হওয়াকেই ইংরেজীতে polyembryony কহে। ইহার পরিভাষা ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ যাহা রচনা করিয়াছেন তাহাই আমরা বাহাল করিতে অভিলাষী।

Polyembryony—**বহুভ্রূণত্ব**

অর্থ :—দুই বা ততোধিক ভ্রূণ উৎপন্ন হওয়া।

৯০। **Polymorphism**—[Gk. *polys*, many ; *morphe*, form.] Occurrence of different forms of individuals in same species ; occurrence of different forms, or different forms of organs, in same individual at different periods of life. p. 250.

"Polymorphism. The existence of two or more kinds of individual within a species."*

"Polymorphism. The capacity of an organism to exist in several forms."†

১৩১০ বহুরূপত্ব, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮
১৩১৭ বহুরূপত্ব, এঃ ঘোষ, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০৭ (*Bot.*)
১৩৩১ বহ্বাকৃতি, উঃ বাজপেয়ী, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৭১ (*Chem.*)
১৩৩২ বিভিন্নাকৃতি (polymorphous), জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬

জার্ম্মান— Polymorphismus.
ফ্রেঞ্চ— Polymorphisme.
ইতালীয়—Polimorfismo.

Polymorphism—**বহুরূপত্ব**

অর্থ :—একই জাতির জীবের মধ্যে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে বর্ত্তমান থাকার ক্ষমতা।

৯১। **Protoplasm**—[Gk. *protos*, first ; *plasma*, form.] Cell substance ; cytoplasm and karyoplasm. p. 262.

"Protoplasm (Gr. *protos* ; and *plasso*, I mould). The elementary basis of organised tissues, or the elementary form of living matter."‡

"Protoplasm (Gr. *protos*, first ; *plasma*, a thing formed), the essential substance of the bodies of organisms."¶

"Protoplasm. The active living substance of the cell, consisting of nucleoplasm and cytoplasm."$

---

* Shull, A. F., *Principles of Animal Biology'*, Glossary, p. 397 (1920).

† Richards, A., *'Outline of Comparative Embryology'*, Definitons of Terms used in Embryology, p. 401 (1931). $ *Ibid.*, p. 402.

‡ Nicholson, H.A., *'A Manual of Zoology'*, Glossary, p. 905 (1887).

¶ Hegner, R. W., *'An Introduction to Zoology'*, Glossary, p. 333 (1926).

১৮৭৫ বিজ্ঞপ্রশ্ন—জৈবনিক, বঃ চট্টোঃ, বিজ্ঞান রহস্য', পৃঃ ১২৭
১২৮৪ জীবাণু, "ম", আর্য্যদর্শন, ৪ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০০
১২৯৮ প্রটপ্লাজম্, প্যাঃ মুখোঃ, ভারতী ও বালক, ১৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৯২
১২৯৯ জীবন্ত পদার্থ, শ্রীপঃ রায়, ভারতী ও বালক, ১৬ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৫০২
১৩০১ জীবনাধার, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১২ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৬৬
১৩০১ প্রটোপ্লাজম্, শঃ বন্দ্যোঃ, কল্প, ২ (৮।৯ম সংখ্যা) পৃঃ ২৬০
১৩০১ প্রোটোপ্ল্যাজম্, শঃ মিত্র, নব্যভারত, ১২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৪৯
১৩০২ জীবাঙ্কুর, যঃ গুপ্ত, চিকিৎসক ও সমালোচক, ১ (৮।৯ম সংখ্যা) পৃঃ ২১৬
১৩০৩ জীববীজ, 'পাঃ সমিতি', সাঃ-পঃ পঃ, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬৩
১৩০৪ জীবনাধার, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩২১
১৩০৬ জৈবনিক, জীবপঙ্ক, 'পাঃ সমিতি', রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃ ৩১৯
১৩০৬ জীবাণু, ইঃ মল্লিক, সাহিত্য, ১০ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৯৬
১৩০৭ জীবাঙ্কুর, হেঃ সেন, চিকিৎসক ও সমালোচক, ৭ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩৫
১৩০৭ প্রাণপঙ্ক, সুঃ মহলানবিশ, সাহিত্য, ১১ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৬৪৮
১৩০৭ জৈবনিক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৮০
১৩০৮ সজীব জীবমূল, শ্রীনিঃ বন্দ্যোঃ, আরতি, ২ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৩৪
১৯৫৮ সংবৎ প্রোটোপ্লাজম্, 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'কার প্রণীত 'মানবতত্ত্ব', পৃঃ ৫৬
১৩০৯ জীবনাধার, যোঃ রায়, প্রবাসী, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১
১৩০৯ জীবাদি বা প্রাণপঙ্ক, ক্ষিঃ ঠাকুর, 'অভিব্যক্তিবাদ, পৃঃ ৭
১৩০৯ জৈবনিক-পদার্থ, শঃ মিত্র, নব্যভারত, ২০ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৫
১৩১০ "প্রোটোপ্লাজম", যোঃ দত্ত, কমলা, পৃঃ ২০২
১৩১০ জৈবনিক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭
১৩১০ জীবাঙ্কুর, হেঃ সেন, জন্মভূমি, ১২ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১০
১৩১০ জীবকোষ, জ্ঞাঃ বন্দ্যোঃ, ভারতী, ২৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৪২
১৩১১ প্রটোপ্লাজম, রঃ চক্রঃ, বার্ত্তা, ১ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮৯
১৩১২ জীবাঙ্কুর, দ্বিঃ ঠাকুর, বঙ্গদর্শন, ৫ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৭৪
১৩১২ জীববস্তু, শঃ রায়, সাহিত্য, ১৬ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৬৬৩
১৩১৪ জীববস্তু, শঃ রায়ঃ, সাঃ-পঃ পঃ, ১৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১২
১৮২৯শক নাইট্রোজেন মিশ্রিত জীবসামগ্রী, অঃ রায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭ (১ম ভাগ) পৃঃ ৮১
১৩১৫ প্রাণ-পদার্থ, নিঃ ভট্টাঃ, সাঃ-পঃ পঃ, ১৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২০৪
১৮৩০শক জীবসামগ্রী,——তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭ (২য় ভাগ) পৃঃ ৪৫
১৩১৫-১৬ জৈবনিক, সুঃ মৈত্র, উপাসনা, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩৪
১৩১৬ জীববস্তু, শঃ রায়, দেবালয়, ১ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩৬
১৩১৭ জৈবকোষ, অঃ দত্ত, উপাসনা, ৭ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৭ (*Bot.*)
১৩১৭ জীববস্তু, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮
১৩১৮ জৈবনিক বা জীবাঙ্কুর মিশ্র, ঈঃ গুহ, কৃষি-সম্পদ, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১১৩
১৩১৮ প্রোটোপ্লাজম্, শঃ ভট্টাঃ, ভারতী, ১৮ (১ম সংখ্যা) পৃঃ৬৪
১৩১৮ জীববস্তু, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১১ (২য় খঃ) পৃঃ ৪৮
১৯১১ জৈবধাতু, হঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ২১ (১০ সংখ্যা) পৃঃ ৩৬২
১৮৩৪শক জীবাণু, তঃ রায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮ (২য় ভাগ) পৃঃ ৪৯
১৩১৯ 'জৈব উপাদান', শঃ মুখোঃ, আর্য্যাবর্ত্ত, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮২
১৩১৯ প্রোটোপ্ল্যাজম্, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ৫১৯
১৩২০ (শুক্রকীট) "প্রটোপ্লাজম", কেঃ গুপ্ত, অর্চ্চনা, ১০ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩৭
১৩২০ অণ্ডলাল, প্রঃ দে, সাহিত্য, ২৪ (২খঃ, ১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৩০৪ (*Bot.*)
১৩২০ "প্রোটোপ্লাজম্" বা জীবপঙ্ক, অঃ হোম, প্রবাসী, ১৩ (১ম খঃ) পৃঃ ৪২৯

১৯১৪ জীব সামগ্রী ; দেহ সামগ্রী, জ: রায়, 'প্রাকৃতিকী', পৃ: ১৩১ ; ১২৭
১৮৩৬শক জীবাণু, অ: চক্র, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮ (৪র্থ ভাগ) পৃ: ২১০
১৩২২ জীবসামগ্রী, জ: রায়, ভারতবর্ষ, ৩ (২য় খ:) পৃ: ৫৮৪
১৩২২ জৈব পদার্থ, আ: রায়, কৃষি-সম্পদ, ৬ (১১শ সংখ্যা) পৃ: ৩১৮
১৩২২ প্রোটোপ্লাজম্, প্যা: দেববর্ম্মা, ভারতবর্ষ, ২ (২য় খ:) পৃ: ৯১৬
১৯১৫ জৈবনিক,——বিজ্ঞান, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৪০
১৯১৫ জীবাণু ; প্রাণাধান, ম: বন্দ্যো:, বিজ্ঞান, ৪ (২য় ও ১০ম সংখ্যা) পৃ: ৯১ ; ৪৭১
১৯১৫ প্রোটোপ্লেসম, বীর্য্যবান পদার্থ ; প্রাণসামগ্রী, বি: চক্র:, বিজ্ঞান ৪ (৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা) পৃ: ১৭৮ ; ২২৭
১৯১৫ প্রাণ-সামগ্রী, শর: রায়, বিজ্ঞান, ৪ (১০ম সংখ্যা) পৃ: ৪৫৮, ৪৪১
১৯১৫ জৈবনিক, জনৈক এম-এস-সি, বিজ্ঞান ৪ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৪০
১৯১৬ "প্রাণাধান", ম: বন্দ্যো:, বিজ্ঞান, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৩৬
১৯১৭ (সজীব) কোষপদার্থ, শ: ব্রহ্মচারী, 'ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান', পৃ: ৬৭
১৯১৭ জীববীজ, প্রথমফেন (হি: কো:), জীবফেন (ঐ), জীবধাতু (ঐ), আদিপঙ্ক (ঐ), নারা (ঐ), প্রাণপঙ্ক (অভি:), জীবাদি (ঐ), জীববীজক (সা:-প:), আদিরূপক (হি: কো:), ধাত্বগ্নি (সুশ্রু: কুণ্ড), জীববস্তু (সা:-প:), জৈবনিক (ঐ), জীবপঙ্ক (ঐ), আদিম জৈবোপাদান (used in Bengali medical books), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1679.
১৩২৪ প্রবিষ্টায়ু, জী: চট্টো:, কৃষি-সম্পদ, ৮ (২য় সংখ্যা) পৃ: ৫৪ (*Bot.*)
১৩২৪ জৈবনিক ; জৈবসার, অ: দত্ত, উপাসনা, ১৩ (২য় সংখ্যা) পৃ: ১৪৬ ; ১৪৯
১৩২৪ জীবপঙ্ক, (Bioplasm = জীবপঙ্ক), অ: দত্ত, উপাসনা, ১৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃ: ৩৬৪, ৩৬৭
১৩২৪ জীববস্তু——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃ: ১৬
১৩২৪ জীববস্তু, শ: রায়, সাহিত্য, ২৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃ: ২৮৪
১৩২৪ প্রাণি-পদার্থ, রা: ত্রিবেদী, ভারতবর্ষ, ৫ (১ম খ:) পৃ: ১২৯
১৩২৪ পুং শক্তি-বীজ, দে: বসু, ভারতবর্ষ, ৫ (১ম খ:) পৃ: ৬৫১
১৩২৬ প্রোটোপ্লাজম, শ্রীপিয়েমৃডি, ভারতবর্ষ, ৭ (১ম খ:) পৃ: ৩৬২
১৩২৬ প্রটপ্লাজম, হ: গুপ্ত, সৌরভ, ৭ (১২শ সংখ্যা) পৃ: ২৬১
১৩২৬ প্রাণাঙ্কুর, মা: চক্র, প্রবাসী, ১৯ (১ম খ:) পৃ: ৩৪৬
১৩২৬ "জীব-পঙ্ক" ধী: বসু, সাহিত্য, ২৯ (৯ম সংখ্যা) পৃ: ৬১৮
১৩২৬ আদিপঙ্ক, ম: বসু, সা:-প: প:, ২৬ (১৯শ বিশেষ অধিবেশন) পৃ: ১১০
১৩২৮ প্রাণপঙ্ক, অ: বিদ্যাভূষণ, ভারতবর্ষ, ৯ (১ম খ:) পৃ: ৫৪৯
১৩২৮ প্রটোপ্লাজম্, র: রায়, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (১১শ সংখ্যা) পৃ: ৩০৩
১৩২৯ প্রাণাঙ্কুর, সু: মিত্র, প্রবাসী, ২২ (২খ:) পৃ: ২৯৭
১৩২৯ জীববস্তু, শ: রায়, ভারতবর্ষ, ১০ (১ম খ:) পৃ: ৯৮
১৩৩০ জীব-বীজ, প্র: দাসগুপ্ত, সৌরভ, ১১ (১২শ সংখ্যা) পৃ: ২৮০
১৩৩১ জীববস্তু, এ: ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৫৪
১৩৩১ জীববস্তু, এ: ঘোষ, সা:-প: প:, ৩১ (২য় সংখ্যা) পৃ: ৬৬
১৩৩১ জৈবপদার্থ ; প্রাণসার, 'জীবপঙ্ক', জৈবসার, জৈবনিক, অ: দত্ত, প্রকৃতি, ১ (২য় ও ৪র্থ সংখ্যা) পৃ: ৯০ ; ২২২
১৩৩২ প্রাণপঙ্ক, খ: মিত্র, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃ: ২৫৬
১৩৩২ প্রোটোপ্লাজম্, শি: চট্টো:, মা: বসুমতী, ৪ (১ম খ:) পৃ: ৮১
১৩৩২ প্রাণপদার্থ, উ: বাজপেয়ী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৭ (২য় খ:) পৃ: ৪৩২
১৩৩৩ প্রাণ-পদার্থ, রা: দাসগুপ্ত, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৪
১৩৩৩ জীবপঙ্ক, হে: সেন, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃ: ৪০৯
১৩৩৩ জীববস্তু, হি: মুখো:, প্রকৃতি, ৩ (৩য় সংখ্যা) পৃ: ২৫২

১৩৩৪ প্রাণপঙ্ক বা জীববস্তু, নৃঃ বসু, সুবর্ণ বণিক সমাচার, ১২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১৯
১৩৩৫ প্রোটোপ্লাজম, শৈঃ বসু, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩২৩
১৩৩৫ জীববস্তু, ফঃ মৈত্র, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১৫
১৩৬৬ প্রাণময় কোষ (Protoplasm or living cells), ধীঃ চৌধুরী, বিচিত্রা, ৩ (২য় খঃ) পৃঃ ১৩৯
১৩৩৭ প্রোটোপ্লাজম্, অঃ চট্টোঃ, ভারতবর্ষ, ১৮ (১ম খঃ) পৃঃ ৬৮
১৩৩৯ জীবপঙ্ক, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৫
১৩৪০ ('প্রোটোপ্ল্যজম')—প্রাণপঙ্ক, বা জৈব পদার্থ, হঃ দত্ত, 'শিশুভারতী', ৪, পৃঃ ১৪
১৩৪০ জৈবনিক (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪২

জার্ম্মান— Protoplasma.
ফ্রেঞ্চ— Protoplasma.
ইতালীয়—Protoplasma.

Protoplasm আবিষ্কার এবং শব্দটি ব্যবহারের পিছনে যে একটু ইতিহাস আছে তাহা W. A. Locy-র পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি,—

"In 1835, before the announcement of the cell-theory, living matter had been observed by Dujardin. In lower animal forms he noticed a semifluid, jelly-like substance, which he designated sarcode, and which he described as being endowed with all the qualities of life. The same semifluid substance had previously caught the attention of some observers, but no one had as yet announced it as the actual living part of organisms. Schleiden had seen it and called it gum. Dujardin was far from appreciating the full importance of his discovery, and for a long time his description of sarcode remained separate ; but in 1846 Hugo von Mohl, a botanist, observed a similar jelly-like substance in plants, which he called plant *schleim*, and to which he attached the name protoplasma."*

পরে তিনি আবার লিখিতেছেন,—

"To von Mohl, however, belongs the credit of having brought the word protoplasm into general use."†

Dujardin-কেই protoplasm-এর প্রথম আবিষ্কারক বলিয়া সকলে অভিহিত করিয়া থাকেন, যদিও তিনি তাহার নাম দিয়াছিলেন sarcode। von Mohl প্রথম protoplasm শব্দের ব্যবহার ঘোষণা করেন। এই শব্দের বাংলা পরিভাষা কিছু সামান্য রচনা করা হয় নাই, প্রায় ২৮টি শব্দ বাংলা ভাষায় অল্পবিস্তর ব্যবহৃত হইতেছে (পরে দ্রষ্টব্য)।

এই শব্দের পরিভাষা পেশ কালে যাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কিছু-কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

১২৮৪ খৃঃ আর্য্যদর্শনে (পৃঃ ৪০০) "অধ্যাপক হক্সলির দার্শনিক মত" প্রবন্ধে "শ্রীমঃ" লিখিতেছেন,—

"........এমন একটী জৈবনিক পদার্থ আছে যাহা সকল জীব-জগতের মূল উপাদান এবং যাহার রূপান্তরতাও

* Locy, W. A., '*Biology and its Makers*', pp. 250-251 (1915).

† *ibid.*, p. 269.

বিভিন্ন সমাবেশ হইতে কখন উদ্ভিদ কখন মনুষ্যের উৎপত্তি হইতেছে। উহা কুম্ভকারের মৃত্তিকাস্বরূপ। সেই জৈবনিক পদার্থকে ইংরাজিতে Protoplasm বলে। আমরা তাহাকে জীবাণু বলিলাম।"

পারিভাষিক সমিতি protoplasm-এর পরিভাষা 'জীববীজ' দাখিল করিলে যোগেশবাবু সমালোচনায় লেখেন,—

"Protoplasm=জীবের বীজ? Seat of life ধরিয়া protoplasm অর্থে জীবনাধার করিতে বাধ্য হইয়াছি।"‡

পরে তিনি (১৩০৭, পৃঃ ১৮০) আবার আর এক 'ভৌগোলিক পরিভাষা' প্রবন্ধে লেখেন,—

"Protoplasm—জৈবনিক, জীবপঙ্ক। বরং জৈবনিক ভাল, জীবপঙ্ক কেমন কেমন লাগে।"

শশধর রায় মহাশয় (১৩১২) protoplasm-এর পরিভাষা দেন 'জীববস্তু' এবং সেই নামেই 'সাহিত্যে' এক বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীমহাশয় লিখিয়াছেন, "ইংরাজিতে যাহাকে protoplasm বলে, আমি তাহাকে প্রাণি-পদার্থ বলিয়া আসিতেছি।" কেন, তাহার সদুত্তর কোথাও পাই নাই। অন্যত্র কিন্তু আমরা অন্য কথা পাইয়াছি। মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় (১৯১৬, পৃঃ ৩৬) তাঁহার 'আত্মবিজ্ঞান' প্রবন্ধে লিখিতেছেন,—

"........এই কারণে সাধারণ ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানে ইহার নামকরণ হইয়াছে 'প্রাণসামগ্রী' বা জীবাণু (*cell protoplasm*)। আমরা ইহাকে প্রাণসামগ্রী বা জীবাণু না বলিয়া কলারূপী 'প্রাণাধান' বলিব, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত হেকেল কৃত কলার (cell) লক্ষণ বাক্য (definition) আমরা এক্ষণে সম্যক গ্রহণ করিতে অক্ষম।"

আবার পাদটীকায় লিখিতেছেন,—

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় Protoplasmএর বাঙ্গালা 'প্রাণসামগ্রী' করিয়াছেন, কথাটি সর্ব্বদিকে সুন্দর হইলেও আমরা 'প্রাণাধান' নাম দিলাম। ইহাতে আমাদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইহা যে বাস্তবিকই জীবনোৎপাদক নহে তাহা বজায় থাকিবে। প্রাণাধান অর্থে receiving vital force and not imparting vitality বুঝায়।"

Protoplasm-এর একএকটি পরিভাষা কি রকম আদরণীয় বা কে কি রকম ব্যবহারের পক্ষপাতী তাহা জানাইবার জন্য এই স্থানে একটি স্বতন্ত্র তালিকা দিলাম।

জৈবনিক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৫); পাঃ সমিতি (১৩০৬); যোগেশচন্দ্র রায় (১৩০৭, '১০) সূর্য্যকান্ত মৈত্র (১৩১৫-১৬); ——(১৯১৫); ——(১৯১৫); অতুলচন্দ্র দত্ত (১৩২৪, '৩১)

জৈবকোষ—অতুলচন্দ্র দত্ত (১৩১৭)

জৈবপদার্থ—আনন্দচন্দ্র রায় (১৩২২); অতুলচন্দ্র দত্ত (১৩১১); হরিধন দত্ত (১৩৪৯)

জৈবধাতু—হরিমোহন সেন (১৯১১)

জৈবসার—অতুলচন্দ্র দত্ত (১৩২৪, '৩১)

জৈবোপাদান—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৩১৯)

জৈবনি—ঈশ্বরচন্দ্র গুহ (১৩১৮)

জৈবনিক পদার্থ—শশিভূষণ মিত্র (১৩০৯)

জীবাণু—"ব" (১২৮৪); ইন্দুমাধব মল্লিক; (১৩০৬); তরুণকুমার রায় (১৮৩৪ শক); অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী (১৮৩৬ শক); মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৫)

‡ যোগেশচন্দ্র রায়, 'ভৌগোলিক পরিভাষা', সাঃ-পঃ পঃ, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮ (১৩০৪)

জীবস্ত পদার্থ—শ্রীপতিচরণ রায় (১২৯৯)
জীবনাধার—যোগেশচন্দ্র রায় (১৩০১ '০৪, '০৯)
জীবাঙ্কুর—যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত (১৩০২); হেমচন্দ্র সেন (১৩০৭, '১০); দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১২); ঈশ্বরচন্দ্র গুহ (১৩১৮)
জীববীজ—পাঃ সমিতি (১৩০৩); প্রমথনাথ দাসগুপ্ত (১৩৩০)
জীবপঙ্ক—পাঃ সমিতি (১৩০৬); অমলচন্দ্র হোম (১৩২০); অতুলচন্দ্র দত্ত (১৩২৪, '৩১); ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু (১৩২৬); হেমচন্দ্র সেন (১৩৩৩); ধীরেন্দ্রনাথ রায় (১৩৩৯)
জীবাদি—ক্ষিতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৩০৯)
জীবকোষ—জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩১০)
জীববস্তু—শশধর রায় (১৩১২, '১৪, '১৬, '১৭, '২৪, '২৯); জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৩১৮) ;——(১৩২৪) একেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৩১১); হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৩৩); নৃপেন্দ্রকুমার বসু (১৩৩৪); ফণিভূষণ মৈত্র (১৩৩৪)
জীবসামগ্রী—জগদানন্দ রায় (১৮২৯শক, ১৩১৪, '২২) ;——(১৮৩০ শক)
দেহ সামগ্রী—জগদানন্দ রায় (১৯১৪)
আদিপঙ্ক—মন্মথমোহন বসু (১৩২৬)
প্রাণসার—অতুলচন্দ্র দত্ত (১৩৩১)
প্রাণপদার্থ—নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (১৩১৫) ; উমাপতি বাজপেয়ী (১৩৩২) ; রাজেশ্বর দাশগুপ্ত (১৩৩৩)
প্রাণি-পদার্থ—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৩২৪)
প্রাণাঙ্কুর—মাখনলাল চক্রবর্ত্তী (১৩২৬); সুবোধচন্দ্র মিত্র (১৩২৯)
প্রাণপঙ্ক—সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ (১৩০৭); ক্ষিতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৩০৯); অমূল্যচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৩১৮); খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র (১৩৩২); নৃপেন্দ্রকুমার বসু (১৩৩৪); হরিধন দত্ত (১৩৪০)
প্রাণাধান—মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৫, '১৬)
প্রাণসামগ্রী—বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী (১৯১৫); শরৎচন্দ্র রায় (১৯১৫)
প্রোটোপ্লাজম্—প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় (১২৯৮); শঃ বন্দ্যোঃ (১৩০১); শশিভূষণ মিত্র (১৩০১); 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার (১৯৫৮ সংবৎ); যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (১৩১০); রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী (১৩১১); শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (১৩১৮); জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৩১৯); কেশবচন্দ্র গুপ্ত (১৩২০); অমলচন্দ্র হোম (১৩২০); প্যারীমোহন দেববর্ম্ম (১৩২২); বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী (১৯১৫); শ্রীপিয়েমূড়ি (১৩২৬); হরিচরণ গুপ্ত (১৩২৬); রমেশচন্দ্র রায় (১৩২৮); শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৩৩২); , শৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৩৩৫); অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৩৩৭); হরিধন দত্ত (১৩৪০)

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কেহই কোন একটি পরিভাষার জন্য একমত নহেন, তবে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার অনেকেই পছন্দ করেন তাহা বুঝা যাইতেছে। রাজশেখরবাবু (১৩৪০) যোগেশবাবু প্রদত্ত 'জৈবনিক' শব্দ সঙ্কলন করিয়া দিলেও ব্যক্তিগতভাবে অক্ষরান্তরিত শব্দ অনুমোদন করেন (পৃঃ ৬৮ দ্রষ্টব্য)।

Protoplasm-এর নিরুক্তি সম্বন্ধে কেহ একমত নহেন। সকলেই একই পদার্থকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহি না; কোন প্রকারে কি পদার্থকে protoplasm বলা হইতেছে বুঝিতে পারিলেই হইল।

Protoplasm—**প্রোটোপ্লাজম্**

অর্থ :—জীবদেহের প্রধান সামগ্রী। 'সেল'মধ্যস্থিত জৈব পদার্থ।

৯২। **Protozoa—**

"Protozoa (Gr. *protos* ; and *zoön*, animal). The lowest division of the animal kingdom."*

"Protozoa. One-celled animals. The phylum comprising the one-celled animals, including colonial forms in which the cells of the colony are, at least potentially, all alike." †

"Protozoa (Gr. *protos*, first ; *zoon*, animal), a phylum of animals."‡

১৩১০ আদ্যপ্রাণী, ষোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬
১৩১১ আদিজীব, ঊঃ কাঞ্জিলাল, সাহিত্য, ১৫ (২য় সংখ্যা (পৃঃ ৯৫
১৩১১ প্রথমজ, শঃ রায়, নব্যভারত(২২ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৫৯৩
১৩১২ প্রথমজ, শঃ রায়, সাহিত্য, ১৬ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৬৬৩
১৩১২ প্রথমজ, শঃ রায়, ভারতী, ২৯ (২য় খঃ) পৃঃ ৬৪৩
১৩১৭ প্রথমজ, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮
১৩১৮ জীবাণু, ——কৃষক, ১২ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৫৩
১৩১৮ এক কোষিক, বঃ চৌধুরী, সুপ্রভাত, ৪ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৮৩
১৯১১ প্রাণীমূল, হঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ২১ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭০
১৩১৯ প্রোটোজোয়া, গিঃ বসু, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৫৬
১৩,৯ এক কোষ জীব, শঃ মুখোঃ, আর্য্যাবর্ত্ত, ৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৫
১৩১৯ প্রোটোজোয়া, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ৫৯৯
১৩২০ জীবাণু, কেঃ গুপ্ত, অর্চ্চনা, ১০ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৪৩
১৩২১ আদ্যপ্রাণী, দুঃ চট্টোঃ, সাহিত্য-সংহিতা, ৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩৬
১৩২২ প্রোটোজোয়া, জঃ রায়, ভারতী, ৩৯ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৯২৫
১৯১৭ নিম্নতম শ্রেণীর জীববর্গ, প্রথমজীববর্গ, প্রথমজ, আদ্যজীববর্গ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1680.
১৩২৬ প্রোটোজোয়া, রঃ রায়, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২২
১৩২৬ ক্ষুদ্র জীবাণু, ধীঃ বসু, সাহিত্য, ২৯ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৬১৭
১৩২৭ প্রথমজ, শঃ রায়, প্রতিভা, ১০ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৬
১৩২৮ আদিজীব, অঃ বিদ্যাভূষণ, ভারতবর্ষ, ৯ (১ম খঃ) পৃঃ ৫৫০
১৩২৮ জীবাই, গোঃ ভট্টাঃ, প্রবাসী, ২১ (২য় খঃ) পৃঃ ২৩৯
১৩৩১ আদ্যপ্রাণি, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৩
১৩৩১ জীবাণু, অঃ দত্ত, প্রকৃতি, ১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৮৯ ; ঐ, ৮ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮২ (১৩৩৮)
১৩৩২ এককোষিক জীব, চাঃ মিত্র, ভারতবর্ষ, ১৩ (২য় খঃ) পৃঃ ২০০
১৩৩২ প্রোটোজোয়া, খঃ মিত্র, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৬
১৩৩৪ (আদ্যজ) বা এককোষাণুময় জীব, নৃঃ বসু, সুবর্ণবণিক সমাচার, ১২ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২১১
১৩৩৬ আদ্যপ্রাণী, এঃ ঘোষ, সুবর্ণবণিক সমাচার, ১৩ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৮
১৩৩৬ আদ্যপ্রাণী, এঃ ঘোষ, জন্মভূমি, ৩৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৪৬
১৩৩৮ "প্রোটোজোয়া" পঃ ঘোষাল, প্রকৃতি, ৮ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৭৭
১৩৪০ আদ্যপ্রাণী (H. S. G. 1906), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৫
১৩৪০ নিম্নতর জীব, শঃ সরকার, প্রবাসী, ৩৩ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৬৮

---

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 905 (1887).

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 399 (1920).

‡ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 333 (1926).

জার্ম্মান —Urtiere; Protozoen; Protozoa.
ফ্রেঞ্চ —Protozoaire; Protozoa.
ইতালীয়—Protozoa.

প্রাণিরাজ্যের সর্ব্বনিম্ন পর্য্যায়ের প্রাণীদের Protozoa বলা হয়। মাত্র একটি 'সেল' যে সকল প্রাণীর বিশেষত্ব মোটামুটিভাবে তাহাদেরই Protozoa ফাইলাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহার পরিভাষা অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে হইবে, কারণ ইহা প্রাণিরাজ্যের একটি বড় বিভাগ অর্থাৎ ফাইলামের নাম এবং অন্তর্জ্জাতীয় প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক নিয়মানুসারে ইহা অপরিবর্ত্তনীয় রাখাই যুক্তিযুক্ত। উপরি-উদ্ধৃত অনেকগুলি পরিভাষা ইংরেজী ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হিসাবে ভাল হয় নাই এমন কথা বলি না, তবে তাহা সাধারণভাবে Protozoon-এর পরিভাষা হিসাবে হয়ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বিদেশীয় ভাষার পরিভাষায় কিছু তারতম্য ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক নামকরণের নূতন নিয়মকানুন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে সব ভাষাতেই একরকম লিখিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

Protozoa—**প্রোটোজোয়া**

অর্থ:—প্রাণিরাজ্যের এক-সেলবিশিষ্ট প্রাণীদের ফাইলামের নাম।

৯৩। **Pseudopodium** [Gk. *pseudes*, false; *pous*, foot; *eidos*, form.] A blunt protrusion of ectoplasm serving for locomotion and prehension in Protozoa; in certain Mosses, the sporogonium-supporting pedicel; pseudopod. p. 265.

"Pseudopodia (Gr. *pseudos*; and *pous*, foot). The extensions of the body-substance which are put forth at will by the *Rhizopoda*, or by any wall-less mass of protoplasm, and which serve for locomotion and prehension."*

"Pseudopodium (*pl.*, pseudopodia). A blunt finger-like projection thrust out by Amoeba and other rhizopods."†

"Pseudopodium (Gr. *pseudes*, false; *pous*, foot), a temporary protrusion of the protoplasm in certain animals."‡

"Pseudopodium. A temporary locomotor protrusion from the surface of a cell."¶

১৩১৩ অস্থায়ীপদ, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৪ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৮
১৩১৭ উপপাদ, এঃ ঘোষ, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০৭ (*Bot.*)
১৩১৭ অস্থায়ীপদ, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮
১৩১৯ শুঁড়, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ৬০০

---

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 905 (1887).
† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 399 (1920).
§ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 334 (1926).
¶ Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 578 (1933).

১৯১৪ "কল্পিত পদ", শরঃ রায়, বিজ্ঞান, ৩ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬৮
১৩৩১ উপপাদ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৪
১৩৩২ উপপাদ, বিঃ পাল, প্রকৃতি, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৮৪

জার্ম্মান— Scheinfüsschen;
Pseudopodium.
ফ্রেঞ্চ— Pseudopodes.

প্রোটোজোয়া ফাইলামের একটি শ্রেণীর অর্থাৎ Rhizopoda শ্রেণীর প্রাণীদের শরীরেরই খানিকটা অংশ প্রলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাকে pseudopodium বলা হয়। ইহা ক্ষণস্থায়ী এবং চলন ও ধারণ কার্য্য সহায়ক। আবার কোন কোন প্রাণিদেহের কোন বিশিষ্ট 'সেল'-গাত্র হইতে এইরূপ প্রোটোপ্লাজমের খানিকটা অংশ প্রলম্বিত হইয়া থাকে তাহাকেও সাধারণতঃ pseudopodium বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার পরিভাষা শশধর রায়মহাশয় (১৩১৩) সম্ভবতঃ temporary foot এই অর্থ হিসাবে 'অস্থায়ী পদ' রচনা করেন। কিন্তু pseudopodium-এর অর্থগত ব্যাখ্যা হিসাবে যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়। ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষও (১৩১৭, '৩১) false foot এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হিসাবে 'উপপাদ' সঙ্কলন করেন। False অর্থে 'উপ' কি ঠিক? দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুমহাশয় প্রকারান্তরে pseudopodium-এর যে পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহার একটি প্রবন্ধ হইতে এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তিনি *Amœba*-র pseudopodium সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—"দেহ হইতে অনেকগুলি ক্ষেপনী বা স্পর্শনী বাহির করে, আবার সেগুলি গুটাইয়া দেহমধ্যে বিলীন করে।"* 'ক্ষেপনী' বা 'স্পর্শনী' দ্বারা হয়ত তিনি বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন, কিন্তু শব্দদ্বয়ের কোনটিরই মধ্যে pseudopodium-এর কোন অর্থই বর্ত্তমান নাই সে কথা বলা বাহুল্য। এরূপ শব্দব্যবহারকে পরিভাষা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতেও দ্বিধা হয়। সে যাহা হউক মুস্কিল এই যে ইংরেজী ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত সংজ্ঞাগত অর্থের এমন কোন বিশেষ সামঞ্জস্য নাই যাহাতে পরিভাষাসমস্যা সুচারুরূপে সমাধান করা যায়। সুতরাং আমাদের যদি রূপান্তরিত বাংলা পরিভাষা রচনা করিতে হয় তবে একদিককার অর্থ হিসাবে সঙ্কলন করিতে হইবে। সংজ্ঞাগত অর্থ হিসাবে পরিভাষা রচনা করা কঠিন, কারণ locomotion এবং prehension দুই কার্য্য বুঝায় এবং তৎসঙ্গে প্রোটোপ্লাজমের temporary protrusion বুঝায় এমন বাংলা শব্দ কি হইতে পারে তাহা আমাদের জানা নাই। আবার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়া পরিভাষা রচনা সুসাধ্য হইলেও সুসঙ্গত নহে, কারণ তাহা pseudopodium-এর যথার্থ রূপ মনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবে না। Temporary foot ধরিয়া লইয়া আমরা 'ক্ষণপদ' এই ছোট শব্দটি রচনা করিতে পারি এবং তাহা হয়ত শশধর রায় মহাশয়ের 'অস্থায়ীপদ' হইতে কিছু ভাল বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত

* দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, 'অমর জীব', প্রদীপ, ৪ (১০|১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৩৮৭ (১৩০৮)

কারণে ইহা যে সুস্পষ্ট অর্থপরিব্যঞ্জক হইবে না তাহা বলা বাহুল্য। এ শুধু জোর করিয়া বাংলা প্রতিশব্দ সঙ্কলনের দাবী করা। Pseudopodium-এর 'pseudo' অক্ষরান্তরিত করিয়া 'সিউডোপদ' রচনা করিলে কেমন হয়? আমরা দুইই রাখিলাম, কোন্‌টি প্রাণিবিজ্ঞানের রুচিসঙ্গত হইবে তাহা এখনই আমাদের পক্ষে নির্দ্ধারণ করা কঠিন।

Pseudopodium, (Pseudopod)—**ক্ষণপদ, সিউডোপদ**

অর্থ:—প্রোটোজোয়া ফাইলামের কতকগুলি প্রাণীর চলন ও ধারণ ক্রিয়া-সহায়ক ক্ষণস্থায়ী প্রলম্বিত দেহাংশ। প্রাণিদেহের বিশেষ কোন সেলের প্রলম্বিত খানিকটা প্রোটোপ্লাজ্‌মের অংশকেও বুঝায়।

৯৪। **Pupa**—[L. *pupa*, puppet.] The third or chrysalis stage of insect life; stage in insect metamorphosis preceding imago. p. 268.

"Pupa (Lat. a doll). The stage of an insect immediately preceding its appearance in a perfect condition. In the pupa-stage it is usually quiescent—when it is often called a 'chrysalis'; but it is sometimes active—when it is often called a 'nymph'." *

"Pupa (L. *pupa*, a doll), a stage in the life cycle of certain insects."†

"Pupa. The intermediate quiescent form of metabolic insects following the active larval period."‡

"Pupa. The quiescent stage between larva and adult in insects with complete metamorphosis; adj., pupal."¶

"Pupa. A quiescent stage in the development of an insect, just before the adult condition is reached."$

১৩০৭ পুত্তলিকাবস্থা (pupal stage), নিঃ মুখোঃ, কৃষক, ১ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ২০৫
১৩১০ কোষস্থ, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩
১৩১৫ গুটী, স্থঃ বসু, কৃষক, ৯ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১০৬
১৩১৭ কোষস্থ বা মূককীট, শঃ মুখোঃ, আর্য্যাবর্ত্ত, ৭ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৫০১
১৩১৯ গুটিপোকা, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ৬০৬
১৩১৯ গুটী, শিঃ সেন, সাহিত্য ২৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২০৯
১৩১৯ মৌন বা সুষুপ্তাবস্থা, রঃ সেন, প্রবাসী, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ৮৪
১৩২০ পুত্তলি, কিঃ সেনগুপ্ত, প্রবাসী, ১৩ (২য় খঃ) পৃঃ ৩৩৬
১৩২১ বিশ্রামাবস্থা (Pupal stage), নিঃ দেব, প্রবাসী, ১৪ (২য় খঃ) পৃঃ ৬৪০
১৩২১ পিউপা ; কীট, স্থঃ চৌধুরী, ভারতী, ৩৮ (৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৫ ; ৫২১
১৩২১ পিউপা, কেঃ গুপ্ত, অর্চ্চনা, ১১ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৮৩
১৩২২ গুটী (অবস্থা), কাঃ লাহিড়ী, কৃষি সম্পদ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১১৯

---

* Nicholson, H.A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 905 (1887).

† Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 334 (1926).

‡ Richards, A., '*Outline of Comparative Embryology*', Definitions of Terms used in Embryology, p. 402 (1931).

¶ Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 578 (1933).

$ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 374 (1934).

১৩২২ পিউপা,——কৃষি-সম্পদ, ৬ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৫

১৯১৫ পুপা, বিঃ চক্রঃ, বিজ্ঞান, ৪ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২০

১৯১৭ পক্ষোদ্গমের পূর্ব্বাবস্থার প্রজাপতি প্রভৃতি, কোষস্থ, পুলককোষ (যোঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, II, p. 1695.

১৩২৬ গুটি বা পুত্তলি, Dutt, H. L., ভূমিলক্ষ্মী, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৬

১৯১৮ পিউপা, অশ্বিঃ দত্ত ও ক্ষিঃ ঘোষ, 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান', পৃঃ ১৫৬

১৩৩১ "কোষকার", সুধীঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০১

১৩৩১ মূককীট, দুঃ মুখাৰ্জ্জি, প্রকৃতি, ১ (৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৫১, ৩৭৩

১৩৩১ গুটি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৭

১৩৩১ গুটী, বিঃ পাল, প্রকৃতি, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪১৩

১৩৩৩ গুটি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৪৩

১৩৩৩ গুটিকাশিশু, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫১০

১৩৩৪ গুটি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৬

১৩৩৫ পুত্তলিকা, নিঃ দত্ত, মাঃ বসুমতী, ৭ (১ম খঃ) পৃঃ ৮৮৯

১৩৩৫ মূককীটাবস্থা (pupa or chrysalis), জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩০

১৩৪০ গুটির অবস্থায় (pupal stage), শঃ সরকার, প্রবাসী, ৩৩ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৬৮

জার্ম্মান —Puppe.
ফ্রেঞ্চ— Pupe.
ইতালীয়—Pupe.

কতকগুলি জীবের জীবনেতিহাসে রূপান্তর (পৃঃ ৮৭) ক্রিয়া ঘটে। এই রূপান্তর ক্রিয়া এক একটি অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করে। এক একটি বিশিষ্ট অবস্থার একটি করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে; pupa সেইরূপ ইন্‌সেক্টা শ্রেণীর রূপান্তর ক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট অবস্থা। Imago বা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বাবস্থার নামই pupa। এই শব্দটির বহু পরিভাষা রচনা করা হইয়াছে। কিন্তু পরিভাষা সম্বন্ধে একমাত্র 'প্রকৃতি' পত্রিকায় কিছু আলোচনা হইয়াছে; যদিও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই তবুও ইহার প্রাসঙ্গিক আলোচনা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সুধীন্দ্রনাথ রায়মহাশয় (১৩৩১) pupa-র পরিভাষা "কোষকার" লিখিলে জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়মহাশয় তাহা সমর্থন না করায় তিনি লেখেন,—

"আমার ব্যবহৃত 'কোষকার' কথাটির জ্ঞানবাবুর ফুটনোট অনুযায়ী 'কোনও অর্থই হয় না।' জ্ঞানবাবুকে Apte এবং Monier Williamsএর সংস্কৃত অভিধান দুইটি দেখিতে বলিতেছি। সংস্কৃত সাহিত্যে 'কোষকার' pupaর অর্থে চিরকাল প্রচলিত। যোগেশ বাবু pupaকে 'কোষ' বা 'পুলক' বলেন। ৺দ্বিজেন্দ্র বাবু কোষাবস্থা, ব্যঙ্গাবস্থা, মূকাবস্থা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।"*

আমি কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রবাবুর "ফুটনোট"টি খুঁজিয়া পাই নাই এবং pupa-র পরিভাষা 'কোষকার' সম্বন্ধে কোন নালিশ করিতেও দেখি নাই। যাহা হউক জ্ঞানেন্দ্রবাবু ইহার উত্তরে বিস্তারিত করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"আপ্তেকৃত অভিধান (২য় সংস্করণখানিতে) 'কোষকার' শব্দটিকে দেখিতেছি না। তবে H. M. Goswainকৃত অভিধানে কোষকার—'গুটি পোকা (cocoon)' লেখা আছে। প্রকৃতিবোধ অভিধানে দেখিয়াছি 'কোষ' অর্থাৎ 'ডিম্বের আবরণ যে করে, গুটিপোকা;

---

* প্রকৃতি, ১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২১০ (১৩৩১)

সংবেষ্টমানং বহুভিঃ মোহাত্তন্তুভিরাত্মজৈঃ।
কোষকারমিবাত্মানং বেষ্টয়ন্নাব বুধ্যতে" ॥

সংস্কৃত কোষকার শব্দটিই যদি বাঙ্গালী লেখকদিগের সকলেরই বাঞ্ছনীয় হইত, তাহা হইলে যোগেশ বাবু pupaকে কোষ বা পুলক এবং ৺দ্বিজেন্দ্র বাবু কোষাবস্থা, ব্যঙ্গাবস্থা, মুকাবস্থা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতেন না।

সুধীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—"যে ভাণ্ডার-ঘরের কথা উল্লেখ ক'রেছি, সেগুলি প্রসব ঘর নয়; কাজেই তার মধ্যে ডিম, কোষ বা বাচ্ছা রক্ষিত হয় না। তবে মৃত কীট পতঙ্গের সঙ্গে দুচারটি কোষাকার (*sic.*) পিঁপড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'কোষাকার' (Pupae) এদের বাসা নির্ম্মাণে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে" ইত্যাদি (প্রকৃতি ১০১ পৃষ্ঠা, ১৭শ-২০শ পংক্তি)। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই :—আমি পিপীলিকার আদ্য অবস্থাকে ডিম (egg), দ্বিতীয় অবস্থাকে 'কড়া' (larva), তৃতীয় অবস্থাকে গুটি (pupa) এবং শেষ অবস্থাকে পিপীলিকা বলিতে চাই—যেমন অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন। বয়সানুসারে কোন পিপীলিকাকে বাচ্ছা, অপরকে পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়ে বলিতে ইচ্ছা করি। সুধীন্দ্রবাবুর পূর্ব্বোক্ত 'কোষ বা বাচ্ছা' ও 'কোষাবস্থার পিঁপড়ের মধ্যে যে কি পার্থক্য আছে তাহা ত বুঝিতে পারি নাই। যোগেশবাবুর মতেও কোষ শব্দের ইংরাজী নাম pupa এবং ৺দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতেও যখন কোষাবস্থার ইংরাজী শব্দ ঐ একই pupa (অন্ততঃ লেখক মহাশয়ের মতে), তখন যদি সুধীন্দ্রবাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যাটা করিতেন ত বেশ বোঝা যাইত। পাঠকবর্গ বিচার করিবেন এখানে লেখক মহাশয়ের ভাষা বা ধারণায় কোনরূপ অস্পষ্টতা দোষ আছে কি না।........"†

ইঁহাদের আলোচনার পরে বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস মুখার্জ্জিমহাশয় (১৩৩১, পৃঃ ৩৫১) যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার মধ্যে এই পরিভাষা সম্বন্ধে কোন বিচারই করা হয় নাই। দুর্গাদাসবাবু একস্থানে মাত্র একবার "Pupa বা মূককীট" লিখিয়াছেন, অন্যত্র ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে তিনি 'কোষকার' বা 'গুটি' দুইটির কোনটিরই সমর্থন করেন না, এবং সম্ভবতঃ নিজের ব্যবহৃত 'মূককীট'ও নয়।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু (১৩৩৪, পৃঃ ৩৪৬) 'গুটি' পরিভাষা দিয়া যে অর্থ তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য,—"কীটপতঙ্গ-জীবনের তৃতীয়াবস্থা; এই অবস্থায় কীটগণ আহারাদি করে না; প্রায়ই নিশ্চেষ্টভাবে থাকে; পাখা দেখা দেয়। এই অবস্থার পরেই কীটগণ পূর্ণাঙ্গ (সপক্ষ) প্রাপ্ত হয়। মন্তব্য—প্রজাপতির এই অবস্থাকে প্রায়ই chrysalis, অপূর্ণ পরিণত (incomplete metamorphosis) কীটের এই অবস্থাকে সচরাচর Nymph বলা হয়।" আমরা cocoon-এর পরিভাষা আলোচনাকালে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর এই পরিভাষা সম্বন্ধে অসামঞ্জস্য দেখাইয়া দিয়াছি (পৃঃ ২৬), তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পরে দেখা যাইতেছে যে তিনি (১৩৩৫) 'গুটি' ত্যাগ করিয়া দুর্গাদাসবাবুর প্রস্তাবিত 'মূককীট' পরিভাষা সমর্থন করেন। যাহা হউক pupa-র বাংলা পরিভাষা লইয়া যথেষ্ট মতবিরুদ্ধতা আছে, অন্ততঃ উপরের আলোচনা দেখিয়া এইরূপই মনে হয়। 'কোষকার', 'গুটি', 'মূককীট', ইত্যাদি শব্দ লইয়া মারামারি না করিয়া pupa এই ছোট শব্দটি অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে দোষ কি? অনেকেই ত (১৩২১; '২২, ১৯১৫, '১৮) এইরূপ করিয়াছেন। বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

Pupa—পিউপা

---

† প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৭ (১৩৩১)

অর্থ :—ইন্‌সেক্টা শ্রেণীর রূপান্তর ক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট অবস্থা অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থা।

৯৫। **Radiolaria—**

"Radiolaria (Lat. *radius*, a ray). A division of *Protozoa*."*

"Radiolaria. Rhizopoda with an internal capsule, i.e. a membranous shell protecting the inner part of the body. Outside this a lattice like shell of flinty needles. The pseudopodia are delicate filamentous and interlacing. Ex. *Heliosphaera*."†

"Radiolaria. Rhizopoda having a shell in the form of a perforated central capsule, and usually, in addition, a siliceous skeleton : the pseudopods are long and delicate."‡

১৩১০ অংশুভুক্তী, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬
১৩১৭ বিকীর্ণক, অরী, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮
১৩৩১ অন্তশ্ছিদ্রকাঙ্গী, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৫
১৩৩৪ অন্তশ্ছিদ্রকাঙ্গী, বিঃ দাশগুপ্ত, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৩

জার্ম্মান— Radiolarien;
Radiolaria.
ফ্রেঞ্চ— Radiolaires;
Radiolaria.
ইতালীয়—Radiolaria.

প্রোটোজোয়া ফাইলামের রাইজোপডা (Rhizopoda) শ্রেণীর একটি বিশিষ্ট বিভাগের অর্থাৎ এক বর্গের নাম Radiolaria। এই প্রকার শব্দের অর্থাৎ প্রাণীদের বিভাগীয় নামের (*group name*-এর) কোনও রূপান্তরিত পরিভাষা রচনা করা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বাপর কতকগুলি শব্দালোচনাকালে অন্তর্জাতীয় প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক নিয়মানুসারে এই সকল নাম যথাযথ রাখিবার রীতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। সুতরাং উপরি-উক্ত বাংলা পরিভাষার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

Radiolaria—**রেডিয়োলেরিয়া**

অর্থ :—প্রোটোজোয়া ফাইলামের রাইজোপডা শ্রেণীস্থ একটি বর্গের নাম।

৯৬। **Radula—**[L. *radere*, to scrape.] A short and broad strip of membrane with longitudinal rows of chitinous teeth found in mouth of most Gastropods. p. 271.

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 906 (1887).
† Shipley, A. E. & MacBride, E. W., '*Zoology*', p. 46 (1920).
‡ Parker, T. J., & Haswell, W. A., '*A Text.book of Zoology*', vol. I, p. 48 (1921).

"Radula (Lat. *Radula,* a scraping-iron). The toothed lingual strap or 'tongue' of the Gastropods, Pteropods, and Cephalopods."*

১৩৩২ দন্তিপট্ট, জিহ্বাপট্ট (Radula, Odontophore), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৫

জার্ম্মান— R a d u l a.
ফ্রেঞ্চ— R a d u l e.

মলাস্কা (Mollusca) ফাইলামের একমাত্র পেলেসিপডা (Pelecypoda) শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সকল শ্রেণীর প্রাণীদের মুখগহ্বরের নিম্নভাগে জিহ্বারূপ এক ছোট চওড়া মেমব্রেন আছে তাহার উপরে আড়াআড়ি বা লম্বালম্বি সারিতে বহু ছোট ছোট কাইটিন-নির্ম্মিত দন্তিকা শ্রেণীবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্রের দ্বারা ইহারা খাদ্যদ্রব্য চাঁচিয়া খাইয়া থাকে। এইরূপ যন্ত্রকেই radula বলা হয়। ইহার পরিভাষা একমাত্র ডাঃ ঘোষ রচনা করিয়াছেন। তিনি দুইটি পরিভাষা দাখিল কারয়াছেন, আমাদের কিন্তু একটিও মনঃপূত হইতেছে না। আমরা এরূপ শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষী।

Radula—র‍্যাড্যুলা

অর্থঃ—মলাস্কা ফাইলামের প্রায় সকল শ্রেণীস্থ (পেলেসিপডা ব্যতীত) প্রাণীদের খাদ্যদ্রব্য চাঁচিয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখগহ্বরে একটি ছোট চওড়া দন্তিকাবৃত জিহ্বারূপ মেমব্রেন।

৯৭। **Radula sac—**

১৩৩২ দন্তিপট্টাশয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৫

জার্ম্মান— R a d u l a s a c k.

র‍্যাড্যুলার পিছনের প্রলম্বিত থলীর মতন অংশকেই radula sac বলা হয়। ডাঃ ঘোষের পরিভাষা হইতে এইরূপ বুঝা যায় যে radula যাহার মধ্যে থাকে তাহাকেই radula sac বলা হয়, কিন্তু radula sac তাহা নহে। দুইখানি ইংরেজী পুস্তক হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"Over the summit of the odontophore runs longitudinally a narrow strap-like body,. the *r a d u l a* or *lingual ribbon* (Figs. 624 and 625, *rad.*), beset with numerous minute horny teeth arranged in transverse rows. Posteriorly this toothed ribbon passes into a narrow curved pouch—the *radular sac* (Fig. 623, *rad. s,* Fig. 625, *rad. sac.*)—extending backwards from the posterior and lower aspect of the buccal cavity."†

---

* Nicholson. H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p 906 (1887).

† Patrker, T. J., & Haswell, W. A., '*A Text of Zoology*', vol. I, p. 708 (1921).

"........The horny membrane is continued backward into a little blind pouch, called the r a d u l a s a c : here is its growingpoint, where new teeth are continually being formed as the old ones wear away."*

ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে radula sac র‍্যাড়ুলার পিছনের প্রলম্বিত অংশ। আমরা এখন যদি ইহার পরিভাষা 'র‍্যাড়ুলা-স্থলী' সঙ্কলন করি তাহাতে এই বুঝিব না যে স্থলীর মধ্যে র‍্যাডুলা থাকে তাহাই radula sac। উপরি-উক্ত বিশেষ অর্থ আরোপ করিয়া এই পরিভাষা গ্রহণ করিতে হইবে।

Radula sac—**র‍্যাড়ুলা-স্থলী**

অর্থ :—র‍্যাড়ুলা সংলগ্ন প্রলম্বিত থলীবিশেষ।

৯৮। **Rectum**—[L. *rectus*, straight.] The posterior terminal part of alimentary canal. p. 273.

"Rectum (Lat. *rectus*, straight). The terminal portion of the intestinal canal†."

"Rectum. The terminal portion of the large intestine in the higher vertebrates. In vertebrates with a cloaca, the term is sometimes applied to the part of the large intestine anterior to the cloaca."‡

"Rectum. The terminal portion of the large intestine in higher vertebrates and also in some invertebrates ; adj., rectal."¶

১৮৫১ অধঃস্থো মলাশয়ঃ, অযন্তস্থো মলাশয়ঃ, পশ্চিমনাড়ী, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 665.

১৯০৫ সরলান্ত্র, রঃ রায়, ভিষক্-দর্পণ, ১৫ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪২২

১৯১২ মলদ্বার, লঃ আলী, ভিষক্-দর্পণ, ২২ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯২

১৩১৯ মলনালী, কাঃ বসু, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (৮ম সংখা) পৃঃ ৩৩৭

১৩২১ মলনালী বা রেক্টম,—— স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৩৯

১৩২২ গুদ,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮

১৩২৪ সরলান্ত্র, সুঃ সরকার, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১০ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯৯

১৩২৪ মলভাণ্ড,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮২

'১৩২৬ রেক্টম্, চুঃ বসু, সাঃ-পঃ পঃ, ২৬ (১১শ বিশেষ অধিবেশন) পৃঃ ৮৬

১৩২৬ গুহ্যদ্বার, আঃ লাহিড়ী, কৃষি-সম্পদ, ১০ (১১।১২শ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৫

১৯১৯ বৃহদন্ত্রের তৃতীয় বা শেষ অংশ, সরলান্ত্র (বৃহদন্ত্রের এই অংশ সরল বলিয়া প্রাচীন শারীর-সংস্থানবিদ্‌গণের ভ্রান্তবিশ্বাস ছিল—এই হেতু এই নাম), মলাশয়, গুহ্য, Guha, C, *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1761.

১৩২৮ মলভাণ্ড, বাঃ মুখোঃ, ভারতবর্ষ, ৯ (২য় খঃ) পৃঃ ৭২০

১৯২৪ গুদনলিকা, গঃ সেন, 'প্রত্যক্ষশারীরম', ২য় খঃ, পৃঃ ২১৩

১৩৩১ মলনালী, বাঃ মুখাঃ, ভারতবর্ষ, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ১৯

১৩৩০ মলদ্বার, (অনুবাদক) Iynger, M.O.T., প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬ (এঃ ঘোষ পরিভাষানুসারে)

---

* Shipley, A.. E., & MacBride, E. W., '*Zoology*', 4th ed. pp. 289-290 (1920).

† Nicholson, H.A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 906 (1887).

‡ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 400 (1920).

¶ Wolcott, R. H, '*Animal Biology*', Glossary, p. 568 (1933).

১৩৩৩ অপান, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫৭
১৩৩৪ গুদ, গুদবর্ত্ম, গুদা, গুদোষ্ঠ (Rectum, anus); তনুহৃদ, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪১২ ; ৪৯০
১৩৩৭ স্থূলগুদা, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২২০
—— গুদম, মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ১৩

জার্মান— Rectum.
ফ্রেঞ্চ— Rectum.
ইতালীয়—Retto.

পৌষ্টিক-নালীর শেষাংশবিশেষের নামই rectum ; আরও বিশদ করিয়া বলা যাইতে পারে যে আন্ত্রিক-নালীর শেষভাগ যাহা সাধারণতঃ পায়ুতে আসিয়া শেষ হয়, তাহাকেই rectum বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার পরিভাষা অনেকগুলি রচিত হইয়াছে Monier Williams (১৮৫১) প্রদত্ত 'মলাশয়' শব্দটি আমাদের ভালই মনে হইতেছে, কারণ ভুক্তদ্রব্য পৌষ্টিক-নালীর বিভিন্ন অংশ অতিক্রম করিয়া যখন rectum-এ আসিয়া পৌছে তখন উহা প্রকৃতপক্ষে মলে পরিণত হয়। আবার rectum আন্ত্রিক-নালীর একটি বিশিষ্ট স্থান বা প্রকোষ্ঠ, সুতরাং 'মলাশয়' সঙ্কলন করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেহ যদি 'মলনালী' সঙ্কলন করিতে চাহেন তাহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে, কারণ ইহা পৌষ্টিক বা আন্ত্রিক নালীরই একটি অংশ বিশেষ। আমরা যদিও 'মল' শব্দযোগে নিষ্পন্ন দুইটি পরিভাষা সঙ্কলন করিলাম, তবুও দেখা যাইতেছে যে ইংরেজী সংজ্ঞাগত অর্থের মধ্যে 'মলে'র কোন আভাস নাই। উপরন্তু এই দুইটি পরিভাষা বাংলা প্রবন্ধে খুব বেশী ব্যবহৃত হয় নাই, প্রায় সকলেই স্বতন্ত্র পরিভাষার দ্বারা কাজ চালাইয়া আসিয়াছেন। সেইজন্য আমরা চুনীলাল বসুমহাশয়ের (১৩২৬) প্রবর্ত্তিত ইংরেজী অক্ষরান্তরিত শব্দটিও সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। কারণ কালে ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় হইবে তাহা উপস্থিত সিদ্ধান্ত করা কঠিন। বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে উল্লিখিত হইয়াছে।

Rectum—রেক্‌টাম্, মলাশয়, মলনালী

অর্থ :—পৌষ্টিক-নালীর বা অন্ত্রের শেষাংশবিশেষ।

৯৯। **Red blood corpusole—**

Red corpuscle—a co'oured blood corpuscle of Vertebrates, containing haemoglobin ; erythrocyte. p. 274.

১২৯৬ লোহিত কণিকা (Red corpuscle), পূঃ সান্যাল, চিকিৎসা-সম্মিলনী; ৬ (৩।৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৯৪
১৩০১ (শোণিতের) রক্তকোষাণু (red corpuscles), যোঃ রায়, নব্যভারত, ১২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৭০
১৩১০ লোহিত কণিকা, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৩১৯ লোহিত কণিকা (Red corpuscles), জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ৫১৯

১৯১১ লাল রক্তকণিকা, হঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ২১ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭৮
১৯১৩ লোহিত রক্তকণিকা, শিঃ কুমার, বিজ্ঞান, ২ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৭১
১৩২৩ লোহিত কণিকা, (Red corpuscles), জ্ঞাঃ বাগচী, ভারতী, ৪০ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ১২২০
১৯১৯ রক্তের লোহিতবর্ণ কণিকা (কণিকাগুলি পৃথকৃভাবে দেখিতে রক্ত পীতবর্ণ—কিন্তু কণিকাসমষ্টি গাঢ় রক্তবর্ণ দেখায়) (Red corpuscle), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1762.
১৩২৬ লাল কণিকা (Red corpuscle), রঃ রায়, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩
১৩২৮ রক্তের লাল কণা (Red corpuscles), কাঃ বন্দ্যোঃ, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (১০ম সংখ্যা) পৃ ২৬২
১৯২৪ রক্তকণিকা (Red corpuscles), গঃ সেন, 'প্রত্যক্ষশারীরম্', ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৩
১৩৩২ লোহিত কণা, বিঃ পাল, প্রকৃতি, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৮৪
১৩৩৩ রক্ত কণিকা, (Red corpuscle), নিঃ দত্ত, প্রকৃতি, ৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২০২
১৩৩৫ লাল কণিকা, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯
১৩৩৫ রক্ত কণিকা (Red corpuscles), ফঃ মৈত্র, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১১
১৩৪০ লোহিত কণিকা, রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৪

জার্ম্মান—Rote Blutkörperchen.

উচ্চপর্য্যায় প্রাণিদেহের রক্তের মধ্যে দুই প্রকার blood corpuscles পাওয়া যায়, এক প্রকার white blood corpuscle, আর এক প্রকার red blood corpuscle। Blood corpuscles-এর মধ্যে যেগুলি সাধারণতঃ আকারে ছোট, সংখ্যায় অনেক বেশী এবং হিমোগ্লোবিন থাকার দরুণ লাল দেখায় তাহাদেরই মোটামুটিভাবে red blood corpuscle বলিয়া অভিহিত করা হয়। অনেক সময় ইহাদের সংক্ষিপ্ত করিয়া মাত্র red corpuscle বলা হয়। যাহা হউক ইহার পরিভাষা বিচার ও সঙ্কলন করিবার পূর্ব্বে blood corpuscle-এর পরিভাষা নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া উচিত। Blood-এর পরিভাষা যে 'রক্ত' তাহা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে, (পৃঃ ১১); কিন্তু corpuscle-এর পরিভাষা কি হইবে তাহা লইয়াই মুস্কিল। অনঙ্গমোহন সাহামহাশয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত এই corpuscle শব্দটির পরিভাষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এস্থানে উল্লেখযোগ্য,—

"আমরা শারীর-বিজ্ঞানে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে 'corpuscle' শব্দটি পাই। শারীর-বিজ্ঞানে রক্তকণার ইংরেজী নাম 'blood corpuscle'। পদার্থ-বিজ্ঞানে Newton-এর 'corpuscular theory'তে 'corpuscle' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'blood corpuscle'কে অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়। কিন্তু Newton-এর 'corpuscle' অতীন্দ্রিয় পদার্থ; ইহাকে অণুবীক্ষণের সহায়তায় দেখা যায় না। সেই জন্য শারীর-বিজ্ঞানের 'corpuscle'-এর পরিভাষা কণা করিয়া, Newton-এর 'corpuscle'-এর পারিভাষিক প্রতিশব্দ 'কণীকা' করিয়াছি।"*

অন্যত্র কিন্তু corpuscle-এর নিম্নলিখিত প্রতিশব্দ পাওয়া যাইতেছে,—

Corpuscle—

১৮৫৩ অণুঃ, পরমাণুঃ, কণঃ, লবঃ, লেশঃ, কণিকা, কাকিণিকা, রেণুঃ, অণুরেণুঃ, সূক্ষ্মমূর্ত্তিঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 137.

* অনঙ্গমোহন সাহা, 'পদার্থ বিষয়ক পরিভাষা', সাঃ-পঃ পঃ, ২৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৭৬-৮৭ (১৩২৯)

১৯১৬ রক্তাণু, অণুকোষ (হঃ চঃ), কণিকা (সাঃ পঃ), অণুদেহ (হিঃ কোঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, I, p. 456.

১৩৩৫ কণিকা, কঃ মৈত্র, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০৯

অনঙ্গবাবুর মতে corpuscle-এর পরিভাষা 'কণা' হইতে পারে কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত red blood corpuscle-এর পরিভাষার তালিকায় এবং corpuscle-এর তালিকায়ও প্রায় সকলগুলিতেই পাওয়া যাইতেছে 'কণিকা'। সুতরাং corpuscle অর্থে 'কণিকা'ই সুপ্রযোজ্য, অন্ততঃ ব্যবহারের প্রাচুর্য্যের দিক দিয়া। আমরা blood corpuscle-এর যে পরিভাষাগুলি সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতেও সেই একই কথা; এই স্থানে তাহাও সন্নিবিষ্ট করিলাম,—

Blood corpuscle—

১৩১০ রক্ত কণিকা, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০

১৩৩৫ রক্তকণিকা, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৫

১৩৪০ রক্ত কণিকা, রাঃ বসু, চয়ন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৪

সুতরাং red blood corpuscle-এর বাংলা পরিভাষা 'লাল রক্তকণিকা' সঙ্কলন করাই যুক্তিযুক্ত এবং যেস্থানে সংক্ষিপ্ত red corpuscle ব্যবহৃত হইবে সে স্থানে 'লাল কণিকা' ব্যবহার করা অসঙ্গত হইবে না বলিয়া মনে হয়।

Red blood corpuscle—**লাল রক্তকণিকা**

Red corpuscle—**লাল কণিকা**

অর্থ :—উচ্চপর্য্যায় প্রাণিদেহের রক্তের হিমোগ্লোবিনযুক্ত একপ্রকার কণিকা।

১০০। **Regeneration**—[L. *re*, again ; *generare*, to beget.] Renewal of a portion of body which has been lost. p. 274.

"Regeneration. The Production of lost parts by organisms."*

"Regeneration. (L. *re*, again ; *genero*, I beget), the renewal of a portion of lost or removed tissue."†

"Regeneration. The replacement of lost parts."‡

১৮৫১ পুনর্জন্ম, পুনর্জাতিঃ, পুনর্ভবঃ, দ্বিজন্মাবস্থা, পুনর্জন্মাবস্থা, পুনর্জাতাবস্থা, জন্মান্তরং পুনরুৎপত্তিঃ, নবসৃষ্টিঃ, নব্যসৃষ্টিঃ, Willams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 670.

১৮৯৩ পুনরুজ্জীবনং, পুনরুৎপত্তি, পুনর্জন্মন্, উৎথাপনং, উদ্ধারঃ, Apte., V S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 356.

১৯১৯ পুনর্জনন, পুনরুৎপাদন, পুনর্জীবন (কৃষ), পুনরুদ্ভব, পুনরুৎপত্তি। (*Biol.*) Reproduction of a part which has been destroyed ; (জীববিজ্ঞান) নষ্টদেহাংশের পুনরুৎপাদন, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1774.

১৩৩৫ নবোৎপত্তি, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১০৪

---

* Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*' Glossary, p. 400 (1920).

† Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 334 (1926).

‡ Wolcott, R.H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 579 (1933).

— পুনর্ভব, ম: আপটে, (মহারাষ্ট্র) বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃ: ৯

জার্মান— Regeneration.
ফ্রেঞ্চ— Regeneration.
ইতালীয়— Rigenerazione.

কোন কোন জীবের দেহের অংশবিশেষের হানি হইলে বা অপসারণ করা হইলে সেই হৃতাংশের regeneration হয় অর্থাৎ তাহার আবার নূতন করিয়া উৎপত্তি হয়। চিংড়ি, কেঁচো, টিক্‌টিকি প্রভৃতি প্রাণিগণের হৃতাংশের regeneration-এর কথা আমরা জানি। উপরি-উদ্ধৃত তালিকায় যতগুলি শব্দ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে উক্ত অর্থ বুঝায় এমন পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া লইতে হইবে। আমি (১৩৩৫) 'ফেরেটিমা কেঁচো' প্রবন্ধে কেঁচোর regeneration সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম এবং ঐ শব্দের 'নবোৎপত্তি' পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছিলাম। একমাত্র উহাই যে ভাল এবং regeneration অর্থে প্রযুজ্য তাহা বলি না, তবে শব্দটি তাৎপর্য্যগত অর্থজ্ঞাপক বলিয়া মনে হয়। 'পুনরুৎপত্তি' এই সহজ ও সরল পরিভাষাটিও গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

Regeneration—**নবোৎপত্তি, পুনরুৎপত্তি**

অর্থ :—দেহের হৃতাংশের বা অপসারিত কোন যন্ত্রবিশেষের নূতন করিয়া উৎপত্তিলাভ।

১০১। **Reproduction**—[L. *re*, again ; *pro*, forth ; *ducere*, to lead.] Continuation of species or race, sexually or through cell-rupture, cell-division, budding, spore-formation, conjugation, or parthenogenesis. p. 274.

"Reproduction. The formation of new individuals among organisms."*
"Reproduction. The production of a new organism by an older one."†

১৮৭১ প্রত্যুৎপাদনং, প্রত্যুৎপত্তিঃ, পুনরুৎপাদনং, পুনরুৎপত্তিঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 679.
১২৯৮ উৎপাদন-ক্রিয়া, প্যাঃ মুখোঃ, ভারতী ও বালক, ১৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃ: ১৯০
১৮৯৩ প্রত্যুৎপত্তি, পুনর্জননং, Apte, V. S. *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 361.
১৩১০ উৎপত্তি, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃ: ১৮
১৩১০ পুনর্জন্ম,—— সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৩৩
১৩১০ পুনরুৎপাদন,—— সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৩৪
১৯১৫ সন্তান-জনন, শরঃ রায়, বিজ্ঞান, ৪ (১০ম সংখ্যা) পৃ: ৪৩৬
১৯১৯ 1. পুনরুৎপাদন, পুনরুদ্ভাবন (হিঃ কোঃ), প্রজনন (ঐ), পুনর্জনন, পুনরুৎপত্তি। 2. প্রজননক্রিয়া, বংশরক্ষাপ্রণালী ; যে ক্রিয়াদ্বারা কোন অঙ্গী হইতে অপর অঙ্গী উৎপন্ন হয়, Guha, C., *Modern. Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1796.

* Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 400 (1920).
† Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 579 (1933).

১৩৩১ পুনরুৎপাদন, প্রঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯০
১৩৩৩ জনন, হিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৫১
১৩৩৭ (জীবের) বংশবৃদ্ধি, অঃ চট্টোঃ, ভারতবর্ষ, ১৮ (১ম খঃ) পৃঃ ৬৮
১৩৪০ জনন (যোঃ রায়), রাঃবসু, চলন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬২৮
—— বংশবৃদ্ধি, মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈজ্ঞসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ৯

জার্ম্মান—Reproduktion.
ফ্রেঞ্চ—Reproduction.
ইতালীয়—Riproduzione.

জীবের জন্মধারা অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্তই reproduction। জীব যখন পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত হয় তখন তাহারা নূতন জীবের জন্ম দান করে, ইহা জীবের একটি স্বাভাবিক লক্ষণ বা বৃত্তি। নানা উপায়ে নূতন জীবের জন্মলাভ হইতে পারে, প্রধানতঃ দুই উপায়ে এই ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে,—sexual এবং asexual। মোটামুটি ভাবে আমরা এই সংজ্ঞা দিতে পারি যে, যে ক্রিয়ার দ্বারা যে কোন উপায়ে এক জীব হইতে এককালীন এক বা একাধিক নূতন জীবের উৎপত্তি হয় তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ reproduction বলিয়া থাকি। উপরি-উদ্ধৃত সকল পরিভাষাগুলি বিচার করিবার আবশ্যকতা দেখি না, উহার মধ্যে আমাদের মনে হয় যে 'জনন' শব্দটিই ভাল। জন্মদান করা হইতেই সম্ভবতঃ 'জনন' শব্দটী উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যোগেশবাবু (১৩০০) প্রথমে reproduction-এর পারভাষা 'উৎপত্তি' দাখিল করেন, কিন্তু পরে দেখা যাইতেছে যে রাজশেখরবাবুর অভিধানে তাঁহার প্রস্তাবিত 'জনন' শব্দটি স্থান পাইয়াছে। তিনি এই পরিভাষা প্রথম কোথায় দাখিল করেন খুঁজিয়া পাই নাই। ডাঃ হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৩৩) তাঁহার 'স্পঞ্জ' প্রবন্ধে এই শব্দটি reproduction-এর পরিভাষা হিসাবে প্রথম ব্যবহার করেন বলিয়া মনে হয়। তিনিই বা কোথা হইতে এই শব্দটি সংগ্রহ করিলেন তাহা জানা নাই। যাহা হউক আমরা 'জনন' এই ছোট, শ্রুতিমধুর এবং অর্থজ্ঞাপক শব্দটি গ্রহণ করিলাম। বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে প্রদত্ত হইল।

Reproduction—**জনন**

অর্থঃ—যে ক্রিয়ার দ্বারা এক জীব হইতে এককালীন এক বা একাধিক সেই জীবেরই জন্ম হয়।

১০২। **Reproductive organ—**

১৯৫৮ সংবৎ প্রজনন যন্ত্র (organs of reproduction), 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত মানবতত্ত্ব, পৃঃ ৫৬
১৩১০ উৎপত্তিক (Reproductive), যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ ১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৭
১৩১৪ বংশরক্ষক, (Reproductive), শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ ১৪, (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১১; ঐ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮ (১৩১৭)

১৯১৩ জনন যন্ত্র, শরঃ রায়, বিজ্ঞান, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৮৪
১৩২০ জননেন্দ্রিয়, রাঃ ত্রিবেদী, ভারতবর্ষ, ১ (১ম খঃ) পৃঃ ৮৫৫ (বিঃ গুপ্ত-বিচিত্রপ্রসঙ্গ
১৩৩৩ প্রজনন অঙ্গ, অঃ সেন, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫১২

জার্মান—Reproduktiv organe.
ফ্রেঞ্চ— Organes reproducteurs.
ইতালীয়—Organo riproduttivo.

Reproductive organ—জনন যন্ত্র, জননেন্দ্রিয়

অর্থঃ—যে যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবের জননক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১০৩। **Retina**—[L. *rete*, net.] The retiform membrane of eye which receives impressions. p. 275.

"Retina. The sensitive inner layer of the eye of vertebrates and some other animals."*

১৮৫১ নেত্রান্তঃস্থিতচিত্রপত্রং, নেত্রান্তঃস্থচিত্রপত্রং, Williams, M., *Dict. Eng.Sans.*, p. 686.
১২৯৭ স্বারবচ্ছদ,——চিকিৎসক, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ১২৮
১৩০২ নেত্রস্বদর্পণ,——সাধনা, ৪ (২য় ভাগ) পৃঃ ১২০
১৮৩০শক অক্ষিযবনিকা,——তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭ (২য় ভাগ) পৃঃ ৪৫
১৪১০ অক্ষিপট, আলোচক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১
১৩১৮ রেটিনা, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১১ (২য় খঃ) পৃঃ ৫০
১৩১৯ ছায়াপট, শৈঃ সরকার, সাহিত্য সংহিতা, ১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৪৮
১৩১৯ চিত্রপত্র, সরঃ সরকার, নব্যভারত, ৩০ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৩০
১৯১৪ অক্ষি-যবনিকা ; অক্ষিপর্দ্দা, জঃ রায়, 'প্রাকৃতিকী' পৃঃ ১৩১ ; ১৭৪
১৯১৫ অক্ষিযবনিকা, সুধাং বন্দ্যোঃ, বিজ্ঞান, ৪ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩৯
১৯১৬ ছায়াপট, মঃ বন্দ্যোঃ, বিজ্ঞান, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৯১৭ রেটিনা, শঃ ব্রহ্মচারী, 'ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান', পৃঃ ১৫৪
১৩২৫ চক্ষুমুকুর,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৭ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ১৩০
১৩২৫ রেটিনা, চুঃ বসু, সাহিত্য-সংহিতা, ৭ (১০-১২ সংখ্যা) পৃঃ ২৫২
১৯১৯ চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ অর্দ্ধস্বচ্ছ জালবৎ-আবরণ—ইহাতে প্রতিবিম্ব গৃহীত হইয়া দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে, চিত্রপত্র (ডাঃ হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী), নেত্রদর্পণ (কেম্বিঃ), অক্ষিপট (হিঃ কোঃ), Guha, C., *Modern. Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1808.
১৩২৭ রেটিনা, সুঃ দত্ত, শিক্ষক, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ২০২
১৩২৯ অক্ষিযবনিকা, অঃ সাহা, সাঃ-পঃ পঃ, ২৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯২ (*Phy.*)
১৩৩০ স্নায়ু-জাল, জ্যোঃ বন্দ্যোঃ, ভারতী, ৪৭ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬২
১৩৩১ স্নায়ুজাল ; ঝিল্লি, জ্যোঃ বন্দ্যোঃ, প্রকৃতি, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৪১ ; ২৪২
১৩৩২ অক্ষিপট, দৃষ্টিপট, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৫
১৩৩২ অক্ষিপট, আলোচক, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৬
১৩৩৪ নেত্রদর্পণ, বাঃ বসু, প্রবাসী, ২৭ (২য় খঃ) পৃঃ ৪২
১৩৩৫ অক্ষিপট, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯

---

* Shull, A F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, 375 (1934).

১৩৪০ অক্ষিপট (এঃ ঘোষ), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬৪৫
১৩৪০ অক্ষিপট,——'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা,' পৃঃ ৯৪
———রূপাধার, মঃ আপটে, (মহারাষ্ট্র) বৈজ্ঞানপরিভাষাপত্রিকা, পৃঃ ১৪

জার্মান— Retina
ফ্রেঞ্চ— Retine
ইতালীয়—Retina

উচ্চপর্য্যায় প্রাণিগণের এবং নিম্নপর্য্যায় কতকগুলি প্রাণীর চক্ষুর ভিতরকার মেমব্রেনে যে স্থানে আলোকানুভূতি হয় ও বহির্জ্জগতের দ্রব্যসমূহের ছাপ পড়ে তাহাকেই retina বলে। এই মেমব্রেন চক্ষুর একটি বিশিষ্ট অনুভূতিসম্পন্ন অন্তস্তর এবং ইহার সাহায্যেই প্রাণীরা দেখিতে পায়। ইহার রূপান্তরিত বাংলা পরিভাষা অনেকগুলি রচিত হইয়াছে (উপরি-উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকা দ্রষ্টব্য)। আমাদের কিন্তু কোনটিই মনঃপূত হয় নাই। প্রত্যেকটির বিচার করিতে গেলে আলোচনা অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তবে পরিভাষার তালিকায় শেষের দিকে দেখা যাইবে যে 'অক্ষিপট' [সম্ভবতঃ যোগেশবাবুর (১৩১০) প্রস্তাবিত] retina-র পরিভাষা হিসাবে একটুখানি বিশেষ স্থান পাইয়াছে। কিন্তু কি হিসাবে ইহা যে retina-র পরিভাষা হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কেহ এই পরিভাষা সাহায্যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন কি না তাহা আমাদের অগোচর, কারণ ব্যবহারের জোরেই হয়ত তখন ইহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার দাবী করা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহার উপায়ও ত দেখিতেছি না। অপরপক্ষে অক্ষরান্তরিত শব্দ 'রেটিনা' যে শ্রুতিকটু নহে একথা আশা করি সকলেই সমর্থন করিবেন। সুতরাং ইহা লইতে দোষ কি? আর এরূপ পরিভাষা সাহায্যে কেহ যে প্রবন্ধ লেখেন নাই এমন নহে; উপরি-উদ্ধৃত তালিকার কয়েকটি (১৩১৮, ১৯১৭, ১৩২৫, ২১) তাহার সাক্ষ্য দিবে। বিদেশীয় ভাষায় retina মোটামুটি অবিকল আছে।

Retina—**রেটিনা**

অর্থ :—চক্ষুমধ্যস্থিত অনুভূতিসম্পন্ন যে মেমব্রেনে দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে।

১০৪। **Rhizopoda—**

Rhizopoda—(Gr. *rhiza*, a root ; and *pous*, foot). The division of *Protozoa* comprising all those which are capable of emitting pseudopodia."*

"Rhizopoda. A class of Protozoa having a from that is changeable through the production of pseudopodia ; example, Amoeba."†

১২৮৫ রিজোপডা বা শীকড়পদী, 'ত', ভারতী, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩
১৩১০ ভুয়পদী, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬
১৩১৭ অস্থায়ীপদী, শঃ রায়, সাঃ- পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮
১৩৩১ ভ্রমপদী, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৪

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 906 (1887).
† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 376 (1934).

জার্ম্মান—Rhizopoda.
ফ্রেঞ্চ— Rhizopodes; Rhizopoda.
ইতালীয়—Rhizopoda.

প্রোটোজোয়া ফাইলামের একটি শ্রেণীর নাম Rhizopoda। এই শ্রেণীগত প্রাণীদের আকৃতি ক্ষণপদ বা সিউডোপদ থাকার দরুণ সদাই পরিবর্ত্তনশীল। সিউডোপদ ক্ষণে ক্ষণে দেহ হইতে প্রলম্বিত হইতেছে আবার দেহে বিলীন হইতেছে, সুতরাং প্রাণিগণের আকৃতি কোন এক সময়ে ঠিক একইরূপ থাকে না। ইহা এই শ্রেণীর প্রাণিগণের বিশেষত্ব। আমরা এই শব্দের অক্ষরান্তরিত পরিভাষা পূর্ব্বেই ব্যবহার করিয়াছি (পৃঃ ২৬)। কেন অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে হইবে তাহা বার বার উল্লেখের প্রয়োজন দেখি না, সুতরাং উপরি-উদ্ধৃত শব্দগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

Rhizopoda—রাইজোপডা

অর্থ:—প্রোটোজোয়া ফাইলামের যে শ্রেণীর প্রাণীরা দেহ হইতে সিউডোপদ প্রলম্বিত করিতে সমর্থ সেই শ্রেণীর নাম।

১০৫। **Rostrum**—[L. *rostrum*, beak.] Beak or beak-like process; projecting process between eyes of Crayfish; a median ventral plate at base of capitulum of Cirripedes. p. 279.

"Rostrum (Lat. *rostrum*, beak). The 'beak' or suctorial organ formed by the appendages of the mouth in certain insects. A snout-like projection of any kind."*

"Rostrum (L. *rostrum*, a beak), a beak like structure."†

১৯২৪ রসনিকা, গঃ সেন, প্রতক্ষ্যশারীরম, ১ম ভাগ, পৃঃ ৭৩
১৯৩৫ তুণ্ড (Rostrum, preoral lobe), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৫
১৯৪১ করাতি, খঃ দাস, প্রকৃতি, ১১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৯৪

জার্ম্মান— Rostrum.
ফ্রেঞ্চ— Rostre.
ইতালীয়—Rostro.

সাধারণতঃ প্রাণিদেহের চক্ষুর ন্যায় প্রবর্দ্ধিত কোন বিশেষ অংশকেই rostrum বলা হয়। চিংড়িমাছের দুই চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে সামনের দিকে যে প্রলম্বিত করাতের ন্যায় অংশ দেখা যায় তাহাকে rostrum বলে। তেমনি বহু পতঙ্গের মুখের সামনে নলাকার যে যন্ত্র থাকে তাহাকেও সাধারণভাবে rostrum বলা হয়। আবার হাঙ্গর, কুমীর প্রভৃতি প্রাণীর skull-এর কোন হাড়ের প্রবর্দ্ধিত অংশকেও rostrum আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন গঠনের একই নাম দেওয়া হইয়াছে rostrum।

---

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 906 (1887).
† Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 334 (1926).

ইহার তিনটি বাংলা পরিভাষা পাওয়া যাইতেছে 'রসনিকা', 'তুণ্ড' ও 'করাতি'। ইহাদের যে কোন একটি পারিভাষিক শব্দে উক্ত প্রাণীদের rostrum বুঝাইবে না, বরং ভ্রমাত্মক অর্থ সৃষ্টি করিবে তাহা বলা বাহুল্য। খগেন্দ্রনাথ দাসমহাশয় (১৩৪১) চিংড়িমাছের rostrum-এর পরিভাষা 'করাতি' করিয়াছেন, তিনি যে জাতির প্রাণীর বর্ণনায় তাহা করিয়াছেন তাহাতে কিছু অসঙ্গতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু চিংড়িপর্য্যায়ভুক্ত সকল প্রাণীর rostrum-ই যে করাতের সদৃশ নয় তাহা খগেন্দ্রবাবু জানেন না এমন কথা বলিবার ধৃষ্টতা রাখি না, অন্যান্য প্রাণীর rostrum-এর কথা নাই বা উল্লেখ করিলাম। যাহা হউক জোর করিয়া ইহার বাংলা প্রতিশব্দ গঠনের পণ্ডশ্রম না করিয়া সোজাসুজি অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ আমাদের এইরূপ মনে হইতেছে।

Rostrum—রোস্ট্রাম

অর্থ :—প্রাণিদেহের চঞ্চুবৎ প্রলম্বিত কোন অংশবিশেষ।

১০৬। **Sac**—[L. *saccus*, sack.] A sack, bag, or pouch. p. 280.

১৯১৯ থলি, ছালা, কোষ, তরলপদার্থ রাখার জন্য আধার, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1867.

১৩৩৪ থলে, থলি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৭

জার্মান— Sack.
ফ্রেঞ্চ— Sac.
ইতালীয়—Sacco.

Sac—**স্যুলী** [প্রতিশব্দ :—**থলি**]

অর্থ :—প্রাণিদেহের যে কোন থলির মতন অংশ।

১০৭। **Sacculina**—

"Sacculina. A degenerate crustacean, related to the barnacles, parasitic on crabs."*

১৩৩৫ স্যাক্কিউলিনা, দুঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩২

জার্মান— Sacculina.
ফ্রেঞ্চ— Sacculine.

Sacculina ক্রাস্টেসিয়া শ্রেণী অন্তর্গত একটি পরজীবিক প্রাণীর 'গণে'র নাম। এই প্রাণী আবার নিজ শ্রেণীর অন্তর্গত কাঁকড়াপর্য্যায় প্রাণীতেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার পরজীবিক বৃত্তিতে কাঁকড়ার যৌনপরিবর্ত্তন হইয়া যায় বলিয়া জানা গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই পরজীবিক বৃত্তিতে ইহাদের আকৃতি এমনই পরিবর্ত্তিত হয় যে তাহাদের ক্রাস্টেসিয়া অন্তর্গত প্রাণী বলিয়া চেনা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহার পরিভাষা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতন আমরাও অক্ষরান্তরিত করিয়া রাখিতে চাই।

---

* Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 376 (1934).

Sacculina—স্যাক্যুলিনা

অর্থ :—ক্রাস্টেসিয়া শ্রেণীভুক্ত একটি পরজীবিক প্রাণীর গণের নাম।

১০৮। **Saliva**—[L. *saliva*, spittle.] A fluid containing ptyalin, secreted by buccal glands. p. 251.

'Saliva. The secretion of the salivary glands".†

"Saliva. The fluid secreted by the salivary glands about the mouth."‡

১৮৫১ লালা, মুখস্রাবঃ, মুখরসঃ, মুখাসবঃ, বক্ত্রাসবঃ, বদনাসবঃ, আস্যাসবঃ, নিষ্ঠ্যুতং নিষ্ঠ্যূতং, সৃণিকা, সৃণীকা, স্যন্দিনী, স্রাবিকা, লসিকা, মুখনিঃসারিতং জলং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 706.

১৮৯৩ লালা, সৃণি(ণী)কা, স্যন্দিনী, Apte, V. S., *Student's Eng. Sans. Dict.*, p. 375.

১৩১০ লালা, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০

১৩১৪ (লালা) স্যালাইভা, চুঃ বসু, সাহিত্য-সংহিতা, ৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭০

১৯১৯ লালা ; থুথু, নিষ্ঠীবন [Syn. নিষ্ঠেব, নিষ্ঠ্যূতি, নিষ্ঠীব, মুখস্রাব, মুখাসব, মুখরস, বদনাসব, বক্ত্রাসব (*poet.*), বদনামৃত (*poet.*), বক্ত্রামৃত (*ib.*), স্রাবিকা (সাঃ পঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1875.

১৩৩০ লালা, আঃ লাহিড়ী, কৃষি-সম্পদ, ১৪ (৯।১০ম সংখ্যা) পৃঃ ২১১

১৩৩১ লালা, প্রঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮৪

১৩৩২ অধরমধু, অধরামৃত, অধররস ; আস্যাসব, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (২য় ও ৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৫৫ ; ৩৩০

১৩৩৪ কফকুর্চিকা (Saliva, nasal discharge), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭২

১৩৩৫ স্রাবিকা, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬৭

১৩৩৬ লসিকা, লাসিকা, লালা ; বক্ত্রাসব, বদনাসব, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৯ ; ৫০

১৩৩৭ সারঘ মধু ; সৃণিকা, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২১৮ ; ২১৯

১৩৩৯ লালা, বীঃ ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৯৬

জার্ম্মান— Speichel.
ফ্রেঞ্চ— Salive.
ইতালীয়—Saliva.

মুখগহ্বরে salivary gland বা মুখ সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রাণ্ড হইতে যে দ্রব-পদার্থ ক্ষরিত হয় তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ ইংরেজীতে saliva বলিয়া থাকি। ইহা এক প্রকার জারকক্রিয়াসহায়ক রস। ইহার পরিভাষা অনেকগুলি প্রদত্ত হইলেও প্রায় সকলেই 'লালা' স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আমরাও এই পরিভাষা রাখিতে অভিলাষী। অন্যান্য বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে প্রদত্ত হইল।

Saliva—লালা

অর্থ :—লালা-গ্রাণ্ড নিঃসৃত জারকক্রিয়াসহায়ক দ্রব পদার্থ।

---

† Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 579 (1933).

‡ Shull, 'A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary p. 376 (1934).

১০৯ । **Salivary duct—**

Salivary—[L. *saliva*, spittle.] *Pert.* saliva ; *appl.* glands, ducts, etc. p. 281.

"Salivary. Pertaining to saliva, the fluid secreted into the mouth in mammals".*

১৮৫১ লালোৎপাদকঃ, লালবাহকঃ (Salivary), Williams, M., *Dict. Eng. Sans.* p. 706.

১৮৯৩ লালাস্রাবিন, (Salivary), Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 375.

১৯১৯ লালাস্রাবী, লালাবাহী (Salivary), Guha, C., *Modern Ang-Beng. Dict.*, III, p. 1875.

১৩৩১ লালা-নলী, প্রঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮৪

১৩৩২ লালাগ্রন্থির নল, বিঃ পাল, প্রকৃতি, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৯০

১৩৩৪ লালাস্রাবী (Salivary), জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৭

Salivary duct—**লালা-নলী**

অর্থ :—যে নলী দিয়া লালা বাহিত হয় ।

১১০ । **Salivary gland(s)—**

১৩১০ লালাগণ্ড, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০

১৩১১ লালানিঃসারক গ্রন্থি, রঃ চক্রঃ, বার্ত্তা, ১ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮৮

১৩১৫ লালাধার, দুঃ চট্টোঃ, কণিকা, ৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২১৭

১৩২১ লালাকোষ,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৪০

১৩২৩ লালাধার, দুঃ চট্টোঃ, সাহিত্য-সংহিতা, ৫ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩৩

১৩২৪ লালাগ্রন্থি মালা,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮

১৯১৮ লালা গ্রন্থি অশ্বিঃ দত্ত ও ক্ষিঃ ঘোষ, 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান', পৃঃ ৩

১৩২৭ লালাগ্রন্থি, আমেদ, আর, স্বাস্থ্য-সমাচার, ৯ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ২০২

১৩২৮ লালাগ্রন্থি, নঃ বসু, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৬৪

১৩৩১ লালাগ্রন্থি, প্রঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৪

১৩৩১ লালাগ্রন্থি (labial salivary gland), ভূঃ বসু, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২৭

১৩৩১ লালাগ্রন্থি (spinning বা salivary gland), দুঃ মুখার্জ্জি, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫০

১৩৩১ লালাগ্রন্থি, বিঃ পাল, প্রকৃতি, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪১১ ; ঐ, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৯০ (১৩৩২)

১৩৩২ লালাগণ্ড, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৬ ; ঐ, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮২ (১৩৩১)

১৩৩২ লালাগ্রন্থি, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৫ ; ঐ, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯ (১৩৩৫)

১৩৩৪ লালাগ্রন্থি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৭

১৩৪০ লালানিঃসারক গ্রন্থি, শঃ সরকার, প্রবাসী, ৩৩ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৬৭

১৩৪০ লালাগ্রন্থি, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ১০ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ১৭৩

জার্ম্মান— Speicheldrüse.
ফ্রেঞ্চ— Glandes salivaire.
ল্যাটিন— *Glandulae salivales.*

Salivary gland—**লালা-গ্রন্থি**

অর্থ :—যে গ্রন্থির মধ্যে লালা প্রস্তুত হয় ।

---

* Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 376 (1934).

১১১। **Saprophyte**—[Gk. *sapros*, rotten; *phyton*, plant.] An organism which lives on dead and decaying organic matter; a saprophytic organism; *cf.* autophyte. p. 282.

১৯১৯ পচ্যমান জৈবপদার্থে জাত উদ্ভিদ্, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1885.

জার্মান— Saprophyt.

যে জীব মৃত ও গলিত জৈব পদার্থের উপর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে তাহাকে saprophyte বলা হয়। ইহার স্বতন্ত্র পরিভাষা কেহই দাখিল করেন নাই। কিন্তু পরে দেখা যাইবে যে একমাত্র যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় saprophytism-এর একটি পরিভাষা রচনা করিয়া দিয়াছেন, যে শব্দটি আমাদের নিকট রুচিসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি saprophytism-এর পরিভাষা 'মৃতজীবিত্ব' দিয়াছেন, আমরা সেই হিসাবে saprophyte-এর পরিভাষা 'মৃতজীবী' করিলাম।

Saprophyte—**মৃতজীবী**

অর্থ :—যে জীব মৃত ও গলিত জৈব পদার্থের উপর জীবন ধারণ করে।

১১২। **Saprophytic**—

"Saprophytic, (Gr. *sapros* putrid; *phytos* a plant), living on decaying substances."*

"Saprophytic, a type of nutrition whereby organic compounds derived from dead tissues are synthesized for food material. Typical of some bacteria."†

"Saprophytic. Securing nourishment from the products of organic decomposition."‡

"Saprophytic. Type of nutrition involving the absorption of complex products of organic decomposition; e. g., in many groups of Bacteria and other Fungi, as well as various species of lower animals."¶

জার্মান— Saprophytisch.

Saprophytic—**মৃতজীবিক**

অর্থ :—মৃতজীবী বৃত্তি যাহার আছে।

১১৩। **Saprophytism**—

১৩১০ মৃতজীবিত্ব, যো: রায়, সা:-প: প:, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৩৮

জার্মান—Saprophytisme.

Saprophytism—**মৃতজীবিত্ব**

অর্থ :—মৃতজীবী জীবের বৃত্তি।

---

* Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 334 (1926).

† White, E. G., '*A Textbook of General Biology*', Glossary, p. 566 (1933).

‡ Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 579 (1933).

¶ Woodruff, L. L., '*Foundations of Biology*', Glossary, p. 478 (1934).

১১৪। **Scale**—[A. S. *sceala*, shell, husk.] A flat, small, platelike external structure, dermal or epidermal; a bony, horny or chitinous outgrowth; bract of a catkin; ligule of certain flowers; modification of a stellate hair on certain leaves. p. 283.

১৮৫১——(Of a fish) শল্কঃ, শল্কলং, বল্কঃ, মৎস্যবল্কঃ, মীনবল্কঃ, বল্কলং, শকলং.—(Of an animal) কবচঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 711.

১৮৫৩ বল্কঃ, বল্কলঃ, শল্কঃ, শল্কলং, কবচঃ, ...Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 377.

১৩০৯ শল্ক, ক্ষিঃ ঠাকুর, 'অভিব্যক্তিবাদ', পৃঃ ৩

১৩১০ আঁশ, শল্ক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৫

১৩১৮ খোলস, বঃ চৌধুরী, সুপ্রভাত, ৪ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৮৫

১৯১৯ আঁইশ, পাঁতি। [Syn. শল্কল, বল্ক, পত্র, পটল, মীনবল্ক, মৎস্যবল্ক, শল্ক (তৈত্তিরীয় সংহিতা—cf. Old Teutonic *skala*)] Guha, C., *Modern Ang.-Beng Dict.* III, p. 1893.

১৩৩৩ শল্ক, প্রঃ দাশগুপ্ত, প্রকৃতি, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪০

১৩৩৫ শল্ক, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩০

জার্ম্মান— Schuppe.
ফ্রেঞ্চ— E´chelle; écaille.
ইতালীয়—Squama.

মৎস্য, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী পিপীলিকা-ভুক (Ant eater) প্রাণীদের গাত্রাচ্ছাদন করিয়া যে গঠনের সমাবেশ দেখা যায় তাহাকেই আমরা scale বলি। আবার কতকগুলি insect-এর (যেমন মশা, প্রজাপতি ইত্যাদি) পক্ষের উপর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র scale দেখা যায়। বিভিন্ন পর্য্যায় প্রাণীতে বিভিন্ন প্রকারের scale লক্ষিত হয়। এ যাবৎ মৎস্যের scale-কে আমরা আঁইশ বা চল্‌তি ভাষায় আঁশ বলিয়া আসিতেছি। উহা ত্যাগ করা চলিবে না বলিয়া মনে হয়; কিন্তু উহা সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গাদির scale-এর পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না যথেষ্ট সন্দেহ। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে scale-এর পরিভাষা 'শল্ক' লওয়া যাইতে পারে। মৎস্যের scale-এর সম্বন্ধেও ইহা আপত্তিজনক নহে। বিদেশীয় ভাষায় ইহার যে স্বতন্ত্র পরিভাষা দেওয়া হইল তাহা বিশেষভাবে মৎস্যের scale হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Scale—**শল্ক**

আঁইশ, আঁশ (মৎস্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযুজ্য)

অর্থ:—কতকগুলি প্রাণীর গাত্রাচ্ছাদনের একপ্রকার গঠন।

১১৫। **Self-fertilization**—

"Self-fertlization. The fertilization of an egg cell by a sperm cell produced in the same individual."*

---

* Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 580 (1933).

"Self-fertilize. To fertilize the eggs of an individual by spermatozoa of the same individual."†

১৩১০ স্বনিষেক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮
১৩৩০ স্ব-নিষেকভাব, (self fertilized), এস্, কে, কৃষি-সম্পদ, ১৪ (২।৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৪৭
১৩৩১ স্ব-নিষেক, স্বঃ মিত্র, প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩৯

Self-fertilization—স্বনিষেক

অর্থ :—যে ক্রিয়ার দ্বারা একই প্রাণীর ডিম্ব বা ওভাম শুক্র দ্বারা নিষিক্ত হয়।

১১৬। **Serum**—[L. *serum*, serum.] The watery fluid which separates from blood on coagulation. p. 291.

"Serum, the yellowish fluid left in blood after a clot has formed."‡
"Serum. The plasma of the blood from which the clot has been separated."¶

১৮৫১ মেদস্, বসা, বপা, চর্ম্মাম্ভস্, ত্বগম্ভস্, চর্ম্মোদকং, ত্বগুদকং চর্ম্মসারঃ, ত্বক্সারঃ, সৌম্যঃ, রক্তদ্রবঃ, রক্তাম্ভস্, অসৃক্করঃ, উদকধাতুঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 729.
১৮৯৩ মেদস, বসা, বপা, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 386.
১৯০৬ রক্তরস, রঃ রায়, ভিষক্-দর্পণ, ১৬ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৯১
১৩১৭ অসৃক্কর,——হেঃ দাসগুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃ ১৬৩
১৮৩৪শক রক্তলালা, গুঃ রায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৯৫
১৩২৫ শোণিতরস,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৭ম (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৮০
১৯১৯ রক্তের জলবৎ পাতলা ক্ষারময় অংশ, লসিকা (সূক্ষ্ম কুরূঃ) রক্তাম্বু, অসৃক্কর (সাঃ পঃ), কলতানি, চর্ম্মসার, চর্ম্মজল, রক্তদ্রব (কেম্ব্রিঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1939.
১৯২৪ রক্তমস্তু, পঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৩
১৩৩৫ রক্তাম্বু, কঃ মৈত্র, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১৯

জার্ম্মান - Serum.
ফ্রেঞ্চ— Serum.
ইতালীয়—Sero.

রক্তের তরল অংশকে প্লাস্মা [প্রকৃতি, ১১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪৬৫, ১৩৪১] বলা হইয়াছে; serum-ও রক্তের একটি তরল অংশ, তবে এই তরল অংশ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেলে যে হরিতাভ জলীয় পদার্থ পড়িয়া থাকে তাহাকেই serum কহে। উপরি উদ্ধৃত পরিভাষায় এমন কোন শব্দ পাইতেছি না যাহা সম্পূর্ণভাবে serum-এর অর্থ প্রকাশ করে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় serum-কে অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত।

Serum—সিরাম

অর্থ :—রক্ত জমাট বাঁধিবার পর বিচ্ছিন্ন জলবৎ তরল পদার্থ।

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 377 (1934).
‡ White, E. G., '*A Textbook of General Biology*', Glossary, p. 567 (1933).
¶ Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 580 (1933).

১১৭। **Sex**—[L. *sexus*, sex.] The sum of characteristics, structures, functions, by which an animal or plant is classed as male or female. p. 291.

"Sex. The sum of the characters that distinguish male and female individuals; *adj*., sexual."*

১৮৫১ (Distinction between male and female) স্ত্রীপুরুষভেদঃ, স্ত্রীপুরুষব্যক্তিভেদঃ, স্ত্রীপুরুষলিঙ্গং, লিঙ্গভেদঃ–(Gender) লিঙ্গং, জাতিঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 732.

১৮৯৩ Ex. by স্ত্রী বা পুংস্-পুরুষঃ......Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 388.

১৯০৬ লিঙ্গ, গ্রঃ রায়, ভিষক্-দর্পণ, ১৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৪১

১৯১৯ স্ত্রী বা পুং চিহ্ন, লিঙ্গ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1950.

জার্ম্মান— Geschlecht.
ফ্রেঞ্চ— Sexe.
ইতালীয়—Sesso.

যে সকল লক্ষণ, গঠন ইত্যাদির সমাবেশে প্রাণীকে স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া বুঝা যায় তাহাকেই sex বলে। Sex বলিতে কোন কিছুর গঠন বুঝায় না, তবে বিশিষ্ট বিশিষ্ট গঠনের সমাবেশে যে গুণ ফুটিয়া উঠে—স্ত্রী বা পুরুষ তাহাই। এসম্বন্ধে সম্প্রতি লীলাময় রায় একখানি ইংরেজী পুস্তকের সমালোচনায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য,—

"এক কথায় সেক্স্ হচ্ছে সেই বস্তু যা একজনকে করে গর্ভাধানক্ষম, অপরকে গর্ভধারণক্ষম। যন্ত্রটি সমগ্র শরীরের ভিতরে ও বাইরে এমন সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত যে একখানা হাত কিংবা একখানা পা যেমন পরিচ্ছিন্ন সেক্স্ তেমন নয়। তার এত দিকে এত শাখাপ্রশাখা যে, তাকে একটি বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ ভাবলে ভুল হয়। কেশ, স্তন, জঘন, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি যা কিছু একজনকে স্ত্রী বলে ও অন্যকে পুং বলে চিনিয়ে দেয় তা সেক্সের অন্তর্গত। সেইজন্য ইংরাজি সেক্স্ শব্দের পরিভাষা খুঁজে পাইনে। আর যাই হোক 'যোনি' নয়।"†

অথচ sexual reproduction, sexual selection, sexual cycle ইত্যাদি শব্দের পরিভাষা যথাক্রমে 'যৌন-জনন' 'যৌন-নির্ব্বাচন', 'যৌন-চক্র' করিতে বাধিবে না। Sexual এই বিশেষণ শব্দটির পরিভাষা 'যৌন' আপত্তিজনক নহে, অন্ততঃ ব্যবহারের প্রাচুর্য্যের দিক দিয়া। কিন্তু 'যৌন' শব্দের বিশেষ্য দিয়া sex-এর পরিভাষা করিতে গেলেই যত বিপত্তি। Sex অর্থে 'লিঙ্গ' সঙ্কলন করা যাইতে পারে কি না বিবেচ্য। কারণ ঐ শব্দটি gender-এর পরিভাষা হিসাবে পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু একটিতে চলিলেই যে আর একটিতে চলিবে না বা চালান যাইবে না তাহা বলি না। 'যোনি' এই শব্দটিকে যদি আমরা লীলাময় রায়মহাশয়ের মতন নির্ব্বিচারে বাদ দিতে চাই, তবে 'লিঙ্গ' লইতে দোষ কি? 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ একটু ব্যাপক করিয়া লইলে অনেকটা দোষ কাটিতে পারে। কিন্তু ইহাতেও যদি কাহারও আপত্তি থাকে তবে রায়মহাশয়ের মতন 'সেক্স্' লিখিতে বাধা নাই। আমরা দুইই রাখিলাম।

---

* Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 580 (1935).

† পরিচয়, ৪ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৪৫৫ (১৩৪১)

Sex—লিঙ্গ, সেক্‌স্‌

অর্থ :—যে সকল লক্ষণ, গঠন ইত্যাদির সমাবেশে জীবকে স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া বুঝা যায়।

১১৮। **Sexual**—[L. *sexus*, sex.] *Pert.* sex ; *appl.* reproduction. p. 291.

"Sexual, (L. *sexus*, sex) of or pertianing to sex ; done by means of the two sexes, male and female."*

"Sexual. Involving the production of true germ cells, or the fusion of nuclei ; said of reproduction, or of an individual employing such a mode of reproduction."†

১৮৫১ স্ত্রীপুরুষধর্ম্মসম্বন্ধী, স্ত্রীপুরুষভেদসম্বন্ধী &c., স্ত্রীপুরুষভেদবিষয়কঃ, স্ত্রীপুরুষবিশেষংঃ, স্ত্রীপুরুষত্বসম্বন্ধী &c., মৈথুনসম্বন্ধী &c., লিঙ্গসম্বন্ধী &c., Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 732.

১৮৯১ স্ত্রীপুংস, স্ত্রীপুরুষ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 388.

১৩০৭ কাম্য, ক্ষিঃ ঠাকুর, পুণ্য, ৩ (১১২র সংখ্যা) পৃঃ ২

১৩০৯ কাম্য, ক্ষিঃ ঠাকুর, 'অভিব্যক্তিবাদ', পৃঃ ৬৮

১৩১০ অনুদ্বাহিক (sex or gametogenetic), যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮

১৩১১ চিহ্নিত, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৪ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৮

১৩১৪ চিহ্নিত, সলিঙ্গ, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১১

১৩১৯ যৌন উৎপত্তি পদ্ধতি, শঃ মুখোঃ, আর্য্যাবর্ত্ত, ৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৪

১৩২২ মিথুনীকৃত,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১০২

১৩২৪ উদ্বাহিক, ইঃ দেঃ মঃ, কৃষি-সম্পদ, ৮ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১০৫

১৯১৯ স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধীয়, যৌন, দাম্পত্য, ঔদ্বাহিক (প্রবাসী ১৩১৯), মৈথুনসম্বন্ধী 2. জননেন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয়। 3. (জীববিজ্ঞান) স্ত্রী বা পুংচিহ্নবিশিষ্ট, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1951.

১৩৩১ সঙ্গমোৎপাদক, হিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৫১

১৩৪০ যৌন, লৈঙ্গিক(পিঃ বসু), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬৪২

জার্ম্মান —Geschlechtlich.
ফ্রেঞ্চ— Sexuel.
ইতালীয়—Sessuale.

Sexual—যৌন [প্রতিশব্দ :—লৈঙ্গিক]

অর্থ :—জীবের স্ত্রী বা পুরুষ লিঙ্গ (বা সেক্‌স্‌) সম্বন্ধীয়।

১১৯। **Sexual reproduction**—

"Sexual reproduction. Reproduction involving the union of germ, cells, gametes of two individuals, and thus implying the steps necessary for gametogenesis."¶

---

* Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary p. 334 (1926).

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*',Glossary, p. 377 (1934).

¶ Richards, A., '*Outline of Comparative Embryology*', Definitions of Terms used in Embryology, p. 403 (1931).

জার্ম্মান— Geschlechtliche Fortpflanzung.

Sexual reproduction—**যৌন-জনন**

অর্থ :—স্ত্রী ও পুরুষ মিলন ঘটিত জনন।

১২০। **Skeleton**—[Gk. *skeletos*, dried, hard.] Hard or bony frame work, internal or external, which supports and protects softer parts of plant or animal. p. 294.

"Skeleton. The firm supporting parts of an animal body ; adj., skeletal."*

১৮৫১ কঙ্কালঃ, অস্থিপঞ্জরঃ, অস্থিপিঞ্জরঃ, পঞ্জরঃ, সংয়ঃ, শরীরাস্থিমাত্রং, দেহাস্থিমাত্রং ;—(Frame, compages) সংস্থানং, ব্যূহঃ, আকারঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 748.

১৮৫৩ কংকালঃ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 395.

১৩০৬ অস্থিপঞ্জর,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭

১৯৫৮সংবৎ কঙ্কাল-বা-অস্থিময় (skeletal), 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত মানবতত্ত্ব, পৃঃ ৫৫

১৯১৯ কঙ্কাল, পঞ্জর, অস্থিপঞ্জর, অস্থিকঙ্কাল। 3. The outline or frame work of anything ; কাঠাম, আদরা, কঙ্কাল, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1991.

১৩৩১ কঙ্কাল, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৫

১৩৩১ অস্থি-কঙ্কাল, ভূঃ দত্ত, ভারতবর্ষ, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ৫৬৯

১৩৩৩ অস্থিপঞ্জর, গিঃ মুখোঃ প্রকৃতি, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫৯

১৩৩৩ কঙ্কাল, হিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৫১

১৩৩৪ কঙ্কাল, করঙ্ক, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৩

১৩৩৪ খোলা (?) জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৭

১৩৩৭ সংথ, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২১৮

১৩৪০ অস্থিপঞ্জরের কাঠামো, হঃ চট্টোঃ, মাঃ বসুমতী, ১২ (১ম খঃ) পৃঃ ২২৪

১৩৪০ কঙ্কাল, অস্থিপঞ্জর (প্রকৃতি), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৫

জার্ম্মান— Skelett.
ফ্রেঞ্চ— Squelette.
ইতালীয়— Scheletro.
ল্যাটিন— *Ossa.*

আভ্যন্তরীণ বা বহিরাবয়বীয় কঠিন অথবা অস্থিময় কাঠামো যাহা জীবদেহের কোমলাংশগঠনগুলি বিধৃত এবং রক্ষা করে তাহাকেই সাধারণভাবে skeleton বলা হয়। উচ্চপর্য্যায় প্রাণীতে একমাত্র অস্থি যে আভ্যন্তরীণ কঠিন কাঠামো তাহা বলা বাহুল্য এবং সাধারণতঃ ইহাকেই অমরা skeleton বলিতে অভ্যস্ত ; কিন্তু তাহাদের exoskeletal গঠনও আছে, যেমন—শল্ক, লোম, চুল, নখ, পালখ ইত্যাদি। সেই প্রকার নিম্নপর্য্যায় প্রাণীতেও বহুপ্রকারের skeletal গঠন দেখা যায় এবং তাহা কাইটিন, ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেট ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। উদ্ধৃত পরিভাষার তালিকায় দেখা যাইবে যে প্রায় সকলেই skeleton-এর পরিভাষা 'কঙ্কাল' ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ কেহ অবশ্য

---

* Wolcott, R.H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 580 (1933).

কোন বিশেষ রচনায় অন্য পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। আমরাও 'কঙ্কাল' সঙ্কলন করিতে কিছুমাত্র দোষ দেখি না। তবে এটা ঠিক যে 'কঙ্কাল' শব্দে প্রথমেই হাড়-গোড়ের কথা মনে ভাসিয়া উঠে, কিন্তু বাংলা পরিভাষা সঙ্কলন করিতে হইলে স্থানে স্থানে অর্থ বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত করিয়া লইতে হইবে। এইস্থানে অর্থ বিস্তৃত করিয়া লইলে সব গোলমাল চুকিয়া যায়। বিদেশীয় ভাষার প্রতিশব্দগুলি উপরে প্রদত্ত হইল।

Skeleton—**কঙ্কাল**

অর্থ :—আভ্যন্তরীণ বা বহিরাবয়বীয় কঠিন অথবা অস্থিময় কাঠামো যাহা জীবদেহের কোমলাংশগুলি বিধৃত এবং রক্ষা করে।

১২১। **Skin**—[Swed. *skinn*, skin.] The external covering of an animal plant, fruit or seed. p.294.

১৮৫১ ত্বক্, ত্বচা, ত্বচং, চর্ম্ম, অসৃগ্ধরা, রক্তাধারঃ, তনুঃ, শরীরচর্ম্ম, শরীরাবরণং, দেহাবরণং, দেহকোষঃ, রোমভূমিঃ, মাংসহাসা, পিপিঃ, পিক্কিঃ, বেদনী, নটপর্ণং, সাবর্ণলক্ষ্যং, Willams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 749.

১৮৯৩ চর্মন্ (of animals), ত্বচ্ (hide) অজিনং, দৃতিঃ কৃত্তিঃ (of snakes) নির্মোকঃ, চুকঃ, Apte., V S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 395.

১৩০৬ ত্বক্,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃপঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭

১৩২২ ত্বক্ (চর্ম্ম বা চামড়া),——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৭

১৩২৬ ত্বক্ বা চর্ম্ম, গঃ সেন, আয়ুর্ব্বেদ, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯৬

১৯১৯ চর্ম্ম, চামড়া, ত্বক্ [syn. কৃত্তি (as in কৃত্তিবাস), অজিন (esp. deer's hide), অসৃগ্ধরা, রক্তাধার, রোমভূমি, শরীরাবরণ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1992.

১৩৩৪ চর্ম্ম, ত্বক্, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪১৩ ; ৪৯০

১৩৩৬ বিজুন ; শকল, শরীরাবরণ, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (১ম ও ২য় সংখ্যা) পৃঃ ৫২ ; ১৬৩ ; ১৬৫

১৩৪০ চর্ম্ম——'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', পৃঃ ১০২

জার্ম্মান— Haut.
ফ্রেঞ্চ— Peau; Tegument?
ইতালীয়—Pelle.
ল্যাটিন— *Cutis.*

Skin—**ত্বক্, চর্ম্ম**

অর্থ :—জীবের বহিরাবয়বীয় একপ্রকার আবরণ।

১২২। **Skull**—[M. E. *skulle*, cranium.] Cranium, or hard and bony part of head of Vertebrate, containing brain. p. 294.

"**Skull.** The bones of the head in a vertebrate."*

Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 580 (1933).

১৮৫১ কপালঃ ভগালঃ, শিরোস্থি, (*See* Scull.) Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, 749. *Scull,*—(Bone that surrounds the brain) কপালঃ, কর্পরঃ, শিরোস্থি, মস্তকঃ, শীর্ষকং, করোটঃ,-টিঃ টী, মুণ্ডঃ, ভগালঃ, *ibid.*, p. 718.

১৮৯৩ কপালঃ, কর্পরঃ, শিরোস্থি, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 395. *Scull,*—কপালঃ, শিরোস্থি, করোটি-টী, কর্পরঃ, *ibid.*, p. 380.

১৩০৬ খর্পর,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭

১৩০৯ করোটী, ক্ষিঃ ঠাকুর, 'অভিব্যক্তিবাদ', পৃঃ ১৩১

১৩১০ করোটি, কর্পর, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১

১৩১৭ ভগাল (Human skull),——হেঃ দাশগুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩২

১৩২০ মস্তক, সঃ চক্রঃ, স্বাস্থ্য সমাচার, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৪

১৩২০ করোটী, ত্রিঃ রায়, তোষিণী, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫

১৩২০ করোটি, অঃ হোম, প্রবাসী, ১৩ (১ম খঃ) পৃঃ ৪৬০

১৩২৪ করোটিকা,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ২৮

১৯ ৭ নরকপাল, শঃ ব্রহ্মচারী, 'ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান', পৃঃ ৩৮

১৩২৬ মানব-করোটি ; করোটি, পঃ মিত্র, সাঃ-পঃ পঃ, ২৬ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৮৮ ; ১৯০

১৯১৯ মাথার খুলি, করোটী, খর্পর, কপাল (স্ত্রীঃ) Syn. নরকপাল, কর্পর, কঙ্ক], Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 1994.

১৩২৮ শিরোস্থি, অঃ বিদ্যাভূষণ, ভারতবর্ষ, ৯ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৭৬

১৩২৮ কপাল, অঃ বিদ্যাভূষণ, ভারতবর্ষ, ৯ (২য় খঃ) পৃঃ ২৭৫

১৩৩১ মস্তক, ভূঃ দত্ত, ভারতবর্ষ, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ৫৭১

১৩৩২ করোটি, (Cranium, skull), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০১

১৩২২ স্কাল, নিঃ মিত্র, ভারতবর্ষ, ১৩ (১ম খঃ) পৃঃ ২৭৯

১৩৩৪ করোটী, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৩

১৩৩৫ করোটী, অঃ বিদ্যাভূষণ, স্বঃ বঃ সমাচার, ১৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৪

১৩৩৫ করোটি, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯

১৩৩৯ মাথার খুলি ; খুলি, বীঃ ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১ম খঃ) পৃঃ ৪০১ ;৪০২

১৩৪০ করোটী (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬৪৫

জার্ম্মান— Schädel.
ফেঞ্চ— Crâne.
ইতালীয়—Cranio.

মস্তকের সকল অস্থিসমন্বিত যে কঙ্কাল তাহাকেই skull বলে। Henderson-যুগল skull অর্থে cranium লিখিয়াছেন, কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের ধারণা যে cranium হইল skull-এর সেইটুকু অংশ যাহার মধ্যে কেবলমাত্র মস্তিষ্ক বিদ্যমান থাকে। এইরূপ ভাবে skull হইতে cranium স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হইয়াছে। skull-এরই একটি বিশেষ অংশ cranium। ইহার পরিভাষা 'কর্পর', 'খর্পর', 'করোটী', 'ভগাল', 'করোটি', 'শিরোস্থি' ইত্যাদি সঙ্কলিত হইলেও 'করোটি'র উপর সকলেরই কেমন পক্ষপাতিত্ব। আবার cranium-এর পরিভাষা হিসাবেও ঐ এক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা বেশী ব্যবহৃত শব্দটি সঙ্কলন করিলাম এবং তাহার সঙ্গে নিবারণচন্দ্র মিত্র মহাশয় ব্যবহৃত 'স্কাল' শব্দটিও রাখিলাম, কারণ পরে যদি cranium-এর পরিভাষার সহিত গণ্ডগোল হয়, তখন 'করোটি' কাটা পড়িলেও 'স্কাল' অক্ষত থাকিবে।

Skull—করোটি, স্কাল

অর্থ :—উচ্চপর্য্যায় প্রাণীর মস্তকের অস্থিসমন্বিত কঙ্কাল।

১২৩। **Small intestine—**

"Small intestine. That part of the intestine of vertebrates immediately following the stomach, as distinguished from the large intestine."*

১২৮২ ক্ষুদ্র অন্ত্র,——অণুবীক্ষণ, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০৭
১২৯৫ ক্ষুদ্র অন্ত্র, পুঃ সান্ন্যাল. চিকিৎসা-সম্মিলনী, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৯৮
১৩১০ ক্ষুদ্র অন্ত্র,——সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩
১৩১০ তনু-অন্ত্র, যোঃ রাঁয়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৩১১ সূক্ষ্মান্ত্র, বিঃ গুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬২
১৩১৩ পক্কাশয়, হেঃ সেন, সাহিত্য-সংহিতা, ৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫১
১৩১৪ ক্ষুদ্র অন্ত্র, চুঃ বসু, সাহিত্য-সংহিতা, ৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭৩
১৩১৫ ক্ষুদ্র অন্ত্র, হূঃ চট্টোঃ, কণিকা, ৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২১৪
১৩১৭ গ্রহণী,——হেঃ দাশগুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩২
১৩১৯ ক্ষুদ্র অন্ত্র, সঃ চক্রঃ, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৬১
১৩১৯ ক্ষুদ্রান্ত্র, কাঃ বসু, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৩৭
১৩২০ ক্ষুদ্রান্ত্র, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রতিভা, ৩ (৪।৫ সংখ্যা). পৃঃ ১৩৯
১৩২১ ক্ষুদ্রান্ত্র,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৩৯
১৩২৩ ক্ষুদ্র অন্ত্র, হূঃ চট্টোঃ, সাহিত্য-সংহিতা, ৫ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩০
১৯১৯ গ্রহণী (সাঃ পঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2006.
১৩২৭ ক্ষুদ্রান্ত (*sic*), রঃ রায়, শিক্ষক, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৪
১৩২৯ ক্ষুদ্রান্ত (*sic.*) বা পক্কাশয়, মঃ গুহ, কৃষি-সম্পদ, ১৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৯২৪ ক্ষুদ্রান্ত্রম, গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, ২য় ভাগ, পৃঃ ২০৬
১৩৩৩ পাকাশয়, রাঃ দাশগুপ্ত, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭
১৩৩৪ ক্ষুদ্রান্ত্র, গিঃ মুখোঃ. প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৬
১৩৩৭ ক্ষুদ্রান্ত্র গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২১২
১৩৩৯ ক্ষুদ্র অন্ত্র, বীঃ ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১ম খঃ) পৃঃ ৫৯৬

জার্ম্মান— Dünndarm.
ফ্রেঞ্চ— Intestin grêle.

Small intestine—সূক্ষ্মান্ত্র † [প্রতিশব্দ :—ক্ষুদ্রান্ত্র]

অর্থ :—পৌষ্টিক-নালীর একটি বিশেষ অংশ। অন্ত্রের মধ্যে স্থূলান্ত্র এবং ডিওডিনামের মধ্যকার অংশ।

১২৪। **Species**—[L. *species*, particular kind.] A term used in natural sciences to denote an artificial group of closely-allied individuals. p. 295.

---

* Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary p. 377 (1934).

† Large intestine-এর পরিভাষার আলোচনা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৭৬।

"species. A distinct kind of animal; adj., specific."†

"Species (*pl.*, species). A group of animals or plants so nearly alike that, in general, they might have sprung from the same parents. (The term is rather arbitrarily used, however.)"‡

"Species. In classification, the main subdivision of a genus. A group of individuals which do not differ from one another in excess of the limits of 'individual diversity' actual or assumed."¶

১৮৫১ জাতিঃ, প্রকারঃ, বিশেষঃ, ভেদঃ, প্রভেদঃ, জাতং জাতিমাত্রং লক্ষণকঃ, পরাপরং; 'the human species,' মনুষ্যজাতিঃ; 'the dog species,' শ্বজাতিঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 763.

১২৯১ মেল, ক্ষীঃ রায়, নব্যভারত, ২ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯৩০

১৮৯৩ জাতি, প্রকার, ভেদঃ, বিশেষঃ, Apt, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 404.

১৩০০ জাতি, শ্রীপঃ রায়, ভারতী, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২২০

১৩০১ জাতি, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১২ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৫৭৫

১৩০১ বংশ, শ্রীপঃ রায়, নব্যভারত, ১২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩২

১৩০২ বংশ, শ্রীপঃ রায়, ধরণী, ১ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ২০৭ (*Bot.*)

১৩০২ জাতি, শঃ মিত্র, নব্যভারত, ১৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৫৪

১৩০৭ শ্রেণী, ক্ষিঃ ঠাকুর, পুণ্য, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২০০

১৩০৭ জাতী, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪১৪

১৩০৯ জাতি, শঃ মিত্র, নব্যভারত, ২০ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৬

১৩০৯ জাতি, কোঃ ভট্টাঃ, নব্যভারত, ২০ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩২

১৩০৯ শ্রেণী, তাঃ রায়, কল্যাণী, ২ (৯।১০ম সংখ্যা) পৃঃ ২৬৯

১৩০৯ শ্রেণী, ক্ষিঃ ঠাকুর, 'অভিব্যক্তিবাদ', পৃঃ ৭, ৩৯

১৩১০ জাতি, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৬

১৩১২ স্বগণ, জ্ঞাঃ দাস, প্রবাসী, ৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১১৫

১৩১৭ জাতি, শঃ রায়, বঙ্গদর্শন, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩২

১৩১৭ জাতি, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮

১৩১৯ গণ, শঃ রায়, সাহিত্য, ২৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৮০

১৩১৯ জাতি, বিঃ মজুমদার, প্রবাসী, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ২২৯

১৩২০ "স্পিসিস", কেঃ গুপ্ত, অর্চ্চনা, পৃঃ ১০০

১৩২০ জাতি, রাঃ ত্রিবেদী, ভারতবর্ষ, ১ (১ম খঃ) পৃঃ ৮৪৯ (বিঃ গুপ্ত,—'বিচিত্রপ্রসঙ্গ')

১৩২১ উপগণ, পঃ নিয়োগী, ভারতী, ৩৮ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৫১

১৩২৩ শ্রেণী, দিঃ রায়চৌধুরী, নব্যভারত, ৩৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৪৭

১৮৩৮শক বংশ, বঃ চৌধুরী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৯ (২য় ভাগ) পৃঃ ১৫৩

১৩২৪ জীববর্গ; জীববর্ণ, প্রঃ কুঃ সরকার, ভারতী, ৪১ (৫ ও ৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩৪; ৬৬৭

১৩২৪ জাতি, রাঃ ত্রিবেদী, ভারতবর্ষ, ৫ (১ম খঃ) পৃঃ ১৩৬

১৩২৪ শ্রেণী, প্যাঃ দেববর্ম্মা, ভারতবর্ষ, ৪ (২য় খঃ) পৃঃ ৭২৬

১৩২৫ জাতি, অঃ সরকার, প্রতিভা, ৮ (৬।৭ সংখ্যা) পৃঃ ২৮২

১৩২৬ জাতি, মাঃ চক্রঃ, প্রবাসী, ১৯ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৪৪

১৩২৬ উপজাতি, রঃ ঠাকুর, প্রবাসী, ১৯ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৮২

১৩২৬ জাতি, রঃ ঠাকুর, প্রবাসী, ১৯ (২য় খঃ) পৃঃ ১৪৯

---

† Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 580 (1933).

‡ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 378 (1934).

¶ Woodruff, L. L., '*Foundations of Biology*', Glossary, p. 479 (1934).

১৩২৬ শ্রেণী, পঃ মিত্র, সাঃ-পঃ পঃ, ২৬ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৯০-৯১

১৯১৯ জাতি, শ্রেণী, অপর জাতি (সাঃ পঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2041.

১৩২৮ বংশ, শঃ বসু, কৃষক, ২২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১০৭

১৩২৮ জাতি, অঃ বিদ্যাভূষণ, ভারতবর্ষ, ৯ (১ম খঃ) পৃঃ ১০০

১৩৩০ পর্য্যায় ; উপজাতি, সঃ লাহা, মাঃ বসুমতী, ২ (১ম খঃ) পৃঃ ১৯১ ; ৪৬৬

১৩৩০ জাতি, এস, কে, কৃষি-সম্পদ, ১৪ (২।৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৪৪

১৩৩১ গণ, শঃ রায়, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৬ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৫২

১৩৩১ জাতি, বঃ চৌধুরী, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩

১৩৩১ জাতি, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৩

১৩৩১ জাতি, নঃ সান্ন্যাল, ভারতবর্ষ, ১২ (১ম খঃ) পৃঃ ১৮৮

১৩৩১ জাতি, বিঃ পাল, প্রকৃতি, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪১০

১৩৩১ জাতি, ধীঃ চৌধুরী, নব্যভারত, ৪২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৭৯

১৩৩২ জাতি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬

১৩৩২ শ্রেণী ; উপবর্ণ, শিঃ চট্টোঃ, মাঃ বসুমতী, ৪ (২য় খঃ) পৃঃ ২৫৫ ; ৫০১

১৩৩২ জাতি নিচয়, খঃ মিত্র, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৬

১৩৩৩ জাতি, স্বঃ মিত্র, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৩৫

১৩৩৪ জাতি, চিঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৪ (২য় খঃ) পৃঃ ৭৫৯

১৩৩৪ শ্রেণী, যঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৪

১৩৩৪ জাতি, ব্যক্তির সমষ্টি, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৭

১৩৩৮ 'জাতি', জ্ঞাঃ ভাদুড়ী, প্রকৃতি, ৮ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২১৯

১৩৩৯ 'জাতি', অঃ দত্ত, প্রকৃতি, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৮৩

১৩৪০ শ্রেণী, পঃ মিত্র, শিশুভারতী, ৮, পৃঃ ৫৭৭

১৩৪০ জাতি (যোঃ রায়), রাঃ চসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪২

১৩৪০ জাতিগত, পঃ ঘোষাল, প্রকৃতি, ১০ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৮৮

জার্ম্মান— Art.
ফ্রেঞ্চ— Espèce.
ইতালীয়—Specie.

Species-এর প্রথম সংজ্ঞা দেন John Ray (১৬২৮-১৭০৫)। Locy-র পুস্তক হইতে পাইতেছি,—

"He was the first to introduce into natural history an exact conception of species. Before his time the word had been used in an indefinite sense to embrace groups of greater or less extent, but Ray applied it to individuals derived from similar parents, thus making the term species stand for a particular kind of animal or plant. He noted some variations among species and did not assign to them that unvarying and constant character ascribed to them by Linnaeus and his followers."*

Linnaeus-এর সংজ্ঞাও ঐ একরূপ, তবে তাঁহার ধারণ ছিল যে species অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি আরও অনুমান করিয়াছিলেন যে,—

"At the original stocking of the earth, one pair of each kind of animals was created, and that existing species were the direct descendants without change of form or habit from the original pair. As to their number, he said : *'species tot sunt, quot*

* Locy, W. A., '*Biology and its Makers*', p. 117 (1915).

formæ ab initio creatæ sunt'——there are just so many species as there were forms created in the beginning; and his oft quoted remark, '*Nulla species nova,*' indicates in terse language his position as to the formation of new species.'' †

এইরূপ species সম্বন্ধে ধারণা থাকার দরুণ naturalist-দের মধ্যে মতবিরুদ্ধতা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু Lamarck-এর সংজ্ঞা এই সংশয় একেবারে দূরীভূত করিয়াছিল। কারণ বহুপরে Osborn তাঁহার বিখ্যাত '*From the Greeks to Darwin*' পুস্তকে লিখিতেছেন,—

"The definition of species in Lamarck's time the test of the creed of the naturalist. Isidore St. Hillaire, in the *Histoire Naturelle Générale*, gives us an interesting outline of the history cf these definitions, beginning with that Linnæus, including Buffon's earlier and later definitions, and Cuvier's later definitions; Lamarck's is admirable :—

'A species is a collection of similar individuals which are perpetuated by generation in the same condition, as long as their environment has not changed sufficiently to bring about variation in their habits, their character, and their form.'

Certainly no better definition of a species could be given to-day."‡

এই ত গেল species-এর সংজ্ঞার ইতিবৃত্ত। বাংলায়ও species কি তাহা প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বুঝাইতে গিয়া তথা race ও variety কি তাহা উদাহরণ দ্বারা বিশদ করিতে গিয়া শশিভূষণ মিত্রমহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য,—

"আমরা ইংরাজীতে যাহাকে (Race) বা (variety) বলে, তাহাকেই 'অন্তর্জাতি' বলিলাম। 'শ্রেণী' বংশ, বর্ণ ইত্যাদি শব্দ ঠিক raceএর অর্থ প্রকাশ করে না। গোলা-পায়রা Rock pigeon একটা জাতি (species); ঘুঘু আর একটী জাতি। কিন্তু গোলা-পায়রা হইতে মানুষ যে নির্ব্বাচন দ্বারা লক্কা, লোটন, গলাফুলো ইত্যাদি নানারকমের পায়রা উদ্ভূত করিয়াছে, তাহারা হইল এক একটী 'অন্তর্জাতি'। গোলা, ঘুঘুর ন্যায় অশ্ব একটী জাতি, আর গর্দ্দভ একটী জাতি। সেইরূপ মানুষের দৃষ্টান্ত লউন। মানুষ হইল একটী জাতি, বন-মানুষ আর একটী জাতি। কিন্তু মনুষ্য জাতির (Species) এর মধ্যে নিগ্রো, চীন, হিন্দু, ইত্যাদি যে সব অবান্তর জাতি আছে, ইহাদের প্রত্যেকটী একটী একটী 'অন্তর্জাতি' (race বা variety); নিগ্রো একটী অন্তর্জাতি, চীন একটী অন্তর্জাতি, হিন্দু একটী অন্তর্জাতি। ব্যক্তি সমষ্টি লইয়া অন্তর্জাতি। রাম, শ্যাম, মোহিনী, হরিদাসী ইত্যাদি ব্যক্তি লইয়া হিন্দু অন্তর্জাতি। অন্তর্জাতির সমষ্টি লইয়া জাতি। নিগ্রো, চীন, হিন্দু, ইত্যাদি অন্তর্জাতির সমষ্টি হইল মনুষ্য জাতি। দুইটী অন্তর্জাতির মধ্যে যে ভিন্নতা দেখা যায়, দুইটী জাতির মধ্যে তদপেক্ষা অধিক ভিন্নতা দেখা যায়। হিন্দু ও চীনের মধ্যে যে ভিন্নতা দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক ভিন্নতা মানুষ ও বন-মানুষের মধ্যে দেখা যায়। 'অন্তর্জাতি' ও 'জাতি' এই দুইটীর মধ্যে সাধারণতঃ আরও একটী বিভিন্নতা দেখা যায়। দুইটী অন্তর্জাতির বিশেষতঃ গৃহপালিত অন্তর্জাতির প্রায়ই সঙ্গম হইতে পারে, আর এইরূপ সঙ্গমের ফল স্বরূপ যে সন্তান-সন্ততি হয়, তাহারাও প্রায় বংশবিস্তার করিতে পারে। একটী লক্কা পুরুষ ও লোটন স্ত্রীর সঙ্গম হইতে পারে এবং ইহাদের সন্তান সন্ততিও বংশ বিস্তারে সক্ষম; কিন্তু দুইটী ভিন্ন জাতির (Species) এর পুরুষ ও স্ত্রীর ফলদায়ক সঙ্গম হইতেও পারে কিম্বা নাও পারে, আর ওরূপ সঙ্গম হইলেও সেই সঙ্গমের ফলস্বরূপ সন্তান সন্ততি প্রায়ই বংশ বিস্তারে অল্পাধিক পরিমাণে অক্ষম। যেমন গোলা পায়রা ও ঘুঘুতে সঙ্গম না হওয়া সম্ভব। আর তাহা সম্ভব হইলেও তাহাদের সন্তান সন্ততি সম্ভবতঃ বংশবিস্তারে অক্ষম। সেইরূপ গর্দ্দভ ও অশ্ব এই দুই বিভিন্ন জাতিতে সঙ্গম হইলেও ইহাদের সন্তান সন্ততি (mules) বংশ বিস্তারে অক্ষম।

---

† *loc. cit.*, pp. 128-129.

‡ Osborn, H. F., '*From the Greeks to Darwin*', p. 172 (1908).

আর এক কথা ;—গোলা ও ঘুঘু এই দুইটী জাতি নিকট সম্বন্ধীয় বা নিকট সম্পর্কীয় জাতি; ইহারা এক পরিবারে (Familyর) দুইটী জাতি। গোলা ও হংস এই দুইটী জাতি দূর সম্পর্কীয় জাতি—ইহারা দুই বিভিন্ন পরিবারের জাতি। গোলা ও ঘুঘুর মধ্যে যে বিভিন্নতা, গোলা ও হংসের মধ্যে বিভিন্নতা তদপেক্ষা অধিক।"*

দেখা যাইতেছে যে মিত্রমহাশয় species এই পারিভাষিক শব্দের বাংলা 'জাতি' করিতে চান। অভিধানে species অর্থে 'জাতি' শব্দ উল্লিখিত হইলেও প্রথম ঐ শব্দটি প্রবন্ধে ব্যবহার করেন শ্রীপতিচরণ রায় (১৩০০)। 'জাতি' অন্য ইংরেজী শব্দজ্ঞাপক (যেমন, nation) বলিয়া অনেকেই ঐ শব্দটি ব্যবহার করিতে চান না ; তাঁহাদের মধ্যে যথাক্রমে 'বংশ' (১৩০১, '০২ '২৮, ১৮৩৮শক) 'শ্রেণী' (১৩০৭, '০৯, '২৩, '২৪, '২৬, '৩২, '৩৪, '৪০), 'স্বগণ' (১৩১২), 'গণ' (১৩১৯, '৩১) ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। একমাত্র কেশবচন্দ্র গুপ্তমহাশয় (১৩২০) species-এর কোন বাংলা প্রতিশব্দ পান নাই উল্লেখ করিয়া ইংরেজী অক্ষরান্তরিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একবার কতকগুলি ইংরেজী শব্দের পরিভাষা খসড়া করিয়া বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার খসড়াটি এইরূপ ছিল :—

"Nation—অধিজাতি। National—আধিজাতিক। Nationalism—আধিজাত্য।
Race—প্রবংশ। Race preservative—প্রবংশ রক্ষা।
Tribe—জাতি সম্প্রদায়।
Caste—জাতি বর্ণ।
Genus এবং Speciesকে যথাক্রমে মহাজাতি ও উপজাতি নাম দেওয়া যাইতে পারে।" †

ইহার বিচার হইয়াছিল কি না তাহা গোচরীভূত হয় নাই। তবে রবীন্দ্রনাথ species-এর পরিভাষা হিসাবে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করার দরুণ যে কৈফিয়ৎ পত্রস্থ করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিতেছেন,—

"গতবারে 'প্রতিশব্দ' প্রবন্ধে আমরাই species-এর বাংলা 'উপজাতি' স্থির করিয়াছিলাম, অথচ আমরাই এবারে কেন many species of birdsকে 'নানাজাতীয় পক্ষী' বলিলাম তাহার কৈফিয়ৎ আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে এখানে ইংরেজীতে species পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। বস্তুত কীটের যে-সব শত্রু আছে তাহারা নানা জাতিরই পক্ষী—কাকও হইতে পারে, শালিকও হইতে পারে, শুধু কেবল কাক এবং দাঁড়কাক, শালিক এবং গাঙশালিক নহে। বস্তুত সাধারণ ব্যবহারে অনেক শব্দ আপন মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া চলে, কেহ তাহাতে আপত্তি করে না,—কিন্তু পারিভাষিক ব্যবহারে কঠোরভাবে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যেমন বন্ধুর নিমন্ত্রণ ক্ষেত্রে মানুষ নিয়মের দিকে দৃষ্টি রাখে না, সামাজিকভাবে নিমন্ত্রণে তাঁহাকে নিয়ম বাঁচাইয়া চলিতে হয়—এও সেইরূপ।" ‡

উক্ত ইংরেজীতে species কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহা খুলিয়া বলেন নাই। পারিভাষিক অর্থে যদি নহে, তবে কি অর্থে তিনি 'জাতি' শব্দটি ব্যবহার করিলেন ? তাঁহারই প্রদত্ত caste অর্থে কি ? আমাদের মনে হয় ইংরেজী শব্দটি যে অর্থেই

---

* শশিভূষণ মিত্র, 'বিবর্ত্তবাদ এবং ব্রহ্ম ও জগৎ', নব্যভারত, ২০ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৯-১০০ (পাদটীকা) (১৩০৯)।

† প্রবাসী, ১৯ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৮২ (১৩২৬) [শান্তিনিকেতন, আষাঢ় হইতে উদ্ধৃত।]

‡ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অনুবাদ চর্চ্চা', প্রবাসী, ১৯ (২য় খঃ) পৃঃ ১৪৯ (১৩২৬)।

ব্যবহৃত হউক না কেন তাহা distinct forms বা kinds (in loose sense) জ্ঞাপন করিতেছে এবং সে হিসাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া অযৌক্তিক নহে বলিয়া মনে হয়। তবে তিনি যদি 'নানা রকমের পাখী' লিখিতেন ত আমাদের বলিবার কিছু ছিল না। পূর্ব্বাপর বহু পত্রিকায় species অর্থে 'জাতি' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ আমাদের এতগুলি কথা উল্লেখ করিতে হইল। ঐ রকম অসংযতভাবে প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতে হইলে প্রত্যেক শব্দটির পারিভাষিকত্ব হিসাবে ব্যবহার হইল কি না তাহার স্বতন্ত্র টীকা দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে। ইদানীং লেখকনির্ব্বিশেষে species অর্থে 'জাতি' শব্দটি ব্যবহার করিতেছেন। ব্যবহারের প্রাচুর্য্যের দিক দিয়া আমরাও এই শব্দটি species অর্থে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষপাতী, যদিও 'জাতি' বুঝিতে আমরা অন্য বহু অর্থ বুঝি, যেমন—caste, nation ইত্যাদি। ইহার পরিভাষা আমরা 'জাতি' নির্দ্ধারণ করিলাম বটে কিন্তু বাংলায় ইহার স্বল্প কথায় সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন। ইংরেজী নিরুক্তিতে মতবিভিন্নতা দর্শনে এই কথাই মনে হয়। মোটামুটিভাবে যদি আমরা বলি যে 'জাতি' গণের একটি প্রধান অন্তর্বিভাগের নাম, তাহা হইলে একপ্রকার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হইল বটে, কিন্তু অর্থ পরিস্ফুট হইল না। উপস্থিত আমরা এইরূপ নিরুক্তিতে কাজ চালাইয়া লইতে চাহি।

Species—**জাতি**

অর্থ :—জীবের শ্রেণীবিভাগে গণের পরে প্রধান একটি বিভাগের নাম।

১২৫। **Sperm**—[Gk. *Sperma*, seed.] The male fertilizing element ; a spermatozoon. p. 295.

"Sperm, sperm cell, or spermatozoon. The male sex cell."*

"Sperm. One of the male germ cells in an animal or plant ; also called sperm cell."†

১৮৫১ শুক্রং, বীজং, ধাতুঃ, ধাতুরাজঃ—জক, বীর্য্যং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 764.

১৩১১ পুং বীজ, শঃ রায়, নব্যভারত, ২২ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৫৯৪

১৩১২ কীট, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ২৯৯

১৩২০ বীর্য্যাণু, প্রঃ বন্দ্যোঃ, প্রবাসী, ১৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৪৯

১৩২৩ শুক্রকীটাণু, যাঃ তর্করত্ন, ভারতবর্ষ, ৪ (১ (১ম খঃ) পৃঃ ৮৬১

১৩২৪ পুরুষকোষ, জ্ঞাঃ বাগচী, ভারতবর্ষ, ৪ (২য় খঃ) পৃঃ ৬৩৬

১৮৩৯শক কীটাণু, বঃ চৌধুরী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৯ (৩য় ভাগ) পৃঃ ২৬৯

১৩২৬ পুং বীজ, শঃ রায়, ভারতবর্ষ ৭ (২য় খঃ) পৃঃ ৩০

১৩২৬ শুক্র, ধীঃ বসু, সাহিত্য, ২৯ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৬১৯

---

* Wolcott, R. H.,' *Animal Biology*', Glossary, p. 580 (1933).

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 378 (1934).

১৯১৯ বীর্য্য, শুক্র, রেতঃ, ধাতু. Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2045.
১৩৩১ জীবাণু, ধীঃ চৌধুরী, নব্যভারত, ৪২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৭৭
১৩৩১ শুক্র, হিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫২
১৩৩৫ শুক্র, জ্ঞাঃ ভাদুড়ী প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) ৩০১
১৩৩৬ শুক্রকীট, নৃঃ বসু, সুবর্ণবণিক সমাচার. ১৩ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০০
১৩৩৮ পুং কোষ, শঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৯ (২য় খঃ) পৃঃ ৪৮৬
১৩৩৮ শুক্র, অঃ চট্টোঃ, ভারতবর্ষ, ১৮ (২য় খঃ) পৃঃ ৭৭৭

জার্ম্মান— Sperma; Samen;
ফ্রেঞ্চ— Sperme.
ইতালীয়—Sperma.

স্ত্রী-জীবের ওভাম বা ডিম্ব যাহা, পুং-জীবের sperm তাহা। ইহাই পুং জার্ম্ম-সেল এবং ইহা স্ত্রী-জীবের ডিম্ব নিষিক্ত করিয়া থাকে। ইংরাজীতে sperm, spermatozoon ইত্যাদি শব্দ একার্থবাচক। এই সকল শব্দে পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত পুং-জার্ম-সেল বুঝাইয়া থাকে। ইহার পরিভাষা প্রায় সকলেই 'শুক্র' অথবা 'শুক্র' শব্দ যোগে অন্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিচার পূর্ব্বক দেখিতে গেলে 'শুক্র' যে ইহার যথার্থ পরিভাষা নহে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অপরাপর নথি-নজির উদ্ধৃত না করিয়া কেবলমাত্র কবিরাজ গণনাথ সেনমহাশয়ের 'শুক্রে'র নিরুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি,—

"শুক্র——স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তরল, স্নিগ্ধ, মধুর, এবং মধুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট ধাতু। ইহার মধ্যে গর্ভোৎপাদক জীবাণুসমূহ থাকে। গর্ভোৎপাদক পুরুষের দেহেই শুক্র আছে। কিন্তু সুশ্রুত স্ত্রীশুক্রেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।"‡

আমাদের মনে হয় আয়ুর্ব্বেদ মতে 'শুক্র' ইংরেজী semen-এর পরিভাষা। 'শুক্র' হইল সেই তরল আধার যাহার মধ্যে থাকিয়া sperm নিক্ষিপ্ত হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই অনেকে 'শুক্রকীট', 'শুক্রবীজ', 'শুক্রাণু' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা sperm বা spermatozoon বুঝাইতে চাহেন। আমরা আরও অনুমান করিতে পারি যে sperm সম্বন্ধে কোন ধারণা বা তাহার সঠিক পরিভাষা আমাদের কি বাংলায় কি সংস্কৃতে কোনটিতেই ছিল না। সুতরাং আমাদের কোন বাংলা পরিভাষা সঙ্কলন করিতে হইলে যে কোন একটি উল্লিখিত শব্দ চয়ন করিয়া তাহাতে অর্থ আরোপ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু আমরা যে শব্দটি মনোনীত করিব সেই শব্দটি যে সকলেই নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত পরিভাষা বলিয়া গ্রহণ করিবেন এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। ছোট ও শ্রুতিসুখকর শব্দের দিক দিয়া হয়ত আমরা 'শুক্রাণু' শব্দটি চয়ন করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে আপত্তি উঠিলে অক্ষরান্তরিত শব্দ সঙ্কলন করার দোহাই দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। অক্ষরান্তরিত শব্দ যে সকল দিক দিয়া উপযোগী তাহার কারণ এই যে sperm শব্দ যোগে নিষ্পন্ন ইংরেজীতে আরও বহু শব্দ আছে, যেমন, spermatid, spermatocyte, spermatogonium, spermary ইত্যাদি, এইগুলির সমার্থবাচক বাংলা পরিভাষা নাই, পরন্তু নূতন শব্দ রচনা

‡ 'আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা', পৃঃ ৭৮ (১৩৩১)।

করাও দুরূহ। সুতরাং আমরা মুখ্যতঃ অক্ষরান্তরিত পরিভাষা 'স্পার্ম' রাখিলাম এবং 'শুক্রাণু' বাংলায় অনুকূল হইলে চালাইতে আপত্তি করিলাম না।

Sperm—**স্পার্ম, শুক্রাণু**

অর্থ :—পুং-জীবের যে পদার্থ জীবোৎপাদনের জন্য ডিম্ব নিষিক্ত করে। পূর্ণাঙ্গ-প্রাপ্ত পুং-জার্ম-সেল।

১২৬। **Spermatozoon** [Gk. *sperma*, seed ; *zoon*, animal.] A male reproductive cell, consisting usually of head, middle piece, and locomotory flagellum. p. 297.

"Spermatozoon, (Gr. *sperma*, seed ; *zoon*, animal), a mature male germ cell."*

"Spermatozoon. The male gamete ready for fertilization."†

"Spermatozoon, the mature male gamete ; also called sperm."‡

"Spermatozoon (*pl.*, spermatozoa). The male germ cell in animals."¶

১৩০৯ শুক্র-শোণিত (spermatozoa and ovum), বাঃ তর্করত্ন, সাহিত্য-সংহিতা, ৩ (৩।৪ সংখ্যা) পৃঃ ১৪৯

১৩১০ শুক্রাণু, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮

১৩১১ শুক্রের একটি অণু, হেঃ সেন, জাহ্নবী, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩

১৩১২ পুং কীট, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৫০৫ ; ঐ, ২৪ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৮ (১৩১৩)

১৩১৪ শুক্রকীট, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৪ (সংখ্যা) পৃঃ ২১২

১৩১৬ শুক্রবীজ,——কৃষক, ১০ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ২০২

১৩১৯ শুক্রবীজ, শঃ মুখোঃ, আর্য্যাবর্ত্ত, ৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৪

১৩১৯ পুং শক্তি, অঃ মজুমদার, নব্যভারত, ৩০ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৫৬

১৯১৯ শুক্রাণু, শুক্রকীট, শুক্রজীব (হিঃ কোঃ), শুক্র জন্তু (ঐ), কাটাণু, বীর্য্যাণু, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2045

১৩২৭ পুং কীট, শঃ রায়, প্রতিভা, ১০ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০৩

১৩৩১ শুক্রকোষ পুং বীজাণু (Microgamete, spermatozoon), এঃ ঘোষ, সাঃ-পঃ পঃ, ৩১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৫

১৩৩৮ শুক্রকীট, অঃ চট্টোঃ, ভারতবর্ষ, ১৮ (২য় খঃ) পৃঃ ৭৭৭

১৩৩৯ পুং পোকা, বা শুক্রস্থ পুংবীজ, প্রঃ সরকার, কৃষিলক্ষ্মী, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩১৩

১৩৩৯ বীর্য্যাণু, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১২৬

১৩৪০ শুক্রাণু (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৫

১৩৪০ পুং কোষ, শঃ সরকার, প্রবাসী, ৩১ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৬৭

জার্ম্মান—S p e r m a t o z o o n.

Spermatozoon—**স্পার্মাটোজুন, শুক্রাণু**,

অর্থ :—পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত পুং-জার্ম-সেল যাহা জীবোৎপাদনের জন্য ডিম্ব নিষিক্ত করে।

---

* Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 336 (1926).

† Richards, A., *Outline of Comparative Embryology*', Definitions of Terms used in Embryology, p. 403 (1931).

‡ White, E. G., '*A Textbook of General Biology,*' Glossary, p. 567 (1933).

¶ Shull, A F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, 378 (1934).

১২৭। **Spleen**—[Gk. *splen*, spleen.] A vascular ductless gland situate to left of stomach, in Vertebrates. p. 300.

"Spleen. A vascular ductless organ of most Vertebrates usually situated near the stomach, which acts as a blood reservoir."*

১৮৫১ প্লীহা, প্লিহা, উদরগ্রন্থিঃ, প্লীহাগুল্মঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 766.
১৮৯৩ প্লীহন্, প্লীহা, গুল্ম, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 406
১৩০৬ প্লীহা,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-সঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৮
১৩১৯ প্লীহা, শঃ ভট্টাঃ, ভারতী, ৩৬ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ১১৪১
১৩২১ প্লীহা,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৪৪
১৩২৬ প্লীহা, গঃ সেন, আয়ুর্ব্বেদ, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২০০
১৯১৯ প্লীহা, পিলে, গুল্ম, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2053.
১৩২৮ প্লীহা, বাঃ মুখোঃ, ভারতবর্ষ, ৯ (১ম খঃ) পৃঃ ৫৪
১৩২৯ প্লীহা, হঃ গুপ্ত, পল্লীশ্রী, ১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬৫
১৯২৪ প্লীহা, গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম্, ২য় ভাগ, পৃঃ ২২৫
১৩৩১ প্লীহা,——(রঞ্জক পিত্তের অন্যতম উৎপত্তি স্থান। প্লীহা উদরের উপরিভাগে বামদিকে পিঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত), গঃ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা', পৃঃ ৩৮
১৩৩৫ প্লীহা, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯
১৩৩৯ প্লীহা, বীঃ ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৯৬
১৩৪০ প্লীহা, প্রঃ সেন, শিশু ভারতী, ৪, পৃঃ ২৪২
—— প্লীহা, মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈদ্যসংম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ১৩

জার্ম্মান— \ ilz.
ফ্রেঞ্চ— Rate; Spleen
ইতালীয়—Milza; Spleen.
ল্যাটিন —*Splen*.

Spleen—**প্লীহা**

অর্থ:—উচ্চপর্য্যায় প্রাণীর পাকস্থলীর নিকটে অবস্থিত রক্তপ্রস্তুতকারক একটি নলীবিহীন গ্লাণ্ড।

১২৮। **Stomach**—[Gk. *stomachos*, throat, gullet.] Sac-like portion of food canal beyond gullet, in Vertebrates; corresponding part, or entire digestive cavity, of Invertebrates. p. 305.

"stomach. An enlarged portion of the alimentary canal in which the food is accumulated and in which it also may be reduced to fine particles and partly digested."†

"Stomach. An enlargement in the anterior part of the digestive tract of many animals; certain phases of the digestion of food occur there."‡

১৮৫১ জঠরঃ, উদরং, অন্তর্জঠরং, কোষ্ঠঃ, পক্বাশয়ঃ, অম্লাশয়ঃ, আমাশয়ঃ, পক্বাম্নস্থানং, অন্নকোশঃ, পিচণ্ডঃ, পিচিণ্ডঃ, William, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 775.

* Woodruff, L. L., '*Foundations of Biology*,' Glossary, p. 497 (1934).
† Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 581 (1933).
‡ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 379 (1934).

১৩০৩ জঠরঃ, পক্বাশয়ঃ, কোষ্ঠঃ, অন্নাশয়ঃ, আমাশয়ঃ, উদরং, পিণ্ডং, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 413.
১৩০৩ পাকাশয়, উঃ মিত্র, চিকিৎসক ও সমালোচক, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৯১
১৩০৬ পক্বাশয়,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৮
১৯৫৮সংবৎ পাকাশয়, 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'কার প্রণীত মানবতত্ত্ব, পৃঃ ৭৩
১৩১০ আমাশয়, অন্নস্থালী, যোঃ রায়,সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৩১১ আমাশয়, রঃ চক্রঃ, বার্ত্তা, ১ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮৮
১৯০৪ পাকস্থলী, যঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ১৪ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯২
১৩১৩ আমাশয়, হেঃ সেন, জন্মভূমি, ২৪ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৫
১৩১৩ আমাশয়, হেঃ সেন, সাহিত্য-সংহিতা, ৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫১
১৩১৪ পাকাশয়, চুঃ বসু, সাহিত্য-সংহিতা, ৮ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭২
১৯০৯ পাকস্থলী, কুঃ গুহ, ভিষক্-দর্পণ, ১৯ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯
১৩১৭ পক্বাশয়,——হেঃ দাশগুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩৩
১৩১৯ পাকস্থলী, সুঃ মিত্র, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২০
১৩১৯ পাকাশয়, জ্ঞাঃ বাগচী, প্রবাসী, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ৬০১
১৩২০ পাকাশয়, রাঃ দাশগুপ্ত, আয়ুর্ব্বেদবিকাশ, ১ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২২০
১৩২০ পাকস্থলী, চুঃ বসু, ভারতী, ৩৭ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৮৮২
১৩২১ পাকাশয়,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৩৯
১৯১৪ পাকস্থলী, জিঃ দে, বিজ্ঞান, ৩ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৪
১৩২৩ পাকাশয়, জ্ঞাঃ বাগচী, ভারতী, ৪০ (১২শ সংখ্যা) ১২১৮
১৯১৬ পাকস্থলী, রঃ চট্টোঃ, বিজ্ঞান, ৫ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২৬
১৩২৬ আমাশয়, গঃ সেন, আয়ুর্ব্বেদ, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২০০
১৩২৬ উদর, জঃ রায়, 'পোকা-মাকড়', পৃঃ ৮২
১৩২৬ পাকস্থলী, রঃ রায়, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২২
১৯১৯ পাকস্থালী, পক্বাশয় (সুশ্রুঃ) অন্নস্থালী, পক্বাধান, আমাশয় (cf. তথৈবামাশয় গতং পশ্চাৎ-পিত্তাশয়ং ব্রজেৎ——প্রপঞ্চ-সারতন্ত্র—২য় পটল।), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2096.
১৩২৭ পাকাশয়, রঃ রায়, শিক্ষক, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৫৪
১৩২৮ পাকস্থলী, বাঃ মুখোঃ, ভারতবর্ষ, ৯ (১ম খঃ) পৃঃ ৫২
১৩২৮ পাকাশয়, বঃ মুখোঃ, ভারতবর্ষ, ৯ (২য় খঃ) পৃঃ ৭১৮
১৩২৮ আমাশয়, শঃ দত্ত, আয়ুর্ব্বেদ, ৬ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২৬৩
১৩২৮ ষ্টমাক বা পাকস্থলী, নঃ বসু, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৬৫
১৯২৪ আমাশয়, গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, ২য় ভাগ, পৃঃ ২০২
১৩৩১ পাকস্থলী (Proventriculus or stomach), বিঃ পাল, প্রকৃতি ১(৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪১২
১৩৩১ আমাশয়, গঃ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা', পৃঃ ৩৮
১৩৩২ পক্কাশয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২০৬
১৩৩২ পাকাশয়, নিঃ মিত্র, ভারতবর্ষ, ১৩ (১ম খঃ) পৃঃ ২৮০
১৩৩২ আমাশয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৬
১৩৩৩ আমাশয়, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩০
১৩৩৩ পাকাশয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৮
১৩৩৫ পক্বাশয়, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩৫
১৩৩৫ পাকস্থলী, আমাশয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯
১৩৩৭ হৃদবটক, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৭ (৩য় সংখ্যা), পৃঃ ২৪১
১৩৩৮ উদর,——ভারতের সাধনা, ২ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৬৫৬
১৩৩৯ আমাশয়, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৮৯ ; ঐ, ১০ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ১৭৩ (১৩৪০)

১৩৩৯ পাকস্থলী, বীঃ ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৯৬
১৩৪০ পাকস্থলী, প্রঃ সেন, শিশুভারতী, (৪), পৃঃ ২৪২
১৩৪০ পাকস্থলী, পক্কাশয় (এঃ ঘোষ), রাঃ বসু, চক্রন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬৪৬
—— জঠরম্ (stomach, ventriculus), মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ১৩

জার্মান— Magen.
ফ্রেঞ্চ— Estomac.
ইতালীয়—Stomaco.
ল্যাটিন— *Stomachus.*

উচ্চপর্য্যায় প্রাণীর পৌষ্টিক-নালীর ইসোফেগাসের পরে যে প্রসারিত স্থলীবৎ অংশ দেখা যায় তাহাকেই stomach কহে। সাধারণতঃ নিম্নপর্য্যায় প্রাণীর সমগ্র জারকনালীর অংশকেই stomach নামে অভিহিত করা হয়। মোটামুটিভাবে আমরা বলিতে পারি যে পৌষ্টিক-নালীর যে অংশে ভুক্ত দ্রব্য আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং অংশতঃ তাহার পরিপাক হয় তাহাই stomach। ইহার সঠিক বাংলা পরিভাষা যে কোন্‌টি তাহা উপরের তালিকা হইতে বাহির করা কঠিন। কবিরাজ গণনাথ সেনমহাশয় লিখিতেছেন (১৩৩১, পৃঃ ৩৮),—"আমাশয়—(stomach-ষ্টম্যাক্)—আমাশয়ের আকার ক্ষুদ্র ছতির (ভিস্তির বা মশকের) ন্যায়। ইহা সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যের আধার।" আবার "পক্কাশয়—(Intestines) ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র ও বৃহদন্ত্রকে মোটের উপর পক্কাশয় বলে …………"। আমরা কিন্তু 'পাকস্থলী' শব্দটি বলিতে এবং ব্যবহার করিতে খুবই অভ্যস্ত। উপরন্তু 'পাকস্থলী'র মধ্যে কতকাংশে যে ইংরেজী ব্যাখ্যাগত অর্থের সাদৃশ্য আছে তাহা বলা বাহুল্য। সংস্কৃত অভিধানে (১৮৫১ ও ১৮৯৩) এই শব্দটি নাই, অথচ কেমন করিয়া ইহা বাংলায় প্রবেশ করিল তাহা বলা কঠিন। উপরের পরিভাষার তালিকায় দেখিতে পাইতেছি যে এই শব্দটি যতীন্দ্রনাথ সেনমহাশয় (১৯০৪) প্রথম ব্যবহার করেন। আমারাও এই শব্দটি গ্রহণ করিতে চাহি।

Stomach—**পাকস্থলী**

অর্থ:—ইসোফেগাসের পরে প্রসারিত স্থলীবৎ অংশ যেখানে খাদ্যদ্রব্য আংশিকভাবে পরিপাক হয়। জারক-নালীর একটি প্রসারিত স্থলীবৎ অংশ।

১২৯। **Structure—**

১৮৫১ (Organization) ব্যূহঃ-হনং, ব্যূঢ়িঃ, সংব্যূহঃ-হনং, সংস্থানং, সংস্থিতিঃ, বিধানং, নির্ম্মাণং, নির্ম্মিতিঃ; 'of the body,' অঙ্গব্যূহনং, Williams, M, *Dict. Eng. Sans.*, p. 780.
১৩০৭ রচনা? যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৮০
১৩১০ রচনা, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭
১৩১০ নির্ম্মাণ,——সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩
১৩১৮ নির্ম্মাণ, চাঃ চট্টোঃ, বীরভূমি, ১ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৪৮
১৯১৫ দেহের গঠন, মঃ বন্দ্যোঃ, বিজ্ঞান, ৪ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬৫

১৯১৯ 4. Organization ; অঙ্গবিন্যাস, অঙ্গসংস্থান, সংস্থান, 5. Make ; construction ; গঠন, ডৌল, নির্ম্মাণ, রচনা, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2111.
১৩৩১ সন্নিবেশ, অবয়ব, ব্যূহ, উঃ বাজপেয়ী, প্রকৃতি, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭২ (*Chem.*)
১৩৩২ গঠনগত, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬
১৩৩৮ গড়ন, অঃ দত্ত, প্রকৃতি, ৮ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৪
১৩৪০ রচনা, (যোঃ রায়), নির্ম্মিতি (রাঃ বসু), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৩
১৩৪০ সংগঠন,——'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', পৃঃ ১০৭

জার্ম্মান— Struktur.
ফ্রেঞ্চ— Structure.
ইতালীয়—Struttura.

ইংরেজী জীববিজ্ঞানে structure শব্দটি একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই জন্য ইহার কোনও সঠিক সংজ্ঞা কোন পুস্তকে পাই নাই। Structure বলিতে আমরা জীবদেহের যে কোন অংশের বা সমগ্র দেহের আকার, গড়ন-পিটোন ইত্যাদির সমাবেশ বুঝিয়া থাকি। স্থানবিশেষে আমরা যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় বলিতে যাহা বুঝি structure বলিতেও তাহাই বুঝি, যেমন,—liver is a structure : structure এস্থানে organ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দের পরিভাষা সম্বন্ধে যাহা একটু আলোচনা হইয়াছে তাহা একমাত্র যোগেশচন্দ্র রায়মহাশয়ের 'ভৌগোলিক পরিভাষা' প্রবন্ধেই পাওয়া যায়। তিনি ইহার পরিভাষার সমস্যা তুলিয়া যাহা লিখিয়াছেন (১৩০৭, পৃঃ ১৮০) তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—"Structure গঠন, গঠন প্রণালী। এই শব্দ দ্বারা configuration বুঝিতে পারি ; কিন্তু stiucture বুঝাইতে অন্য শব্দ আবশ্যক। রচনা কেমন ? কিন্তু it is a structureless membrane, it exhibits no structure অনুবাদ কি হইবে ?" 'রচনা' যে খুব সুষ্ঠু হয় নাই তাহা বুঝা যায় এই কারণে যে অদ্যাবধি কেহ ঐ শব্দটি কোন প্রবন্ধে ব্যবহার করেন নাই। রাজশেখরবাবুর সঙ্কলিত 'নির্ম্মিতি' শব্দটিরও ঐ একই দশা, যদিও 'নির্ম্মিতি' শব্দটি 'রচনা' হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল। 'গঠন' এই শব্দটি কিন্তু structure অর্থে আমি পূর্ব্বে অনেক স্থানে ব্যবহার করিয়াছি এবং আশা করি যে তাহাতে কোন স্থানে আমি অর্থ বিকৃত করি নাই। রায়মহাশয়ের প্রদত্ত ইংরেজী বাক্যের এইরূপ ভাষানুগ অনুবাদ করিলে কেমন হয়— 'ইহা একটি গঠনহীন মেমব্রেন, ইহা কোন গঠন প্রকটিত করে না'।

Structure—**গঠন**

অর্থ :—জীবদেহের যে কোন অংশের বা সমগ্র দেহের আকার, গড়ন-পিটোন ইত্যাদির সমাবেশ।

১৩০। **Symbiosis**—[Gk. *symbioun*, to live together.] A condition in which two animals, two plants, or plant and animal, symbiotes or symbionts, live in mutually beneficial partnership. p. 316.

"symbiosis, (Gr. *sumbiosis*, a living together), the living together of two different species of organisms."*

"Symbiosis. the living together of two species either for mutual benefit or for the benefit of one without harm to the other."†

"symbiosis. An intimate association of two organisms of different species, neither of which can flourish in the absence of the other ; adj., symbiotic."‡

"Symbiosis. The association of two species of animals for their mutual benefit."¶

"Symbiosis. The association of two species in a practically obligatory and mutually advantageous partnership ; e.g., Lichens."§

১৩১০ অন্যোন্যজীবিত্ব, যোঃ রায় ; সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৮
১৮৩২শক সহযোগিতা, অঃ রায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭ (৪র্থ ভাগ) পৃঃ ১২৮
১৯১৯ (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) অন্যোন্যজীবিত্ব, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2157.
১৩৩৪ 'সহযোগিতা', নঃ বর্ম্মণ, প্রকৃতি, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০৭
১৩৪০ অন্যোন্যজীবিত্ব (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬৪৩

জার্ম্মান—S y m b i o s e.

Symbiosis-এর বাংলা পরিভাষা বিচার করিবার পূর্ব্বে ইহার নিরুক্তি লইয়া কিছু আলোচনা আবশ্যক। কারণ ইহার সঠিক সংজ্ঞা সম্বন্ধে অংশতঃ মতদ্বৈধ আছে। আমরা যতগুলি ইংরেজী সংজ্ঞা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার মধ্যে খুব বেশী গরমিল নাই। মূলতঃ এই কথা পাওয়া যাইতেছে যে, symbiosis এমন একটি অবস্থা যাহাতে দুইটি বিভিন্ন জাতীয় জীবের জীবনধারণের জন্য পরস্পরের মধ্যে নির্ভরশীল মিলনোদ্ভূত সহযোগিতা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু এরূপ সহযোগিতা commensalism-এর মধ্যেও দৃষ্ট হয়, তবে কম আর বেশী। উপরন্তু বিভিন্ন পুস্তকে symbiosis-এর উদাহরণ উদ্ধৃত করিবার সময় বেশ একটি সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। Hegner-এর পুস্তকে (*loc. cit.*, p. 143) যে উদাহরণ symbiotic বলিয়া চালান হইয়াছে সেই উদাহরণ অন্য পুস্তকে commensal বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে দুইটার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ্য বর্ত্তমান, যাহার জন্য এক অবস্থাকে commensalism এবং অপর অবস্থাকে symbiosis বলা হয়। R. S. Lull তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক '*Organic Evolution*'-এ জীবের মধ্যে interrelationship অধ্যায়ে এ-বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পুস্তক হইতে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"**Symbiotic**—This is the most intimate association of all, again for mutual benefit,

---

* Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 335 (1926).
† White, E. G., '*A Textbook of General Biology*', Glossary, p. 569 (1933).
‡ Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 582 (1933).
¶ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 379 (1934).
§ Woodruff, L. L., '*Foundations of Biology*', Glossary, p. 480 (1934).

and by some writers it seems to be considered as merely a more intimate form of commensalism. Symbiosis means *living together* and in its restricted sense implies an organic union or internal partnership between organisms, so intimate that it can only be severed by death. It cannot exist between two animals but only between an animal and a green, chlorophyl-bearing plant or between a green and a colorless plant."*

ব্যাখ্যাসহ উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না, পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। উপরি-উদ্ধৃত নিরুক্তির সহিত Lull-এর ব্যাখ্যার তফাৎ রহিয়া গিয়াছে একটি জীবের অপরটির সহিত মিলনসম্পর্ক লইয়া। Symbiosis-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'একত্র বসবাস' কিন্তু Lull-এর মতে যথার্থভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জৈব মিলনই (অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ অংশীদারত্ব) symbiosis-এর মূল সূত্র এবং সে মিলন এতই অঙ্গাঙ্গী যে সেই যোগসূত্র একমাত্র মৃত্যুই বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। ইহার পরিভাষা বাংলায় দুইটি পাওয়া যাইতেছে। যোগেশচন্দ্র রায়মহাশয় (১৩১০) প্রথম উদ্ভাবন করেন 'অন্যোন্যজীবিত্ব', কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শব্দটি পরবর্ত্তী লেখকেরা কেহই ব্যবহার করেন নাই। 'সহযোগিতা' পরিভাষা প্রবর্ত্তনকালে জগদানন্দ রায়মহাশয় (১৮৩২শক, পৃঃ ১২৮) যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"দুই পৃথক জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ জীবনরক্ষার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে। এ প্রকার ঘটনা হঠাৎ আমাদের নজরে প'ড়ে না। কিন্তু ইতর জীবের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ব্যাপারটিকে symbiosis বলেন। ইহার বাংলা পরিভাষা কি হওয়া উচিত, জানি না। সহযোগিতা বলা যাউক।"

তারপর একটি উদাহরণ দ্বারা ব্যাপারটি বুঝাইয়া লেখেন,—

"ভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে যে স্বাভাবিক আদানপ্রদান তাহাই সহযোগিতা।"

আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জগদানন্দবাবু যে ব্যাপারটি বুঝাইয়া উঠিতে পারেন নাই তাহা বলা বাহুল্য এবং আমাদের মতে তাঁহার প্রস্তাবিত 'সহযোগিতা' পরিভাষাটি কোনক্রমেই ভাল হয় নাই। যে দুইটি পরিভাষা উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা commensalism অর্থে প্রয়োগ করিতেও বাধে না। তবে একথা বলিতে হইবে যে, যে-অর্থেই ব্যবহৃত হউক না কেন রায়মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত পরিভাষা 'অন্যোন্যজীবিত্ব' সত্যই অপেক্ষাকৃত ভাল। বাংলায় এমন শব্দ দেখিনা যেটি symbiosis অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা অনন্যোপায়ে রায়মহাশয়ের প্রস্তাবিত 'অন্যোন্যজীবিত্ব' পরিভাষাটি গ্রহণ করিলাম, যদিও শব্দটি কষ্টোচ্চারণসাপেক্ষ এবং কিঞ্চিদ্দীর্ঘ।

Symbiosis—**অন্যোন্যজীবিত্ব**

অর্থ :—দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জীবের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীল জৈব মিলনোদ্ভূত একত্র বসবাস করার অবস্থা।

১৩১। **Symmetry**—[Gk. *syn*, with ; *metron*, measure.] State of

* Lull, R. S., '*Organic Evolution*', p. 41 (1924).

divisibility into similar halves; regularity of form; similarity of structure on each side of an axis, central, dorsoventral, or antero-posterior. p. 316.

"Symmetry, correspondence or similarity of parts on opposite sides of an axis."*
"symmetry. Regularity of form, or balance between parts; adj., symmetrical."†
"Symmetry. The state of being symmetrical."‡

১৮৫১ আকারশুদ্ধিঃ, আকারশুদ্ধতা, অঙ্গসংযোগঃ, অবয়বসংযোগঃ, অঙ্গসংহতিঃ, অবয়বসংহতিঃ, আকারসম্মিতিঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 793.
১৩১০ সমমাত্রা, সৌষ্ঠব, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭, ৪৩
১৯১১ সুসঙ্গতি, সৌষ্ঠব, সমপরিমিতত্ব, সংমিতি, (হিঃ কোঃ) সৌসামঞ্জস্য (সৌন্দর্য্য, অঙ্গসৌষ্ঠব। (*Bot.*) বৃক্ষের নির্দ্দিষ্ট অংশসমূহের সুসমাবেশ; পুষ্পের দল, বহিশ্চদ, পুংকেশরের সংখ্যাগত সম্বন্ধের সঙ্গতি, সৌষ্ঠব, সুসঙ্গতি, সমমাত্রা (সাঃ পঃ) Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2157.
১৩৩১ সামঞ্জস্য, চতুরস্রতা, উঃ বাজপেয়ী, প্রকৃতি, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭২
১৩৪০ সমানুবর্ত্তিতায়, সুঃ দাশগুপ্ত, উদয়ন, ১ (১ম খঃ) পৃঃ ৫১৩
১৩৪০ সমমিতি, ——'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', পৃঃ ১০৯

জার্ম্মান— S y m m e t r i e.
ফ্রেঞ্চ— S y m é t r i e.
ইতালীয় S i m m e t r i a.
ল্যাটিন— *S y m m e t r i a.*

জীবের বা জীবের কোন অংশের এক অক্ষের উপর দুই দিককার গঠন ইত্যাদির একরূপ সমাবেশকেই সাধারণতঃ আমরা symmetry বলিয়া থাকি। ইহার বাংলা পরিভাষা যতগুলি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে আমাদের একটিও মনঃপূত হইতেছে না বহু কারণে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুমহাশয় bilateral symmetry-র বাংলা পরিভাষা দিয়াছিলেন 'দ্বৈপার্শ্বিক সমতা'।¶ আমরা symmetry অর্থে 'সমতা' কথাটি লইতে চাহি, কারণ ইহা যে উপরি-উদ্ধৃত অপর যে কোন একটি পরিভাষা হইতে ছোট এবং সুষ্ঠু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

Symmetry—**সমতা**

অর্থ:—যে কোন এক অক্ষের উপর জীবের বা তাহার কোন দুই দিককার অংশের একরূপ গঠনের সমাবেশ।

১৩২।—**Telson** [Gk. *telson*, extremity.] The unpaired terminal abdominal segment of Crustaceans. p. 321.

---

* White, E. G., '*A Textbook of General Biology*', Glossary, p. 569 (1933).
† Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 582 (1933).
‡ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 380 (1934).
¶ প্রবাসী, ২০ (৩য় খঃ) পৃঃ ৩৩২ (১৩২৭)

"Telson (Gr. a limit). The last joint in the abdomen of *Crustacea*; variously regarded as a segment without appendages, or as an azygous appendage."*

"telson (Gr. *telson*, the end), the last joint of the abdomen of the crayfish"†

১৯১৯ খোলকী প্রাণীর নিম্নোদরের শেষ পর্ব্ব বা সন্ধি, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2192.

১৩৩৩ পুচ্ছাঙ্গ, পুচ্ছপট্ট, গুহ্যপর্ব্ব, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৫১০

১৩৪১ পুচ্ছাঙ্গ, খঃ দাস, প্রকৃতি, ১১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৯৩

জার্ম্মান— Schwanzfächer.
ফ্রেঞ্চ— Telson.
ইতালীয়—Telson.

ক্রাস্‌টেসিয়া শ্রেণী অন্তর্গত প্রাণীদের পুচ্ছদেশে যে বিশিষ্ট অঙ্গ থাকে তাহাকেই telson কহে। ইহার পরিভাষা 'পুচ্ছাঙ্গ' বা 'পুচ্ছ'শব্দযোগে নিষ্পন্ন অন্য কোন শব্দ সঙ্কলন করিলে চলিবে না, কারণ বহু প্রাণীর পুচ্ছদেশে বিশিষ্ট অঙ্গ বর্ত্তমান থাকে এবং তাহা ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা পাইয়া থাকে। সেইরূপ ক্রাসটেসিয়া শ্রেণীর পুচ্ছদেশের অঙ্গটির telson আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহার বিশিষ্ট রূপ, আকার, গঠন ইত্যাদির জন্য। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় অক্ষরান্তরিত পরিভাষা সঙ্কলনই যুক্তিযুক্ত।

Telson—টেলসন

অর্থঃ—ক্রাস্‌টেসিয়া শ্রেণী অন্তর্গত প্রাণীদের পুচ্ছাঙ্গ।

১৩৩। **Tendon**—[L. *tendere*, to stretch.] A white glistening fibrous cord connecting a muscle with a movable structure. p. 321.

"tendon. A mass of white fibrous connective tissue fibres forming an attachment for a muscle; adj., tendinous."‡

১৮৫১ স্নায়ুঃ, স্নসা, শিরা, সিরা, স্নাবঃ, সন্ধিবন্ধনং, গ্রন্থিবন্ধনং, নাড়ী, see Muscle; 'of the neck,' মন্যা, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 798.

১২৮৮ কণ্ডরা——বান্ধব, ৬ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৪১

১২৯৬ মাংসসূত্র, পুঃ সান্যাল, চিকিৎসা-সম্মিলনী, ৬ (১১২ সংখ্যা) পৃঃ ১২

১২৯৭ কণ্ডরা,——চিকিৎসক, ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ১২৮

১৮৯৩ শি (সি) রা; স্নায়ু, স্নসা,——Tendinous শিরাল, স্নায়ুময়, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 428.

১৩০৬ শিরা (Sinew, Tendon),——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭

১৩১০ স্নায়ুরজ্জু, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯

১৩১১ কণ্ডরা, বৃত্তস্নায়ু, বিঃ গুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৯-৬০

১৩১৭ শিরা (Nerve, vein, tendon, artery); ধমনী, বাহিকা। শিরা (ত্র) (Tendon, nerve, fibre),——হেঃ দাশগুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩২; ১৩৩

---

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*,' Glossary, pp. 909-10 (1887).

† Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 335 (1926).

‡ Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 583 (1933).

১৩২০ রজ্জু, পঃ নিয়োগী, ভারতী, ৩৭ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৮
১৩২২ কণ্ডরা (পেশীর সুদৃঢ় শুভ্রবর্ণ প্রান্তভাগ),——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৭
১৩২৪ তন্ত্রী, ——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৬২
১৩১৯ পেশীর প্রান্তসংলগ্ন রজ্জুবৎ কঠিন শিরা বা অস্থিমাংসসংযোজকশিরা, কণ্ডরা (সুশ্রুঃ), মহাশিরা (ঐ), স্নায়ুরজ্জু (সাঃ পঃ), শিরা (ঐ) Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2196.
১৩২৬ কণ্ডরা ; স্নায়ু (Ligaments and tendons), গঃ সেন, আয়ুর্ব্বেদ, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯৭
১৩৩১ কণ্ডরা ; স্নায়ু (Ligaments and tendons), গঃ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা', পৃঃ ৩৬
১৩৩৪ কণ্ডরা (Fibrous chords, bands, tendon, nerve trunks), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (১ম সংখ্যা), পৃঃ ৭১
১৩৩৬ স্নাবীয় (tendinous), গিঃ বসু, প্রবাসী, ২৯ (২য় খঃ) পৃঃ ৭৮
১৩৩৭ স্নাব, স্নায়ু, স্নায়ুবন্ধনি, সন্ধিবন্ধনি (sinews, nerves, tendons, ligaments), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২২০
—— কংডরা, মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈজ্ঞসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ১২
১৩৪০ স্নায়ুরজ্জু (যোঃ রায়), কণ্ডরা (গঃ সেন), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৯

জার্ম্মান— Sehne.
ফ্রেঞ্চ— Tendon.
ইতালীয়—Tendine.

পেশীর প্রান্তভাগে রজ্জুর ন্যায় সুদৃঢ় একপ্রকার শুভ্র মসৃণ গঠন দেখা যায়, তাহাকে tendon কহে। উহা পেশী অথবা অস্থির সহিত সংযোগ স্থাপন করে। ইহার অনেকগুলি পরিভাষা প্রদত্ত হইয়াছে এবং ligaments-এর সহিত বেশ একটু গোল বাধান হইয়াছে। যোগেশচন্দ্র রায়মহাশয় (১৩১০) tendon-এর পরিভাষা 'স্নায়ুরজ্জু' নির্দ্দেশ করিলে কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্তমহাশয় (১৩১১, পৃঃ ৫৯-৬০) যে আলোচনা করেন তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"'প্রবন্ধলেখক স্থানান্তরে বলিয়াছেন—'দেখিতে পাই Ligament অর্থে স্নায়ু শব্দ ব্যবহৃত হইত' অথচ তিনি Ligament-এর প্রতিশব্দ 'বন্ধনী' আর Tendon-এর প্রতিশব্দ 'স্নায়ুরজ্জু' লিখিয়াছেন। Ligament ও Tendon ভিন্ন জাতীয় শারীর-বস্তু। সুতরাং অসঙ্গতি দৃষ্ট হইতেছে।

সুশ্রুতসংহিতার শারীর-স্থানের পঞ্চম অধ্যায়ের 'ষোড়শ কণ্ডরাঃ * * অক্ষিপিণ্ডাদীনাঞ্চ' এই কএক পংক্তি পাঠ করিলে বোধ হয় Tendon শব্দের প্রতিশব্দ 'কণ্ডরা'।

ভাবপ্রকাশ বলেন,—'মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরাস্তাস্তু ষোড়শ
প্রসারণাকুঞ্চনয়োর্দৃষ্টং তাসাং প্রয়োজনং।'

স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে—

'বৃত্তাস্তু কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ।" (সুশ্রুত শারীর স্থান ৫ম অঃ)

সুতরাং কণ্ডরার নামান্তর 'বৃত্তস্নায়ু'। ইংরাজীতে যাহাকে 'এপোনিউরোসিস্' বলে, তাহাকেও কণ্ডরার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যায়। অতএব এপোনিউরোসিস বা টেণ্ডনের আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত প্রতিশব্দ 'কণ্ডরা' বা 'বৃত্তস্নায়ু'। বা 'পৃথুলাশ্চ শিরস্থ' এই বাক্যানুসারে এপোনিউরোসিস্‌কে 'পৃথুলা স্নায়ু' বলা যায়।"

কবিরাজ গণনাথ সেনমহাশয় Tendon-এর পরিভাষা 'কণ্ডরা' দিয়াছেন কিন্তু তাহার পরেই লিখিতেছেন (১৩৩১, পৃঃ ৩৬),—

"স্নায়ু—(Ligaments and Tendons—লিগামেন্ট এবং টেণ্ডন্)—শ্বেতবর্ণ, মসৃণ, দৃঢ় এবং শণগুচ্ছ

সদৃশ। স্নায়ু শব্দ আয়ুর্ব্বেদে প্রধানতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—(১) স্নায়ু অর্থাৎ স্নায়ুরজ্জু বা কণ্ডরা। (২) স্নায়ু অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্নায়ু বা স্নায়ুসূত্র। বহুসূত্র সংযোগে প্রস্তুত রজ্জু এবং সূক্ষ্ম সূত্রের যেরূপ প্রভেদ এই দুই অর্থের প্রভেদও সেইরূপ। স্থূল স্নায়ু প্রধানতঃ অস্থিসমূহের পরস্পর ও অস্থির সহিত পেশীর বন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে এবং সূক্ষ্ম স্নায়ু কলাসমূহে, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের চওড়া পেশী সকলের শেষভাগে এবং আমাশয়, পক্বাশয় ও বস্তির কোন কোন প্রদেশে থাকিয়া উহাদের দৃঢ়তা সম্পাদন করে। * * *।"

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রীয় মতে হয়ত tendon-এর পরিভাষা 'কণ্ডরা', কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে শব্দটি আমাদের ভাষায় তেমন প্রসার লাভ করে নাই। গণনাথ সেনমহাশয় "স্নায়ুরজ্জু বা কণ্ডরা" (উপরি উক্ত দ্রষ্টব্য) লেখাতে রাজশেখরবাবু যোগেশবাবুর প্রস্তাবিত 'স্নায়ুরজ্জু' এবং 'কণ্ডরা' দুইটি পরিভাষাই দিয়াছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ligaments-এর সহিত tendon-এর যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্ত্তমান তাহা গঠনগত নহে। আমাদের মনে হয় যে রজ্জুবৎ গঠন অস্থির সহিত অস্থির সংযোগ স্থাপন করে তাহাই ligaments। ইহার পরিভাষা এইস্থানে আলোচ্য নহে, ligaments-কে tendon সামিল করা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

Tendon-এর পরিভাষা 'কণ্ডরা' রাখা উচিত কি না বিবেচ্য। আমাদের মনে হয় এই পরিভাষা চালাইতে যথেষ্ট বাধা পাইবার আশঙ্কা আছে। Tendon-কে সশরীরে ভাষায় প্রবেশ করাইয়া লইলে কেমন হয়? 'কণ্ডরা' বা 'টেণ্ডন' একই প্রকার বানান এবং শ্রুতিসুখবোধক, উহা শিখিতে ও বুঝিতে একই সময় লাগিবে। আমরা একমাত্র 'টেণ্ডন' অনুমোদন করিলেও 'কণ্ডরা'-কে প্রতিশব্দের কোঠায় স্থান দিয়া রাখিলাম।

Tendon—**টেণ্ডন** [প্রতিশব্দ :—কণ্ডরা]

অর্থ :—পেশীর প্রান্তভাগের সুদৃঢ় শুভ্র মসৃণ রজ্জুবৎ গঠন যাহা অস্থি বা অন্য পেশীর সহিত সংযোগ স্থাপন করে।

১৩৪। **Tentacle**—[L. *tentaculum*, feeler.] Slender flexible organs on head of many small animals, used for feeling, exploration, prehension, or attachment as in Snails, Insects, Crabs. p. 322.

"tentacle. A soft elongated, nonarticulated appendage found in a great variety of invertebrates and serving a great variety of functions; a tentacle may be used as a grasping organ, or it may bear sense organs; adj, tentacular."*

১৩০১ শুয়া, শ্রীপঃ রায়, নব্যভারত, ১২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩৩
১৩১০ ভুজ, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৩
১৩১৪ শুঁড়, শুণ্ড, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১২
১৩১৭ শুঁড় (*Sic.*), শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮
১৯১৯ পতঙ্গাদির শুঁয়া বা দাঁড়া, রেফ; (*Bot.*) শুঁয়া, শুঙ্গ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p 2198.

---

১ Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 583 (1933).

১৩৩১ শুণ্ড, বাহু, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩
১৩৩১ শোষণশুণ্ড, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১২৩
১৩৩১ রজ্জুশাখা (Tentacle of Siphonophora), এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৩১
১৩৩২ শিরঃশুণ্ড [Tentacle (cephalic)], এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪০৬
১৩৩২ শুণ্ডিকা, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৭৫
১৩৩৩ শুণ্ড, তুণ্ডবাহু, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮০

জার্ম্মান— Tentakeln;
Fühler.
ফ্রেঞ্চ— Tentacule.
ইতালীয়—Tentacolo.

সাধারণতঃ বহু নিম্নপর্য্যায় প্রাণীর মস্তকদেশে একপ্রকার ক্ষীণ নমনীয় নাতিদীর্ঘ গঠন দেখা যায় যদ্দ্বারা তাহারা বহুবিধ কার্য্য করিতে সমর্থ, সেইরূপ গঠনকে tentacle বলা হয়। ইহা ধারণযন্ত্রের কাজ করিতে পারে—আবার অনুভব করিবার ইন্দ্রিয় বিশেষও বটে। ইহার পরিভাষা যতগুলি রচনা বা সঙ্কলন করা হইয়াছে তাহার কোনটিই ব্যুৎপত্তিগত অর্থজ্ঞাপক ত নহেই, তাৎপর্য্যগত অর্থজ্ঞাপকও নহে। ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ একাদিক্রমে ছয়টি পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার ঐরূপ রচনা করা দেখিয়া মনে হয় যে একটি পরিভাষাও তাঁহার নিজের মনঃপূত হয় নাই। আমরাও আর নূতন শব্দ রচনা করিবার ব্যর্থ পরিশ্রম না করিয়া অক্ষরান্তরিত পরিভাষা প্রচলন করিতে চাহি।

Tentacle—**টেণ্টাকেল**

অর্থঃ—বহু নিম্নপর্য্যায় প্রাণীর মস্তকদেশের একপ্রকার ক্ষীণ নমনীয় লম্বা গঠন যাহার দ্বারা ধারণ, অনুভব ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১৩৫। **Testis**—(plu. testes) [L. *testis*, testicle.] Paired male reproductive glands producing spermatozoa. p. 323.

"Testis (Lat. *testis*, the testicle). The organ in the male which produces the generative elements (spermatozoa.),*

"Testis (Lat. *testicle*), an organ in which male gametes are produced ; a male gonad,"†

"testis (L. *testis*, a witness), the male germ gland."‡

"testis—The male reproductive organ, in which sperm cells are produced."¶

"Testis—The male gonad containing the male germ cell."§

---

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 910 (1887).

† Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxxviii (1918).

‡ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 335 (1926).

¶ Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 583 (1933).

§ White, E. G., '*A Textbook of General Biology*', Glossary, p. 569 (1933).

১৯২৪ অণ্ড, মুষ্ক, বৃষণ, (Testes or Testicles) ; বৃষগ্রন্থি, গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৯ ; ২৪০*

১৩৩২ শুক্রাশয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১৫

১৩৩৩ শুক্রকোষ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৮

১৩৩৩ আন্ড (Testicle, testes), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩০

—— রেতঃ কোষঃ, মুষ্ক, মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ১৩

১৩৪০ শুক্রাশয় (এঃ ঘোষ), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং পৃঃ ৬৪৬

জার্ম্মান —Hode.
ফ্রেঞ্চ— Testicule.
ইতালীয়—Testicolo.

Testis-এর পরিভাষার আলোচনা ovary-র অনুরূপ বলিয়া আমরা নূতন করিয়া কোন কথা এস্থানে উল্লেখ করিলাম না (পৃঃ ১১০-১১১ দ্রষ্টব্য)।

Testis—টেস্‌টিস [প্রতিশব্দ :—শুক্রাণুগ্রন্থি]।

অর্থ :—পুংজননেন্দ্রিয়ের যে স্থানে স্পার্ম বা শুক্রাণু উৎপত্তিলাভ করে এবং পরিবর্দ্ধিত হয়।

১৩৬। **Thorax**—[Gk, *thorax* breast.] In higher Vertebrates, that part of the body between neck and abdomen containing heart, lungs etc. ; body region behind head of other animals. p. 325.

"Thorax (Gr. thorax, the breast or breast-plate). In the higher animals, the thorax is the region of the body which intervenes between the abdomen and the head."†

"Thorax (Gr. thorax, the breast), that part of the trunk situated between the head or neck and the abdomen".$

"thorax. A portion of the body of many animals lying between the head, or head and neck, and the abdomen ; adj. thoracic."||

১৮৫১ উরস্, বক্ষস্, বক্ষঃস্থলং, উরঃস্থলং, বক্ষসস্থলং, উরসস্থলং পার্শ্বং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, 801.

১২৯০ বক্ষ, কাঃ বসাক, বিজ্ঞানদর্পণ শ্রাবণ, পৃঃ ৩৫

১৮৯১ উরঃ——বক্ষঃ n.,—স্থলং. Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 431.

১৩১২ বক্ষগহ্বর. শঃ রায়, সাহিত্য, ১৬ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১০১

১৩২১ বক্ষঃপ্রাচীর, কাঃ বন্দ্যোঃ বিক্রমপুর, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১২৫

১৩২১ বক্ষ, সুঃ চৌধুরী, ভারতী, ৩৮ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৬

১৩২২ বুক, কাঃ লাহিড়ী, কৃষি-সম্পদ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১১৯

১৯১৯ গ্রীবা ও উদরের মধ্যবর্ত্তী শরীরের গহ্বর ; বক্ষঃ, বক্ষঃস্থল, উরস (সাঃ পঃ) Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2216.

---

† Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 910 (1887).

$ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 335 (1926).

|| Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 583 (1933).

১৯২৬ উরঃপঞ্জর, গঃ সেন, আয়ুর্ব্বেদ, ৪ (৭ম সংখ্যা) পৃ ২৯৩
১৯২৪ উরঃপঞ্জর, গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫৮
১৩১১ বক্ষঃ, প্রঃ রায়, প্রকৃতি, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮৫
১৯৩১ বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ, দুঃ মুখার্জ্জি, প্রকৃতি ১ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৩৭১
১৯৩১ উরঃ পঞ্জর, গঃ সেন, 'আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা', পৃঃ ৫৭
১৯৩২ বক্ষগহ্বর, বক্ষ, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৬
১৯৩৩ বক্ষভাগ ; বক্ষ, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮০ ; ৮৩
১৯৩৪ বক্ষঃদেশ ; বক্ষ, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (২য় ও ৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৫৮ ; ৩৪৬
১৯৩৯ ধড়, চঃ বিশ্বাস, কৃষিলক্ষ্মী, ২ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৫৯৯
—— বক্ষঃ ; বক্ষোগুহা, মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ৮ ; ১৪

জার্ম্মান— Thorax.
ফ্রেঞ্চ— Thorax.
ইতালীয়—Torace.

উচ্চপর্য্যায় প্রাণীর যে অংশটি মস্তক বা গ্রীবা (ঘাড়) এবং উদর দেশের মধ্যে অবস্থিত তাহাকেই thorax কহে। শরীরের এই অংশের মধ্যে হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ ইত্যাদি যন্ত্র অবস্থিত। ইহার পরিভাষা প্রায় সকলেই 'বক্ষ' স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সাধারণতঃ বক্ষ বলিতে আমরা সামনের ভাগ বুঝিয়া থাকি, কিন্তু thorax বলিতে যে 'বক্ষ' শব্দ ব্যবহার করি তাহাতে বুক পিঠ সমগ্র অংশটি নির্দ্দিষ্ট হয়। আমরা 'বক্ষ' এই পরিভাষাটি গ্রহণ করিবার সময় একটু অর্থ বিস্তৃত করিয়া লইলাম। চলিত শব্দ হিসাবে 'বুক' ও প্রতিশব্দের কোঠায় লইতে দোষ নাই বলিয়া মনে হয়।

Thorax—**বক্ষ** [প্রতিশব্দ :—বুক]

অর্থ :—উচ্চপর্য্যায় প্রাণীর মস্তক বা গ্রীবা এবং উদরের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র অংশ।

১৩৭। **Thymus**—[Gk. *thymos*, thymus.] An irregular pinkish mass of endocrine glandular tissue in lower anterior part of neck, or surrounding heart. p. 325.

১৯১০ Thymus gland—বুকাস্থির সন্নিহিত গ্রন্থি বিশেষ——ইহা শিশুকালে বৃহৎ থাকে, কিন্তু যৌবনকালে লুপ্ত হইয়া যায়, উন্দুকগ্রন্থি (হঃ চঃ), Guha. C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2224-2225.
১৯২৪ বালগ্রৈবেয়কা (Thymus gland), গঃ সেন, 'প্রত্যক্ষশারীরম', ২য় খঃ, পৃঃ ৮৮
১৯৩৫ উণ্ডুকগ্রন্থি, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯
১৯৩৯ উণ্ডুকগ্রন্থি (এঃ ঘোষ), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৬
—— উরোবিষ্টঃ, মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ১৬

জার্ম্মান— Thymus.
ফ্রেঞ্চ— Thymus.
ইতালীয়—Thymus.

উচ্চপর্য্যায় প্রাণীর একপ্রকার নলীবিহীন গ্লাণ্ডের নাম thymus। সাধারণতঃ গ্রীবা-

দেশের বা হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার অবস্থিতি। উপরে যে কয়টি পরিভাষা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের একটিও না ব্যুৎপত্তিগত না তাৎপর্য্যগত অর্থজ্ঞাপক বরং কষ্টোচ্চারণসাপেক্ষ। আমরা অক্ষরান্তরিত পরিভাষা শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

Thymus—**থাইমাস**

অর্থ :—উচ্চপর্য্যায় প্রাণীর গ্রীবাদেশস্থিত বা হৃদয়ের নিকটে অবস্থিত একপ্রকার নলীবিহীন গ্লাণ্ড।

১৩৮। **Thyroid**—[Gk. *thyra*, door ; *eidos*, form.] *Appl.* a ductless, highly-vascular gland at front and sides of neck ; also to arteries, cartilage, and veins ; shieldshaped. p. 326.

১৯১৯ গলগ্রন্থি সম্বন্ধীয়।—Thyroid gland—গলগ্রন্থি, ফলকগ্রন্থি [এই গ্রন্থি বৃদ্ধি পাইলে গলগণ্ড রোগ জন্মে] Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2225.

১৩২৯ থাইরয়েড,——উপাসনা, ১৮ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৫৬২

১৩৩৩ কণ্ঠগণ্ড (Thyroid gland), শঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৪ (১ম খঃ) পৃঃ ৩১৮

১৩৩৫ গলগ্রন্থি, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯

১৩৪০ থাইরিয়েড, হৃঃ চট্টোঃ, মাঃ বসুমতী, ১২ (১ম খঃ) পৃঃ ২২৪

১৩৪০ গলগ্রন্থি (এঃ ঘোষ), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৬

—— ঘংটিকাধিষ্টঃ, মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈদ্যসম্মেলন পত্রিকা, পৃঃ ১৬

জার্ম্মান— Schilddrüse;
Thyreoidea.
ফ্রেঞ্চ— Thyroide.

Thyroid-ও থাইমাসের মত এক প্রকার নলীবিহীন গ্লাণ্ড এবং হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত। ইহার পরিভাষা যাঁহারা অক্ষরান্তরিত করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের প্রথা আমরা অনুমোদন করি।

Thyroid—**থাইরয়েড**

অর্থ :—উচ্চপর্য্যায় প্রাণীর গ্রীবাদেশে অবস্থিত একপ্রকার নলীবিহীন গ্লাণ্ড।

১৩৯। **Tissue**—[F. *tissu*, woven.] The fundamental structure of which animal and plant organs are composed. p. 326.

"tissue, (L. *texere*, to weave), an association of similar cells with special function to perform."*

"tissue, A mass of similarly differentiated cells."†

"Tissue, a group of similar cells performing a similar function."‡

---

* Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 336 (1926).

† Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 583 (1933).

‡ White, E. G., '*A Textbook of General Biology*', Glossary, p. 569 (1933).

১৮৫০ (Connected string) গ্রন্থঃ, প্রবন্ধঃ, রচনা, ক্রমঃ, ব্যূহনং, সংব্যূহঃ, বিধানং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 805.
১২৮৪ তন্তু,——ভারতী, ১ (৫ম সংখ্যা), পৃঃ ২৩৮
১২৮৮ তন্তু——বান্ধব, ৬ (৬ষ্ঠ সংখ্যা), পৃঃ ২৫৭
১৮৯৩ জালং, ক্রমঃ রচনা, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 434.
১৮৯৩ টিশু,. বিঃ চৌধুরী, চিকিৎসা-সম্মিলনী, ১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১১৯
১৩০২ ঝিল্লী, যঃ গুপ্ত, চিকিৎসক ও সমালোচক, ১ (৮।৯ সংখ্যা) পৃঃ ২১৬
১৩০৫ তন্তু,—— স্বাস্থ্য, পৃঃ ১১০
১৯০০ দেহবিধান, কাঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ১০ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯০
১৯০০ তন্তু, ফঃ সাধুর্খাঁ, ভিষক্-দর্পণ, ১০ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৪৬
১৯৫৮সংবৎ টীশু, 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'কার প্রণীত 'মানবতত্ত্ব', পৃঃ ৫৫
১৩১০ কলা, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬, ৩৯
১৩১০ তন্তু (বঃ মুখোঃ), গ্রন্থন,——সাঃ পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৪
১৩১০ কলা, যোঃ রায়, প্রবাসী, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩
১৩১১ টিস্থ, উঃ কাঞ্জিলাল, সাহিত্য, ১৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৭
১৩১১ টিস্থ সেল, (tissue cell), আঃ দেব, সাহিত্য-সংহিতা, ৫ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ২১৪
—— শরীর ধাতু, শিঃ চট্টোঃ, পন্থা, ৮ (৫ ও ৬ষ্ঠ) পৃঃ ২০১
১৩১২ শরীরাংশ, প্রঃ রায়, প্রবাসী, ৫ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৫৩
১৩১৫ কলা, জেঃ মৈত্র, আর্য্যভূমি, ২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ১৮
১৩১৭ বংশ, সুরদাস, বঙ্গদর্শন, ১০ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৫১
১৩১৮ (বিধান) তন্তু, চাঃ চট্টোঃ, বীরভূমি, ১ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৪৮
১৩১৮ কোষসংস্থান, শঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৫৮
১৩১৯ তন্তু, শঃ মুখোঃ, আর্য্যাবর্ত্ত, ৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮২
১৩২২ 'ধাতু' বা তন্তু,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৫
১৩২২ (জীবিত) তন্তু, হঃ ঘোষ, বাঁশরী, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২০৬
১৩২৩ তন্তু,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৫ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩১
১৯১৫ তন্তু,——বিজ্ঞান, ৪ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৬
১৩২৪ টীশু, কঃ বিশ্বাস, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১০ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৮০
১৩২৬ দৈহিক সূত্র, কুঃ বসু, আয়ুর্ব্বেদ, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২০২
১৩২৬ বিধান-তন্তু, শ্রীপিয়েম্ডি, ভারতবর্ষ, ৭ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৬২
১৯১৯ (জীববিজ্ঞান) জীবদেহের বা উদ্ভিদের উপাদানীভূত সূত্রবৎ বস্তু বা অনুকোষ সমূহ, মাংসতন্তু (হিঃ কোঃ), বিধানতন্তু, রেশা, কোষসংস্থান (সাঃ পঃ), কলা (ব্রজঃ বিঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2233
১৩২৭ তন্তু, রঃ তালুকদার, প্রবাসী, ২০ (২য় খঃ) পৃঃ ৪৫৬
১৩২৭ কলা, রাঃ ত্রিবেদী, প্রবাসী, ২০ (২য় খঃ) পৃঃ ৪৫৬
১৩২৭ বিধান তন্তু, শরঃ রায়, প্রবাসী, ২০ (২য় খঃ) পৃঃ ৪৫৬
১৩২৭ তন্তু, শুঃ পাট্টাদার, নব্যভারত, ৩৮ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১৫ (*Bot.*)
১৩২৮ তন্তু, শাঃ চট্টোঃ, প্রবাসী, ২১ (১ম খঃ) পৃঃ ১১৬
১৩২৯ বিধানতন্তু, মঃ গুহ, কৃষি-সম্পদ, ১৩ (৯ম সংখ্যা) পৃঃ ২১৬
১৩৩০ দৈহিক উপাদান, আশুতোষ রায়, আয়ুর্ব্বেদ, ৭ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৩৩১
১৩৩০ উপাদান, পাঁঃ নন্দী, ভারতবর্ষ, ১২ (১ম খঃ) পৃঃ ৫৬৩
১৩৩২ টিশু, জ্যোঃ বসু, মাঃ বসুমতী, (৪ (১ম খঃ) পৃঃ ১৮২
১৩৩৩ অনুকোষ, রাঃ দাশগুপ্ত, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮
১৩৩৪ তন্তু, নুঃ বসু, সুবর্ণবণিক্ সমাচার, ১২ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ২২০
১৩৩৪ যন্ত্রোপাদান, যন্ত্রোপকরণ, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৮

১৩৩৫ দেহকলা,——প্রকৃতি, ৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৮১
১৩৩৫ তন্তু, ভুঃ ঘোষাল, মাঃ বসুমতী, ৭ (২য় খঃ) পৃঃ ৩২০
১৩৩৬ শারীর বস্তু, পিঃ মুখোঃ ; প্রকৃতি, ৬ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২৩২
১৩৩৬ অনুকোষ, ধীঃ চৌধুরী, বিচিত্রা, ৩ (২য় খঃ) পৃঃ ১৩৯
১৩৩৭ স্নায়ু, রুঃ দত্তরায়, ভারতবর্ষ, ১৮ (২য় খঃ) পৃঃ ৯৬
১৩৩৯ ধাতু, ধীঃ রায়, প্রকৃতি, ৯ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৭
১৩৪০ কলা (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪১
১৩৪০ মাংসতন্তু, ——'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', পৃঃ ১১৩
১৩৪০ (জীবদেহের) সূত্র, শঃ সরকার, প্রবাসী, ৩৩ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৬৫
—— শরীর ধাতুঃ, গাত্রম, মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ৯

জার্ম্মান— Gewebe.
ফ্রেঞ্চ — Tissu.
ইতালীয়—Tessuto.

একপ্রকার সেলের একত্র সমাবেশ এবং যাহা একপ্রকার কার্য্য করে তাহাকেই tissue বলে। ইহার পরিভাষা লইয়া প্রথম আলোচনা করেন যোগেশচন্দ্র রায়মহাশয়। প্রাসঙ্গিক আলোচিত অংশটুকু এই স্থানে উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি (১৩১০, পৃঃ ৩১)—

"এইরূপ, tissue অর্থে কেহ কেহ তন্তু করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখিতে পাই না ; tissue—aggregates of cell, তন্তু সূত্র। সূত্র বা তন্তু aggregate of cell বটে, কিন্তু সকল রকম tissue শব্দের একটা সামান্য অর্থ আছে,—a textile fabric। বোধ করি, তন্তুবায়েরা কাপড় বোনে বলিয়া tissue অর্থে তন্তু হইয়া থাকিবে। যে কারণেই হউক, fibrous tissue অর্থে তন্তুময় বা তান্তবিক বা তন্ত, কিম্বা অংশুময় বা আঁশাল সূত্রময় তন্তু করিলে হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে।

এখন tissue শব্দের একটা বাঙ্গালা প্রতিশব্দ প্রস্তাব করিয়া অন্য বিষয়ে যাই। সুশ্রুতে সপ্তকলা আছে। কলা শব্দে, কোন বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ বুঝায়। সুশ্রুতের কলা শব্দ ঠিক tissue নহে। [পাদটীকা* Tissue অর্থে বরং ধাতু রাখা চলিত। কিন্তু ধাতু = metal বহুপ্রচলিত। একটা শব্দ নানার্থে প্রয়োগ না করাই ভাল।] কিন্তু মাংসধরা, মেদোধরা আছে। পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে, পুরাতন জ্ঞানের সহিত আধুনিক বিদেশীয় জ্ঞানের ঐক্য অল্প। কাজেই পুরাতন শব্দের অর্থ সঙ্কোচ বা প্রসার না করিলে অল্প শব্দ আধুনিক অর্থে পাওয়া যাইবে। যাহা হউক, tissue অর্থে কলা করিলে মন্দ হয় না ; cellular tissue কলাময় কলা, তত ভাল শুনায় না বটে, কিন্তু তত মন্দই বা কি ?"

আমরা তাঁহার প্রস্তাবিত 'কলা' শব্দটির পারিভাষিকত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে অপারক, তবে এই কথা বলিতে চাহি যে কবিরাজ গণনাথ সেনমহাশয় উহাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে membrane-এর পরিভাষা বলিয়া জ্ঞাপন করেন (পৃঃ ৮৫ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং tissue অর্থে 'কলা' আমাদের প্রাণিবিজ্ঞানে গ্রহণ করা চলিবে না।

অক্ষরান্তরিত পরিভাষা বহুপূর্ব্ব হইতে কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন (১৮৯৩,১৯৫৮ সংবৎ, ১৩১১, '২৪, '৩২) কিন্তু প্রচলিত করিবার জন্য প্রথম প্রস্তাব করেন ডাঃ অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি বলেন (১৩২৪, পৃঃ ৮০) "টীশুর বাঙ্গলা তন্তু। কিন্তু তন্তু কথা অপেক্ষা টীশু কথা বল্লে বরং ভাল অর্থ বোধ হয়।" আমরা তাঁহার কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, তবে 'টিশু' এই বানানে আমরা শব্দটি বাহাল করিতে চাহি।

Tissue—টিশু

অর্থ :—একইপ্রকার বহু সেল লইয়া গঠিত এবং যাহা একটি বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করে।

১৪০। **Tongue**—[A. S. *tunge*, tongue.] An organ on floor of mouth, usually movable and protrusible; any tongue-like structure, as radula, ligula. p. 326.

১৮৫১ জিহ্বা, রসনা, রসজ্ঞা, রশনা, রসিকা, রসালা, রসনং, ললনা, লোলা, জিহ্বঃ, বিধাসা, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 806.
১৮৯৩ জিহ্বা, রস (শ) না, রসজ্ঞা, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 434.
১৩০৬ রসনা, জিহ্বা,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭
১৯১৯ জিহ্বা, রসনা, জিভ, রসজ্ঞ, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict*, III, p. 2240.
১৩৩৪ জিহ্বা, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪৮৯
১৩৩৬ লোলা, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৯

জার্ম্মান— Zunge.
ফ্রেঞ্চ— Langue.
ইতালীয়—Lingua.

Tongue—জিহ্বা

অর্থ :—মুখগহ্বরস্থিত সঙ্কোচন-প্রসারণক্ষম একটি যন্ত্র। উচ্চপ্রাণীর আস্বাদন যন্ত্র।

১৪১। **Tooth**—

plu. Teeth—[A. S. *toth*, tooth.] Hard bony growths on maxillae, premaxillae, and mandibles of Mammals; growths of similar, of chitinous, or of horny formation borne on jaws, tongue or pharynx. p. 320.

১৮৫১ দন্তঃ, দশনঃ, রদনঃ, দংশঃ, দংষ্ট্রা, খাদনঃ, দাঢ়া, দ্বিজঃ, দ্বিজন্মা, মুখজঃ,...Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 807.
১৮৯৩ দন্তঃ, দশনঃ, রদঃ, রদনঃ, দংশঃ, দংষ্ট্রা, দ্বিজঃ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 435.
১৩০৬ দন্ত, দশন, রদন—রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৭
১৩১৪ দন্ত, দুঃ সেন, সাঃ-পঃ পঃ, ১৪ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১১৭
১৩২১ দাঁত (Teeth), েকাঃ বন্দোঃ, বিক্রমপুর, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১২৫
১৯১৯ দন্ত, দাঁত, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2212.
১৩৩৪ দন্ত, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ৪৮৮
১৩৩৫ দন্ত, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৯
১৩৩৫ দন্ত, দশন, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৫ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬৬
১৩৩৬ বজ্রখুর, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৬ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৫০
১৩৩৭ হালু, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৭ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ২২১
—— দন্ত, মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ৮

১৩৪০ দন্ত, রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৬
১৩৪০ দন্ত,——'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', পৃঃ ১১৪

জার্ম্মান— Zahn.
ফ্রেঞ্চ— Dent.
ইতালীয়—Dente.

Tooth—**দন্ত** [প্রতিশব্দ :—দাঁত]

অর্থঃ—বহু প্রাণীর দংশন ও চর্ব্বণ যন্ত্র।

১৪২। **Trachea**—[L. *trachia*, windpipe.] The windpipe; a respiratory tubule of Insects and other Arthropods; spiral or annular vascular tissue of plants. p. 327.

"Trachea (Gr. *trachia*, the rough windpipe) The tube which conveys air to the lungs in the air-breathing vertebrates." *

"trachea (Gr. *tracheia*, the windpipe), a breathing tube of an insect." †

"trachea. A tube conveying air into the body for the purpose of respiration; found in many arthropods and in all lunged vertebrates; adj., tracheal," ‡

১৮৫১ শ্বাসমার্গঃ, শ্বাসপ্রশ্বাসমার্গঃ, প্রাণমার্গঃ, Williams, M., *Dict, Eng. Sans.* p. 808.
১২৮৬ ট্রাকিয়া,——কল্পদ্রুম, পৃঃ ৩৬৫
১৮৯৩ শ্বাস-প্রাণ-মার্গঃ, Apte, V. S., *Student's Eng.-Sans. Dict.*, p. 436.
১৯০০ শ্বাসনলী, কাঃ সেন, ভিষক্ দর্পণ, ১০ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৯
১৩০৫ বায়ুনালী,———স্বাস্থ্য, পৃঃ ১০৯
১৩০৬ কণ্ঠ, ঘণ্টিকা, (Windpipe, Trachea),—রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, পৃঃ ২৮৮
১৩১০ কণ্ঠনালী, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৩১১ ক্লোমনাড়ী (?) বিঃ গুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৬৩
১৩১৩ বায়ুনলী, হেঃ সেন, সাহিত্য-সংহিতা, ৭ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০৩
১৩১৯ শ্বাসনলী, সঃ চক্র, স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৫৮
১৩২০ শ্বাসনলী,———স্বাস্থ্য-সমাচার, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৬৪
১৯১৫ ট্রেকিয়া, বিঃ চক্র, বিজ্ঞান, ৪ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২০
১৩২২ ফুসফুসের নল, হঃ ঘোষ, বাঁশরী, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২০৭
১৩২২ ক্লোম (প্রধান শ্বাসপথ বা শ্বাসনলী),———স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮
১৩২৪ ট্রেকীয়া, আঃ বিশ্বাস, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১০ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ১৯৫
১৩২৪ ট্রেকিয়া বা অধোবায়ুনালী,———স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ২২৬
১৯১৯ কণ্ঠনালী; শ্বাসনালী, সুষুম্না (বামনঃ) Guha, C., *Modern Ang. Beng. Dict.*, III, p. 2252.
১৩২৯ কণ্ঠনালী, মঃ গুহ, কৃষি সম্পদ, ১৩ (১০ সংখ্যা) পৃঃ ২৩৭
১৩২৯ বায়ুনলী, বঃ চট্টোঃ, ভারতী, ৪৬ (১ম খঃ) পৃঃ ১০৪
১৯২৪ শ্বাসনলিকা বা ক্লোমনলিকা, গঃ সেন, 'প্রত্যক্ষশারীরম' ২য় ভাগ, পৃঃ ১৭৮
১৩৩৩ শ্বাসনালী, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৩ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮১

---

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 910 (1887).
† Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary p. 336 (1926).
‡ Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 583 (1933).

১৩৩৪ শ্বাস-নল, জ্ঞাঃ রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৪৮
১৩৩৫ শ্বাসনলী, নৃঃ বসু, সুবর্ণবণিক সমাচার, ১২ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২৩
১৩৩৯ শ্বাসনালী (trachea or windpipe), বীঃ ঘোষ, ভারতবর্ষ, ২০ (১ম খঃ) পৃঃ ৩৯৬
১৩৪০ কণ্ঠনালিকা, প্রঃ সেন, শিশুভারতী, ৪, পৃঃ ২৪২
১৩৪০ কণ্ঠনালী (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৬
১৩৪০ শ্বাসনালী, বিঃ চট্টোঃ, প্রকৃতি, ১০ (৪।৫ সংখ্যা) পৃঃ ২০৫
——শ্বাস (কণ্ঠ) নাড়ী (নালী), মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ১৪

জার্ম্মান— Luftröhre.
ফ্রেঞ্চ— Trachée.
ইতালীয় - Tracheo.

উচ্চপর্য্যায় প্রাণীতে এবং insect প্রভৃতি পতঙ্গাদিতে যে tube বা pipe দিয়া বায়ু ফুস্‌ফুস্‌ বা অন্য কোনপ্রকার শ্বাসযন্ত্রে বাহিত হয় তাহাকে trachea কহে। ইহার পরিভাষা অনেকগুলি প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যোগেশচন্দ্র রায়মহাশয় প্রদত্ত 'কণ্ঠনালী' পরিভাষা সম্বন্ধে কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্তমহাশয় আপত্তি উপস্থিত করেন। তিনি লিখিতেছেন (১৩১১, পৃঃ ৬৩-৬৪),—

"পূর্ব্বে বলিয়াছি, œsophagusকে কণ্ঠনাড়ী বলাই আয়ুর্ব্বেদের অভিমত। ক্লোম right lung, আবার এই সিদ্ধান্ত যদি নিরপবাদ হয় তবে tracheaকে ক্লোমনাড়ী বলিলে হয়। বা আর কিছু করুন। আয়ুর্ব্বেদে এক 'অপস্তম্ভ' মর্ম্মের কথা আছে, আমার বোধ হয় উহা bronchi। ঠিক tracheaর কোন শব্দ পাই নাই।"

গুপ্তমহাশয়ের অভিমতে trachea-র কোন পরিভাষা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অক্ষরান্তরিত পরিভাষাই ত ভাল। বস্তুতঃ অক্ষরান্তরিত পরিভাষা অনেকেই ব্যবহার করিয়াছেন (১২৮৬, ১৯১৫, ১৩২৪)। ১৩৩২ সালে 'স্বাস্থ্য-সমাচার' পত্রিকায় "ক্লোম (প্রধান শ্বাসপথ বা শ্বাসনালী)" পরিভাষার উপর পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে 'ক্লোম শব্দকে কেহ কেহ অগ্ন্যাশয় (Pancreas) অর্থে ব্যবহার করেন। ঐরূপ ব্যবহারের মূলে কোন প্রমাণ নাই।" আমরা ইহার বিচারে অপারক। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তমহাশয় [ভারতবর্ষ, ১২ (২য় খঃ), পৃঃ ৫৩৮, ১৩৩১] treachea সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন,,পরিভাষার দিকে কিন্তু দৃষ্টিপাত করেন নাই।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে আমরা 'বায়ুনালী' (১৩০৫) গ্রহণ করিতে রাজী আছি, কারণ windpipe শব্দটি প্রাণিবিজ্ঞানে অল্পবিস্তর ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য পরিভাষাগুলি তেমন সুবিধাজনক নহে। এস্থলে 'নালী' শব্দটি tube বা pipe অর্থে ব্যবহৃত হইল (পৃঃ ৪৫ দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক মুখ্যতঃ আমরা 'ট্রেকিয়া' রাখিলাম এবং 'বায়ুনালী' প্রতিশব্দের কোঠায় গ্রহণ করিলাম।

Trachea—ট্রেকিয়া [প্রতিশব্দঃ—**বায়ুনালী**]

অর্থ:—যে নলাকার গঠন মধ্য দিয়া বায়ু ফুস্‌ফুস্‌ বা অন্য কোন প্রকার শ্বাসযন্ত্রে বাহিত হয়।

১৪৩। **Unisexual**—[L. *unus*, one ; *sexus*, sex.] Of one other sex ; distinctly male or female. p. 337.

"Unisexual (Lat. *unus*, one ; *sexus*, sex), either male or female, not hermaphrodite."*

"Unisexual. Involving but one sex, the female ; applied to parthenogenetic reproduction."†

১৩০১ একলিঙ্গ, যোঃ রায়, নব্যভারত, ১২ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৫৭৮
১৩১২ একচিহ্নিত, শঃ রায়, নব্যভারত, ২৩ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৬৩৪
১৩১৩ এক-চিহ্নিতা (Unisexualism), শঃ রায়, নব্যভারত, ২৪ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৭৪
১৯১৯ (উদ্ভিদবিদ্যা) একলিঙ্গ (সাঃ পঃ), Guha C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2345.

জার্মান— Eingeschlechtig.
ফ্রেঞ্চ— Unisexué; Unisexuel.
ইতালীয়— Unisessuale.

যে সকল গুণ বা লক্ষণ থাকার দরুণ জীবকে কেবল পুরুষ (পুং) বা স্ত্রী বুঝায় তাহাকে unisexual কহে। ইহার পরিভাষা 'একলিঙ্গ', যাহা যোগেশচন্দ্র রায়মহাশয় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহাই আমরা অনুমোদন করিতে চাহি। কিন্তু ইংরেজী বিশেষণ শব্দটির পরিভাষা 'একলিঙ্গ' হইবে, না 'একলিঙ্গী' হইবে তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস যে 'একলিঙ্গ' বিশেষণ রূপে চলিতে একটুও বাধা পাইবে না। Sexual-এর পরিভাষা 'যৌন' করিয়াছি (প্রকৃতি, বর্ষা ১৩৪২, পৃঃ ১৫৯), এক্ষেত্রে 'একযৌন' শব্দ যে অচল হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

Unisexual—একলিঙ্গ

অর্থ :—একমাত্র পুরুষ বা স্ত্রী লিঙ্গ যাহার মধ্যে বর্ত্তমান।

১৪৪। **Urea**—[Gk. *ouron*, urine.] A nitrogenous excretory substance, chief constituent of urine. p. 337.

"Urea (Gr. *ouron*, urine), a nitrogenous compound formed as a waste product in animal bodies."*

"Urea. A substance, $CO(NH)_2$, produced by the decomposition of proteins and some other substances in organisms."†

---

* Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxxviii (1918).

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 382 (1934).

"Urea. The substance which contains most of the nitrogenous waste of the animal body ; *adj*., uric."*

১৩১০ মূত্রীয়, উরিয়া, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৯১৯ মূত্রের প্রধান জৈব উপাদান, মূত্রীয় (সাঃ-পঃ), উরীয় (ঐ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2371.

জার্মান— Harnstoff.
ফ্রেঞ্চ— Urée.
ইতালীয়—Urea.

শরীরের দূষিত নাইট্রোজেনীয় পদার্থ যাহা মূত্রের প্রধান উপাদান তাহার নাম urea। Urine-এর পরিভাষা 'মূত্র' বলিয়া বোধ হয় যোগেশচন্দ্র রায়মহাশয় urea-র পরিভাষা 'মূত্রীয়' রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা করিলেও 'উরিয়া' অর্থাৎ অক্ষরান্তরিত পরিভাষা পরিত্যাগ করেন নাই। আমাদের মনে হয় 'মূত্রীয়' চলিবার কোন সম্ভাবনা নাই। 'ইউরিয়া' এই বানান ভাষায় চালাইলে কেমন হয় ?

Urea—**ইউরিয়া**

অর্থ :—শরীরের দূষিত নাইট্রোজেনীয় অপনয়ন-পদার্থ যাহা মূত্রের প্রধান উপাদান।

১৪৫। **Ureter**—[Gk. *oureter*, ureter.] Duct conveying urine from kidney to bladder or cloaca. p. 337.

"Ureter. A tube conducting urine away from the kidney."†

"Ureter. The duct leading from the kidney and conveying the urine either to a urinary bladder or to the outside."*

১৩১০ মূত্রবহ, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০
১৯১২ মূত্রনালী, উঃ ভাদুড়ী, ভিষক্-দর্পণ, ২২ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৭
১৯১২ মূত্রনলী, নঃ আলী, ভিষক্-দর্পণ, ২২ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯৫
১৩২১ গবীনী,——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৩ (১২শ সংখ্যা) পৃঃ ৩৫৪
১৩২২ মূত্রস্রোতঃ বা গবীনী (বৃক্ক হইতে বস্তি পর্য্যন্ত মূত্রবাহী দুইটি নল),—স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮
১৩২৬ গবীনী বা মূত্রস্রোতঃ, গঃ সেন, আয়ুর্বেদ, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২০১
১৯১৯ মূত্রবাহী নালী, মূত্রবহ (সাঃ পঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2371.
১৯২৪ গবীনী, গঃ সেন, 'প্রত্যক্ষশারীরম্', ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৩
১৩৩৪ গবীনী, গবীনিকা (Ureters, canals, fallopian tubes), গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৪১১

---

* Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 584 (1933).

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 382 (1934).

১৬৪০ মূত্রবহ (যোঃ রায়), গবীনী (গঃ সেন), মূত্রস্রোত (গঃ সেন), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৬

—— মূত্রবাহিনী, মঃ আপটে, মহারাষ্ট্র বৈদ্যসম্মেলনপত্রিকা, পৃঃ ১৪

জার্ম্মান— Harngang; Ureter..
ফ্রেঞ্চ— Uretère.
ইতালীয়— Uretere.

Ureter-এর পরিভাষা আলোচনা করিতে গেলে urethra শব্দটির প্রসঙ্গ আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। দুইটাই বিশিষ্ট নালী এবং দেহস্থিত দূষিত পদার্থরূপ মূত্র বহন করিয়া থাকে, তবে একটি কিডনী হইতে bladder-এ বা cloaca-তে মূত্র লইয়া যায়, অপরটি bladder হইতে বাহিরে। প্রথমটি ureter এবং দ্বিতীয়টি urethra। Ureter প্রায় সকল উচ্চ প্রাণীতেই দেখা যায়, কিন্তু urethra কেবলমাত্র mammal-এর মধ্যে পর্য্যবসিত। Ureter-এর পরিভাষা অনেকে 'মূত্রবহ' (১৩১০, '৪০), 'মূত্রনালী' (১৯১২), 'মূত্রনলী' (১৯১২) ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ সঙ্গত মনে হইতেছে না, কারণ উহার প্রত্যেকটি urethra-র পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কবিরাজ গণনাথ সেনমহাশয় (১৩২৬) 'মূত্রস্রোত' এবং 'মূত্রপ্রসেক' এই শব্দ-দুইটির দ্বারা ureter এবং urethra-র পার্থক্য বুঝাইতে চাহেন, উপরন্তু ureter-এর একটি স্বতন্ত্র পরিভাষা দেন 'গবীনী' (১৯২৪)। 'গবীনী'র মত তিনি urethra-র স্বতন্ত্র কোন পরিভাষা দেন নাই। 'স্রোত' ও 'প্রসেক' দ্বারা ইংরেজী শব্দের আমরা যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা বুঝায় কিনা বলা কঠিন। হয়ত আয়ুর্ব্বেদ মতে যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু আমাদের ভাল লাগিতেছে না। যাহা হউক এরূপ ক্ষেত্রে অক্ষরান্তরিত পরিভাষা 'ইউরেটার' গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি। আর দেশী শব্দ যদি একান্তই রাখিতে হয় ত 'গবীনী' স্বীকার করিয়া লইব। বলা বাহুল্য 'গবীনী' বা 'ইউরেটার' শিখিতে ও বুঝিতে একই সময় লাগিবে।

Ureter—**ইউরেটার** [প্রতিশব্দ :—গবীনী]

অর্থ :—যে নলী কিডনী হইতে মূত্রস্থলী বা ক্লোয়েকা পর্য্যন্ত মূত্র বহন করে।

১৪৬। **Urethra**—[Gk. *ourethra*, from ; *ouron*, urine.] Duct leading off urine from bladder, and in male conveying semen in addition. p. 337.

"Urethra. The duct by which urine is discharged from the bladder."*

"Urethra. The duct from the urinary bladder to the external surface ; *adj.*, urethral."†

---

* Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 382 (1934).

† Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 584 (1933).

১৮৫১ (In anatomy) মূত্রমার্গঃ, মূত্রপথঃ, মূত্রদ্বারং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 824.

১২৮৪ মূত্রাধার,——ভারতী, ১ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩১

১৩০৬ মূত্রদ্বার, মূত্রপ্রবাহিনী,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৯

১৯১২ ইউরিথ্রা, লঃ আলী, ভিষক্‌-দর্পণ, ২২ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯৬

১৩২২ মূত্রপ্রসেক (শিশ্নমূলস্থ মূত্রপথ),——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮

১৯১৯ মূত্রাশয় হইতে পুরুষাঙ্গের বা স্ত্রী অঙ্গের অভ্যন্তরস্থ যে নালীর দ্বারা মূত্র পরিত্যক্ত হয়, মূত্রদ্বার (সাঃ পঃ) মূত্রপ্রবাহিনী (সঃ পঃ) মূত্রমার্গ, মূত্রপ্রসেক, মূত্রবর্ত্ম, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2371.

১৯২৪ মূত্রপ্রসেক, গঃ সেন, প্রত্যক্ষশারীরম, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৫

জার্মান— Harnleiter; Harnröhre.
ফ্রেঞ্চ— Urètre; Urèthre.
ইতালীয়—Uretra.

Urethra—ইউরেথ্রা

অর্থ :—যে নলী মূত্রস্থলী হইতে বহির্ভাগ পর্যন্ত মূত্র বহন করিয়া লইয়া যায়, উপরন্তু পুং-প্রাণীতে শুক্রও বহন করিয়া থাকে।

১৪৭। **Urine**—[Gk. *ouron*, urine] A fluid excretion from kidneys in Mammals, a solid or semisolid excretion in Birds and Reptiles. p. 337.

১৮৫১ মূত্রং, প্রস্রাবঃ, মেহঃ—হনং, বস্তিমলং, গুহ্যনিষ্যন্দঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 824.

১৩০৬ মূত্র,——রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৮

১৩১০ মূত্র, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ-পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪০

১৯১৯ মূত্র, প্রস্রাব, মুত (slang)। [Syn. মেহ, বস্তিমল, গুহ্যনিস্যন্দ, মেহন, স্রবণ, স্রব।] Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2371.

জার্মান— Urin; Harn.
ফ্রেঞ্চ— Urine.
ইতালীয়—Orina.
ল্যাটিন— *Urina.*

Urine—মূত্র

অর্থ :—দেহস্থিত একপ্রকার তরল দূষিত পদার্থ যাহা কিডনী হইতে অপসারিত হয়।

১৪৮। **Uterus**—[L. *uterus*, womb.] The organ in female Mammals in which the embryo develops and is nourished before birth; an enlarged portion of oviduct modified to serve as a place for development of young or of eggs in lower Vertebrates. p. 339.

"Uterus (Lat., womb), an enlarged portion of the oviduct, in which an embryo or fœtus undergoes development ; the womb in mammals."*

"Uterus, (L. *uterus*, the womb), a special section of the oviduct."†

"Uterus. A modified portion of the oviduct in which the eggs undergo at least part of their development. Strictly the term uterus is applicable only in animals in which the developing embryo becomes attached to the wall of the organ."‡

"Uterus. A dilated portion of the oviduct in which egg cells are retained while undergoing more or less of their development ; *adj*., uterine."¶

১৮৫১ যোনিঃ, গর্ভকোশঃ, গর্ভাশয়ঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 825.

১৩১০ জরায়ু, প্রঃ রায় ও নঃ গুহ, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ৯৫

১৩১৭ ধর,——হেঃ দাশগুপ্ত, সাঃ-পঃ পঃ, ১৭ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৩৩

১৯১২ জরায়ু বা ইউটিরাস, লঃ আলী, ভিষক্-দর্পণ, ২২ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ২৯৫

১৩২২ গর্ভাশয় (জরায়ু),——স্বাস্থ্য-সমাচার, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৮

১৯১৯ গর্ভাশয়, গর্ভকোষ, জরায়ুধর (সাঃ পঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2374.

১৩২৬ গর্ভাশয়, গঃ সেন, আয়ুর্ব্বেদ, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২০৯

১৩২৮ জরায়ু, বাঃ মুখোঃ, ভারতবর্ষ, ৯ (১ম খঃ) পৃঃ ৫৩ ; ঐ, ১২ (২য় খঃ) পৃঃ ১৯ (১৩৩১)

১৩৩২ ডিম্বাধার ; ডিম্বাশয়, এঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২১৫ ; ২১৭

১৩৩৪ গর্ভ (uterus, Fœtus) ; গর্ভশয্যা, গিঃ মুখোঃ, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৪১১

১৩৩৫ মূত্রদ্বার,——প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৮৮

১৩৩৫ গর্ভাশয়, নৃঃ বসু, সুবর্ণবণিক্ সমাচার, ১২ (৮ম সংখ্যা) পৃঃ ৩২১

১৩৪০ গর্ভাশয় (গঃ সেন), রাঃ বসু, চন্দ্রিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৬

জার্ম্মান— U t e r u s.
ফ্রেঞ্চ— U t é r u s.
ইতালীয়—U t e r o.

স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে যে যন্ত্রে পরিস্ফুরিত এবং পুষ্টিলাভ করে তাহাকে সাধারণতঃ uterus কহে। নিম্নপর্য্যায় vertebrate-এর ডিম্বনলীর বিস্তৃত শেষাংশকেও uterus কহে, কারণ এই অংশে ডিম্বের বা ডিম্ব মধ্যস্থিত ভ্রূণের অংশতঃ পরিস্ফুরণ হয়। ইহার পরিভাষা 'গর্ভাশয়' (১৮৫১, ১৩২২, ১৯১৯, ১৩২৬, '৩৫, '৪০) অনেকেই অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও আবার অনেকে কিন্তু uterus অর্থে 'জরায়ু' (১৩১০, ১৯১২, ১৩২৮) শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 'গর্ভাশয়' হইতে 'জরায়ু' শব্দটি মৌখিক ভাষায় বেশী প্রচলিত। 'জরায়ু' যে 'গর্ভাশয়ে'র তৎপর্য্যায় শব্দ তাহা আমরা শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে পাইতেছি,—

"জরায়ু (পুং), যেন বেষ্টিতো গর্ভঃ কুক্ষৌ তিষ্ঠতি সঃ। গর্ভ বেষ্টনচর্ম্ম। ফাঁওল ইতি ভাষা।

---

* Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxxviii (1918).

† Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 336 (1926).

‡ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 382 (1934).

¶ Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 584 (1933).

তৎপর্য্যায়ঃ। গর্ব্ভাশয়ঃ ২ উল্বং ৩ কললঃ ৪ ইত্যমরঃ॥ যা তু চর্ম্মাকৃতিঃ সূক্ষ্মা জরায়ু সা নিগদ্যতে। ইতি মহাভাগবতে ভগবতী গীতা॥ অগ্নিজ্বার বৃক্ষঃ। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ॥"*

আমরা ইংরেজী হইতে যে অর্থ করিয়াছি তাহা এই দুইটি শব্দের মধ্যে নিহিত আছে কিনা মতসাপেক্ষ। 'গর্ভাশয়' শব্দটি হয়তো কোনক্রমে স্তন্যপায়ী প্রাণীর uterus অর্থে চালান যাইতে পারে, কিন্তু নিম্নপর্য্যায় প্রাণীর পক্ষে অচল বলিয়া মনে হয়। অপর পক্ষে 'জরায়ু'র মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে এবং আমাদের প্রদত্ত অর্থ আরোপ করিয়া লইলে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। আমরা ইহার সঙ্গে ইংরেজী শব্দটিও অক্ষরান্তরিত করিয়া রাখিলাম, কারণ 'জরায়ু' কাটা পড়িলেও 'ইউটেরাস' অক্ষত থাকিবার সম্ভাবনা বেশী।

Uterus—জরায়ু, ইউটেরাস্

অর্থ:—ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণ যে যন্ত্রে পরিস্ফুরিত এবং পুষ্টিলাভ করে; নিম্নপর্য্যায় প্রাণীর ডিম্বনলীর শেষভাগের বিস্তৃত প্রকোষ্ঠবিশেষ।

১৪৯। **Vacuole**—[L. *vacuus*, empty.] One of spaces in cell protoplasm containing air, sap, or partially digested food. p. 339.

"Vacuoles (Lat. *vacuus*, empty). The little clear spaces which are seen in the protoplasm of the *Protozoa* generally, and which are for the most part merely temporary. When these spaces are formed round particles of ingested food, they are called 'food-vacuoles'."†

"Vacuole (Lat. *vacuus*, empty), a space in the protoplasm of a cell, filled with gas or liquid."‡

"Vacuole (L. dim. of *vacuus*, empty), a minute vesicle in certain Protozoa." ¶

"Vacuole. A region within a cell occupied by a liquid other than protoplasm, usually water with various substances in solution."§

"Vacuole. A space in the cytoplasm of a cell usually filled with liquid and containing food or collecting liquid wastes to be eliminated."**

১৩১০ বিলক, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭
১৯১১ বুদ্‌বুদ, হঃ সেন, ভিষক্-দর্পণ, ২১ (১০ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭১
১৩১৯ বায়ুপূর্ণ বিন্দু, শঃ রায়, সাহিত্য, ২৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৭৮
১৩২৪ ফাঁপা বুদ্‌বুদ, অঃ দত্ত, উপাসনা, ১৩ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩৬৭

---

* শব্দকল্পদ্রুমঃ, তৃতীয় কাণ্ড, পৃঃ ১২৫৮ (সংবৎ ১৯৩২)

† Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*', Glossary, p. 911 (1887).

‡ Dendy, A., '*Outlines of Evolutionary Biology*', Glossary of Technical Terms, p. xxxix (1918).

¶ Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 336 (1926).

§ Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 382 (1934).

** Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 584 (1933).

১৯১৯ (জীববিজ্ঞান) অঙ্গীর বিধানতন্ত্রে অম্বুকোষ বা ক্ষুদ্ররন্ধ্র, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2370.

১৯৩২ বুদ্বুদ, বিঃ পাল, প্রকৃতি, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৮৬

১৯৩৫ ভ্যাকুয়োল, শৈঃ বসু, প্রকৃতি, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩২৪ (*Bot.*)

১৯৪০ বিলক (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৩

জার্মান— Vakuole.

ফ্রেঞ্চ— Vacuole.

একটি সেলের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে যে বিশিষ্ট স্থানের মধ্যে গ্যাস বা কোনপ্রকার তরল পদার্থ পরিপূর্ণ থাকে তাহাকে vacuole বলে। সাধারণতঃ প্রোটোজোয়া প্রাণীতে এই গঠনটি দেখা যায়। ইহার পরিভাষা যোগেশবাবু উদ্ভাবিত 'বিলক' শব্দটির মধ্যে মৌলিকত্ব কিছু থাকিলেও আমাদের মনে হয় অক্ষরান্তরিত ইংরেজী পরিভাষাই সুসঙ্গত।

Vacuole—**ভ্যাকুয়োল**

অর্থ :—গ্যাস বা তরল পদার্থ পরিপূর্ণ সেলের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান।

১৫০। **Vent**—[L. *findere*, to cleave.] The anus; cloacal or anal aperture in lower Vertebrates. p. 341.

১৮৫১ দ্বারং, ছিদ্রং, রন্ধ্রং, মুখং, পথঃ, মার্গঃ উচ্ছ্বাসঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 828.

১৯১৯ পক্ষী, মৎস্য এবং সরীসৃপের গুহ্যদ্বার, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2157.

জার্মান—After.

পায়ু বলিতে আমরা যাহা বুঝি, vent বলিতে ঠিক তাহাই বুঝি। Vent ও anus সমপর্য্যায় শব্দ, তবে Vertebrate-এর নিম্নপর্য্যায় প্রাণীদের anus-কে সময়ে সময়ে vent বলা হয়। বস্তুতঃ প্রাণিবিজ্ঞানে vent অপেক্ষা anus-এর ব্যবহার বা প্রচলনই বেশী। যাহা হউক আমরা vent anus-এর সমার্থবোধক শব্দহিসাবে একই প্রতিশব্দে কাজ চালাইয়া লইতে অভিলাষী।

Vent—**পায়ু**, [প্রতিশব্দ :—গুহ্য]

অর্থ :—পৌষ্টিক-নালীর পিছনের ছিদ্র।

১৫১। **Viviparous**—[L. *vivus*, living; *parere*, to beget.] Bringing forth young alive; *cf.* oviparous, ovoviviparous; germinating while still attached to parent; exhibiting vivipary, as certain tropical plants. p.345.

"Viviparous (Lat *vivus*, alive; and *pario*, I bring forth). Bringing forth young alive"*

* Nicholson, H. A., '*A Manual of Zoology*,' Glossary, pp. 912 (1887).

"Viviparous. Producing young from eggs that are retained in the uterus of the mother, with the aid of nutrition derived from the mother through a placenta and umbilical cord."*

"Viviparous. Producing young from eggs which are hatched in the uterus and nourished there."†

"Viviparity. The condition which makes possible the producing of living young; *adj.* ,viviparous"‡

১৮৫১ সচেতনপ্রসূঃ, সচেতনপ্রজা——(Born from the womb) জরায়ুজঃ-জা-জং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.* p. 832.

১৩১০ জরায়ুজ, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৫

১৯১৯ যোনিজ, জরায়ুজ (স্তন্যঃ কুক্কুঃ) জীবজ (হিঃ কোঃ), Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2412.

১৩৪০ জরায়ুজ (যোঃ রায়), রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪৬

জার্ম্মান— Vivipare.
ফ্রেঞ্চ — Vivipares.
ইতালীয়—Vivipare.

যে সকল প্রাণীর জরায়ু বা ইউটেরাসে ডিম্ব হইতে ভ্রূণ পরিস্ফুরিত এবং লালিতপালিত হইয়া (জীবন্ত) শিশু-অবস্থায় প্রসূত হয় সেই সকল প্রাণীকে viviparous প্রাণী বলা হয়। অল্প কথায় জীবন্ত শিশু উৎপাদন বা প্রসব করার অবস্থাকে viviparous বলে। Uterus-এর পরিভাষা 'জরায়ু' গ্রাহ্য করা হইলে viviparous-এর পরিভাষা 'জরায়ুজ' গ্রহণ করা চলিতে পারে। উপরের পরিভাষার তালিকায় দেখা যাইবে যে viviparous-এর পরিভাষা 'জরায়ুজ' চলিত। আমরা 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানেও ঐ একই কথা পাইতেছি,—

"জরায়ুজ (ত্রি) গর্ভাশয়জাতঃ। স তু নৃ গবাদিঃ। ইত্যমরঃ। যা তু চর্ম্মাকৃতিঃ, সূক্ষ্মা জরায়ুঃ সা নিগদ্যতে। শুক্রশোণিতয়োর্যোগস্তস্মিন্ সংজায়তে যতঃ॥ তত্র গর্ভো ভবেদযস্মাত্তেন প্রোক্তো জরায়ুজঃ। ইতি মহাভাগবতে গীতা॥¶

পূর্ব্বে আমরা oviparous-এর পরিভাষা 'অণ্ডজ' স্বীকার না করিয়া 'ডিম্বপ্রসূ' সঙ্কলন করিয়াছি (প্রকৃতি, ১৩৪১, পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯); আমরা সেই হিসাবে 'শিশুপ্রসূ' সঙ্কলন করিতে পারি এবং ন্যায়তঃ এই পরিভাষাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থজ্ঞাপক। আমরা প্রচলিত 'জরায়ুজ' রাখিলাম এবং তাহার সঙ্গে 'শিশুপ্রসূ' শব্দটি বিচারের জন্য প্রস্তাব করিলাম। বিদেশীয় ভাষার শব্দগুলি উপরে প্রদত্ত হইল।

Viviparous—জরায়ুজ, শিশুপ্রসূ

অর্থ :—জরায়ু মধ্যস্থিত ভ্রূণ শিশুরূপে পরিণত হইয়া প্রসূত হওয়ার অবস্থা

---

* Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 383 (1934).

† Richards, A., '*Outline of Comparative Embryology*,' Definitions of Terms used in Embryology, p. 405 (1931).

‡ Wolcott, R. H., '*Animal Biology*', Glossary, p. 585 (1933).

¶ শব্দকল্পদ্রুমঃ, তৃতীয় কাণ্ড, পৃঃ ১২৮৪, (১৯৩২ সংবৎ)

জ্ঞাপক। যাহার দরুণ প্রাণীরা একেবারে জীবন্ত শিশু প্রসব করে সেই অবস্থাজ্ঞাপক।

১৫২। **White blood corpuscle—**

১৩০১ শ্বেত কোষাণু (White corpuscles or Leucocytes—Phagocytes), যো: রায়, নব্যভারত, ১২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃ: ১৭২

১৩০৩ (শোণিতাস্থত) শ্বেত-কণিকা (White blood corpuscles বা Phagocytes), দি: মু:পা:, নব্যভারত ১৪ (৩য় সংখ্যা) পৃ: ১৩৯

১৮২৯শক শ্বেতকণা (White blood corpuscles), জ: রায়, তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা, ১৭ (১ম ভাগ) পৃ: ১০৯

১৮৩২শক (রক্তের) শ্বেতকণিকা (White corpuscles), জ: রায়, তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা, ১৭ (৪র্থ ভাগ) পৃ: ১৩২

১৩২০ শ্বেতকণিকা (White corpuscle of blood), স্থ: ভট্টা:, আর্য্যাবর্ত্ত, ৪ (৯ম সংখ্যা) পৃ: ৭৬৫

১৯১৩ শ্বেতকণিকা (White corpuscle), শর: রায়, বিজ্ঞান, ২ (৪র্থ সংখ্যা) পৃ: ১৩৫

১৯১৩ শ্বেত রক্তকণিকা (White blood corpuscles), শি: কুমার, বিজ্ঞান, ২ (১২শ সংখ্যা) পৃ: ৪৭১

১৩২৩ শ্বেতকণিকা (White corpuscles), জ্ঞা: বাগচী, ভারতী, ১০ (১২শ সংখ্যা) পৃ: ১২২০

১৩২৬ শ্বেতকণিকা, (White corpuscles) র: রায়, চিকিৎসা-প্রকাশ, ১২ (১ম সংখ্যা) পৃ: ২৩

১৯২৪ শ্বেতকণিকা (White corpuscles) গ: সেন, প্রত্যক্ষশারীরম্, ২য় ভাগ, পৃ: ৮৩

১৩৩২ শ্বেতকণা (White corpuscles) বি: পাল, প্রকৃতি, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃ: ১৮৪

১৩৩৫ রক্তের শ্বেতকণিকা (White blood corpuscles), জ্ঞা: রায়, প্রকৃতি, ৫ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃ: ৪৬০

জার্ম্মান—Weisse Blutkörperchen.

এই শব্দের পরিভাষা লইয়া আলোচনার আবশ্যক দেখি না। Red blood corpuscle-এর পরিভাষায় আলোচনা দ্রষ্টব্য (পৃ: ১৪৫)।

White blood corpuscle—**শ্বেত রক্তকণিকা**

White corpuscle—**শ্বেতকণিকা**

অর্থ :—উচ্চপর্য্যায় প্রাণিদেহের রক্তের এক প্রকার কণিকা।

১৫৩। **Wing**—[M. E. *winge*, wing.] One of two lateral petals in a papilionaceous flower; lateral expansion on many seeds; any broad membranous expansion fore-limb of Birds; flight organ of Insects. p. 347.

১৮৫১ (Of a brid, &.) পক্ষঃ, পক্ষ্মঃ, গরুৎ, দেহধিঃ, পত্ত্রং, পত্রং, ছদঃ-দনং, তনুরুহঃ, অনুরুহঃ, বাজঃ, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 842.

১৩১০ পাখা, পত্র, ডানা, যো: রায়, সা:-প: প:, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৪৪

১৯১৯ পক্ষ, পাখা, ডানা, পত্র, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2465.

১৩৩৪ পাখা, জ্ঞা: রায়, প্রকৃতি, ৪ (৪র্থ সংখ্যা) পৃ: ৩৪৮

১৩৩৫ ডানা, জ্ঞা: রায়, প্রকৃতি, ৫ (১ম সংখ্যা) পৃ: ৩২

জার্মান— Flügel.
ফ্রেঞ্চ— Aile.
ইতালীয়—Ala.
ল্যাটিন —*Ala.*

Wing—পক্ষ, ডানা

অর্থ:—পক্ষীপর্য্যায় প্রাণীদের উড়িবার অঙ্গবিশেষ।

১৫৪। **Zoology**—[Gk. *zoon*, animal; *logos*, discourse.] The science dealing with structure, functions, history, classification and distribution of animals. p. 350.

"Zoology (Gk. *zoon*, animal; *logos*, discourse), the science of animals."*

"Zoology. The science of animals."†

১৮২৬ জন্তুবিদ্যা, পাণ্ডের বামাবতার শর্ম্মা, মিত্রগোষ্ঠীপত্রিকা, ১ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ২৪
১৮৫১ প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিবিষয়কা বিদ্যা, প্রাণিবিষয়কং জ্ঞানং, জীবজন্তুবিদ্যা, পশ্বাদিবিদ্যা, পশ্বাদিশাস্ত্রং, Williams, M., *Dict. Eng. Sans.*, p. 849.
১২৯৮ প্রাণীতত্ত্ব, যোঃ মিত্র, নব্যভারত, ৯ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৭১
১৩০২ জন্তুতত্ত্ব, শঃ মিত্র, নব্যভারত, ১৩ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ২৩১
১৩০৩ প্রাণিবিদ্যা, পঃ সম্মিতি, সাঃ-পঃ পঃ, ৩ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬৮
১৩০৬ প্রাণিবিদ্যা, পঃ সম্মিতি, রাঃ ত্রিবেদী, সাঃ-পঃ পঃ, ৬ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ৩২০
১৩১০ প্রাণিবিদ্যা, যোঃ রায়, সাঃ-পঃ পঃ, ১০ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৬
১৩১৩ জীবতত্ত্ব, বঃ সরকার, ভারতী, ৩০ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ১০৩০
১৩১৮ প্রাণীবিদ্যা, বঃ চৌধুরী, সুপ্রভাত, ৪ (১১শ সংখ্যা) পৃঃ ৪৮৩
১৩২০ প্রাণীতত্ত্ব, বিঃ সেনগুপ্ত, প্রবাসী, ১৩ (২য় খঃ), পৃঃ ৩৩৬
১৯১৩ জন্তুবিজ্ঞান, শরঃ রায়, বিজ্ঞান, ২ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ৮৪
১৯১৪ জীববিজ্ঞান,——বিজ্ঞান, ৩ (৬ষ্ঠ সংখ্যা) পৃঃ ২৩০
১৩২১ প্রাণিবিদ্যা, পঃ নিয়োগী, ভারতবর্ষ, ২ (১ম খঃ) পৃঃ ৯১
১৯১৫ প্রাণীবিদ্যা,——বিজ্ঞান, ৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৪
১৩২২ জীববিদ্যা, বিঃ সরকার, প্রবাসী, ১৫ (১ম খঃ) পৃঃ ৪৭৮
১৩২২ তুলনাত্মক জীববিদ্যা (comparative zoology), বিঃ সরকার, প্রবাসী, ১৫ (১ম খঃ) পৃঃ ৪৭৮
১৩২৩ প্রাণিবিজ্ঞান, দিঃ রায় চৌধুরী, নব্যভারত, ৩৪ (২য় সংখ্যা) পৃঃ ১১০
১৯১৬ জীব-বিজ্ঞান, মঃ বন্দ্যোঃ, বিজ্ঞান, ৫ (৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৩১১
১৩২৫ প্রাণিতত্ত্ব, যোঃ দত্ত, ভারতবর্ষ, ৩ (২য় খঃ) পৃঃ ৫০৯
১৯১৯ জন্তুবিদ্যা, জন্তুবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, Guha, C., *Modern Ang.-Beng. Dict.*, III, p. 2499.
১৩২৯ প্রাণিবিজ্ঞান, পঃ নিয়োগী, ভারতবর্ষ, ১০ (১ম খঃ) পৃঃ ৯০২
১৩৩২ প্রাণি-তত্ত্ব, শিঃ চট্টোঃ, মাসিক বসুমতি, ৪ (২য় খঃ) পৃঃ ৫০২
১৩৩৩ প্রাণিতত্ত্ব, চিঃ রায়, ভারতবর্ষ, ১৪ (২য় খঃ) পৃঃ ১০৭
১৩৩৪ প্রাণিতত্ত্বশাস্ত্র, বঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ৪ (৫ম সংখ্যা) পৃঃ ৩৯৪
১৩৪০ প্রাণিবিদ্যা, রাঃ বসু, চলন্তিকা, ২য় সং, পৃঃ ৬৪১, ৬৪৪

---

* Hegner, R. W., '*An Introduction to Zoology*', Glossary, p. 336 (1926).

† Shull, A. F., '*Principles of Animal Biology*', Glossary, p. 384 (1934).

১৩৪০ জন্তুবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা,——'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', পৃঃ ১২৭
১২৪০ প্রাণিবিদ্যা, জিঃ মুখোঃ, প্রবাসী, ৩৩ (১ম খঃ) পৃঃ ২২৭
১৩৪১ জীবজন্তুর জ্ঞান, চাঃ ঘোষ, প্রকৃতি, ১১ (৩য় সংখ্যা) পৃঃ ১৬৮
১৩৪১ প্রাণিবিদ্যা,——প্রকৃতি, ১১ (৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ২৮৯

জার্ম্মান— Zoologie.
ফ্রেঞ্চ— Zoologie.
ইতালীয়— Zoologia.

Zoology—প্রাণিবিজ্ঞান, প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা

অর্থঃ—যে বিষয়ের সাহায্যে প্রাণী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আয়ত্ত করা যায়।